কিশোরী কন্যা

লুইসা এম্ অলকাটের কিশোর উপন্যাস লিট্‌ল্ উইমেন এ
আমেরিকান পাঠক-পাঠিকার চিত্ত জয় করেছিল। তা
শতাধিক বৎসরে সমগ্র পৃথিবীর বহু ছেলেমেয়ে
উপভোগ করেছে, আজো তার জনপ্রিয়তা বিন্দু
হ্রাস পায় নি।

প্রখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীমতী বাণী রায় কর্তৃক লিট্‌ল্ উইমে
মূলানুগ, অসংক্ষেপিত এবং অনবদ্য অনুবাদ, 'কিশোরী'
অনুরূপভাবে যে বাংলাদেশের পাঠক-পাঠিকার হৃদয় জয়
নেবে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

কিশোরী কন্যা

লুইসা এম. অল্‌কাট্‌

অনুবাদ

বাণী রায়

কলিকাতা-১২ নিউস্ক্রিপ্ট প্রকাশিত কলিকাতা-২১

প্রথম মুদ্রণ
চৈত্র ১৩৭১

প্রকাশক
অশোকানন্দ দাশ
নি উ স্ক্রি প্ট
এ১৪, কলেজ স্ট্রীট মার্কেট, কলকাতা-১২

প্রচ্ছদপট
শ্রীসুব্রত ত্রিপাঠী

মুদ্রক
শ্রীবাণেশ্বর মুখার্জি
কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড
২৫, ডি. এল. রায় স্ট্রীট, কলকাতা-৬

Bengali Translation
of
LITTLE WOMEN
by
Louisa M. Alcott.
Translated by Miss Bani Ray

প্রস্তাবনা

(শোন) ক্ষুদ্র পুস্তক আমার, চলে তবে যাও,
যারা করে সমাদর তাদের জানাও
বুকে-ভরা জমা-করা যা আছে তোমার ;
চিরদিন পূজা যেন পায় সে সবার।
তীর্থযাত্রী, শ্রেয় আরও আমাদের চেয়ে
হোক তারা। করুণার কথা বলো যেয়ে ;
যার যাত্রা প্রত্যূষের প্রথম আলোকে ;
আগামী দিনের তরী সেই দিব্যালোকে
শিখুক সশ্রদ্ধ নতি করুণার কাছে,
তরুণী নবীনা যত ; কুমারী যে আছে
বিভ্রান্তির পথচারী, ঈশ্বর সন্ধানে
সাধুসন্তদের পথ যেন তারা জানে !"

—জন বানিয়ানের অনুসরণে

স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ শ্রীযুক্তা নলিনী দাশ, বিশ্ববিদ্যালয়ের
উজ্জ্বলরত্ন নলিনী চক্রবর্তী, কৈশোরের প্রাণচঞ্চল নিনি,
স্কুলজীবনের সমস্ত সুমধুর স্মৃতি-সহ তোমাকে দিলাম

বাণী।

সূচীপত্র

এক

তীর্থযাত্রী খেলা

'কোন উপহার ছাড়া বড়দিন কিন্তু বড়দিনই হবে না'—রাগের ওপর শুয়ে শুয়ে গজগজ করতে লাগল জো।

নিজের পুরোন পোষাকের দিকে চেয়ে মেগ একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল—'গরীব হওয়াটা কি বিশ্রী'!

ছোট্ট এমি ক্ষুব্ধ নিঃশ্বাস ফেলে যোগ দিল—'কোন কোন মেয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস পাবে আর অন্যেরা কিছুই পাবে না এ ত উচিত নয়!'

তার নিজস্ব কোণটুকুতে বসে বেথ কিন্তু প্রফুল্লভাবেই বলল 'আমাদের ত বাবা আছেন, মা আছেন, তাছাড়া আমরা পরস্পরকে পাচ্ছি!'

আগুনের আভায় চারটি তরুণ মুখ দীপ্ত। খুশিভরা কথা শুনে মুখগুলি উজ্জ্বল হয়ে উঠল কিন্তু জোর বিষণ্ণ কথায় আবার কালো হয়ে গেল—'বাবাকে এখন আর পাচ্ছি কোথায়? দীর্ঘদিন তাঁকে আমরা কাছে পাব না!'

জো অবশ্য বলল না—'হয় ত কোনদিন পাব না' কিন্তু সুদূর যুদ্ধক্ষেত্রে বাবার কথা মনে করে প্রত্যেকে কথাটা নিঃশব্দে যোগ করে নিল।

এক মিনিটকাল কেউ কিছু বলল না। তারপরে মেগ অন্য সুরে বলল—এ বছর কোন উপহার না নেবার প্রস্তাব মা কেন করেছেন জানো ত? কারণ এবছর শীতকালটা সকলের পক্ষেই দারুণ দুঃসময়। তাই মা মনে করেন যে আমাদের দেশের ছেলেরা যখন সৈন্যদলে এত কষ্ট করছে তখন আমাদের ফুর্তির জন্য টাকা ওড়ানো উচিত নয়। আমরা বেশি কিছু করতে পারি না, কিন্তু ছোটখাট ত্যাগ স্বীকার ত করতে পারি। সেটা আমাদের হাসিমুখেই করা উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমি তা পারছি না।'

কত যে সুন্দর সুন্দর জিনিস সে চায় সে-সব কথা মনে করে মেগ খেদের সঙ্গে মাথা নাড়ল।

'আমরা যা খরচ করতে পারি তা এতই কম যে সেটা না করলেও কোন লাভ নেই। আমাদের প্রত্যেকের একটা করে ডলার মাত্র আছে। সৈন্যদলে সেটা দিয়ে দিলেও তেমন কিছুই সাহায্য হবে না। মার কাছে বা তোমাদের কাছ থেকে কোন উপহার না নেবার প্রস্তাবে আমি রাজি আছি, কিন্তু আমি নিজের জন্য 'উনডিন ও সিনট্রাম' বইটা কিনতে চাই। ওঃ—কতদিন ধরে যে বইটা পড়তে চাইছি!' বলে উঠল গ্রন্থকীট জো।

'গানের স্বরলিপি কিনব ভেবেছিলাম।'—বেথ ছোট একটা নিঃশ্বাস ফেলল কিন্তু 'ফায়ারপ্লেসের' ধারের ঝাঁটা ও ঝাড়ন বাদে কেউ তা শুনতে পেল না।

এমি স্থির করল—'ফেবারের আঁকার পেন্সিলের একটা চমৎকার বাক্স কিনব। আমার সত্যিই দরকার।'

পুরুষালি ভঙ্গিতে নিজের জুতোর গোড়ালি দুটো যাচাই করতে করতে জো বলল—'মা আমাদের নিজেদের টাকার বিষয়ে ত কিছুই বলেন নি। আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করি এটা নিশ্চয় তিনি চান না। যা যা দরকার নিজেরা কিনে নিয়ে এসো আমরা একটু মজা করি। আমাদের এত খাটতে হয়, এইটুকু আনন্দ নিশ্চয়ই আমাদের প্রাপ্য।'

মেগ আবার অভিযোগের সুরে বলল—'অন্ততঃ আমি যে খাটি এটা আমি খুব জানি। যখন বাড়িতে বসে আমোদ করতে ইচ্ছা করে তখন সারাদিন ধরে ঐ দুষ্টু বাচ্চাগুলিকে আমার পড়াতে হয়।'

'আমার অর্ধেক কষ্টও তোমাকে ভুগতে হয় না' বলল জো। 'নার্ভাস, পিটপিটে এক বৃদ্ধা মহিলার সঙ্গে ঘণ্টার পর ঘণ্টা বন্দী হয়ে থাকতে কেমন লাগে? তিনি তোমাকে কেবলই ছুট করাবেন, কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না, আর এমনই জ্বালাতন করবেন যে শেষে মনে হবে—জানলা দিয়ে উড়ে পালাই আর নয় ত মহিলার কান মলে দিই।'

'জানি খুঁতখুঁত করা অন্যায়, কিন্তু আমার সত্যিই মনে হয় যে বাসনপত্র ধোওয়া আর জিনিস গুছিয়ে রাখা পৃথিবীর মধ্যে সব চেয়ে কঠিন কাজ। মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। আর হাত এমন আড়ষ্ট হয়ে যায় যে ভাল করে

আর বাজনা বাজাতে পারি না। নিজের রুক্ষ হাত দুটির দিকে চেয়ে এবার বেথ যে দীর্ঘশ্বাস ফেলল সেটা সকলেই শুনতে পেল।

এমি বলে উঠল 'আমার মতন কষ্ট তোমাদের কাউকে পেতে হয় এ আমি বিশ্বাস করি না। আমার মতন তোমাদের কি বেয়াদব মেয়েদের সঙ্গে স্কুলে পড়তে হয়? পড়া না পারলে তারা জ্বালিয়ে খায়, জামাকাপড় দেখে হাসাহাসি করে, বাবা বড়লোক না হলে 'লেবেল' করে আর নাক টিকোল না হলে তাচ্ছিল্য করে?'

জো হেসে বলল—'যদি লাইবেল বা কুৎসা বলতে চাও ত তাই বল না কেন? বাবা কি আচারের বোতল যে লেবেল লাগাবে?'

গুমোর করে এমি বলল 'আমি কি বলতে চাই তা ভাল করেই জানি, তোমাকে আর 'শ্লেষ্মা' প্রকাশ করতে হবে না। ভাল ভাল কথা ব্যবহার করে 'শব্দসম্ভোগ' উন্নত করা 'সমুচীন'!'

'ঠোকাঠুকি করো না মেয়েরা! জো, আমাদের ছোটবেলায় বাবার যে টাকাটা লোকসান হয়েছিল, সেটা থাকলে এখন কেমন মজা হত? কোন দুশ্চিন্তা না থাকলে আমরা কত সুখী. কত ভাল হতে পারতাম!' বলল মেগ। সম্পদের দিনের কথা তার মনে আছে।

'কিন্তু সেদিন না তুমি বলেছিলে যে কিং-বাড়ির ছেলেমেয়েদের চেয়ে আমরা অনেক সুখী? টাকা থাকলে কি হবে, তবু তারা সর্বদাই ঝগড়া করছে আর গজগজ করছে!'

'হ্যাঁ বেথ! সত্যিই আমরা সুখী। যদিও আমাদের কাজকর্ম করতে হয়। তবু আমরা নিজেরাই কত আমোদ করি। জোর ভাষায় আমরা এক দঙ্গল আমুদে ফূর্তিবাজ!'

রাগের উপর শয়ান দীর্ঘ দেহটির দিকে তিরস্কারপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে এমি বলল—'জো বড় ইতর ভাষা ব্যবহার করে!'

তৎক্ষণাৎ জো উঠে বসে, পকেটে হাত পুরে শিস দিতে সুরু করল।

'কোর না। জো, বড় পুরুষালি লাগে।'

'সেই জন্যই ত করি!'

'আমি অসভ্য, পুরুষালি মেয়ে দেখতে পারি না।'

'আমি আবার ভাণসর্বস্ব নেকুখুকুদের দেখতে পারি না।

শান্তি স্থাপনের জন্ম বেথ গান ধরল—'পাখিরা তাদের ছোট্ট বাসায় মন মেলাও।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠ দুটি হাসিতে ভিজে নরম হল, তখনকার মতন ঠোকাঠুকি বন্ধ হল।

জ্যেষ্ঠা ভগ্নীজনোচিত ভঙ্গিতে মেগ উপদেশ দিতে সুরু করল—'সত্যি-কথা বলতে কি মেয়েরা, তোমাদের দুজনেরই দোষ আছে। জোসিফাইন তুমি এখন যথেষ্ট বড় হয়েছ, এখন এসব পুরুষালি ভাবভঙ্গি ছেড়ে দিয়ে শান্ত-ভদ্র ব্যবহার শেখা উচিত। যতদিন ছোট ছিলে, ততদিন খুব বেশি এসে যেত না। কিন্তু এখন তুমি কত লম্বা হয়েছ, খোঁপা বাঁধছ, তোমার মনে রাখা উচিত যে তুমি একজন তরুণী ভদ্রমহিলা।'

'না-না, আমি মহিলা-টহিলা নই খোঁপা বাঁধলেই যদি মহিলা হতে হয় তাহলে আমি বিশবছর বয়স পর্যন্ত দুই বেণী ঝোলাব।'

জো চিৎকার করে বলে চুলের জাল টেনে ফেলে মাথা ঝাঁকিয়ে অশ্ব-পুচ্ছের মত লালচে চুলের গোছা খুলে দিল। 'আমার ভাবতেই বিতৃষ্ণা হয় যে আমার বড় হতে হবে, মিস্ মার্চ হতে হবে, লম্বা গাউন পরতে হবে আর চীনেমাটির ফুলের মতন পরিপাটি দেখতে হতে হবে। আমি ভালবাসি ছেলেদের খেলাধূলা, কাজকর্ম, আচার আচরণ। মেয়ে হয়ে জন্মানোটাই আমার পক্ষে যথেষ্ট কষ্টকর। ছেলে হইনি এ খেদ আমি কিছুতেই ভুলতে পারি না। আর এখন ত আমার আক্ষেপ আরো বেশি। বাবার পাশাপাশি দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করবার জন্ম যখন মরে যাচ্ছি, তখন কিনা আমার কুনোবুড়ির মতন ঘরের কোণে বসে উল বোনা ছাড়া কিছু করবার উপায় নাই।'

সৈন্যদের জন্ম বোনা নীল মোজাটা ধরে জো এমনই ঝাঁকাতে লাগল যে বোনার কাঁটাগুলো করতালের মতন ঝনঝন করে উঠল আর উলের গোলাটা ঘরের ওদিকে গড়িয়ে গেল।

'বেচারা জো, ভাগ্যটাই মন্দ। কি আর করবে? নামটা ছেলের নামে পাল্টে আর বোনেদের ভাই সেজেই তোমাকে খুশী থাকতে হবে।'

বেথ তার জানুর উপর রক্ষিত রুখু মাথায় আস্তে হাত বুলাতে লাগল। দুনিয়ার সমস্ত বাসন ধোয়া বা ধুলো ঝাড়াতেও সে হাতের স্পর্শের কোমলতা

হ্রাস করতে পারে না।

মেগ বলে চলল—'আর তোমাকেও বলি এমি, তুমি বড় বেশি খুঁতখুঁতে, বড় বেশি পিটপিটে। এখন তোমার ধরণধারণ মজার লাগে, কিন্তু তুমি যদি সতর্ক না হও তাহলে তুমি সত্যিই ভাণসর্বস্ব নেকুমণি হয়ে দাঁড়াবে। যখন তুমি কায়দাদুরস্ত হতে না চেষ্টা কর তখন তোমার সুন্দর ব্যবহার আর মার্জিত কথাবার্তা ভাল লাগে। কিন্তু তোমার উদ্ভট সাধুভাষা প্রয়োগ জো'র ইতর ভাষার সমানই বিশ্রী।'

বেথও দিদির উপদেশ শুনতে প্রস্তুত। সে জিজ্ঞাসা করল—'জো যদি মেয়েমর্দ আর এমি নেকুখুকু হয়, তাহলে আমি কি?'

'তুমি আমাদের বেচারি সোনামণি'—আন্তরিকভাবে বলল মেগ।

কেউ তার প্রতিবাদ করল না, কারণ 'বেচারি' গোটা পরিবারের আদুরে।

তরুণ পাঠকেরা নিশ্চয় জানতে চান 'পাত্রপাত্রীর' চেহারা কেমন। এই বেলা চার বোনের একটা চিত্র ফুটিয়ে তোলা যাক। তারা গোধূলির আলোয় বসে উল বুনছে, বাইরে নীরবে ডিসেম্বরের তুষারপাত হচ্ছে ভিতরে 'ফায়ার প্লেসের' আগুন সহর্ষে খলখল করছে। দিব্যি আরামদায়ক পুরোন ঘর। যদিও গালিচাটা বিবর্ণ হয়ে গেছে, আর আসবাবপত্রও খুব সাদামাটা, কিন্তু দু'একটা উঁচুদরের ছবি ঝুলছে দেওয়ালে, কোণগুলো বইয়ে ভরা, ও জানলায় শীতের গোলাপ আর চন্দ্রমল্লিকা ফুটে আছে। ঘরোয়া শান্তির একটা সুখকর আবহাওয়া সারা ঘরে বিরাজমান।

চার বোনের মধ্যে জ্যেষ্ঠা মার্গারেটের বয়স ষোল। সে দেখতে ভারি সুশ্রী হৃষ্টপুষ্ট গৌরবর্ণা, চোখ দু'টো বড় বড়, নরম বাদামী চুলের রাশি, ঠোঁট মিষ্টি, হাত দুখানা শাদা ধবধবে, করপল্লব নিয়ে তার বেজায় গর্ব। জো-এর বয়স পোনেরো, সে খুব লম্বা, রোগা, পোড়া রংয়ের। তাকে দেখলে বাচ্চা ঘোড়ার কথা মনে পড়ে, কারণ সে তার লম্বা-লম্বা হাত-পা নিয়ে কি করবে বুঝে উঠতে পারে না, যেন সেগুলো তার চলাফেরায় বিশেষ বাধা। জো-এর অধরোষ্ঠ চাপা, নাকটা মজাদার, ধূসর তীক্ষ্ণ চোখ। চোখ দুটি সমস্ত কিছু যেন দেখতে পায় এবং যথাক্রমে ক্রুদ্ধ, হাসিভরা বা চিন্তাকুল হয়। তার একমাত্র সৌন্দর্য তার দীর্ঘ ঘন চুল, কিন্তু পাছে অস্বস্তি ঘটায়

তাই চুলগুলো জালে গুটিয়ে তোলা। জো-এর কাঁধ ঢালু, হাত-পা বড় বড়। পোষাক পরিচ্ছদে উড়ি উড়ি ভাব। দেখে বোঝা যায় একটি বালিকা দ্রুত তরুণীতে রূপান্তরিত হতে চলেছে এবং সেটা তার ভাল লাগছে না।

এলিজাবেথ, বেথ বলে ওকে ডাকা হয়, তের বছরের একটি লালচে রংএর, মসৃণ চুলের, উজ্জ্বল চোখের বালিকা। ওর গলার স্বর ভীরু, ব্যবহার লাজুক, মুখের ভাব শান্ত, কদাচিৎ সেই ভাব বিক্ষুব্ধ হয়। বেথের বাবা ওকে 'ক্ষুদ্র শান্তিময়ী' নামে ডাকেন, নামটি ওকে চমৎকার মানায়, কারণ সে তার এক নিজস্ব সুখময় জগতে যেন বাস করে। মধ্যে মধ্যে সেখান থেকে সে বেরোয় কেবলমাত্র যাদের বিশ্বাস করে, বা ভালবাসে, তাদের সাহচর্যে। এমি যদিও কনিষ্ঠা, অন্ততঃ নিজের মতে সে সর্বাপেক্ষা বিশিষ্ট ব্যক্তি। সুনীল চোখ আর কাঁধের উপর সাজানো কুঞ্চিত সোনালী চুলে নিখুঁত তুষারকুমারী এমি। সে ফর্সা ও তন্বী, তরুণী মহিলার মত আদব কায়দায় সতর্কভাবে চলাফেরা করে থাকে। চার বোনের চরিত্রচিত্র অনুসন্ধানের জন্য তোলা রইল।

ঘড়িতে ছয়টা বাজল। বেথ অগ্নিস্থলী ঝাঁট দিয়ে গরম করার উদ্দেশ্যে এক জোড়া চটি রেখে দিল। পুরোন জুতোজোড়া দেখে মেয়েরা যা হোক খুশী হয়ে উঠল। মা আসছেন, প্রত্যেকে তাঁকে অভ্যর্থনা করতে উৎফুল্ল হল। মেগ উপদেশ বর্ষণ বন্ধ করে আলো জ্বালাল, না বলতেই এমি আরাম-কেদারা থেকে উঠে এল। জো নিজের ক্লান্তি ভুলে শিখার কাছে চটিজোড়া ধরতে বসল।

'জুতোটা একেবারে ছিঁড়ে গেছে মায়ের একজোড়া নতুন জুতো দরকার।'

বেথ বলল 'আমার ডলার দিয়ে ওঁকে কিনে দেব ভেবেছি।'

'না, আমি দেব।' এমি বলে উঠল।

মেগ আরম্ভ করল, 'আমি সকলের বড়—' কিন্তু জো দৃঢ়ভাবে বাধা দিল।

'বাবা নেই, এখন আমিই পরিবারের পুরুষ। বাবা মাকে বিশেষ যত্ন করতে বলে গেছেন আমাকে, তাঁর অনুপস্থিতিতে তাই আমিই চটিটা দেব।'

বেথ বলল, 'আচ্ছা, কি করব শোন। এসো, আমরা নিজেদের জন্যে কিছু না কিনে প্রত্যেকে মার জন্যে বড়দিনে কিছু কিনে দিই।'

'সোনা, ঠিক তোমার উপযুক্ত কথাই! কি কিনব আমরা?' জো বলে উঠল।

প্রত্যেকে গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপরে মেগ যেন নিজের সুন্দর হাত দুখানা দেখে অনুপ্রাণিত হয়ে বলে উঠল, 'আমি মাকে এক-জোড়া সুন্দর দস্তানা দেব।' জো বলল, 'সেনানী-জুতোর মধ্যে সেরা জুতো।' বেথ বলল, 'হেম সেলাই করা কতগুলো রুমাল।' এমি যোগ দিল, 'ছোট এক বোতল কলোন দেব। মা পছন্দ করেন। বেশী দামও লাগবে না। আমার পেন্সিল কেনার পয়সা থাকবে।'

মেগ জিজ্ঞাসা করল, 'জিনিসগুলো দেব কিভাবে?'

জো উত্তর দিল, 'টেবলে সাজিয়ে রেখে ওঁকে ডেকে এনে পুলিন্দা খুলতে বলা হবে। আমাদের জন্মদিনে আমরা কি করতাম, মনে নেই?'

'যখন আমার পালা আসত যা ভয় করত আমার! মুকুট পরে বড় চেয়ারটায় বসে থাকতে হত, দেখতাম তোমরা সারি বেঁধে আসছ, চুমো খেয়ে আমাকে উপহার দিচ্ছ। চুমো আর উপহার ভাল লাগত। কিন্তু যখন প্যাকেট খুলতাম তোমরা বসে বসে তাকিয়ে থাকতে। বাবা কি ভয়ানক!' বেথ বলল। চায়ের উদ্দেশে সে আগুনের ধারে একসঙ্গে রুটি ও নিজের মুখ দুইই সেঁকে চলেছিল।

জো এপাশ-ওপাশ পাইচারী করছে, পেছনে হাত দুখানা জড়ো করা, নাক উর্ধ্বে তোলা। সে বলছে, 'মা যেন ভেবে নেন যে আমরা নিজেদের জিনিষপত্র কিনছি। তারপরে তাঁকে অবাক করে দেওয়া যাক। মেগ আমরা আগামী কাল অপরাহ্নে বাজার করতে যাব। বড়দিন রাত্রে অভিনয়ের ব্যাপারে অনেক কাজ বাকী আছে।'

'এবারকার পরে আমি কিন্তু আর অভিনয় করছি না। এ-সবের পক্ষে আমার অতিরিক্ত বয়স হয়ে যাচ্ছে।'

মেগ এরকম মন্তব্য করলেও সে 'সাজগোজের' আমোদে এখনও শিশু-সুলভ উৎসাহী।

'আমি জানি যতদিন তুমি শাদা পোষাকে, চুল খুলে, সোনালী রাংতার

গয়না পরে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারবে ততদিন নিরস্ত হবে না। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রী তুমি। যদি তুমি মঞ্চ ছাড়ো, সব শেষ হয়ে যাবে,' জো বলল, 'আজ রাত্রে আমাদের রিহার্সেল দেওয়া উচিত। এমি, এদিকে এসো। মূর্চ্ছার দৃশ্যটা আবার কর তো। ও দৃশ্যে তুমি যেন একটা আগুন খোঁচাবার লাঠির মত আড়ষ্ট।'

'আমি তার কি করব? আমি কখনও কাউকে মূর্চ্ছা যেতে দেখিনি। তুমি যেমন ধড়াস করে টান হয়ে পড় তেমন করে সারা গায়ে কালসিটে ফেলা আমার দ্বারা হবে না। যদি সহজে পড়ে যেতে পারি পারব, যদি না পারি সুন্দরভাবে একটা চেয়ারে বসে পড়ব। হিউগো পিস্তল হাতে তেড়ে আসুক না, আমি গ্রাহ্য করি না,' এমি বলল। এমির অভিনয়ের কোন ক্ষমতা নেই। কিন্তু সে আকারে ছোট বলে তাকে নির্বাচন করা হয়েছে, কারণ নাটকের শয়তান বা ভিলেইন তাকে রোরুদ্যমান অবস্থায় বাইরে বয়ে নিয়ে যেতে পারবে।

'এইভাবে কর না, হাত জোড় করো, ঘরের মধ্য দিয়ে টল্‌তে টল্‌তে হাঁটো, মরীয়াভাবে চীৎকার কর, 'রডেরিগো, আমাকে বাঁচাও! আমাকে বাঁচাও!' এই না বলে জো নাটকীয় চীৎকার করে হাঁটতে লাগল। সত্যই রোমহর্ষক।

এমি অনুসরণ করল। কিন্তু হাত দুখানা সম্মুখে আড়ষ্টভাবে এগিয়ে দিল ও, যন্ত্রচালিতের মত ঠিক্‌রে ঠিক্‌রে হাঁটতে লাগল। ওর 'ও!' শুনে মনে হল যেন ভয় অথবা বেদনা নয়, দেহে পিনফোটানো মাত্র। জো হতাশায় গুমরে উঠল, মেগ সোজাসুজি হেসে দিল। মনোযোগ সহকারে তামাসা দেখতে যেয়ে এদিকে বেথ আবার রুটি পুড়িয়ে ফেলল।

'আর কিছু সম্ভব নয়! যা তোমার সাধ্য সময় মত কোর। যদি দর্শক হাসে আমাকে দোষ দিও না। চলে এসো, মেগ।'

তারপর বেশ সহজভাবে কাজ চলল। ডন পেড্রো দুই পৃষ্ঠাব্যাপী বক্তৃতার ছেদহীন আবৃত্তি দ্বারা বিশ্বকে নস্যাৎ করল। ডাইনী হাজার এক পাত্র হিলহিলে ব্যাঙ রেখে এক ভয়াবহ মন্ত্র উচ্চারণ করল, অস্বাভাবিক পরিবেশ রচিত হল। রডেরিগো পৌরুষ তেজে শৃঙ্খল ভেঙে ফেলল। এবং হিউগো অনুশোচনা ও সেঁকোবিষের যন্ত্রণায় উদভ্রান্ত 'হা-হা!' রবে

প্রাণত্যাগ করে ফেলল।

মৃত পাপিষ্ঠ ব্যক্তির উঠে বসে কনুই মর্দন করার সময়ে মেগ বলল, 'এ পর্যন্ত যত নাটক হয়েছে, তার মধ্যে এখানাই শ্রেষ্ঠ।'

'জো, আমি ভেবেই পাই না কি করে তুমি এমন আশ্চর্য সব লেখা লিখতে ও অভিনয় করতে পারো। তুমি খাঁটি শেকস্পীয়র।' বেথ আবেগে বলল। তার দৃঢ় বিশ্বাস যে তার বোনেরা সকল বিষয়ে অপরিসীম প্রতিভাধর।

'তাই কি আর,' জো বিনয় করল, 'মনে হয় 'অপেরা ট্র্যাজেডি :— ডাইনীর অভিশাপ' ভালই হয়েছে। কিন্তু 'ম্যাকবেথ'টা অভিনয় করা আমার ইচ্ছা। কেবল যদি ব্যাঙ্কোর জন্যে একটা ট্র্যাপ-দরজা থাকত। চিরদিন আমি হত্যাদৃশ্যটা অভিনয় করতে চেয়েছিলাম।' চোখের সামনে আমার ওটা কি ছোরা আমি দেখছি?' জো ঘূর্ণমান চক্ষে বাতাস আঁকড়াতে চেষ্টা করে কথাগুলো উচ্চারণ করল। ঠিক এমনটি সে একজন নামকরা বিয়োগনাটিকার অভিনেতার ক্ষেত্রে দেখেছিল।

মেগ চেঁচিয়ে উঠল, 'না গো, ওটা হচ্ছে রুটি-সেঁকা, রুটির বদলে মায়ের জুতোটা গাঁথা হয়েছে। বেথ একেবারে মঞ্চাহত হয়েছে!'

সকলের তুমুল হাসির মধ্যে রিহার্সেল শেষ হল।

দরজার কাছে এমন সময় একটি আনন্দিত কণ্ঠ শোনা গেল, 'মেয়েরা, তোমরা এমন ফূর্তিতে আছ দেখে খুশী হলাম।'

অভিনেতা ও দর্শকবৃন্দ একজন দীর্ঘদেহী মাতৃত্বভাবমণ্ডিতা মহিলাকে স্বাগত জানাতে ফিরে তাকাল। মহিলাকে দেখলেই মনে হয় তিনি যেন 'কোন সাহায্য করতে পারি কি' বলতে চান। ভারী ভাল লাগে। তাঁর বেশভূষা মহার্ঘ নয়, কিন্তু আকৃতি মহত্ত্বব্যঞ্জক। মেয়েরা মনে করত যে ধূসর অঙ্গাবরণ ও ফ্যাসানবর্জিত মস্তকাচ্ছাদন জগতের শ্রেষ্ঠ মাকে ঘিরে আছে।

'বেশ, বেশ। মণিরা, আজ কেমন কাটল? আজ অনেক কাজ ছিল। কাল বাক্স পাঠানো হবে, বাক্সগুলো সাজাতে হল। আমি দুপুরের খাওয়ার সময় আসতে পারিনি। বেথ, কেউ কি দেখা করতে এসেছিল? মেগ, তোমার সর্দিটা এখন কেমন? জো, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে যেন তুমি ক্লান্তিতে মরে যাচ্ছো। বাচ্চা, এসো তো, চুমো দাও।'

জননীসুলভ খবরাখবর নিতে নিতে মিসেস মার্চ ভিজে কাপড়-চোপড় ছেড়ে গরম-করা চটিজোড়া পরলেন। আরাম-কেদারায় বসে এমিকে কোলে টেনে নিলেন। এইবার তাঁর কর্মবহুল দিনের সর্বোত্তম সুখকর প্রহর যাপনে তিনি প্রস্তুত। মেয়েরা ইতস্তত ছোটাছুটি করতে লাগল, যে, যার মত সমস্ত কিছু গুছিয়ে দিতে লাগল। মেগ চায়ের টেবিলটা সাজাল। জো জ্বালানী কাঠ এনে চেয়ারগুলো ঠিক করে বসাল। জো প্রত্যেক কাজেই ফেলে উল্টেপাল্টে, শব্দ করছে। নিঃশব্দ কিন্তু কর্মব্যস্ত বেথ বসবার ঘর ও রান্নাঘর একাকার করতে লাগল। হাত গুটিয়ে বসে এমি প্রত্যেককে হুকুম চালাতে লাগল।

টেবলে সকলে বসলে মিসেস মার্চ বিশেষ খুশী খুশী মুখে বললেন, 'আজ তোমাদের জন্য একটা চমৎকার জিনিষ আছে।'

সূর্য্যরশ্মির মত দ্রুত উজ্জ্বল হাসি মুখে মুখে খেলে গেল। বিস্কিট ধরে থাকা সত্ত্বেও বেথ হাততালি দিয়ে উঠল। জো খাবার টেবলের রুমাল ছুঁড়ে চীৎকার দিল, 'চিঠি! চিঠি! বাবার জয় হোক।'

'হ্যাঁ, লম্বা চমৎকার একখানা চিঠি। উনি ভাল আছেন। আমরা যে ভয় করছিলাম তার চেয়ে অনেক ভাল ভাবে উনি শীতকালটা কাটিয়ে দিতে পারবেন বলে ভাবছেন। বড়দিনের সমস্ত শুভেচ্ছা ভালবাসা উনি জানিয়েছেন। মেয়েরা, তোমাদের উনি একটা বিশেষ বার্তা পাঠিয়েছেন।'

জামার পকেটে যেন রত্নমাণিক আছে এমনিভাবে শ্রীমতী মার্চ পকেট চাপড়ালেন।

'শীগ্‌গির, শীগ্‌গির করে খাওয়া শেষ কর। এমি, কড়ে আঙ্গুল বেঁকিয়ে খাবার থালায় ঝুঁকে ন্যাকামি কোর না তো,' জো তাড়া দিল। তাড়াতাড়ি শুভসংবাদ পেতে যেয়ে জো গলায় চা ঠেকিয়ে, চায়ের কাপে বিষম খেয়ে গালিচার ওপর পাশ দিয়ে রুটীমাখন ফেলে, অস্থির।

বেথ আর কিছুই খেল না। আস্তে সে নিজের আবছা কোণাতে চলে গেল। যতক্ষণ না অন্যেরা খাওয়া শেষ করছে ততক্ষণ ধরে সে ভাবী সুখচিন্তা নিয়ে রইল।

মেগ আবেগে বলল, 'বাবা সৈন্য হবার পক্ষে বেশী দুর্বল, বুড়োও হয়েছেন। তবু তিনি যে যাজক হয়ে যুদ্ধে গেলেন এটা অপূর্ব কাজ।'

জো গুমরে উঠে বলল, 'আমি যদি ঢাক-বাজিয়ে, ওই যে কি বলে? তাই হয়েও যেতে পারতাম! কিম্বা যদি সেবিকা হয়ে যেতে পারতাম, বাবার কাছাকাছি থেকে ওঁকে সাহায্য করতে পেতাম!'

এমি দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'তাঁবুতে ঘুমনো, বিচ্ছিরি স্বাদের খাবার খাওয়া, টিনের পাত্র থেকে জলপান নিশ্চয় খুব খারাপ লাগে।'

বেথের গলা কেঁপে গেল, জিজ্ঞাসা করল সে, 'মা, বাবা কবে ফিরবেন?'

'অনেক দিন ফেরার সম্ভাবনা নেই, লক্ষীটি, অবশ্য যদি অসুখ না করে। যতক্ষণ পারেন তিনি ওখানে থেকে একমনে কাজ করে যাবেন। যদি কাজ না ফুরোয় আমরা কখনই তাকে এক মিনিট আগেও আসতে বলব না। এসো, চিঠিটা পড়া যাক।'

সকলে আসনের ধারে বসল। মা বসলেন বড় চেয়ারটায়। বেথ তাঁর পায়ের কাছে; মেগ ও এমি চেয়ারের দুই হাতলে বসল। জো চেয়ারের পিঠের দিকে ঝুঁকে রইল, যদি চিঠিটা মর্মস্পর্শী হয় তার আবেগ কেউ দেখতে পাবে না। ওই দুঃসাধ্য সময়ে মর্মস্পর্শী নয় এমন চিঠি কমই লেখা হত, বিশেষতঃ পিতারা যে সকল চিঠি তাঁদের বাড়ীর লোকদের লিখতেন সে চিঠি আবেগবহ হতই।

এ-চিঠিখানাতে কষ্ট সহ্য করা, বিপদ বরণ বা বিচ্ছেদ বেদনা বহন করার কথা প্রায় ছিলই না। আশাবাদী, হাসিখুশী চিঠিখানা ভরা শিবিরজীবনের কুচকাওয়াজের জীবন্ত বর্ণনা ও যুদ্ধসংক্রান্ত খবর। কেবল মাত্র শেষের দিকে পত্রলেখকের হৃদয় বাড়ীর বাচ্চা মেয়েদের জন্য পিতৃস্নেহে, দর্শনেচ্ছায় উদ্বেল হয়ে উঠেছে।

'আমার সস্নেহ ভালবাসা ও চুমো ওদের দিও। ওদের বোলো আমি সারাদিন ওদের কথা ভাবি, রাত্রে প্রার্থনা জানাই ওদের কল্যাণে। সর্বদা ওদেরি ভালবাসায় আমি সর্বাপেক্ষা স্বস্তি পাই। ওদের সঙ্গে দেখা হওয়ার এক বছর বাকী, খুব দীর্ঘ মনে হয়। কিন্তু ওদের মনে করিয়ে দিও এই অপেক্ষার সময়টা যেন সকলে মিলে কাজ করি। তাহলে এই দুঃসহ সময়টা নষ্ট করা হবে না। জানি যা-যা ওদের বলেছি ওরা মনে করে রাখবে, তোমার স্নেহশীল সন্তান হয়ে থাকবে, বিশ্বস্তচিত্তে কর্তব্য পালন করবে। নিজ নিজ অতি নিকট শত্রুর সঙ্গে সাহসে সংগ্রাম করে তারা এমন নিপুণভাবে জয়লাভ

করবে যে, প্রত্যাবর্তনের পরে আমি আমার ছোট্ট মহিলাদের আরও ভালবাসব, আরও গর্ববোধ করব।'

উক্ত অংশে সকলেই একটু ফোঁস ফোঁস করে নিল। জো-এর নাকের ডগা বেয়ে প্রকাণ্ড একফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে পড়াতেও জো লজ্জা পেল না। মায়ের কাঁধে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে ওঠার সময়ে এমির চুলের গুচ্ছগুলো এলোমেলো হয়ে যাওয়াতেও এমি গ্রাহ্য করল না। এমি ফুঁপিয়ে কেঁদে বলে ফেলল, 'আমি একটা স্বার্থপর মেয়ে! কিন্তু আমি অবশ্যই নিজেকে শুধরে নেবার চেষ্টা করব। তাহলে তিনি পরে আমাকে দেখে নিরাশ হবেন না।'

মেগ দৃঢ়ভাবে বলল, 'আমরা সকলে নিজেদের শোধরাবার চেষ্টা করব। আমি সকল সময় নিজের রূপের চিন্তা করি, কাজ করা পছন্দ করি না। কিন্তু আমার সাধ্যমত তা আর করব না।'

'আমিও চেষ্টা করব। তিনি আমাকে 'ছোট্ট মহিলাটি' বলে ডাকতে ভালবাসেন। আমি তেমনটি হব, কাটখোট্টা, বুনো থাকব না। অন্যত্র সরে পড়বার চিন্তা ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই আমার কর্তব্যকাজ করে যাব' জো বলল। জো মনে মনে ভেবে নিল অবশ্য যে, দক্ষিণে যেয়ে দু-একটা বিদ্রোহীর মোলাকাৎ করার চেয়ে বাড়ীর মধ্যে মেজাজ রেখে চলা ওর পক্ষে বেশী কঠিন।

বেথ কিছু বলল না। নীল সেনানী মোজায় চোখের জল মুছে সে সর্বশক্তি দিয়ে হাতে যে উলবোনার কাজটি আছে সেটাই অবিলম্বে সুরু করে দিল। ভীরু ছোট মেয়েটি মনে মনে স্থির করল, বৎসরান্তে যখন বাবার শুভ গৃহাগমন ঘটবে তখন বাবা তাকে যেমনটি দেবার আশা করেন বেথ ঠিক তেমনটি হবে।

জো-এর কথার শেষে যে নিস্তব্ধতা নেমেছিল মিসেস মার্চের সানন্দ কণ্ঠস্বরে ভগ্ন হল, 'যখন নেহাৎ ছোট ছিলে তোমরা কেমন 'তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি' খেলা খেলতে মনে আছে কি? তোমরা কি খুশীই না হতে যখন আমি টুকরো কাপড়ের থলেগুলো বোঝা বলে তোমাদের পিঠে বেঁধে দিতাম, টুপী-ছড়ি আর গোটানো কাগজ দিতাম। তোমাদের মাটির নীচের ঘর থেকে সারা বাড়ী ভ্রমণে পাঠাতাম। নীচের ও-ঘরটা ছিল যেন

'ধ্বংসপুরী'। আস্তে আস্তে অনেক ওপরে উঠে বাড়ীর চূড়ায় চলে যেতে তোমরা। যত ভাল-ভাল জিনিষ সংগ্রহ করতে পারতে সে-সব দিয়ে সেখানে তোমরা 'দিব্য নগর' তৈরি করতে।'

জো বলল, 'আহা, কি মজাই না হত! বিশেষ করে সিংহদের পাশ দিয়ে যাওয়া, আপোলয়িন যুদ্ধ, দুষ্টু ভূতের উপত্যকার মধ্য দিয়ে হাঁটা এগুলো খুব মজার ছিল।'

মেগ বলল, 'যেখানে ঝোলা খসে নীচে গড়িয়ে যেত সেখানটা বেশ লাগত আমার।'

'আমার সব থেকে ভাল লাগত যখন আমরা ঢালু ছাদটায় চলে আসতাম। ছাদে আমাদের ফুলের গাছ, কুঞ্জ, সুন্দর জিনিষগুলো থাকত। সেখানে রোদে দাঁড়িয়ে সকলে আনন্দে গান গাইতাম।' আনন্দের প্রহর যেন ফিরেই এল বেথের কাছে, এমনভাবে হাসিমুখে সে কথাগুলো বলল।

'আমার বিশেষ কিছু মনে নেই। কেবল মনে আছে যে, মাটির নীচের ঘর, অন্ধকার দোর দেখে আমি ভয় পেতাম। ছাদে উঠে যে দুধ-কেক পেতাম সেটা সব সময় বেশ লাগত। যদি এ-ধরনের খেলার পক্ষে আমার বয়স বেশী না হয়ে যায়, তবে আমি কিন্তু এ খেলাটা আবার খেলতে চাই।'

বার বছরের বেজায় পরিণত বয়সে এমি শিশুসুলভ ব্যাপারগুলো ছেড়ে দেবার কথা ভাবতে ভাবতে বলল।

'বাছারা, আমরা এই খেলার পক্ষে কখনই বুড়ো হব না। কারণ এ খেলা কোন না কোন প্রকারে আমরা সর্বদাই খেলে চলেছি। আমাদের বোঝা রয়েছে, রাস্তা সামনে খোলা। সৎ ও সুখী হবার ইচ্ছা আমাদের পথ-প্রদর্শক; অনেক কষ্ট, ভুলভ্রান্তি পেরিয়ে জীবনে শান্তির দিকে নিয়ে যাবে। শান্তি হচ্ছে 'দিব্য নগর'। ছোট্ট তীর্থযাত্রীরা আমার, এবার ধরে নাও আবার শুরু করা যাক। এবার খেলা নয়, সত্যি সত্যি। বাবা বাড়ী ফেরার আগে দেখা যাক কতদূর যেতে পার।'

ছোট্ট তরুণী এমি সমস্তটা রীতিমত অক্ষরে অক্ষরে ধরে নেয়। সে জিজ্ঞাসা করল, 'সত্যি না কি, মা? আমাদের বোঝা কোথায়?'

মা বললেন, 'প্রত্যেকেই তো এক্ষুণি বললে তোমাদের কি কি বোঝা। কেবল বেথ কিছু বলে নি। আমার মনে হচ্ছে ওর কোন বোঝাই নেই।'

'হ্যাঁ, আছে তো। আমার বোঝা থালা আর ঝাড়ন; ভাল পিয়ানো থাকলে সেই মেয়েদের হিংসা করা, আর লোক দেখে ভয় পাওয়া।'

বেথের বোঝা এমনি হাস্যকর যে সকলেরি হাসি পেল। কিন্তু পাছে সে ব্যথা পায় বলে কেউ হাসল না।

মেগ চিন্তাশীলভাবে বলল, 'আমরা খেলাটা চালাব। ভাল হওয়ার চেষ্টারি অন্য নাম এটা। গল্পটা আমাদের সাহায্য করবে। আমরা ভাল হতে চাই বটে, কিন্তু কাজটা বড় শক্ত। আমরা ভুলে ভুলে যাই, যথাসাধ্য চেষ্টাও করি না।'

'আজ আমরা নৈরাশ্য-জলায় ডুবে ছিলাম। গল্পে যেমন 'সহায়তা' এসে সাহায্য করেছিল তেমনি করে মা আমাদেরকে এসে টেনে তুললেন। 'খৃষ্টান' যেমন নির্দেশাবলী পেয়েছিল তেমনি আমাদেরও থাকা দরকার। কি করা যাবে?' জো জিজ্ঞাসা করল। নীরস কর্তব্যকাজের মধ্যে কল্পনা-বৈচিত্র্য এনে দেওয়াতে জো খুশী হয়ে উঠল।

মিসেস মার্চ উত্তর দিলেন, 'বড়দিন সকালে বালিশের তলায় দেখো। তোমাদের নির্দেশগ্রন্থ পাবে।'

সকলে নতুন পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করল। বুড়ী হ্যানা টেবল পরিষ্কার করে দিল। চারটি ক্ষুদ্র কাজের-ঝাঁপি বার হল। মার্চ-পিসীমার জন্য বিছানার চাদর সেলাই দ্রুত সূচীক্ষেপে আরম্ভ হল। কাজটা অতি অসহন হলেও আজ আর কেউ অভিযোগ জানাল না।

মেয়েরা জো-এর পরিকল্পনা-মাফিক লম্বা ধারগুলোর সেলাই চারটে চারটে ভাগ করে, এক-একটা ভাগকে এশিয়া, য়ুরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা আখ্যা দিল। এভাবে কাজ চমৎকার এগিয়ে চলল। তারা বিভিন্ন দেশের কথা আলোচনা করতে করতে সেই দেশের মধ্য দিয়ে সেলাই চালাল।

ন'টার সময়ে সকলে কাজ বন্ধ করে শুতে যাবার আগে নিয়মানুযায়ী প্রার্থনাসংগীত গাইল। বেথ ছাড়া এই ঝরঝরে পিয়ানোয় সুর কেউ তুলতে পারে না। সাদাসিদে গানগুলোই তারা গায়, বেথ নিজস্ব ভঙ্গিতে হল্‌দে চাবীগুলো হাল্কা আঙুলে ছুঁয়ে ছুঁয়ে মধুর সহযোগিতা করে। মেগের গানের গলা বাঁশীর মত। সে আর মা গানের দলটি চালনা করেন। এমি

ঝিঁঝিপোকার মত কিচ্‌মিচ্‌ করে। জো আবার সুর-মণ্ডলে যথেচ্ছা ভ্রমণ করে বেখাপ্পা জায়গায় ভাঙা গলার আওয়াজ বা কম্পন দিয়ে অত্যন্ত করুণ সুরটাকেও নষ্ট করে ফেলে। যে সময় তারা আধো কথা বলতে শিখেছিল তখন থেকেই তারা সর্বদা এমনিভাবে গান গায়—আধ কথায় তারা বলত—

"তিকিমিকি তিকিমিকি তোত্ত তালা", জননী জাত-গাইয়ে কিনা তাই সংগীত একটা গৃহস্থালী নিয়ম হয়ে গিয়েছিল। সকালে প্রথম ধ্বনি ছিল মায়ের কণ্ঠ, বাড়ীর মধ্যে ঘুরে ঘুরে তিনি পাখীর মত গান গাইতেন। রাত্রেও শেষ ধ্বনি ছিল ওই পুলক-জাগানো কণ্ঠ, কারণ তাঁর মেয়েরা সুপরিচিত ঘুমপাড়ানি গানের পক্ষে কখনই বেশী বড় হয়ে যায় নি।

দুই

আনন্দিত বড়দিন

বড়দিনের ধূসর প্রত্যূষে প্রথম ঘুম ভাঙল জো-এর। অগ্নিস্থলীর ঊর্ধ্বে কোন মোজা ঝুলছে না। জো দেখে নিরাশ হল। যেমন বহুপূর্বে যখন তার ছোট্ট মোজাটা মিষ্টান্নের ভারে ভর্তি অবস্থায় ঝুলে পড়ে যেত তখনও সে নিরাশ হত। তক্ষুণি মায়ের প্রতিশ্রুতি মনে পড়ে গেল। বালিশের তলায় হাতড়ে একখানা ছোট লাল মলাটের বই পেল জো। বইখানা জো ভাল করেই জানে। কারণ এটাই সর্বোত্তম জীবনের মধুর প্রাচীন সেই গল্প। দীর্ঘ যাত্রাপথে বইখানা যে যথার্থ নির্দেশিকা জো সে কথাটা বুঝে নিল। সে 'শুভ বড়দিন' জ্ঞাপন করে মেগকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বালিশের তলা দেখতে বলল। সবুজ মলাটের একই চিত্রসম্বলিত আরও একখানা বই বার হল। মায়ের হাতে কয়েকটি কথা লেখা আছে। তাই এই একটি মাত্র উপহারই তাদের কাছে অমূল্য। একটু পরেই বেথ ও এমি জেগে উঠে তাদের ছোট্ট বই দুখানাও হাতে পেয়ে গেল। একখানা ধূসর, অন্যখানা নীল। সকলে বসে বসে বইগুলো দেখতে ও বই-এর বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল। এদিকে দিনের সূচনায় পূর্বদিক আরক্ত।

ছোটখাটো গুমোর দু'একটা থাকা সত্ত্বেও মার্গারেটের স্বভাব সুমধুর এবং সৎ। বোনেদের ওপর সেই প্রভাব বিস্তার হ'ত বিশেষতঃ জো-এর ক্ষেত্রে। জো-এর মেগের প্রতি কোমল ভালবাসা ছিল। মেগ বিনম্রভাবে উপদেশ দিত বলে মেগের উপদেশগুলো জো মেনে চলত।

পাশের উস্কোখুস্কো মাথাটি এবং ওধারের ঘরের নৈশটুপীপরা ছোট্ট মাথাদুটির দিকে চেয়ে চেয়ে মেগ গম্ভীরগলায় বলল, 'মেয়েরা, মা আমাদের বই কয়েকখানা মন দিয়ে পড়ে, তার নির্দেশ যত্ন করে মেনে চলা চান। এক্ষুণি সুরু করা যাক। আগে আমরা এ বিষয়ে বিশ্বস্ত ছিলাম। কিন্তু বাবা চলে যাবার পর, আর এই যুদ্ধ আমাদের পর্যুদস্ত করবার পর আমরা অনেক কিছুতেই অবহেলা করেছি। তোমাদের যা ইচ্ছা করতে পারো, কিন্তু এই টেবলে আমি আমার বইটি রাখব। রোজ সকালে ঘুম ভাঙার

পরেই কিছুটা পড়ব। আমি জানি, ফলে আমার উপকার হবে, আমি সারাদিনের কাজে বল পাব।'

মেগ নূতন বইখানি খুলে পড়া আরম্ভ করে দিল। জো মেগকে জড়িয়ে ধরে কপোলে কপোল লাগিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পড়ে চলল। জো-এর সদা চঞ্চল মুখে এমন একটা শান্তভাব, কদাচিৎ যা দেখা যায়।

'মেগ কী ভালো! এমি, এসো আমরাও ওদের মত করি। আমি শক্ত কথাগুলো তোমাকে বুঝিয়ে দেব। যা যা আমরা বুঝতে পারব না, ওরা বুঝিয়ে দেবে', সুন্দর বইগুলো এবং ভগ্নিদের উদাহরণে মোহিত বেথ চাপাসুরে বলল। এমি বলল, 'আমার বইটা নীল রংয়ের হওয়াতে আমি খুব খুসী হয়েছি।'

তারপর ঘরটি নিস্তব্ধ, আস্তে বইয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছে। উজ্জ্বল চুল ও গম্ভীর মুখগুলোকে শীতের রৌদ্র এসে বড়দিনের অভিনন্দন সহ নিঃশব্দে স্পর্শ করছে। আধঘণ্টা বাদে মেগ ও জো নীচের তলায় দৌড়ে গিয়ে মাকে ধন্যবাদ জানাতে এল। মেগ জিজ্ঞাসা করল, 'মা কোথায়?'

'ভগমান জানেন। কতকগুলো দরিদ্দির ভিক্ষে মাঙতে এল, আর অমনি তোমার মা দেখতে গেলেন কি কি দরকার ওদের। খাবার-দাবার, মদটদ, কাপড়-চোপড়, জ্বালানী বিলিয়ে দেওয়ার অভ্যাসে, তোমাদের মায়ের মতন আর কোন মেয়েমানুষ দেখা যায় না',—হ্যানা বলে উঠল। মেগের জন্মসময় থেকে পরিবারে বাস করার ফলে তাকে দাসী মনে না করে বরঞ্চ বন্ধু মনে করা হয়।

'মনে হয় মা এক্ষুণি ফিরবেন; তাই বলছি কেক তাতাও, সমস্ত তৈরী রাখো' মেগ এই বলে সোফার নীচে ঝুড়িভরা উপহার দেখে নিতে লাগল। যথাসময়ে বার করার জন্য উপহার প্রস্তুত আছে।

'এ কী, এমির কোলনের শিশি কোথায়'? ছোট আধারটি দেখতে না পেয়ে মেগ প্রশ্ন করল।

জো ঘরের চারধারে নেচে ফিরছিল, নূতন সেনানী-চটীর কথাভাবটা খর্ব করার আশায়। সে বলে উঠল 'একমিনিট আগে ও নিয়ে গেছে। হয়তো একটা ফিতে বাঁধবে বা ওরকম কোন মতলবে।'

বেথ সগর্বে আঁকা-বাঁকা অক্ষর তোলার দিকে চেয়ে চলল, 'আহা,

আমরা রুমালগুলো কী চমৎকার দেখাচ্ছে না? হানা ধুয়ে ইস্ত্রি করে দিয়েছে আমার হয়ে। আমি নিজেই সবগুলোয় নাম লিখেছি।" অক্ষরগুলো তুলতে বেথের অনেক পরিশ্রম হয়েছিল।

জো একখানা রুমাল তুলে চেঁচিয়ে উঠল, 'বাছাকে বলিহারী দেই। এম, মার্চ-এর বদলে ও কিনা 'মা-মণি' লিখেছে সব কটায়! কি অদ্ভুত!'

বেথ উদ্বিগ্নভাবে বলল, 'কেন ঠিক হয় নি? আমি মনে করেছিলাম তাই লেখাই ভালো। মেগেরও আবার নামের আদ্যক্ষর এম, এম। আমি চাই না মা ছাড়া কেউ এগুলো ব্যবহার করে।'

মেগ জোকে ভ্রূকুটি হেনে বেথকে হেসে বলল, 'সোনা ঠিকই হয়েছে। চমৎকার বুদ্ধি। খুবই ঠিক হয়েছে কারণ এখন আর কেউ গোলমাল করে ফেলবে না। আমি জানি, মা ভারী খুসী হবেন।'

দরজার পাল্লা খোলার শব্দ ও চাতালে পদধ্বনি শুনে জো বলে উঠল, মা আসছেন। ঝুড়িটা শিগ্‌গির লুকিয়ে ফেল।'

এমি দ্রুত প্রবেশ করে বোনেদের অপেক্ষামান দেখে অপ্রস্তুত হল।

এমির মাথার হুড ও গায়ের ক্লোক দেখে মেগ অবাক হয়ে বুঝল যে অলস এমি এত সকালে উঠে বাইরে বের হয়েছিল।

'জো, আমাকে নিয়ে হাসাহাসি কোর না। ঠিক সময়ের আগে কেউ জানবে আমি তা চাই নি। আমি ছোট্ট শিশিটা বদলে বড় একটা আনতে গিয়েছিলাম সে জন্যে আমার সমস্ত পয়সা খরচ করলাম। আমি সত্যি সত্যি আর স্বার্থপর হতে চাই না।'

একথা বলে এমি সস্তা শিশির বদলে যে সুশ্রী আধারটি এনেছে দেখিয়ে দিল। নিজের স্বার্থ ভোলার চেষ্টায় সে এতই বিনম্র ও আন্তরিক যে মেগ তৎক্ষণাৎ তাকে বুকে জড়িয়ে ধরল। জো তাকে খাসা লোক বলে বর্ণনা করল। বেথ বিশিষ্ট ধরনের বোতলটি সজ্জিত করার উদ্দেশ্যে তার শ্রেষ্ঠ গোলাপটি তুলতে এগিয়ে গেল।

'সকাল বেলায় ভাল হবার বিষয়ে পড়া আর আলোচনার পরে আমি আবার উপহারটার জন্যে লজ্জা বোধ করলাম, বুঝলে। তাই বিছানা থেকে উঠেই মোড়ের দোকানে যেয়েই বদলে আনলাম। আমার উপহারটা এখন সবচেয়ে সুন্দর, কি মজা!'

রাস্তার দরজায় আবার শব্দ শোনা গেল। ঝুড়ি সোফার নীচে চালান গেল। মেয়েরা প্রাতঃরাশের উৎসাহে টেবিলের ধারে চলে এল।

তারা সমস্বরে বলে উঠল, 'শুভ বড়দিন, মাগো। বহু বহু বার ফিরে আসুক। বই দেওয়ার জন্যে ধন্যবাদ। আমরা কিছু পড়েছি। রোজই পড়ব।'

'মেয়েরা শুভ বড়দিন! তোমরা এখুনি পড়তে আরম্ভ করেছ জেনে আনন্দ পেলাম। আশাকরি তোমরা লেগে থাকবে। বসার আগে একটা কথা আমি বলতে চাই। এখান থেকে অল্প দূরে একজন গরীব স্ত্রীলোক সদ্যোজাত বাচ্চা নিয়ে শয্যাগত। ছয়টি বাচ্চা একটা বিছানায় কুণ্ডলী করে পড়ে আছে, কারণ ওদের ঘরে আগুন নেই তাই জমে যাবার আশঙ্কা আছে। ওদের বাড়ি কোন খাবারও নেই। সকলের বড় ছেলেটি আমাকে বলতে এসেছিল যে ওরা ক্ষিদেয়, শীতে কষ্ট পাচ্ছে। বাছারা, আজ বড়দিনের উপহার হিসাবে তোমাদের প্রাতরাশ ওদের দেবে কি?'

প্রায় এক ঘণ্টা অপেক্ষার পরে তারা অস্বাভাবিকভাবে ক্ষুধার্ত ছিল। এক মিনিট কেউ কথা বলল না। কেবল একটি মিনিট। তারপরেই জো আবেগময় উচ্চৈঃস্বরে বলল, 'আমরা খেতে বসার আগেই যে তুমি এসে গেছ এতে খুসী হলাম।'

বেথ সাগ্রহে প্রশ্ন করল, 'আমি গরীব ছেলেমেয়ের কাছে খাবার বয়ে নিতে সাহায্য করতে পারি?'

'আমি ক্রীম আর মাফিন নিয়ে যাব।' যে-যে খাদ্য সে ভালবাসে, বীরের মত এমি সেগুলোই ত্যাগ করল।

মেগ এরই মধ্যে 'বাকহুইটের' কেকগুলি ঢাকা দিচ্ছিল আর একটা বড় প্লেটে রুটি গোছাচ্ছিল।

শ্রীমতী মার্চ তৃপ্ত হলেন যেন, বললেন, 'জানতাম তোমরা রাজী হবে। তোমরা আমার সঙ্গে সকলেই চল। ফিরে এসে দুধ রুটি দিয়ে আমরা সকালের খাওয়াটা সেরে নেব। পরে ডিনার খাবার সময়ে পুষিয়ে নেওয়া চলবে।'

অল্প সময়ে তৈরী হয়ে নিয়ে দল বেঁধে তারা বার হল। সৌভাগ্যক্রমে অতি প্রত্যূষ ছিল। তখন ওরাও ছোট রাস্তা ধরে চলেছিল। কম

লোকেই ওদের দেখতে পেয়েছিল। বিচিত্র দলটি দেখে কেউ হাসে নি।

ঘরটা একখানা হাবাতে, খালি, বিশ্রী ঘর। জানলা ভাঙ্গা, অগ্নিবিহীন ছেঁড়া শয্যা, অসুস্থ জননী, ক্রন্দনমান শিশু একদল ফ্যাকাশে ক্ষুধার্ত ছেলে-মেয়ে এরি মধ্যে একখানা জরাজীর্ণ লেপের তলায় গরম হবার চেষ্টায় কুঁকড়ে শুয়ে আছে।

মেয়েরা ঘরে ঢুকবামাত্র ড্যাবডেবে চোখগুলি কেমন নির্ণিমেষ হয়ে উঠল, নীরব ওষ্ঠাধর কেমন হেসে উঠল!

'আ, ভগমান! এ যে সৎ দেবদূতেরা আমাদের কাছে এসেছে'! দরিদ্র স্ত্রীলোকটি আনন্দে কেঁদে ফেলে বলল।

'অদ্ভুত দেবদূত বলতে হয়, দস্তানা আর টুপীপরা,' জো উত্তর দিল। কথাটা শুনে সকলেই হেসে উঠল।

সামান্য ক্ষণের মধ্যেই মনে হল যথার্থই দয়ালু ব্যক্তিরা সেখানে কাজে লেগেছে। হ্যানা জ্বালানী কাঠ বয়ে এনেছিল, আগুন জ্বেলে পুরনো টুপী ও নিজের ক্লোক দ্বারা জানালার ভাঙ্গা কাঁচ ঢেকে দিল। শ্রীমতী মার্চ স্ত্রীলোকটিকে চা ও কাথ খেতে দিলেন। বাচ্চাটি যেন নিজের সন্তান এমনি সযত্নে তাকে পোষাক পরাতে পরাতে জননীকে সহায়তার প্রতিশ্রুতি দিলেন। মেয়েরা ইতিমধ্যে টেবল সাজিয়ে বাচ্চাদের আগুনের ধারে বসিয়ে ক্ষুধার্ত পাখীদের দেবার প্রথায় খাওয়াল। হাসি-কথায় ভরপুর হয়ে মেয়েরা ওদের ভাঙ্গা ভাঙ্গা ইংরেজি বুঝবার চেষ্টা করতে লাগল।

'ওঃ, কি ভালো এটা!' 'দেবদূত!' বেচারীরা খেতে খেতে বলে বলে উঠল। তাদের নীল হাতগুলো উত্তপ্ত আগুনে সেঁকে নিতে লাগল।

মেয়েদের কেউ কখনও আগে দেবদূত শিশু বলে নি। কথাটা ওদের বিশেষ ভালো মনে হল, বিশেষতঃ জো-এর কাছে, কারণ জন্মাবধি জোকে 'সাঙ্কো' বলা হয়েছে।

প্রাতর্ভোজন ব্যাপারটি বেশ সুখকর হল, যদিও মেয়েরা তার কোন অংশ নেয় নি। যখন স্বাচ্ছন্দ্য ছড়িয়ে তারা চলে এল, আমার মতে, সমগ্র শহরে, ওদের চেয়ে সুখী চারটি মেয়ে আর ছিল না। বড়দিনের প্রভাতে ছোট মেয়েরা ক্ষুধার্ত হলেও সুখী হল তাদের খাদ্য দিয়ে। তারা এমন দিনে কেবল মাত্র দুধ রুটি খেয়েই সন্তুষ্ট রইল।

মা গরীব হামেল্‌দের জন্য কাপড়চোপড় যোগাড় করতে গেলে মেগ উপহার সাজাতে সাজাতে বলল, ‘প্রতিবেশীকে নিজের চেয়ে ভালবাসা একেই বলে। আমার ভালো লাগল।’

দ্রষ্টব্য তেমন কিছু না হলেও ছোট সামান্য পুলিন্দা কয়েকটি ভালবাসায় গ্রথিত। মাঝখানের লাল গোলাপের সুউচ্চ ফুলদানীর শাদা চন্দ্রমল্লিকা, ও নমনীয় আঙুরলতা টেবলে একটা রূপ বিস্তার করেছিল।

‘মা-মণি আসছেন! বেথ, জোরে বাজাও! এমি, দরজা খোল! মা-মণির জয় হোক!’ জো লাফালাফি করে চেঁচিয়ে বলল। মেগ মাকে সম্মানের আসনে নিয়ে বসাতে গেল।

বেথ শ্রেষ্ঠ আনন্দের যাত্রাগান বাজাল, এমি দরজা খুলে ধরল। মেগ পরম মর্যাদা সহকারে তার কাজ করল। শ্রীমতী মার্চ যুগপৎ বিস্মিত ও অভিভূত হলেন। উপহারগুলি দেখবার সময়ে চোখে জল এল তাঁর। সঙ্গের ক্ষুদ্র চিরকুট ক’খানা পড়ে দেখলেন তিনি। তক্ষুনি চটীজোড়া পরা হল, পকেটে একখানি নূতন রুমাল তুলে রাখলেন, এমির ‘কোলনে’ অভিষিক্ত করে। বুকে গোলাপটি আঁটলেন, দস্তানা জোড়া ‘চমৎকার মাপে’ হয়েছে বললেন শ্রীমতী মার্চ।

প্রচুর হাস্য, চুম্বন ও আলোচনামণ্ডিত হয়ে স্নেহপ্রীতিপূর্ণ, সাদাসিদে ভঙ্গিতে ঘরোয়া উৎসবটি আরও মধুর হয়ে উঠল। ভবিষ্যতেও বহুদিন সুমিষ্ট হয়ে থাকবে স্মৃতি তার।

তারপরে সকলে কাজকর্ম সুরু করে দিলেন।

সকালের দানধ্যান ও কার্যকলাপে অনেক সময় চলে গিয়েছিল। তাই বাকী দিনটা সান্ধ্য-উৎসবের আয়োজনে কাটল। থিয়েটারে প্রায়ই যাওয়ার পক্ষে মেয়েরা ছোট। এধারে নিজস্ব অভিনয়ের রসদ যোগানোর অর্থও নেই। প্রয়োজনেই নতুন বস্তুর পরিনির্মাণ হয়। তাই মাথা খাটিয়ে মেয়েরা দরকারী জিনিষপত্র বানিয়ে নিয়েছিল। তাদের তৈরী কতকগুলো জিনিষ সত্যিই বুদ্ধির পরিচায়ক। যথা, পিস্‌বোর্ডের গীটার বাজনা, সেকেলেধরনের মাখনদানীকে রূপোলী কাগজে ঢেকে প্রাচীন প্রদীপ বানানো, পুরণো সূতী ঝক্‌মকে পোষাক, মোরব্বার কারখানার টিনের চক্‌মকে কুচি খচিত; সাঁজোয়াও ওই হীরকাকৃতি একই বস্তু দ্বারা আচ্ছাদিত আচারের

পাত্রের মুখকাটা টিনের পাত থেকে তৈরী। আসবাবপত্র ওলট-পালট হয়ে যেত, বড় ঘরখানা বহু নির্দোষ আনন্দের পটভূমিকা হত।

কোন পুরুষকে নেওয়া হত না। জো মনের সখ মিটিয়ে পুরুষভূমিকা-গুলো অভিনয় করে নিত। জো-এর কোন বন্ধু তাকে এক জোড়া রক্তিমাভ চামড়ার বুট দিয়েছিল, সে একজন ভদ্রমহিলাকে চিনত, তিনি আবার একজন অভিনেতাকে চিনতেন। ওই জুতো জোড়া জো-এর ভারী তৃপ্তিদায়ক। সেই জুতো, একখানা পুরনো নকল তলোয়ার, বুকচেরা একটি আঙরাখা জো-এর প্রধান সম্পদ, সদাসর্বদা ব্যবহৃত হত। আঙরাখাটি কোন শিল্পী কোন চিত্রে ব্যবহার করেছিলেন। দলে লোক কম থাকায় প্রধান অভিনেতা দুজনের পৃথকভাবে অনেকগুলো ভূমিকাই করতে হচ্ছিল। বিভিন্ন পোষাক চটপট করে বদলে বদলে তিনচারটে পৃথক ভূমিকা তৈরী করার গুরুশ্রমের জন্য ওদের বাহাদুরী দিতে হয় বইকি। স্মৃতিশক্তিবর্ধনের উত্তম প্রক্রিয়া এটা, অপেক্ষাকৃত খারাপ সঙ্গে আলস্যে বা নিঃসঙ্গভাবে সময় না কাটিয়ে তারা এই নির্দোষ আমোদ করত।

বড়দিন রাত্রে নীল-হলুদ ছিটের যবনিকার সম্মুখে প্রশংসাজনক প্রত্যাশায় উন্মুখ জন-বারো মেয়ে বিছানারূপ ড্রেস-সার্কেলে বসল। যবনিকার পশ্চাতে খস্‌খস্‌, ফিস্‌ফাস্‌ প্রচুর চলছে, প্রদীপের কিছু ধোঁয়া, চরমমুহূর্তের উত্তেজনায় এমির স্বভাবসিদ্ধ উচ্ছ্বসিত চাপা হাসি সেখানে। শীঘ্রই ঘণ্টা পড়ল, পরদা সরল, বিয়োগান্ত গীতি-নাটক আরম্ভ হয়ে গেল।

সবে ধন একটিমাত্র প্রোগ্রাম অনুযায়ী 'বিষণ্ণ অরণ্যানীর' দৃশ্য দেখানো হয়েছে টবে কয়েকটা আগাছা দিয়ে, মেজেতে সবুজ কাপড় বিছিয়ে, দূরে এক গুহা দেখিয়ে। গুহা নির্মিত হয়েছে আলনা দিয়ে ছাদ বানিয়ে, লেখবার টেবলে দেওয়াল গেঁথে। গুহার মধ্যে একটা ছোট অগ্নিকুণ্ড দাউ দাউ করে জ্বলছে। অগ্নিকুণ্ডে কালো পাত্র, ঝুঁকে আছে থুরথুরে বুড়ী ডাইনী। মঞ্চ অন্ধকারে ভরা, অগ্নিকুণ্ডের আভা খুব খুলেছে ডাইনী ঢাকা তুলে নেওয়ামাত্র আবার কেটলী থেকে সত্যি সত্যি বাষ্প বেরিয়ে এল। প্রথম রোমাঞ্চ কাটিয়ে ওঠার সময় দিয়ে শয়তান লোক হিউগো পাশে ঝনুঝনে তলোয়ার ঝুলিয়ে, মাথা নোয়ানো-হ্যাটে ঢেকে, কালো দাড়ি, রহস্যময় আঙরাখা এবং সেই জুতো সহ উপস্থিত হল সদাপে। মহা অশান্তভাবে

এধার-ওধার পায়চারী করার পরে কপালে করাঘাত করে সে বুনো সুরে চেঁচিয়ে উঠল। রডেরিগোর প্রতি তার ঘৃণা, জারার প্রতি প্রেম সে গান করে বলতে লাগল, এবং একজনকে হত্যা, অন্যকে জয় করার সুমধুর ইচ্ছাও ব্যক্ত করল। হিউগোর গলার মোটা আওয়াজ, আবেগের মুহূর্তে উচ্চ চীৎকার খুবই চিত্তাকর্ষক হল। ফলে সে দম নেবার ফাঁকেই উচ্চ করতালি পড়ল। সাধারণের প্রশংসায় অভ্যস্থ ব্যক্তির ধরনে, সে নমস্কার করে নিঃশব্দে গুহামুখে যেয়ে হ্যাজারকে বার হয়ে আসতে হুকুম দিল, 'এই দাসী, কোথায়? আমার দরকার তোকে দিয়ে।'

মেগ বেরিয়ে এল, ধূসর ঘোড়ার লোমে মুখ ঘেরা, লাল-কালো লুণ্ঠিত পোষাক, লাঠিও আঙরাখায় তন্ত্রমন্ত্রের চিহ্ন-কাটা। হিউগো আদেশ দিল দুইটি ঔষধ নির্মাণে, একের দ্বারা জারার প্রেম লাভ, অন্যের দ্বারা রডেরিগোর নিধন। চমৎকার নাটকীয় সুরে হ্যাজার উভয় প্রতিশ্রুতি দিল এবং প্রেম-ঔষধি আনার উদ্দেশ্যে অশুভ আত্মাকে ডাকতে আরম্ভ করল :—

'বায়ুজ আত্মা এসো,
আমি আদেশ করছি,
তোমার বাসস্থান থেকে
এখানে দ্রুত এসো,
গোলাপে জন্ম তোমার,
শিশিরে তোমার পুষ্টি ;
তুমি কি মন্ত্র ও ঔষধি
বানাতে পারো ?
অপদেবতার দ্রুততায় এখানে
নিয়ে এসো
যে সুরভিতর চূর্ণ আমি
প্রার্থনা করি ;
মধুর করো, শক্তিশালী করো,
আশুফলদ কর চূর্ণ ;
আত্মা আমার
গানের জবাব দাও।"

মৃদুমন্দ সঙ্গীতমূর্চ্ছনা বেজে উঠল তারপর গুহার পশ্চাৎদিকে একটি ক্ষুদ্র মূর্তি হাল্কা শাদা পোষাকে, উজ্জ্বল ডানা মেলে সোনালী চুলে মাথায় গোলাপের মালা পরে দেখা দিল। দণ্ড নেড়ে নেড়ে মূর্তি গান ধরল :—

'রূপোলী চাঁদের বায়ুজ বাসস্থান থেকে এই এলাম।
ধরো মায়ামন্ত্র, যথাযথ ব্যবহার কোর
নইলে এর শক্তি শীঘ্র অদৃশ্য হবে।'

ডাইনীর পায়ের কাছে ছোট সোনালী বোতলটা ফেলে আত্মা অদৃশ্য হয়ে গেল। হ্যাজারের পুনরায় মন্ত্রোচ্চারণ আর একটি মূর্তি এনে ফেলল, কিন্তু এবার সুন্দর নয়! ধপাস্ করে একটা কালো-কুশ্রী অপদেবতা হাজির হল। কর্কশস্বরে কথার জবাব দিয়ে হিউগোর দিকে একটি কালো বোতল ছুঁড়ে ফেলে টিটকারীর হাসি হেসে সে মিলিয়ে গেল। ধন্যবাদ দিয়ে জুতোর কোণে ঔষধগুলো ভরে নিয়ে হিউগো চলে গেল। হ্যাজার তখন দর্শকদের জানাল যে, অতীতে হিউগো তার বন্ধুদের অনেককে হত্যা করেছে, তাই হ্যাজার তাকে অভিসম্পাত দিয়েছে ও প্রতিশোধ নেবে। তারপরে যবনিকা পড়ে গেল। দর্শকেরা বিরামের সময়ে মিঠাই খেতে খেতে নাটকের গুণ ব্যাখ্যা করতে লাগল।

প্রচুর হাতুড়ির ঠক ঠক শোনা গেল। যবনিকা উত্তোলনের পরে যখন বোঝা গেল মঞ্চস্থাপনার কি উৎকর্ষই না দেখানো হয়েছে, তখন দেরী হবার জন্য কেউই কথাটি বলল না। সত্যি কী চমৎকার! একটা মিনার ঊর্ধ্বে উঠেছে, অর্ধেকপথে একটা জানালা, সেখানে আবার একটি প্রদীপ জ্বলছে। শাদা পরদার পশ্চাতে নীল ও রূপোলী মনোরম পোষাকে জারা রডেরিগোর অপেক্ষায়। রডেরিগো অতি উৎকৃষ্ট পোষাকধারী, পালকদার টুপী, লাল আঙরাখা; বাদামী উড়ন্ত চুলের গোছা, গীটার যন্ত্র এবং অবশ্যই সেই জুতো। মিনারের নীচে নতজানু হয়ে সে হৃদয়গলানো সুরে সেরিনেড গাইল। জারা উত্তর দিল। দ্বৈত সঙ্গীতের পরে জারা পলায়নে সম্মত হল। তখন নাটকটির চমকপ্রদ দৃশ্যটি এল। রডেরিগো পাঁচটি ধাপযুক্ত দড়ির মই বার করে একটা দিক ছুঁড়ে জারাকে অবতরণে আমন্ত্রণ জানাল। সে ভীরু পায়ে জানালা থেকে সবে রডেরিগোর কাঁধে হাতখানা রেখে সুললিত ভাবে লম্ফপ্রদানে উদ্যোগী, তখন (হায়রে হায় জারা!) সে তার আঁচলের কথা

ভুলে গেল। আঁচল জানালায় বেধে মিনার টলে সম্মুখে ঝুঁকে ধড়াস করে পড়ে গেল। হতভাগ্য প্রেমিকযুগল ধ্বংসস্তূপে চাপা পড়ল।

সমবেত চীৎকার; পাটলবর্ণের জুতোজোড়া ভাঙনের মধ্যে থেকে অস্থিরভাবে আন্দোলিত। সোনালী চুলেঢাকা মাথাটি জেগে উঠল, 'তখনি বলেছিলাম' আর্তনাদ করতে করতে। নিষ্ঠুর পিতা ডন পেড্রো ছুটে এসে কন্যাকে টেনে বার করতে করতে দ্রুত জনান্তিকে বললেন, 'হেসো না! যেন ঠিকই হয়েছে এমনটি দেখাও!' রডেরিগোকে উঠবার আদেশ দিয়ে রাজ্য থেকে তাকে রাগ ও ধিক্কারের সঙ্গে নির্বাসিত করলেন ডন পেড্রো। যদিও মিনারাহত রডেরিগো বিকম্পিত, তবু বৃদ্ধ ভদ্রলোককে সে গ্রাহ্য করল না, চলে যেতেও অস্বীকার করল। এবং তার সৎসাহস জারাকেও উদ্দীপ্ত করে তুলল: সেও পিতাকে প্রতিহত করল। প্রাসাদের ঘনতম অন্ধকার কারাগারে দুজনকে ডন পেড্রো বন্দী রাখার আদেশ দিলেন। একজন বলিষ্ঠ আজ্ঞাবহ ব্যক্তি শিকল হাতে ওদের নিয়ে গেল। ব্যক্তিটিকে বড়ই ভীত দেখা যাচ্ছিল, এবং স্পষ্টতঃ সে নিজের ভূমিকা ভুলে গিয়েছিল।

তৃতীয় অঙ্কে প্রাসাদের হল। এখন হ্যাজার দেখা দিল, উদ্দেশ্য প্রেমিকদের মুক্তি ও হিউগোর বিনাশ। হিউগোর পায়ের শব্দ শুনে হ্যাজার লুকিয়ে পড়ল। ঔষধি দুটো সুরা-পাত্রে ঢেলে ভয়কাতুরে ছোট চাকরটাকে হিউগো বলছে দেখা গেল, 'কারাগারে বন্দীদের দাও, আর আর বোলো আমি এখুনি আসছি।' চাকরটা হিউগোকে জনান্তিকে কিছু বলতে ডেকে নিল। ইতিমধ্যে হ্যাজার পাত্রদুটো সম্পূর্ণ নির্দোষ দুটি পাত্রের সঙ্গে বদলে ফেলল। পরিচারক ফার্ডিনাণ্ডো বয়ে নিয়ে গেল পাত্র দুটি। রডেরিগোর জন্যে ঢালা বিষপাত্রটি হ্যাজার রেখে দিল। হিউগো দীর্ঘ ভাষণের পরে তৃষ্ণার্ত হয়ে সেটা পান করে বুদ্ধিভ্রষ্ট হল। প্রচুরভাবে হাতে শূন্য আঁকড়ানো, পায়ে দাপাদাপি করার পরে সে সটান প্রাণত্যাগ করল। অতীব মধুর ও সতেজ সঙ্গীতের মাধ্যমে হ্যাজার নিজের কৃতকর্মের সংবাদ তাকে জানাল।

যথার্থ লোমহর্ষক দৃশ্যখানা; যদিও হঠাৎ লম্বা চুল খুলে পড়ায় শয়তান হিউগোর মৃত্যুর দৃশ্যটি কিছু ম্লান হয়ে গেছে বলে কেউ কেউ মনে করল। পরদার বাইরে হিউগোকে আহ্বান করা হল, সে যথোচিতভাবে হ্যাজার

সহ এল। সমস্ত অভিনয়ের সমষ্টিগত উৎকর্ষের চেয়েও হ্যাজারের গান অধিক উৎকৃষ্ট হয়েছিল। চতুর্থ অঙ্কে দেখা গেল হতাশ রডেরিগো নিজের বক্ষে ছুরিকাঘাতে উদ্যত, কারণ সে শুনেছে যে, জারা তাকে ত্যাগ করেছে। বুকে ছুরি স্পর্শ করা মাত্র জানালার নীচে মধুর সঙ্গীত শোনা গেল। জানা গেল, জারা বিপদাপন্ন, যদি চায় তো জারাকে সে বাঁচাতে পারে। একটা চাবী এসে পড়ল, দরজাটা খুলে গেল। আবেগে মত্ত সে, শিকল ছিঁড়ে প্রেয়সীর সন্ধানে তাকে রক্ষা করতে ছুটে গেল।

পঞ্চম অঙ্কে ডন পেড্রো ও জারার কলহ দৃশ্য। তিনি জারাকে কনভেণ্টে প্রবেশ করতে বলেন, জারা কিছুতেই শুনবে না। হৃদয়স্পর্শী অনুনয়ের পরে মূর্চ্ছাপন্ন সে। হঠাৎ রডেরিগো ধেয়ে এসে পাণিপ্রার্থনা করল তার। ডন পেড্রো সে ধনী নয় বলে অস্বীকার পেলেন, দুজনে চেঁচামেচি ও হাত ছোঁড়াছুড়ি খুব খানিকটা করেও মত মিলল না। রডেরিগো অবসন্ন জারাকে নিয়ে যেতে উদ্যত, এ হেন সময়ে ভয়কাতুরে চাকরটি একটা চিঠি ও ব্যাগ নিয়ে এল। হ্যাজার পাঠিয়েছে। হ্যাজার আবার রহস্যময় প্রথায় অন্তর্হিত। চিঠিতে লেখা, সে তরুণ প্রেমিকদের অসীম ধনদৌলত দিয়ে যাচ্ছে। ডন পেড্রো যদি তাদের সুখে বাধা দেন, তবে ভয়াবহ পরিণতি হবে, তাঁর। ব্যাগ খোলা হল। মঞ্চে বহু টিনের চাকতি ঝরে পড়ল, মঞ্চ চকচকে হয়ে উঠল। ব্যাপারটা 'কঠোর পিতাকে' গলিয়ে দিল, তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে রাজী হয়ে গেলেন। আনন্দপূর্ণ সমবেত সঙ্গীত বেজে উঠল। প্রেমিকেরা অতি রোমাণ্টিক ভঙ্গিতে ডন পেড্রোর আশীর্বাদ গ্রহণে নতজানু, এমন দৃশ্যে যবনিকাপাত।

দর্শকদের উচ্ছ্বসিত করতালি কিন্তু এক অভাবনীয় বাধায় প্রতিহত হল। যে খাটের বিছানায় ড্রেস-সার্কেল গড়া হয়েছিল হঠাৎ সেটা গুটিয়ে যেয়ে উৎসাহী দর্শকবৃন্দকে চাপা দিল। রডেরিগো ও ডন পেড্রো তাদের উদ্ধারে ছুটে এল, সকলকেই নিরাপদে বাইরে আনা হল, যদিও হাসির ধমকে অনেকেই বাক্যহীন হয়ে পড়েছিল। উত্তেজনা ভাল করে প্রশমিত হওয়ার পূর্বেই হানা এসে হাজির—মিসেস মার্চ অভিনন্দন জানাচ্ছেন, মহিলারা যেন সান্ধ্যভোজে যোগ দেন।

সকলেই বিস্মিত হল, এমন কি অভিনেতারা পর্যন্ত। টেবলের রূপ

দেখে পুলকিত বিস্ময়ে তারা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল। মা যে তাদের জন্যে একটা উৎসবের আয়োজন করবেন এটা তাঁরই উপযুক্ত। কিন্তু চলে-যাওয়া প্রাচীন সমৃদ্ধির দিনের পর এমন জাঁক-জমকের বিষয় শোনাও যায় নি। টেবলে সাজানো আছে আইসক্রীম! দুই পাত্র ভর্তি গোলাপী-শাদা আইসক্রীম, কেক, ফল, লোভনীয় ফরাসী মিষ্টান্ন। টেবলের মধ্যস্থলে চারটি প্রকাণ্ড বাছা ফুলের তোড়া।

তারা রুদ্ধনিঃশ্বাস হয়ে প্রথমে টেবলের দিকে পরে মায়ের দিকে চাইল। মা ব্যাপারটি যথেষ্ট উপভোগ করছেন দেখা গেল।

'পরীরা না কি?' এমি প্রশ্ন পাঠাল।

বেথ বলল, 'স্যাণ্টাক্লস করেছে।'

পাকা দাড়ি ও শাদা ভুরু পরা সত্ত্বেও মেগ মধুরতম হাসি হেসে বলল, 'মা করেছেন এসব।'

জো হঠাৎ অনুপ্রেরণা পেয়ে বলে উঠল, 'মার্চপিসী রাতারাতি ভাল হয়ে সান্ধ্যভোজন পাঠিয়েছেন।'

শ্রীমতী মার্চ বললেন, 'সব কটি অনুমানই ভুল। বৃদ্ধ মিষ্টার লরেন্স এ সমস্ত পাঠিয়ে দিয়েছেন।'

'লরেন্স ছেলেটির ঠাকুরদা? তাঁর মাথায় এমন ধারণা এল কি করে? আমরা তো ওঁকে চিনিও না।' মেগ বলে উঠল।

'হ্যানা ওঁর একজন চাকরকে তোমাদের সকাল বেলার খাওয়ার ঘটনা জানিয়েছিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক খামখেয়ালি হলেও একথা শুনে খুসী হয়েছেন। উনি আমার বাবার পরিচিত। বিকেলবেলায় উনি আমাকে একটা চিঠি পাঠালেন। চিঠিতে লেখা ছিল, আজকের উৎসবদিনে উনি আমার মেয়েদের যৎসামান্য কিছু পাঠিয়ে নিজের শুভেচ্ছা জানাতে চান, আমি যেন সম্মতি দেই। আমি প্রত্যাখ্যান করতে পারলাম না। তাই সকালে দুধরুটি খাওয়াটা তোমাদের রাত্রের ভোজে পুষিয়ে গেল।'

'আমি জানি ওই ছেলেটাই ভদ্রলোককে বুদ্ধি দিয়েছে। ছেলেটা চমৎকার। ওর সঙ্গে আলাপ করলে হয়। দেখেই মনে হয় ও আমাদের সঙ্গে মিশতে চায়। কিন্তু ও ভারী লাজুক। মেগ আবার বেশী পিটপিটে, বাড়ীর সামনে দিয়ে যাবার সময়ে কথা বলতে দিতে চায় না।' জো

বলল। ইতিমধ্যে প্লেটে প্লেটে আইসক্রীম 'উঃ-আঃ' ইত্যাদি তৃপ্তিব্যঞ্জক শব্দসহ খাওয়া হতে লাগল।

একজন মেয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'পাশের বড় বাড়ীতে যাঁরা থাকেন ওঁদের কথা বলছ, না? আমার মা বুড়ো লরেন্স সাহেবকে চেনেন। কিন্তু উনি ভারী দেমাকে, প্রতিবেশীদের সঙ্গে মেলামেশা করতে চান না। নাতি যেটুকু সময় মাষ্টারমশাইএর সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে না বা বেড়ায় না সে সময়টা নাতিকে আটক করে রাখেন। খুব পড়ার চাপ দেন। আমরা আমাদের পার্টিতে ওকে নেমন্তন্ন করেছিলাম, ও কিন্তু আসে নি। মা অবশ্য বলেন ছেলেটা ভারী ভালো। যদিও আমাদের মত মেয়েদের সঙ্গে ও কথা বলে না।'

জো স্থির সংকল্পে বলল, 'একবার আমাদের বেড়ালটা পালিয়ে গিয়েছিল, ছেলেটি ধরে এনেছিল। আমরা বেড়ার পার থেকে দিব্যি কথা চালাচ্ছিলাম ক্রিকেট খেলা ও সেই রকম সব নিয়ে। কিন্তু মেগকে আসতে দেখে ও সরে পড়ল। কোন না কোন দিন ওর সঙ্গে আলাপ করব। কারণ ও বেচারীর কিছু আমোদ আহ্লাদ দরকার, বেশ বুঝতে পারি।'

'আমার কাছে ওর ধরণ ধারণ ভাল লাগে, দেখেও মনে হয় বেশ একটি তরুণ ভদ্রলোক। সুযোগ পেলে ওর সঙ্গে তোমাদের মেলামেশায় আমার আপত্তি নেই। ফুলগুলো ও নিজেই নিয়ে এসেছিল। ওপরে কি হচ্ছে ঠিকমত জানতে পারলে আমি ওকে নেমন্তন্ন করতে পারতাম। বেচারী এত উৎসুকভাবে চেয়ে চেয়ে চলে গেল খেলাধূলো হচ্ছে, অথচ ওর নিজের কোন অংশ নেই।'

জো পায়ের বুট জোড়ার দিকে চেয়ে জোরে হেসে বলল, 'মা, ভাগ্যিস তুমি ওকে আসতে বল নি! যাকগে, আমরা আবার কোন সময়ে ওর দেখার যোগ্য কোন নাটক করব। হয়তো ও নিজেও অভিনয়ে সাহায্য করবে। বেশ মজা হবে, না?'

'এত চমৎকার ফুলের তোড়া আমি আগে পাই নি। কি সুন্দর যে ফুলগুলো!' মেগ সাগ্রহে ফুল দেখতে লাগল।

'ভারী সুন্দর! কিন্তু আমার কাছে বেথের গোলাপ বেশি ভালো লাগছে।' শ্রীমতী মার্চ কটীবন্ধে অর্ধমৃত পুষ্পগুচ্ছ আঘ্রান করে বললেন।

বেথ তাঁর গা ঘেঁষে মৃদু কণ্ঠে গুঞ্জন করল, 'বাবাকে যদি আমার তোড়াটা পাঠাতে পারতাম। আমরা এমন চমৎকার বড়দিন যাপন করছি, কিন্তু আমার আশঙ্কা হচ্ছে উনি তো এমন আনন্দ করতে পারছেন না।'

তিন

লরেন্সদের ছেলে

চিলেকোঠার সিঁড়ির নীচে দাঁড়িয়ে মেগ ডাকল, 'জো! জো! তুমি কোথায়?'

চাপা গলায় শোনা গেল 'এখানে আছি।' মেগ সিঁড়ি বেয়ে দৌড়ে উঠে দেখল রোদমাখা জানালার ধারে একখানা তিনপেয়ে সোফায় গলাবন্ধ জড়িয়ে তার বোন বসে বসে আপেল খাচ্ছে আর 'রেডক্লিফের উত্তরাধিকারী' বইখানা পড়ে চোখের জল ফেলছে। জো-এর প্রিয় আশ্রয় এই জায়গাটা। এখানে ডজনখানেক আপেল ও একখানি ভালো বই নিয়ে জো বিশ্রাম করতে ভালবাসত। কাছেই একটা পোষা ইঁদুর থাকত, জো-এর অবস্থানে সে তিলমাত্র অস্বস্তিবোধ করত না। নির্জনতা ও ইঁদুরের সঙ্গ জো উপভোগ করতে এখানে আসত। মেগ আসা মাত্র স্ক্র্যাবল্ চট করে গর্তে ঢুকে গেল। জো কপোলের অশ্রু মুছে ফেলে খবরের প্রতীক্ষায় রইল।

'কি মজা! দেখ, দেখ! কাল রাত্রের পুরোদস্তুর নেমন্তন্ন—মিসেস গার্ডিনার পত্র পাঠিয়েছেন।' মেগ দুর্লভ চিঠিখানি নেড়ে কিশোরীসুলভ আনন্দে পড়তে সুরু করল। 'শ্রীমতী গার্ডিনার নববর্ষের প্রারম্ভে একটি ছোট নৃত্যোৎসবে কুমারী মার্চ ও শ্রীমতী জোসেফাইনের উপস্থিতিতে প্রীত হবেন। মা-মণি মত গিয়েছেন যাওয়াতে। এখন, কি পরে যাব আমরা?'

জো ভরামুখে উত্তর দিল, 'জিজ্ঞাসা করে লাভ কি, যেহেতু আমাদের অন্য পোশাক নেই, আমাদের পপ্‌লিনের পোশাকগুলো পরেই যেতে হবে।'

মেগ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'ইস, যদি আমার একটা সিল্কের পোশাক থাকত। মা বলেছেন হয়তো আঠারো বছর বয়সে আমি একটা পাব। কিন্তু পুরো দুটি বছর যেন অনন্ত প্রতীক্ষা!'

'আমার তো মনে হয় আমাদের পপ্‌লিনগুলো রেশমের মতই দেখায়

আমাদের পক্ষে যথেষ্ট ভালো। তোমারটা প্রায় নতুন আছে, কিন্তু আমারটায় যে পোড়ার দাগ আর ছেঁড়া আছে, ভুলেই গিয়েছিলাম। কি করব আমি? পোড়ার দাগটা বিশ্রী দেখায়, কেটে-ছেঁটে বাদ দেওয়াও চলবে না।'

'চুপ করে বসে থাকা ছাড়া তোমার আর কিছুই করার নেই, যাতে পেছনের দিকটা দেখা না যায়। সামনের দিকটা ঠিকই আছে। আমি চুলে একটা নতুন ফিতে বাঁধব। মা আমাকে ওঁর ছোট্ট মুক্তোর পিনটা ধার দেবেন। আমার নতুন জুতোজোড়াও চমৎকার। দস্তানাজোড়া ঠিক মনের মত না হলেও চলে যাবে।'

জো পোষাক-পরিচ্ছদ নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামাত না। সে বলে উঠল, 'আমার দস্তানাজোড়া লেমনেড পড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। নতুন দস্তানা পাব না। আমায় বিনে দস্তানায় যেতে হবে।'

মেগ জোর দিয়ে বলল, 'তোমাকে অবশ্যই দস্তানা পরে যেতে হবে, নইলে আমি যাবই না। পোশাকের মধ্যে দস্তানাই হচ্ছে সবচেয়ে খানদানী। দস্তানা ছাড়া তুমি নাচে যোগ দিতে পারবে না। আর যদি তুমি না নাচতে পারো আমার মনে ভারী অশান্তি হবে।'

'তাহলে আমি চুপটি করে থাকব। দল বেঁধে নাচানাচি আমার ভাল লাগে না। একদিকে ঘুরে ঘুরে নাচায় কোনও মজা নেই। আমি হাত পা ছুঁড়ে লম্ফঝম্প করে নাচতে ভালবাসি।'

'মার কাছে নতুন দস্তানা তোমার চাওয়া চলবে না। এত দামী জিনিষ। তুমি একেবারে যত্ন নাওনা। যখন সবগুলো নষ্ট করে ফেলেছিলে মা বলেছিলেন এবারকার শীতে তুমি আর কিছু পাবে না।' মেগ উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, 'সত্যি চালাতে পারবে না?'

'আমি হাতটা সর্বদা গুটিয়ে রাখতে পারি। তাহলে কেউ দেখবে না দস্তানাটা কতটা দাগী, এটুকুই আমার পক্ষে করা সম্ভব। না, না। শোন কিভাবে চালানো যায়। প্রত্যেকে আমার একটা ভাল দস্তানা পরে, খারাপটা অন্য হাতে রাখব। বুঝেছ।'

মেগের আবার দস্তানা নিয়ে খুব চিন্তা, সে আপত্তি সুরু করল, 'তোমার হাত আমার চেয়ে বড়। তুমি আমার হাতের দস্তানা অনেকটা ছৎরে দেবে।'

জো বই তুলে নিয়ে বলল, 'তাহলে আমি বিনে দস্তানায় যাব। কে কি বলবে আমি গ্রাহ্য করি না!'

'তুমি আমার দস্তানাটাই নিও, নিও তুমি। কেবল দেখো দাগ ধরিয়ে দিও না। ভালভাবে চোলো পেছনে হাত জড়ো করে রাখা, কটমট করে চাওয়া অথবা 'ক্রিস্টোফার কলম্বাস!' বলে ওঠা, এগুলো কিন্তু কোর না। কেমন না?'

'আমার জন্যে চিন্তা কোর না। আমি যতদূর সম্ভব ভব্যচালে চলব। কোনও অঘটনই ঘটাব না। এখন, গিয়ে চিঠির উত্তর পাঠাও। আমাকে এই আশ্চর্য গল্পটা শেষ করতে দাও।'

অতএব মেগ 'ধন্যবাদসহ নিমন্ত্রণ রক্ষা' করতে গেল। পোষাকটা দেখল, লেসের ফ্রিলটা সাজাতে সাজাতে সানন্দে গান গেয়ে উঠল। ততক্ষণ জো আপেল চারটা ও গল্পটা শেষ করে স্ক্র্যাবুলের সঙ্গে হুটোপাটি খেলা সেরে নিল।

নববর্ষের পূর্বদিনে বসবার ঘর খালি। কারণ ছোট মেয়ে দুইটি প্রসাধনকারিণীর ভূমিকা নিয়েছে এবং বড় মেয়ে দুইটি নিমন্ত্রণের উদ্দেশ্যে আত প্রয়োজনীয় সাজসজ্জার ব্যাপারে নিমগ্ন। যদিও সাজসজ্জা সাদামাটাই হচ্ছে, তবু উপর-নীচে যথেষ্টবার ছুটোছুটি, হাসি গল্প চলল! কোন সময়ে আবার পোড়া চুলের কড়া গন্ধে বাড়ী ভরে গেল। মেগ নিজের মুখখানা ঘিরে কয়েকটা কোঁকড়া চুলের থাক সাজাতে চায় তাই জো কাগজে-মোড়া চুলের গুচ্ছগুলি গরম চিম্‌টে দিয়ে চিপে কুঁকড়ে দেবার ভার নিয়েছিল।

বেথ বিছানায় বসেছিল। সে জিজ্ঞাসা করল, 'এমনি গন্ধ বেরোয় নাকি?'

জো, উত্তর দিল, 'ভিজে-ভাবটা শুকোনোর গন্ধ এটা।'

এমি সগর্বে নিজের সুন্দর কোঁকড়া চুলের গুচ্ছগুলোয় হাত বুলিয়ে মন্তব্য করল, 'কি বিদঘুটে গন্ধ! যেন পালখ পুড়ছে।'

জো চিম্‌টে নামিয়ে বলল, 'ব্যস্ এখন কাগজের টুকরো খুলে দিচ্ছি, একঢাল কোঁকড়া চুলের থোকা দেখতে পাবে।'

সে কাগজের টুকরো খুলে নিল সত্যি। কিন্তু একঢাল কোঁকড়া চুলের থোকা দৃশ্যমান হল না। কারণ চুলও উঠে এল কাগজের সঙ্গে সঙ্গে।

স্তম্ভিত কেশ-সজ্জাকর মেগ বেচারীর সম্মুখের টেবলে একসারি দগ্ধ স্তূপ রেখে দিল।

'ওঃ, ওঃ, ওঃ! কি করলে তুমি? আমার দফারফা হয়ে গেল। আমি নেমন্তন্নে যেতেই পারব না। আমার চুলের কী হল। কী হল!' কপালের ওপর এবড়ো-খেবড়ো চুলের গোছার দিকে হতাশায় চেয়ে মেগ আর্তনাদ করে উঠলো।

জো বেচারী অনুশোচনায় চোখের জল ফেলে কালো চাপড়াগুলো দেখে গুমড়ে উঠল, 'আমার কপাল! আমাকে এ কাজ করতে ডাকা তোমার উচিত হয় নি। আমি তো সমস্ত কিছু নষ্ট করে ফেলি। ভারী দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু চিমটেটা বেশী গরম ছিল। আমি তালগোল পাকিয়ে ফেললাম।'

এমি সান্ত্বনাচ্ছলে বলল, 'দফারফা হয়ে যায় নি। চুলটা কোঁকড়ানো করে ফেল, আর চুলের ফিতেটা এমন ধরণে বাঁধ যে, কোণা দুটো কপালে কিছুটা এসে পড়বে। তাহলে ঠিক সর্বাধুনিক ফ্যাশনের মতই দেখাবে। অনেক মেয়েকে এমন করতে দেখেছি।'

মেগ ক্ষোভে বলে উঠল, 'বেশী সাজতে চাওয়ার ফল পেয়েছি আমি। মনে হচ্ছে চুলে হাত না দিলেই ভাল করতাম।'

'আমারও তাই মনে হয়। এত মসৃণ আর সুন্দর ছিল তোমার চুল। তবে শিগ্‌গিরই আবার বেড়ে উঠবে।' বেথ একথা বলে লোমছাঁটা মেষটিকে চুমো দিয়ে মন ভাল করে দিতে প্রবৃত্ত হল।

অপেক্ষাকৃত লঘু কতকগুলো অঘটনের পরে অবশেষে মেগ তৈরি। গোটা পরিবারের সংযুক্ত চেষ্টার ফলে জো-এর চুল বাঁধা ও পোশাক পরাও সম্পাদিত। তাদের সাদাসিদে পোশাকে তাদের বেশ দেখা গেল। মেগ পরেছে সাদাটে পিঙ্গল রং নীল মখমলের ফিতে, লেসের ফ্রিল ও মুক্তোর পিন। জো পরেছে খয়েরি রং শক্ত পুরুষালী সুতী কলার এবং একমাত্র অলঙ্কার একটা-দুটো সাদা চন্দ্রমল্লিকা। প্রত্যেকে একটা করে নিখুঁত হাল্কা দস্তানা পরে আর একটা দাগী দস্তানা নিয়ে নিল। সবাই বলল, সজ্জা 'বেশ সহজ সুন্দর' হয়েছে। মেগের উঁচুহীলের জুতো বেজায় আঁটো হয়ে ব্যথা দিতে লাগল, যদিও সে স্বীকার পেল না। জো-এর উনিশটা চুলের কাঁটা সোজা যেন মাথাটার মধ্যে খোঁচাতে লাগল। পরিস্থিতি ঠিক

স্বস্তিকর নয়। কিন্তু, আরে বাপ রে, আমরা সৌষ্ঠবসম্পন্ন হবই হব, নইলে মরে যাওয়া ভাল।

বোনেরা শোভন পদক্ষেপে রওনা হলে পর শ্রীমতী মার্চ বললেন, 'মণিরা, বেশ আনন্দ করে এসো। বেশী বেশী সান্ধ্যভোজ খেও না। হানাকে পাঠাবো এগারোটায়, চলে এসো।'

ফটক বন্ধ হল ঝনাৎ করে, তবু জানালায় স্বর—'এই মেয়েরা! দুজনের দুটো ভাল রুমাল আছে তো?'

'হ্যাঁ গো হ্যাঁ, খুব ভালো। মেগের রুমালে আবার কোলন মাখানো।' জো যেতে যেতে হাসতে হাসতে বলে উঠল, 'মনে হচ্ছে মা-মণি এবার জিজ্ঞাসা করে বসবেন আমরা সবাই কি ভূমিকম্প থেকে পালাচ্ছি?'

'ওঁর অভিজাত পছন্দের কথা ওটা। যথার্থ উচিত কথাই। একজন খাঁটী ভদ্রমহিলা, বা লেডিকে সর্বদা কি দেখে বোঝা যায় জানো! পরিচ্ছন্ন জুতো, দস্তানা ও রুমালে,' মেগ উত্তর দিল। তার নিজেরও বহুবিধ ছোটোখাটো অভিজাত পছন্দ আছে।

'জো, এবার কিন্তু জামার দাগী অংশটা চোখের আড়ালে লুকিয়ে রাখার কথা ভুলোনা। আমার কোমরের ফিতেটা ঠিক আছে তো? চুলটা কি খুবই খারাপ দেখাচ্ছে?'

শ্রীমতী গার্ডিনারের পোষাক-কামরার আয়নায় দীর্ঘকাল সাজসজ্জা ঠিক করার পরে ফিরে মেগ বলল।

জো জামার কলারে একটা মোচড় ও মাথায় একবার দ্রুত বুরুষ বুলিয়ে উত্তর দিল, 'ঠিক জানি, আমার মনে থাকবে না। যদি কিছু ওল্টপালট দেখ চোখটা ঠেরে আমাকে মনে করিয়ে দিও, কেমন?'

'না চোখঠারা মহিলাজনোচিত কর্ম নয়। যদি কিছু বেখাপ্পা দেখি ভুরু কপালে তুলে তাকাব। যদি ঠিকঠাক থাকে মাথা হেলাব! এখন কাঁধ সোজা কর, ছোট ছোট পা ফেল। যদি কারুর সঙ্গে আলাপ করানো হয় করমর্দন কোরো না কিন্তু। তা করতে হয় না।'

'কি করে তুমি ঠিক কায়দা-কানুন শিখে নিতে পারো? আমি কিছুতেই পারি না। সুরটা খুব মজাদার, নয়?'

ওরা নীচে নেমে গেল, একটু ভীরুভাবে। কারণ ওরা নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণে

কদাচিৎ যায়। ছোটোখাটো উৎসবটি সহজ ধরণের হলেও ওদের পক্ষে বিরাট উৎসব। শ্রীমতী গার্ডিনার একজন জবরদস্ত বৃদ্ধা মহিলা, তিনি ওদের সদয় অভ্যর্থনা করে ওঁর ছয় মেয়ের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠার হাতে সঁপে দিলেন। মেগ স্যালিকে চিনত, চট করে সে সহজ হয়ে গেল। কিন্তু জো মেয়েলী গল্প-গাছা বা মেয়েদের অতটা পছন্দ করত না। সে দেওয়ালে সাবধানে পিঠ চেপে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পুষ্পোদ্যানে টাট্টু ঘোড়ার মত বেখাপ্পা বোধ করতে লাগল। জনা ছয়েক আমুদে ছোকরা ঘরের অন্যদিকে স্কেটকরার বিষয়ে গল্প করছিল।

জো-এর জীবনের আনন্দ স্কেটকরা তাই ও সেখানে ওদের আড্ডায় যোগদান করতে ব্যগ্র হল। সে মেগকে মনের ইচ্ছা প্রকাশ করল। কিন্তু মেগের ভুরুযোড়া কপালে বিপজ্জনকভাবে এতটাই উঠে গেল যে জো নড়তেও ভরসা পেল না। কেউ ওর কাছে গল্প করতে এল না, কাছের দলও একে একে খসে পড়ল। সে একা হয়ে গেল। ঘুরে'ফরে ইচ্ছামত সময় কাটাতেও সে পারল না, তাহলে পোষাকের পোড়া দিকটা চোখে পড়বে। একা একা লোকজনের দিকে ও চেয়ে রইল। এধারে নৃত্য আরম্ভ হয়ে গেল।

মেগ তৎক্ষণাৎ আমন্ত্রণ পেল। আঁটো জুতো যোড়া সুন্দর ছন্দে এত চটপটেভাবে নেচে চলল যে জুতোর মালিক যে হাসিমুখে কতটা যন্ত্রণা সহ্য করছে, দেখে কেউ অনুমান করতে পারল না। জো একজন লালচুলো প্রকাণ্ড চেহারার তরুণকে এগিয়ে আসতে দেখে ভাবল বুঝি ওকে নাচতে ডাকবে। তাই একটা পর্দাঢাকা কোণে সে ঢুকে পড়ল। ইচ্ছা শান্তিতে উঁকি মেরে দেখে আর উপভোগ করে। দুর্ভাগ্যবশত: আরও একজন কুনো লোক ওই আশ্রয়টাই বেছে নিয়েছিল। জো-এর প্রবেশের পরে পরদা পড়া মাত্র জো দেখল মুখোমুখি 'লরেন্সদের ছেলেকে।'

'ইস, এখানে কেউ আছে জানতাম না।' যত তাড়াতাড়ি লাফিয়ে ঢুকেছিল ততটা তাড়াতাড়িই বেরিয়ে যেতে গিয়ে জো থতোমত খেয়ে বলল।

ছেলেটি কিন্তু হেসে উঠল। যদিও বেচারী চমকে গেছে, তবুও সদয়-ভাবেই বলল, 'আমাকে গ্রাহ্য কোর না। ইচ্ছা হলে থাক না।'

‘তোমাকে উত্যক্ত করা হবে না ?’

‘মোটেই না। আমি লোকজনদের তেমন চিনি না, এসে কেমন খাপছাড়া লাগছে প্রথমে, বোঝই তো ! তাই এখানে চলে এসেছি।’

‘আমিও সেজন্যে এলাম। যদি চলে যেতে নেহাৎ না চাও, তাহলে যেয়োনা কিন্তু।’

ছেলেটি আবার বসে পড়ে পায়ের পাম্পশু জুতোর দিকে চেয়ে রইল। অবশেষে ভদ্র ও সহজ হওয়ার ইচ্ছায় জো বলল,

‘মনে হয় আগে তোমার সঙ্গে সাক্ষাতের সৌভাগ্য হয়েছে। তুমি আমাদের পাশেই থাক, নয় কি ?’

‘পাশের বাড়ী।’ ছেলেটি মাথা তুলে সোজা হেসে দিল। কারণ জো-এর বেড়ালটাকে পৌঁছে দেবার সময়ে যে ভাবে ক্রিকেট খেলার আলোচনায় তারা মেতেছিল, সেই স্মৃতির পরে জো-এর বাঁধাধরা আচার-আচরণ বেশ বিচিত্র লাগল তার।

ফলে জো-ও সহজ হয়ে গেল। প্রাণখোলা ভাবে হাসতে হাসতে জো-ও বলল,

‘তোমাদের বড়দিনের সুন্দর উপহার পেয়ে আমাদের কত আমোদ হয়েছিল।’

‘ঠাকুরদা পাঠিয়েছিলেন।’

‘বলতো, তুমি কিন্তু ওঁকে বুদ্ধি দিয়েছিলে নয়কি ?’

‘মিস মার্চ, বেড়ালটা কেমন আছে ?’ ছেলেটি গম্ভীর হওয়ার চেষ্টায় প্রশ্ন করল। এদিকে তার কালো চোখদুটো রঙ্গে হেসে উঠল।

‘মিষ্টার লরেন্স, বেশ আছে, ধন্যবাদ। কিন্তু আমি মিস মার্চ নই আমি শুধু জো।’ ক্ষুদে ভদ্রমহিলা উত্তর দিল।

‘আমিও মিষ্টার লরেন্স নয়, আমি শুধু লরি।’

‘লরি লরেন্স,—কি অদ্ভুত নামটা।’

‘আমার প্রথম নাম হচ্ছে থিওডোর। আমার ভাল লাগেনা নামটা, কারণ বন্ধুরা আমাকে ডোরা বলে ডাকত। তাই ওদের বদলে লরি ডাকতে রাজী করেছি।’

‘আমার নামটাও আমি দেখতে পারি না—এমন ভাবপ্রবণ। আমি চাই

জোসিফাইনের বদলে আমাকে প্রত্যেকে জো ডাকুক। তুমি বন্ধুদের ভোঁরা ডাকা কি ভাবে বন্ধ করলে?'

'আমি ওদের মার দিয়েছিলাম।'

'আমিত আর মার্চ পিসীকে মার দিতে পারি না। তাই আমাকে সহ্য করতেই হবে।' জো নিঃশ্বাস ফেলে হাল ছেড়ে দিল।

'মিস জো, তুমি কি নাচতে ভালবাস না?' লরি জিজ্ঞাসা করল, নামটা যেন জোকে মানিয়েছে এমন ভাব দেখা গেল লরির।

'যদি যথেষ্ট জায়গা থাকে এবং প্রতিটি লোক চন্‌মনে হয় আমার নাচতে বেশ লাগে। কিন্তু এমনধারা জায়গায় নিশ্চয়ই আমি কিছু না কিছু গোলমাল করে দেব, লোকজনের পা মাড়িয়ে ফেলব, কিম্বা অঘটন ঘটাব, তাই আমি দুর্যোগের সম্ভাবনা থেকে দূরে সরে থাকছি, মেগকেই ভেসে বেড়াতে দিয়েছি। তুমি নাচো না?'

'কখনও কখনও। আমি অনেক বছর বাইরে ছিলাম কি না। এখনও যথেষ্ট মেলামেশা করে এখানকার চালচলন জানা হয়ে ওঠেনি।'

'বাইরে!' জো বলে উঠল, 'ও! আমাকে বলনা সেই বিষয়ে। লোকের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত শুনতে আমি বেজায় ভালবাসি।'

কোথা থেকে সুরু করা যায় লরি ভেবে পেল না। তবে জো-এর উৎসুক প্রশ্নজালে শীঘ্রই তাকে সুরু করতে হল। লরি বলল, সে ভেভে নামক স্থানে কেমন একটা স্কুলে ছিল, ছেলেরা সেখানে টুপী পরে না, সেখানে হ্রদে এক ঝাঁক নৌকা ভাসে। ছুটির আমোদে তারা শিক্ষকদের সঙ্গে সুইটজারল্যাণ্ডে পাদভ্রমণে গিয়েছিল।

'আহা, আমি যদি সেখানে থাকতাম!' জো বলে উঠল, 'তুমি প্যারিসে গেছিলে কি?'

'গত শীত আমরা ওখানে কাটিয়েছি।'

'তুমি ফরাসী ভাষা বলতে পারো?'

'ভেভেতে ও ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষা বলা আমাদের নিষেধ ছিল।'

'একটু বল না। আমি ফরাসী পড়তে পারি, কিন্তু উচ্চারণ করতে পারি না।'

লরি ভালমানুষের মত বলল, 'কি ন˚ আ সেৎ জোন দামোসেল আঁ লে

পাঁটক্লে জলি ?'

'কি সুন্দর করে বল তুমি! দেখি, মানে হচ্ছে—তুমি বললে, 'শোভন জুতোপরা তরুণী মহিলাটি কে ?' কেমন, না ?'

'হ্যাঁ, মামোজেল।'

'ও হচ্ছে আমার বোন মার্গারেট। তুমি জানো ঠিকই। তোমার ওকে সুন্দরী বলে মনে হয় না ?'

'হ্যাঁ, ওঁকে দেখে আমার জার্মানীর মেয়েদের কথা মনে পড়ে। উনি এমন সতেজ এবং ঠাণ্ডা দেখতে! নাচেনও যথার্থ ভদ্রমহিলার উপযুক্ত ভাবে।'

নিজের বোনের এই কিশোরসুলভ প্রশংসা শুনে জো আনন্দে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল। এবং মেগকে শোনাবার আশায় সঞ্চিত করে রাখল। উভয়ে উঁকিঝুঁকি দিয়ে দিয়ে সমালোচনা এবং গল্পগুজব চালাল। তারা পুরাতন বন্ধুর মতই হয়ে গেল। লরির সঙ্কোচ শীঘ্রই ঘুচে গেল, কারণ জো-এর পুরুষালী আচরণে কৌতুক পেল লরি ও সহজ হয়ে গেল সে। জো নিজের সদা প্রফুল্ল সত্তা ফিরে পেল, কারণ ওর পোশাকের চিন্তাটি ঘুচে গেল, ওর দিকে কেউ ভ্রূভঙ্গীও করল না। 'লরেন্সদের ছেলেকে' তার আরও ভাল লাগল। বার বার ভাল করে দেখে রাখল, যাতে বোনেদের কাছে সে বর্ণনা দিতে পারে। ওদের নিজের ভাই নেই, জ্ঞাতি ভাই-এর সংখ্যাও কম। ছেলেরা অচেনা জীব তাদের কাছে।

'কোঁকড়ানো কাল চুল; বাদামী ত্বক; বড় কাল চোখ; সুন্দর নাক; সুগঠিত দাঁত; ছোট-ছোট হাত-পা; আমার চেয়ে লম্বা; পুরুষের পক্ষে যথেষ্ট ভদ্র; মোটামুটি আমুদে। কত বয়স তার ?'

জো-এর ঠোঁটের আগায় প্রশ্নটা এল, কিন্তু সময়মাফিক সে নিজেকে সামলে নিল। জো ঘুরিয়ে তথ্যটা জেনে নিতে চেষ্টা পেল। জো-এর পক্ষে এ বুদ্ধি প্রয়োগ স্বাভাবিক নয়। 'তুমি বোধহয় শিগ্‌গিরই কলেজে যাবে না ? নাক ডুবিয়ে পড়তে দেখি তোমাকে—না, মানে, বলছি আর কি; খুব খেটে পড় তুমি।' 'নাক ডুবিয়ে' কথাটা বলে ফেলে জো দারুণ লাল হয়ে উঠল লজ্জায়।

লরি মুচকে হাসল কিন্তু কিছু মনে করল না। কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিল সে,—

'এক বছর, দুবছরের মধ্যে কলেজ যাওয়া হবে না। সতেরো বছর বয়সের আগে কোনমতেই যাওয়া চলবে না।'

দীর্ঘদেহী কিশোরকে জো-এর এখনই সপ্তদশবর্ষীয় মনে হয়েছিল, সে চেয়ে চেয়ে বলল,' পোনেরোর বেশী তোমার বয়স নয়?'

'সামনের মাসে ষোল হবে।'

'ও, কলেজে পড়তে আমার কত সখ! তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি চাও না।'

'আমার বিশ্রী লাগে! কিচ্ছুটি করার নেই, কেবল অবিশ্রান্ত খাটুনী অথবা হুল্লোড়। এ দেশের ছেলেরা দুটো কাজই যেভাবে চালায়, আমি মোটেই পছন্দ করি না।'

'তোমার পছন্দ কি?'

'ইটালিতে বাস করা এবং নিজের ধরণে সময়টা উপভোগ করা।'

জো-এর খুব ইচ্ছা হচ্ছিল ওর নিজের ধরণটা কি রকম জিজ্ঞাসা করা। কিন্তু কালো ভ্রূরেখা কুঞ্চিত করায় কিঞ্চিৎ ভীতিপ্রদ লাগছিল লরিকে। সুতরাং পায়ে তাল দিতে দিতে জো বিষয়ান্তরে এল,

'চমৎকার পল্‌কা! যাওনা, নেচে এসো।'

লরি শালীন একটি ছোট্ট নমস্কার জানিয়ে বলল,

'যদি তুমি এস, তবেই।'

'আমার পক্ষে সম্ভব নয়। মেগকে কথা দিয়েছি আমি নাচব না, কারণ,—' জো তক্ষুণি চুপ করে গেল। বলবে কিম্বা হেসে উড়িয়ে দেবে ঠিক করতে পারছিল না সে।

'কারণটা কি?' কৌতূহলী লরি প্রশ্ন করল।

'কাউকে বলবে না তো?'

'কক্ষণও না!'

'মানে আগুন ঘেঁষে দাঁড়ানো আমার বদভ্যাস। কাজে কাজেই জামা পুড়িয়ে ফেলি। এটাও পুড়েছে। যদিও নিপুণ করে রিপু হয়েছে, তবু বোঝা যায়। মেগ আমাকে স্থির থাকতে বলেছে, যাতে কেউ না দেখতে পায়। যদি চাও তো হাসো। এটা যে অদ্ভুত ব্যাপার, আমিও বুঝি।'

কিন্তু লরি হেসে উঠল না, এক মুহূর্ত সে মাথা নামিয়ে রইল।

তারপরে খুব কোমল স্বরে কথা বলল। ওর মুখের ভাবে জো বিমূঢ় হল।

'থাকৃগে, গ্রাহ্য কোর না ওসব। কিভাবে সামলে নেওয়া যাবে, বলছি। বাইরে একখানা লম্বা হলঘর আছে। ওখানে আমরা দিব্যি নাচব, কেউ দেখবেও না। এসো, এসো না।'

জো ওকে ধন্যবাদ দিয়ে সানন্দে গেল। লরির হাতের মনোজ্ঞ মুক্তাশুভ্র দস্তানা দেখে জো-এর মনে হল, নিজের দুটো দস্তানাই পরিষ্কার নয় কেন?

হলঘর শূন্য। ওরা চমৎকার পল্‌কা নাচ নাচল, কারণ লরি সুন্দর নাচতে পারে। ও আবার জোকে জার্মান নাচের পদক্ষেপ শিখিয়ে দিল। দোলা ও ঝম্পে পূর্ণ সেই নাচ জো-এর ভাল লাগল। সুর থেমে গেলে ওরা সিঁড়ির ধাপে বসে দম নিতে লাগল। লরির হেডেলবার্গে ছাত্রদের উৎসবের বর্ণনার মধ্যে মেগ বোনের খোঁজে এল। সে ইসারায় ডাকল। অনিচ্ছাসত্ত্বেও জো পাশের ঘরে মেগের পেছন পেছন গিয়ে দেখল সেখানে সোফায় নিজের পা ধরে ফ্যাকাশে মুখে মেগ বসে আছে।

'আমার পা মচ্‌কে গেছে! যাচ্ছেতাই উঁচু হীলটা মটকে যেয়ে এমন বিশ্রী মোচড় দিয়েছে! এত ব্যথা করছে! আমি দাঁড়াতেই পারছি না। কেমন ক'রে বাড়ী যেতে পারব জানি না।' যন্ত্রণায় এপাশে-ওপাশে দুলে দুলে বলল মেগ।

'তখনি জানতাম ওই বিতিকিচ্ছি জুতো পরে পায়ে ব্যথা পাবে। আমি খুবই দুঃখিত। কিন্তু তুমি কি করবে বুঝতে পারছি না। হয় গাড়ী ভাড়া করতে হয়, নয় এখানেই রাত কাটাতে হয়।' জো কথা বলতে বলতে আস্তে আহত গোড়ালীতে হাত বুলিয়ে দিল।

গাড়ী ভাড়া করতেও অনেক খরচা, হয়ত কোনমতে একখানা ভাড়াগাড়ী পেতেই পারব না। কারণ অধিকাংশ লোক নিজের নিজের গাড়ী করে এসেছেন। আস্তাবলটাও বহু দূরে, পাঠাবার লোকও নেই।'

'আমি যাচ্ছি।'

'মোটেই না। রাত্রি নটা বেজে গেছে। ইজিপ্টের মত ঘন কালো রাত। এখানেও রাত কাটানো চলবে না, বাড়ীতে জায়গা নেই। স্যালির

কয়েকটি মেয়েবন্ধু রাত্রে থাকবে। হ্যানা যতক্ষণ না আসে বিশ্রাম করি। তারপর যা সাধ্য করব।'

'লরিকে বলে দেখি ও যদি যায়,' মতলব মাথায় আসায় জো ত্রাণ পেল।

'বাপরে, না! কাউকে কিছু অনুরোধ করা বা বলাবলি বাদ দাও। আমাদের রবারের জুতো এনে এই জুতোষোড়া জিনিষপত্রের সঙ্গে রেখে দাও। আমি আর নাচতে পারব না। খাওয়া-দাওয়া মিটে গেলেই হ্যানার খোঁজ কোর কিন্তু। যে মিনিটে ও আসবে, আমাকে খবর দেবে।'

'ওরা সকলে এখন খেতে যাচ্ছে। আমি তোমার কাছে থাকতে চাই।'

'না, সোনা, এক্ষুণি যাও আমাকে বরঞ্চ একটু কফি এনে দিও আমি এতই ক্লান্ত যে নড়তে পারছি না।' রবারের জুতোপরা পা গুটিয়ে রেখে মেগ আধশোয়া হয়ে বসল। জো হন্তদন্ত করে খাবার ঘরের দিকে গেল। খাবার ঘরখানায় পৌঁছবার আগে ও চীনেমাটির বাসনের গুদামে ঢুকল একবার। আর একবার শ্রীযুক্ত গার্ডিনার গোপনে যে ঘরে কিঞ্চিৎ জলযোগ সেরে নিচ্ছিলেন, সেই ঘরটার দরজা খুলে ফেলল। টেবিলে ঝাঁপিয়ে জো কফি সংগ্রহ করল বটে কিন্তু অচিরাৎ ফেলে দিল। ফলে ওর পোষাকের সম্মুখ ভাগও পশ্চাৎভাগের মত কুদর্শন হয়ে গেল।

'ও মাগো, আমি কি রকম একটা জড়ভরত!' জো নিজের গাউনটা ঘষাঘষি করে মেগের দস্তানাটি নিকেশ করল।

সহৃদয় স্বর শোনা গেল, 'আমি কিছু করতে পারি?'

ভরা কাপ এক হাতে, আইসক্রীমের রেকাবী অন্য হাতে দণ্ডায়মান লরিকে দেখা গেল।

'মেগ দারুণ শ্রান্ত হয়ে পড়েছে, ওর জন্যে একটু কিছু নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম। কে যে আমাকে ধাক্কা দিল। এখন দেখ আমার কি দশা' জো দাগী স্কার্ট ও কফিচিহ্নিতত দস্তানার দিকে বিপন্ন দৃষ্টি ফেলে বলল।

'আহা, ভারী বিশ্রী! আমি এগুলো দেবার লোক চাই। তোমার বোনকে দিতে পারি?'

'ও, ধন্যবাদ! চল কোথায় আছে সে দেখিয়ে দিই। আমি নিজে নিয়ে যেতে চাই না। তাহলে আবার একটা প্রমাদ ঘটিয়ে বসব।'

জো পথ দেখিয়ে চলল। যেন মহিলাদের কাজকর্ম করতে সে অভ্যস্ত এমনিভাবে লরি ছোট একটা টেবল টেনে আবার দ্বিতীয় দফায় জো-এর জন্য কফি ও আইসক্রীম নিয়ে এল। এতই সৌজন্য দেখাল সে যে খুঁৎ-খুঁতে মেগ পর্যন্ত 'চমৎকার ছেলে' বলে অভিমত প্রকাশ করল। চিনির মিঠাই, রঙীন শ্লোকের কাগজে মোড়া মিষ্টান্ন নিয়ে আনন্দে তারা সময় কাটাল। দু-চারজন উপস্থিত তরুণ ব্যক্তির সঙ্গে শান্তভাবে 'বাজ' খেলার সময়ে হ্যানা এসে পড়ল। মেগ পায়ের ব্যথা ভুলে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ানোর ফলে যন্ত্রণাধ্বনি করে জোকে জড়িয়ে ধরতে বাধ্য হল।

'চুপ, চুপ! কিছু বোল না,' সে ফিস ফিস করে বলে নিয়ে পরে জোরে জোরে শোনাল, 'কিচ্ছু হয় নি। পা'টা একটু মচকে গেছে, এইমাত্র।'

মেগ খোঁড়াতে খোঁড়াতে দোতলায় বাইরে বেরোবার জিনিষপত্র পরতে গেল।

হ্যানা বকাবকি করতে লাগল, মেগ কেঁদে ফেলল। জো বুদ্ধিভ্রংশ হয়ে স্থির করল সে নিজেই যাহক ব্যবস্থা করবে। নিঃশব্দে বার হয়ে সে ছুটে নেমে এল। একটা চাকরকে সম্মুখে দেখে ও অনুরোধ করল একখানা গাড়ী ডেকে দিতে পারে কি না।

চাকরটা আবার ভাড়াকরা পরিবেশনের লোক, সে পাড়ার কিছু চেনে না। জো সাহায্যের প্রত্যাশায় এদিক ওদিক চাইছে, এমন সময়ে লরি ওর বক্তব্য শুনে ফেলে এগিয়ে এল। ঠাকুরদার গাড়ী ওকে নিয়ে যেতে এইমাত্র এসে পৌঁছেছে, সে ওদের সঙ্গে নিয়ে যেতে চাইল।

'এখন রাত হয়নি একটুও! এখনি তুমি নিশ্চয় যেতে চাও না?' জো স্বস্তি পেলেও সাহায্য নিতে ইতস্ততঃ করতে লাগল।

'আমি চিরকাল তাড়াতাড়ি ফিরি—সত্যি বলছি। আমার সঙ্গে বাড়ী চলো না। জানই তো তোমাদের সমস্ত পথটাই আমারি পথে পড়ে। সকলে বলছে, বৃষ্টি নাকি এসে গেছে।'

অতএব ব্যাপারটার মীমাংসা হতেই হল। জো মেগের আঘাতের কথা জানিয়ে ছুটে ওপরে অন্যদের ডেকে নামাতে গেল। বেড়ালের যেমন বৃষ্টিতে আতঙ্ক হ্যানারও ঠিক তেমনি। সুতরাং সে কোন ঝঞ্ঝাট বাধাল না। ওর সকলে আরামদায়ক বন্ধ গাড়ী চড়ে উৎসব ও বিশিষ্টতা ভরা

অনুভূতি নিয়ে স্বচ্ছন্দে চলল।

মেগ পা তুলে বসতে পারবে বলে লরি কোচবক্সে চড়ে এল। মেয়েরাও পার্টির বিষয়ে প্রাণ খুলে কথাবার্তা বলতে সমর্থ হল। চুল এলোমেলো করে ফেলে আরামে হেলে বসে জো বলল, 'আমার সন্ধ্যাটা চমৎকার কাটল। তোমার?'

'আমারও চমৎকার চলছিল যতক্ষণ পর্যন্ত ব্যথা পাইনি। স্যালির বন্ধু অ্যানি মোফাটের আমাকে দারুণ ভাল লেগে গেল। স্যালি যখন অ্যানির বাড়ী এক সপ্তাহ থাকতে যাবে, তখন আমাকেও অ্যানি নেমন্তন্ন করেছে। বসন্তকালে যখন ওখানে অপেরা আসবে স্যালি তখনি যাবে। যদি মা আমাকে যেতে দিতে রাজী হন কী ভালোই না হয়,' ব্যাপারটার চিন্তায় মেগ আনন্দিত উত্তর দিল।

'লালচুলো যে লোকটার কাছ থেকে আমি পালিয়ে এলাম তারি সঙ্গে তোমাকে নাচতে দেখলাম। লোকটা ভাল?'

'ওঃ, খুব! ওর চুল কটা, লাল নয়। লোকটি বেশ ভদ্র। ওর সঙ্গে সুন্দর রেডোয়া নাচ নাচলাম।'

'নতুন রকম পদক্ষেপের সময়ে ওকে দেখে মনে হচ্ছিল যেন গঙ্গাফড়িং মূর্চ্ছা গেছে। লরি আর আমি হাসি চাপতে পারিনি। আমাদের হাসি তোমরা শুনতে পেয়েছিলে?'

'না, কিন্তু এ খুবই অভদ্রতা। ওখানে গা-ঢাকা দিয়ে সারাক্ষণ তোমরা কি করছিলে?'

জো তার অভিযানের কথা বলল। গল্প শেষ হতে হতে বাড়ী এসে গেল। বহুবার ধন্যবাদ জানিয়ে ওরা 'শুভরাত্রি' জ্ঞাপনের পরে পা টিপে প্রবেশ করল। আশা ছিল কাউকে উত্যক্ত করা হবে না। কিন্তু যে মুহূর্তে দরজা খচমচ করে উঠল দুটি ছোট ছোট নৈশ-টুপী-ঢাকা মাথা জেগে উঠল, দুটি ঘুমভাঙ্গা ব্যগ্র কণ্ঠ বলে উঠল :—

'পার্টির গল্প কর। পার্টির গল্প কর!'

মেগের মতে 'দারুণ অসভ্যের মত' জো ছোট মেয়েদের উদ্দেশ্যে কয়েকটি মেঠাই বাঁচিয়ে এনেছিল। তাই সন্ধ্যারাত্রির সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ ঘটনাবলী শোনার পরে অচিরাৎ ছোটরা নিরস্ত হল।

জো মেগের পা আর্ণিকা দিয়ে বেঁধে চুল আঁচড়ে দিল।

মেগ বলল, 'সত্যি বলছি, মনে হচ্ছে আমি যেন একজন সম্পন্ন তরুণী মহিলা। পার্টি থেকে গাড়ী চড়ে বাড়ী ফিরেছি, ড্রেসিং গাউন পরে বসে আছি, একজন দাসী সেবার জন্যে আছে।'

'আমি মোটেই মনে করি না যে সম্পন্ন তরুণী মহিলারা আমাদের চেয়ে একটুও বেশী আনন্দ পায়, যদিও আমাদের চুল পোড়া, পুরনো পোষাক, একটা করে দস্তানা, আর বোকার মত আঁটো জুতো পরে আমাদের পা-টাও মচকে যায়।'

আমি মনে করি জো যথার্থ সত্য বলেছে।

চার

বোঝা

'বাবারে, আবার বোঝা তুলে চলা কি কঠিনই লাগছে।'

পার্টির পরদিন সকালে মেগ নিঃশ্বাস ফেলে বলল। ছুটি অতিক্রান্ত। সপ্তাহব্যাপী আমোদ-প্রমোদের পর অপ্রিয় কর্মে তার আর সহজে প্রবৃত্তি হচ্ছে না।

জো বিষণ্ণ ভাবে হাই তুলে উত্তর দিল, 'আমি চাই গোটা সময়টা বড়দিন বা নববর্ষ হোক। দারুণ মজা হত, না?' 'তাহলে আমোদে এখন যতটা ফূর্তি পাই ততটা পেতে পারতাম না। কিন্তু যখন তখন খাওয়া, ফুলের তোড়া পাওয়া, পার্টিতে যাওয়া, গাড়ী চড়ে ফেরা, বইপড়া ও বিশ্রাম, আর কাজ না করা, ভাবতে কত ভালোই না লাগে। অন্য লোকেদের ধরণে বুঝতেই পারো। যে মেয়েরা এমন করে, তাদেরকে হিংসা হয়। আমি আয়েস ভারী ভালবাসি।

দুটো পুরনো পোষাকের মধ্যে কোনটা অপেক্ষাকৃত স্বল্প হতশ্রী চিন্তা করতে করতে মেগ বলে চলল।

'যাকগে, যখন অমনটি পাব না তখন ঘ্যান ঘ্যান না করে বোঝা কাঁধে বয়ে মায়ের মত আনন্দে চলতে হবে। আমি জানি মার্চ পিসী আমার কপালে ঠিক সেই সমুদ্রবাসী বুড়ো। কিন্তু আমি ওঁকে বইতে পারব, উনি খসে পড়বেন অথবা এতটাই হাল্কা হয়ে যাবেন যে টের পাব না।' এই চিন্তার ফলে জো-এর কল্পনায় দোলা লাগল, সে উৎফুল্ল হয়ে উঠল। কিন্তু মেগ হল না। চারটি বয়ে-যাওয়া বাচ্চা সমন্বিত মেগের বোঝা আরও বেশী ভারী লেগে গেল। একটা নীল গলার ফিতে পরে বা মনোজ্ঞতম প্রণালীতে কেশ-সজ্জা করে অভ্যাসমত সুসজ্জিত হওয়ার ইচ্ছাও ওর রইল না।

'ওই বেয়াড়া বাচ্চাগুলো ছাড়া যখন আমাকে চেয়ে দেখবার কোন লোক নেই তখন সুন্দর সেজে লাভ কি? আমি সুশ্রী অথবা নয়, কেউ চিন্তাও করে না।'

টেবলের খোপ এক ধাক্কায় বন্ধ করে মেগ মৃদুস্বরে বলল, 'সারা জীবন খেটেখুটে আমাকে মরতে হবে। মাঝে মধ্যে এক-আধটু আনন্দের ছিটে-ফোঁটা মাত্র। তারপরে বুড়ো হব, কুচ্ছিৎ, খিটখিটে হব। কেন না আমি গরীব, তাই অন্য মেয়েদের মত জীবনে সুখ পেতে পারিনে। অন্যায় কথা।'

তাই মেগ আহতভাবে নীচে নেমে গেল। প্রাতঃরাশের সময়ে মোটেই সহজ হল না। সকলেই যেন কেমন কেমন, সকলেই গজগজ করতে চায়। বেথের মাথা ধরেছে। বেড়াল ও তিনটি বাচ্চা নিয়ে সোফায় শুয়ে শুয়ে সে যন্ত্রণা ভোলার চেষ্টা করছে। এমির পড়া তৈরি হয় নি বলে হা হুতাশ উঠেছে, সে আবার রবারের জুতো খুঁজে পাচ্ছে না। জো শিস্ দেবেই দেবে, প্রস্তুতির সময়ে হৈচৈ করবেই। শ্রীমতী মার্চ এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় এক চিঠি লিখতে ব্যস্ত। হানার বিলম্বে শয্যাত্যাগ অসহনীয়, অতএব সে মেজাজী।

যথাক্রমে একটা কালির দোয়াত উল্টে ফেলে ছুটো জুতোরই ফিতে ছিঁড়ে টুপীর উপর বসে জো অবশেষে ক্রুদ্ধ হয়ে বলে উঠল, 'এমনধারা রাগী পরিবার দেখা যায় না।'

চোখের জলের ধারায় শ্লেটের ভুল অঙ্ক ধুয়ে এমি উত্তর দিল, 'সকলের চেয়ে রাগী তুমি পরিবারের মধ্যে।'

মেগ রাগে বলে উঠল 'বেথ, ওই বিতিকিচ্ছি বেড়ালগুলোকে যদি মাটির তলার সেলারে পুরে না রাখ তবে আমি ওদের জলে ডুবিয়ে দেব।' একটা বিড়ালের বাচ্চা ওর পিঠ বেয়ে ওঠায় মেগ ঝেড়ে ফেলার চেষ্টা পেতে সে নাগালের বাইরে কাঁটার মত আটকে রইল।

জো হেসে উঠল, মেগ বকুনী দিল, বেথ অনুনয় জানাল। বারোর নয়গুণ কত মনে করতে না পেরে এমি কেঁদে ফেলল।

তৃতীয়বার চিঠির ভুল পংক্তি কেটে দিয়ে শ্রীমতী মার্চ বললেন, 'মেয়েরা এই মেয়েরা! এক মিনিট চুপ কর, সকালের ডাকে চিঠিখানা পাঠাতে হবে তোমাদের ঝঞ্ঝাটে তোমরা আমাকে পাগল করে দিলে।'

মুহূর্তকালের বিরতি ভঙ্গ করে ছুটি পিঠে এনে টেবলে রেখে হানা বার হয়ে গেল আবার। এটা একটা স্থায়ী নিয়ম, মেয়েরা বলত 'মাফ', ওদের

অন্ত মাফ থাকত না কি না। শীতল প্রভাতে হাতে গরম পিঠের ছোঁওয়া সুখকর মনে হত।

হানা পিষ্টক প্রস্তুত করতে কখনই ভুলত না, যতই না কেন সে ব্যস্ত বা বদমেজাজী থাক না। কারণ পথ দীর্ঘ ও ঠাণ্ডা। বেচারীরা মধ্যাহ্ন ভোজন পেত না। দ্বিপ্রহর বেলা দুটোর আগে ওরা কদাচিৎ বাড়ী ফিরত।

'বেথি, বেড়াল কোলে করে মাথা ধরা সারিয়ে তোল। মা আজ সকাল বেলায় আমরা একদল নচ্ছার হয়েছি। কিন্তু পুরোপুরি দেবদূত সেজে বাড়ী ফিরব। মেগ, এবার তাহলে!' জো অনুভব করল যে তীর্থযাত্রীরা যথারীতি যাত্রা করছে না। সে রওনা হয়ে গেল।

মোড়ে এসে ওরা চিরদিন ফিরে চাইত। ওদের মা সর্বদা জানালায় দাঁড়িয়ে ঘাড় নেড়ে হাসতেন এবং হাত নাড়তেন। মনে হত যেন এগুলো ভিন্ন দিন চলা সম্ভব নয়। কারণ ওদের মন-মেজাজ যাই হোক না কেন, মাতৃত্বমণ্ডিত ওই মুখখানি সূর্যরশ্মির মতন ওদের প্রভাবান্বিত করতে সমর্থ হত।

জো তুষারাচ্ছন্ন পথ ও তীক্ষ্ণ বাতাসে অনুশোচনাভরা সন্তোষ পেল। বলে উঠল, 'মা হস্তচুম্বনের বদলে যদি ঘুঁষি দেখাতেন আমাদের পক্ষে ঠিক হত তবে। কারণ আমাদের চেয়ে অকৃতজ্ঞ হতভাগা আর দেখা যায় না।' সংসারবিরাগী সন্ন্যাসিনীর মত মেগ ওড়নায় নিজেকে ঢেকেছিল, আড়াল থেকে বলল, 'এমন খারাপ খারাপ শব্দ ব্যবহার কোর না।'

জো-এর টুপী উড়ে যাবার মত হয়ে মাথা থেকে উঠে পড়ল। জো টুপী চেপে ধরে উত্তর দিল, 'যে সমস্ত কথার একটা অর্থ আছে তেমন ভালো ভালো কড়া কথা আমি ভালবাসি।'

'নিজেকে যা-তা গালাগালি দাও ইচ্ছামত। কিন্তু আমি নচ্ছার কিম্বা হতভাগা নই। আমাকে ও সব বলা আমি পছন্দ করি না।'

'আগাগোড়া আয়েস-আরামে বসে থাকতে পারছ না বলে আজ তুমি অশান্ত হ'চ্ছ আবার ক্ষেপে উঠেছ, বেচারী! আমি ভাগ্য ফিরিয়ে দেওয়াটুকু পর্যন্ত অপেক্ষা কর। তুমি গাড়ী চড়ে আইসক্রীম খেয়ে মজা করবে। উঁচু গোড়ালী জুতো পরে ফুলের তোড়া নিয়ে লালচুলো ছেলেদের সঙ্গে নেচে মজা করবে।'

'জো, কী উদ্ভট তুমি!' জো-এর বাজে কথায় মেগ হেসে উঠল এবং যতই হোক না হাল্কা বোধ করল। 'আমি উদ্ভট এটা তোমাদের ভাগ্য। নইলে তোমার মত যদি ভেঙ্গে পড়ে মনমরা হয়ে পড়তাম আমাদের তাহলে একটা বেজায় সঙ্কট অবস্থায় পড়তে হত। বেঁচেছি বাবা, সর্বদা মন বাঁধবার মত মজাদার বস্তু পাই আমি। এখন লক্ষ্মী মেয়ে, প্যানপ্যান কোর না তো। খুসী মনে বাড়ী ফিরো।' সারা দিনের মত বিচ্ছেদের পূর্বে জো বোনকে উৎসাহ দিয়ে পিঠ চাপড়ে দিল। যে যার ভিন্ন পথে ছোট্ট গরম পিঠেখানা আঁকড়ে ধরে শীতার্ত আবহাওয়া কঠিন পরিশ্রম ও প্রমোদপ্রিয় তারুণ্যের সকল অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা সত্ত্বেও আনন্দিত হবার সাধনায় চলে গেল।

শ্রীযুক্ত মার্চ একজন দুর্ভাগা বন্ধুকে সাহায্যদান প্রয়াসে নিজের সম্পত্তি হারিয়েছিলেন। তখন বড় মেয়ে দুইটি নিজেদের ভরণপোষণে অন্তত: কিছু সাহায্য করার অনুমতি চেয়েছিল। উৎসাহ, শ্রম ও স্বাবলম্বনের অভ্যাস আরম্ভ করতে অল্প বয়সের প্রশ্ন ওঠে না। অতএব মাতাপিতা সম্মত হলেন। দু'জনে কাজে লেগে গেল; বাধা সত্ত্বেও তাদের আন্তরিক সদিচ্ছা ছিল, সুতরাং অবশেষে সাফল্য নিশ্চিত ছিল।

মার্গারেট কাজ পেল শিশুদের তত্ত্বাবধায়িকারূপে। সামান্য বেতনে সে ঐশ্বর্য্যের স্বাদ পেল। মেগ আরাম বিশেষ পছন্দ করে, নিজেই বলেছে, তার প্রধান সঙ্কট, দারিদ্র্য। অন্য মেয়েদের চেয়ে তার বেশী কষ্ট হত, কারণ যখন গৃহ শোভন ছিল, জীবন আরাম এবং পুলকপূর্ণ ছিল, কোনরকমে অভাবের চিহ্ন ছিল না, সেই সময়টা তার মনে ছিল। সে ঈর্ষ্যান্বিত বা অসন্তুষ্ট হতে চাইত না। কিন্তু তরুণী মেয়ের পক্ষে সুন্দর বস্তু, আমুদে বন্ধু, নানা বিদ্যাভ্যাস এবং সুখময় জীবন কামনা করা তো স্বাভাবিক। কিঙদের বাড়ী, মেগ যা-যা চায়, প্রতিদিন দেখতে পেত। বড় মেয়েরা সামাজিক পরিমণ্ডলে বাহির হয়েছে, মেগ ক্রমাগত চমৎকার বল নাচের পোষাক, ফুলের তোড়া দেখতে পেত। থিয়েটার, কনসার্ট, প্লে-চালানোর পার্টি এবং সর্বপ্রকার আনন্দ অনুষ্ঠানের জীবন্ত গল্পগুজব মেগ শুনতে পেত। তার পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় যে অর্থ, এদের তুচ্ছ ব্যাপারেও তাই অজস্র ব্যয় হচ্ছে, মেগ দেখে যেত। মেগ বেচারী কদাচিৎ ক্ষোভ প্রকাশ করত। কিন্তু একটা অন্যায় অবিচারের উপলব্ধিতে কখনও কখনও সে সকলের উপর বীতস্পৃহ

হয়ে উঠত। জীবনকে যে-সম্পদ একমাত্র সুখ দিতে পারে, সেই ধনে মেগ যে কত ধনী, এ বোধ সংগ্রহে শিক্ষা আসেনি তখনও তার।

জো মার্চপিসীর পক্ষে উপযোগী হয়েছিল। উনি খঞ্জ, সুতরাং চটপটে কোন ব্যক্তির সহায়তা ওঁর দরকার হয়। সঙ্কটকালে সন্তানহীনা বৃদ্ধা কোন একটি মেয়েকে পোষ্য নিতে চেয়েছিলেন। অস্বীকৃতি আসায় তিনি খুব চটেছিলেন। বন্ধুরা মার্চদের বলল যে, ধনীবৃদ্ধার উইলে কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা তারা হারিয়েছে। কিন্তু সংসার-জ্ঞানশূন্য মার্চ-পরিবার শুধু বলল,—'এক ডজন সম্পত্তির জন্যেও নিজের মেয়েদের বিলিয়ে দিতে আমরা পারব না। আমরা একসঙ্গে নিজেদের মধ্যে সুখী হয়ে থাকব।'

বৃদ্ধা মহিলা কিছুদিন কথাবার্তা বন্ধ করলেন! কিন্তু বন্ধুর বাড়ী হঠাৎ জো-এর সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। জো-এর মজাদার মুখ, সোজাসুজি ধরণ-ধারণ বৃদ্ধার মনে ধরল। তিনি জো-কে সঙ্গিনী হিসাবে গ্রহণের প্রস্তাব দিলেন। জো-এর এই ব্যবস্থাটা মোটেই মনঃপূত হল না, কিন্তু বাঞ্ছনীয় কাজ না পাওয়ায় সে কাজটা নিয়ে নিল। বদমেজাজী আত্মীয়টির সঙ্গে উল্লেখযোগ্য ভাবে তার মানিয়ে চলা দেখে সকলেই বিস্মিত হল। মধ্যে মধ্যে বেশ ঝটিকা বইত, একবার জো সোজা বাড়ী চলে এসেছিল, আর সহ্য করতে পারছেনা বলে। কিন্তু মার্চপিসী সব সময় চট্ করে মানিয়ে নিতেন, এমন জরুরী ভাবে ডেকে পাঠাতেন যে অস্বীকার করবার উপায় থাকত না। কারণ, মনে মনে জো খিট্‌খিটে রুক্ষ মহিলাটিকে কেমন জানি একটু পছন্দ করত।

আমার মনে হয়, এর প্রকৃত আকর্ষণ ছিল প্রকাণ্ড লাইব্রেরীভরা উৎকৃষ্ট পুস্তক। মার্চপিসের মৃত্যুর পরে সেগুলো ধুলো ও মাকড়সার সম্পত্তি। জো-এর এই সহৃদয় বৃদ্ধকে মনে আছে। তিনি মোটা মোটা অভিধান দিয়ে রেল-পথ ও সেতু বানাতে দিতেন তাকে। ল্যাটিন ভাষার বইগুলোর বেখাপ্পা ছবির বিষয়ে গল্প শোনাতেন। পথে দেখা হলেই জিঞ্জারব্রেডের পাতা কিনে দিতেন। লাইব্রেরী জো-র কাছে আনন্দ-ধাম ছিল। ঘরটা আবছা, ধুলোভরা, উঁচু বই-এর আলমারী থেকে আবক্ষ মূর্তিগুলো একদৃষ্টে নীচে চেয়ে আছে, আরামদায়ক চেয়ার, গ্লোব, সব চেয়ে বড় পুস্তকের

অরণ্য। যেখানে খুসী বিচরণ কর।

যে মুহূর্তে মার্চপিসী তন্দ্রা যেতেন অথবা লোকজন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন জো দ্রুত নিরিবিলি স্থানটিতে চলে যেত। আরাম চেয়ারটিতে গুটিয়ে শুয়ে পুরোপুরি গ্রন্থকীটের মত সে কবিতা, রোমান্স, ইতিহাস, ভ্রমণকাহিনী ও ছবি গিলত। কিন্তু সকল সুখের রীতি অনুসারে এ-ও স্থায়িত্ব পেত না। যখনি সে কাহিনীর মজ্জায় প্রবেশ করেছে, গানের মধুরতম স্তবকে এসেছে, তার ভ্রমণকারীর দুঃসাধ্যতম অভিযানে এসেছে, একটা তীক্ষ্ণ গলা ডেকে উঠত, 'জোসি-ফাইন! জোসি-ফাইন!' তক্ষুণি তাকে রেশম গোটাতে, কুকুরটাকে স্নান করাতে বা ঘন্টার পর ঘন্টা বেল্‌শ্যামের প্রবন্ধ পড়বার জন্য স্বর্গচ্যুত হতে হয়।

জো-এর পরিকল্পনা ছিল চমৎকার কিছু করা। সেটি যে কি অদ্যাপি সেই বিষয়ে তার ধারণা নেই। সময় যথাসময়ে বলে দেবে। ইতিমধ্যে তার বেজায় দুঃখ যে সে ইচ্ছামত যত খুসী বই পড়তে, ছুটোছুটি করতে বা ঘোড়া চড়তে পারে না! ক্ষণ ক্রোধ, তীব্র রসনা ও অশান্ত মন সর্বদা ওর দুর্ঘটের কারণ ছিল। জীবনটা উত্থান-পতনে ভর্তি, কখনও হাস্যোদ্দীপক, কখনও করুণ। তবু মার্চ পিসীর কাছে শিক্ষা ওর দরকার ছিল। নিজের ভরণপোষণে সহায়তা হচ্ছে এই চিন্তায় ক্রমাগত 'জোসি ফাইন!' ডাক সত্ত্বেও জো খুসী ছিল।

স্কুলে যাবার পক্ষে বেথ অতি লাজুকস্বভাব। চেষ্টা করা হয়েছিল। কিন্তু ও এতটাই কষ্ট পেল যে চেষ্টাটা ছেড়ে দেওয়া হল। বাবার কাছে বাড়ীতে বেথ পড়তে লাগল। তিনি চলে গেলে মা-ও সেনানী-সাহায্য সোসাইটির কাজে সর্ব শক্তি ও সামর্থ্য প্রয়োগে রত হলেন। বেথ একা একা বিশ্বস্তভাবে পড়া চালিয়ে চলল, যতটা তার পক্ষে সম্ভব। ঘরোয়া ছোট্ট মানুষটি কর্মীদের জন্য বাড়ীঘর পরিচ্ছন্ন, স্বস্তিদায়ক রাখতে হ্যানাকে সাহায্য করত। প্রতিদানে ভালবাসা ভিন্ন অন্য পুরস্কার চায় নি সে। দিনগুলো তার ছিল দীর্ঘ-শান্ত। কিন্তু অলস বা একলা নয়। কারণ ওর ক্ষুদ্র জগৎ কাল্পনিক বন্ধু দিয়ে পূর্ণ ছিল আর ব্যস্ত মৌমাছির স্বভাব ছিল ওর!

প্রত্যহ সকালে ছয়টি পুতুল তুলে পোষাক পরানো হত। বেথ এখনও শিশুস্বভাব, ওর বাছাদের ও সর্বদা ভারী ভালবাসত। পুতুলগুলোর মধ্যে

আস্ত বা ভাল একটাও নেই। সবগুলোই বেথ নেওয়ার আগে পরিত্যক্ত ছিল। যখন বোনেদের পুতুলগুলো আর ভাল লাগত না তখন তারা বেথকে দিয়ে দিত। এমি পুরনো বা বিশ্রী কিছু নেবে না কিনা। দীনতা হেতুই বেথ ওদের আরও যত্ন করত, আতুর পুতুলদের একটি হাসপাতাল খুলেছিল সে। ওদের ন্যাকড়ার দেহে কখনও আলপিন ফুটত না, কোন শক্ত কথা বা প্রহার মিলত না, হতকুশ্রীরও হতাদরে মন খারাপ হত না। সকলকেই খাওয়ানো, পোষাক পরানো, সেবা করা, আদর করা হত গভীর অপরিবর্তনশীল স্নেহে। 'পুতুল-পুতুল' খেলার একটি জো-এর ছিল। জঘন্য জীবনযাপনের পরে টুকরো কাপড়ের থলেয় ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় পড়েছিল। এই বিশ্রী দরিদ্রখানা থেকে উদ্ধার করল তাকে বেথ নিজের আশ্রয়ে। ওটার মাথার খুলি না থাকায় একটা দিব্যি ছোট টুপী পরাল, দুটো হাত ও পা খোওয়া যাওয়ায় কম্বলে জড়িয়ে রেখে খুঁৎগুলো আবৃত রাখল, এই চিররোগীকে শ্রেষ্ঠ বিছানাটি দিল! পুতুলটাকে সে যা ভালবাসা দিত সেই কথা জানালে অন্যরা হাসাহাসি করলেও, আমার মনে হয়, তাদের হৃদয় স্পর্শ করত! বেথ পুতুলটাকে ছোট ফুলের তোড়া এনে দিত, বই পড়ে শোনাত, ঘুম পাড়ানী ছড়া গেয়ে শোনাত, ওর নোংরা মুখটায় চুমো না খেয়ে শুতে যেত না, ওকে শুনিয়ে যেত, বেচারী সোনা, আশা করি তোমার রাত্রিটা ভালই কাটবে।

আমাদের মতই বেথের নানা ঝঞ্ঝাট। দেবদূত না হয়ে একজন রক্তমাংসের ছোট মেয়ে হওয়ার দরুণ প্রায়ই সে জো-এর ভাষায় 'একটু কান্না কাঁদত'; কারণ সে গান শিখতে বা সুন্দর একটা পিয়ানো পেতনা।

সে গান এত ভালবাসত, এত চেষ্টা করত, এবং এত ধৈর্যের সঙ্গে ঝরঝরে যন্ত্রটায় বাজনা অভ্যাস করত যে মনে হত কারুর বা (মার্চপিসীকে ইঙ্গিত না করে) বেথকে সাহায্য করা উচিত। কেউ কিন্তু সাহায্য করত না। বেথ যখন একলা থাকত, হরিদ্রাভ অকেজো বাজনার চাবী থেকে চোখের জল মুছতে কেউ দেখতে পেত না তাকে।

ক্ষুদে ভরতপক্ষীর মত কাজ করতে করতে সে গান গাইত, মা ও বোনেদের বাজিয়ে শোনাত অক্লান্ত ভাবে। দিনের পর দিন আশা নিয়ে নিজের মনে সে বলত, যদি আমি ভালো হই, জানি কোন না কোন দিন

গান শিখতে পারব।

পৃথিবীতে অনেক বেথ আছে, লাজুক ও শান্ত। কোণে বসে থাকে তারা, যতক্ষণ না তারা প্রয়োজনে লাগে। পরের জন্যে তারা এত আনন্দে বাস করে যেন এই অগ্নিস্থলীর ঝিঁঝিপোকাটার ঝিঁঝি বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত তাদের আত্মত্যাগ কেউ দেখতে পায় না। তখন মধুর রৌদ্রের মতন সত্ত্বা অদৃশ্য হয়ে যায়। পড়ে থাকে কেবল মৌনতা ও অন্ধকার।

যদি এমিকে কেউ জিজ্ঞাসা করত, জীবনে তার সর্বাপেক্ষা প্রমাদ কি, সে তৎক্ষণাৎ উত্তর দিত, 'আমার নাক!' যখন বাচ্চা ছিল সে, জো হঠাৎ ওকে কয়লার বাস্কে ফেলে দিয়েছিল। এমি জোর করে বলে যে সেই পতন জন্মের মত তার নাকের সর্বনাশ করেছে। নাকটা বৃহৎ নয়, হতভাগ্য 'পেট্রিয়ার' নাকের মত লালও নয়। কেবল কিছু চাপা। জগতের সমস্ত টানাটানিও অভিজাতসুলভ তীক্ষ্মাগ্র দিতে পারল না। এমি নিজে ছাড়া কেউ নাকের চিন্তা করেও না, নাকটা যথাসাধ্য উঁচুও হচ্ছিল, কিন্তু এমি গ্রীক নাসিকার অভাব গভীরভাবে অনুভব করত এবং পাতা জুড়ে সুন্দর নাসিকা এঁকে সান্ত্বনা পেত।

বোনেরা ওকে 'ক্ষুদে রাফায়েল' বলত। ওর যথার্থ অঙ্কন-প্রতিভা ছিল। যখন সে ফুল অনুকরণ করত, পরীর ছবি আঁকত কিম্বা বিচিত্র শিল্প-কাজের দ্বারা কাহিনী বিচিত্রিত করত, তখন তার সুখ সর্বাপেক্ষা অধিক। শিক্ষকরা অনুযোগ করতেন যে অঙ্ককষার বদলে এমি শ্লেট ভরে ভরে জানোয়ার আঁকে। পুস্তকের খালি পাতাগুলোয় মানচিত্র আঁকা হয়। অশুভ মুহূর্তে যাচ্ছেতাই ধরণের হাস্যকর ব্যঙ্গচিত্র ওর সমস্ত বইগুলো থেকে বার হয়ে আসত। যতদূর পারে পড়াশোনাটা সে করে যেত। আদর্শ চালচলনের হেতু কোনক্রমে সে তিরস্কার এড়িয়ে চলত। ওর মেজাজ ভাল ছিল। বিনা চেষ্টায় সকলকে খুসী করার সুশোভন চাতুর্যের হেতু সঙ্গীদের প্রিয় হয়েছিল সে। এমির ছোটখাটো ভড়ং ও স্বচ্ছন্দ আচরণ সকলে খুব পছন্দ করত। এমির শিক্ষাদীক্ষারও প্রশংসা ছিল। চিত্রাঙ্কণ ভিন্ন সে বারটা সুর বাজাতে ও ক্রুশে বুনতে পারত। দুই-তৃতীয়াংশ কথার ভুল উচ্চারণে ফরাসী পড়তেও সে পারত। তার একটা করুণ-কাতরভাবে বলার অভ্যাস ছিল, 'বাবা যখন বড়লোক ছিলেন, আমরা এই করেছি, সেই করেছি।' বেশ হৃদয়স্পর্শী

লাগত। ওর দীর্ঘ শব্দবিন্যাস মেয়েদের কাছে মনোজ্ঞ প্রতীয়মান হত।

সোজাসুজি এমি আদরে নষ্ট হয়ে যাবার পথে। সকলেই আদর দিত; ওর ছোট ছোট গুমোর, স্বার্থপরতা দিব্য বেড়ে উঠছিল। একটা বিষয়ে অবশ্য গুমোর খর্ব হত, ওর জ্ঞাতি বোনের জামাকাপড় পরতে হত ওকে। ফ্লরেন্সের মায়ের একফোঁটা রুচি নেই! নীল টুপির পরিবর্তে লাল রং পরতে বেমানান গাউন, ঝলমলে-ঢিলে এপ্রন পরতে এমি দারুণ মনোকষ্ট বোধ করত। প্রত্যেকটা জিনিষ ভালো, চমৎকার তৈরি, সামান্য পুরণো। কিন্তু এমির শিল্পীর চোখ বেশ ঘা পেত। যেমন এই শীতে ওর স্কুলের পোষাক এল নিষ্প্রভ বেগুনী রং-এ হলুদ ফোঁটাকাটা ও সাদামাটা। চোখভরা জল নিয়ে এমি মেগকে বলল, 'আমায় একমাত্র সান্ত্বনা যে আমি দুষ্টুমি করলে মা মারিয়া পার্কের মায়ের মত আমার জামা মুড়ে দেন না। জানো ভাই সত্যি বিশ্রী ব্যাপার। কখনও কখনও ও এতই খারাপ হয় যে ওর জামা হাঁটু পর্যন্ত উঠে যায়, ও স্কুলে আসতে পারে না। যখন এমন অপমানের কথা ভাবি তখন মনে হয় আমার চাপা নাক, হলুদ ধূমকেতুওড়ানো বেগুনী জামাও সইতে পারি।'

এমির সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ও সহায়ক মেগ; পরস্পরবিরোধী বিচিত্র আকর্ষণে জো আবার শান্ত বেথের। লাজুক বাচ্চা মেয়েটি একমাত্র জো-এর কাছে মন খুলত। পরিবারের সকলের চেয়ে বেশী বেথ ওর অস্থিরমতি বড় বোনকে প্রভাবান্বিত করত নিজের অজ্ঞাতসারে। বড় মেয়ে দুজন পরস্পরের মস্ত সহায় হয়েও প্রত্যেকে এক-একটি ছোট বোনকে দেখে রাখার ভার নিয়েছিল। নিজস্ব ধরণে ওরা বোনেদের পাহারা দিত, যেন 'মা-মা খেলা' বলে। ক্ষুদ্র নারীজনোচিত মাতৃত্ব অনুভূতি দ্বারা পরিত্যক্ত পুতুলের স্থানে বোনেদের তারা বসিয়েছিল।

সেইদিন সন্ধ্যায় সেলাই করতে করতে মেগ বলল, 'কারুর কোন খবর বলার আছে? এমন খারাপ দিনটা গেছে। একটু ফূর্তির জন্যে মরে যাচ্ছি।'

জো গল্প বলতে বেশ ভালবাসত, সে আরম্ভ করল, 'পিসীর ওখানে আজ আমার অদ্ভুত কেটেছে। তবে আমি তার মধ্যে সুবিধা করে নিয়েছি বলে বলছি। অফুরন্ত সেই বেলশ্যামখানা আমার নিয়মমাফিক গুনগুন করে পড়ছি,

যাতে পিসী ঢুলে পড়েন, আমিও পছন্দসই বই বার করে ওঁর জেগে না ওঠা পর্যন্ত উর্ধ্বশ্বাসে পড়ে যাই। আমি ঝিমিয়ে পড়ার মত হ'লাম। পিসী ঘুমোবার আগেই এমন একটা হাঁ করে ফেলেছি যে উনি জিজ্ঞাসা করলেন, গোটা বইটা একসঙ্গে গিলে খাবার মত বিশাল হাঁ করার মানেটা কি?

আমি বেশী বাড়াবাড়ি না করার চেষ্টা করে বললাম, 'যদি তাই পারতাম সব চুকিয়ে দিয়ে!'

তখন তিনি আমার অপরাধ বিষয়ে সুদীর্ঘ বক্তৃতা শোনালেন আমাকে। চুপ করে বসে চিন্তা করতে বললেন এই বিষয়ে। এক মিনিট নিজেকে একটু 'হারিয়ে ফেললেন' উনি। তাড়াতাড়ি নিজেকে খুঁজে পান না। কাজেই যখনই মোটা মাথার ডালিয়াফুলের মত ওঁর টুপী দুলতে সুরু হল আমি খপ্ করে পকেট থেকে 'ভিকার অফ্ ওয়েকফিল্ড' বইখানা বা'র করে পড়তে লেগে গেলাম। একচোখ ওতে, একচোখ পিসীর দিকে। যেখানে ওরা সবাই জলে গড়িয়ে পড়ল সেখানে ভুলে আমি জোরে হেসে ফেলেছি। পিসী জেগে উঠলেন। তন্দ্রার পরে মনমেজাজ ভাল থাকে। তাই বললেন একটুখানি পড়ে দেখাতে যে সুযোগ্য শিক্ষামূলক বেলশ্যামের থেকে কোন ছ্যাবলা বই আমি বেশী পছন্দ করছি। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা পেলাম। উনি বইটা পছন্দ করলেন বটে কিন্তু মুখে বললেন,—

'কোন কাহিনী নিয়ে লেখা বুঝতে পারছি না তো। বাছা, ফিরে গোড়ায় সুরু কর।'

আমি ফিরে সুরু করলাম। যথাসাধ্য প্রিমরোজদের কৌতূহলোদ্দীপক করে তুললাম। একবার রোমহর্ষক একটা জায়গায় বজ্জাতি করে থেমে নিরীহভাবে প্রশ্ন করলাম, 'ভয় হচ্ছে বুঝিবা আপনি ক্লান্ত হলেন, মহাশয়া, থামি এখন?'

হাত থেকে বোনাটা পড়ে গিয়েছিল, উনি তুলে চশমার ফাঁকে আমার দিকে কটমটিয়ে চেয়ে অত্যন্ত রুক্ষভাবে বললেন, 'পরিচ্ছদটা শেষ কর, আর মেয়ে, বেয়াদবি কোর না।'

মেগ প্রশ্ন করল, 'ভালো লেগেছে বইখানা উনি স্বীকার করলেন?'

'কি যে বল? মোটেই না। কিন্তু প্রাচীন বেলশ্যামকে বিশ্রাম দিলেন উনি। যখন বিকেলে দস্তানাযোড়া আনতে ফিরে গেলাম ওখানে, দেখলাম

উনি এমন মন দিয়ে 'ভিকারে' লেগে আছেন যে আমার হাসিও শুনতে পেলেন না। হলঘরে আমি নেচে নিলাম, কারণ সুসময় আসছে। ইচ্ছা করলেই উনি জীবনটা কত সুখময় করতে পারেন।' জো যোগ দিল, 'আমি কিন্তু ওঁকে টাকার জন্য হিংসা করি না। মনে হয় গরীবদের মতই বড়-লোকদেরও অনেক চিন্তাভাবনা থাকে।'

মেগ বলল, 'মনে পড়ল আমারও বলার কিছু আছে। জো-এর গল্পের মত এটা হাস্যকর নয়। কিন্তু ফেরার পথে বার বার কথাটা ভেবেছি। কিঙদের বাড়ী আজ সকলকে বেজায় উদব্যস্ত দেখতে পেলাম। বাচ্চাদের একজন বলল যে বড় ভাইদের কেউ একজন বিশ্রী কাণ্ড করেছে। বাবা তাকে দূর ক'রে দিয়েছেন। শ্রীযুক্তা কিঙের কান্নার শব্দ শুনলাম। আমার পাশ দিয়ে চলে যাবার সময়ে গ্রেস আর এলেন মুখ ঘুরিয়ে নিল, যাতে ওদের লাল হয়ে ওঠা চোখ আমি দেখতে না পাই। আমি অবশ্য কোন প্রশ্ন করলাম না, কিন্তু ওদের জন্য দুঃখ হ'ল। অন্যায় করে পরিবারের লজ্জা ঘটাবার জন্য যে কতকগুলো অসভ্য ভাই নেই, এতে আমার আনন্দই হল।'

জীবনের অভিজ্ঞতা যেন প্রগাঢ় এমনভাবে এমি মাথা নেড়ে বলল, 'খারাপ ছেলেরা যাই করতে পারুক না কেন স্কুলে মুখ হেঁট হওয়া আরো অবমানজনকতর ব্যাপার।

সুশী পার্কিন আজ লাল কার্ণেলিয়ান পাথরের সুন্দর আংটি পরে স্কুলে এসেছিল। আমার দারুণ লোভ হল। আমি সর্বশক্তি দিয়ে ও হতে চাইছিলাম। যাহোক, ও মিষ্টার ডেভিসের একখানা ছবি আঁকল কিম্ভূত নাক ও কুঁজ দিয়ে, মুখ থেকে বেলুনের আকারে কথা বেরোচ্ছে, 'ক্ষুদে ভদ্রমহিলারা, তোমাদের ওপর আমার চোখ রয়েছে।' আমরা এটা নিয়ে হাসাহাসি করছিলাম, হঠাৎ আমাদের 'দিকে ওঁর চোখ পড়ল সত্যি। সুশীকে উনি শ্লেট নিয়ে যেতে বললেন। সে তো ভয়ে 'অবাক'। কিন্তু গেল ও। তারপর জানো উনি কি করলেন? উনি ওকে কাণে ধরে—কাণে! কি বিশ্রী! টেনে আবৃত্তির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে দিলেন আধঘণ্টা ধরে। শ্লেটটা ধরে সবাইকে দেখতে দিতে হল।'

জো বিভ্রাটটি উপভোগ করে জিজ্ঞাসা করল, 'ছবি দেখে মেয়েরা হাসেনি?'

'হাসবে? কেউ না! ইঁদুরের মত নিস্তব্ধ হয়ে সবাই বসে রইল।

সুশী অঝোরে কেঁদেছিল, আমি জানি। ওকে তখন হিংসা হল না। আমি বুঝলাম লক্ষ লক্ষ কার্ণেলিয়ানের আংটি এর পরে আমাকে সুখ দিত না। এমন নিদারুণ যন্ত্রণা আমি কখনই ভুলতে পারতাম না।' এমি নিজের কাজ করতে লাগল, পুণ্যকর্মের গর্বিত চেতনা ও একনিঃশ্বাসে দুইটি বড় বড় কথার সফল উচ্চারণ নিয়ে।

জো-এর ওলট-পালট চুপড়িটি গুছিয়ে রাখতে রাখতে বেথ বলল, 'সকালে একটা বেশ ব্যাপার দেখেছি। রাত্রে খাবার সময়ে বলব ভেবে ভুলে গেছি। হানার বরাতী কয়েকটা অয়ষ্টার আনতে গিয়েছিলাম। মাছের দোকানে মিষ্টার লরেন্স ছিলেন। কিন্তু পিপের পেছনে থাকায় উনি আমাকে দেখতে পাননি। উনি মেছুয়া মিষ্টার কাটারের সঙ্গে ব্যস্ত। একজন গরীব স্ত্রীলোক ঝাঁটা-বালতী হাতে এসে মিষ্টার কাটারকে জিজ্ঞাসা করল একখণ্ড মাছের বদলে ও একটু ঘষামোছা করতে পারে কি না? বাচ্চাদের রাত্রের খাদ্য নেই, দৈনিক কাজও সে পায়নি। মিষ্টার কাটারের তাড়াতাড়ি ছিল, উনি রাগতভাবেই 'না' বললেন। ক্ষুধার্ত-দুঃখিতভাবে স্ত্রীলোকটি চলে যাচ্ছিল। এমন সময়ে মিষ্টার লরেন্স ওঁর বেতের লাঠির বাঁকানো দিক দিয়ে একটা বড় মাছ তুলে তাকে দিলেন। সে যা খুসী আর অবাক হয়ে গেল। মাছটা সোজা বুকে ধরে ওঁকে বারবার ধন্যবাদ জানাল। উনি বললেন, 'যেয়ে রান্না করগে মাছটা।' এমন খুশী হয়ে সে তাড়াতাড়ি চলে গেল! কী ভালো করলেন, না? ইস, প্রকাণ্ড পিছল মাছটা জাপটে ধরে মিষ্টার লরেন্সের স্বর্গের বিছানা 'সুচ্ছিরি' হবে কামনা করবার সময়ে ওকে যা মজাদার দেখাচ্ছিল।'

বেথের গল্প শুনে হাসির পরে তারা মাকে একটা গল্প বলতে বলল। একমুহূর্ত ভেবে তিনি গম্ভীরভাবে আরম্ভ করলেন :—

'আজ যখন নীল ফ্ল্যানেলের জ্যাকেটগুলো ঘরে কাটতে বসেছি, তোমাদের বাবার জন্যে ভারী উৎকণ্ঠা বোধ করছিলাম। ভাবছিলাম ওঁর কিছু ঘটলে আমরা কত একা, কত অসহায় হয়ে পড়ব। খুব বুদ্ধির কাজ নয়, তবু আমি চিন্তা করতে লাগলাম। তখন একজন বুড়ো লোক কিছু কাপড়ের অর্ডার নিয়ে ঢুকল। আমার কাছেই বসল। ওকে এত গরীব,

ক্লান্ত, উৎকণ্ঠ দেখাচ্ছিল যে আমি ওর সঙ্গে কথা সুরু করলাম।

চিঠিখানা আমার কাছে ও আনেনি, তাই জিজ্ঞাসা করলাম 'সৈন্যদলে আপনার কোন ছেলে আছে না কি?'

'হ্যাঁ, ম্যাডাম, আমার চারটি ছিল। দুজন নিহত হয়েছে, একজন বন্দী হয়েছে। ওয়াশিংটন হাসপাতালে একজন খুবই অসুস্থ। তার কাছেই যাচ্ছি।' লোকটি শান্তস্বরে উত্তর দিল।

অনুকম্পার বদলে শ্রদ্ধা নিয়ে আমি বল্লাম, 'স্বদেশের জন্যে আপনি অনেক করেছেন, মহাশয়!'

'যা করা উচিত তার চেয়ে একবিন্দু বেশী করিনি, ম্যাডাম। যদি কাজে লাগতাম, নিজেই যেতাম। কিন্তু আমি কেজো নয় যখন তখন আমি ছেলে-দের দিয়েছি। প্রতিদান না চেয়ে তাদের দিয়েছি।'

লোকটি এত উৎসাহে এত আন্তরিকভাবে কথা বলল, যে আমি লজ্জা পেলাম নিজেকে নিয়ে। আমি মাত্র একজন পুরুষ দিয়েছি, ভেবেছি ঢের। ও দিয়েছে চারজন, কোন ক্ষোভ না রেখে। আমাকে সান্ত্বনা দিতে বাড়িতে আমার সব কয়েকটি মেয়ে রয়েছে। লোকটির অবশিষ্ট ছেলেটি মাইল-মাইল দূরে হয়তো তাকে 'চিরবিদায়' বলার জন্য আছে। নিজের সম্পদের চিন্তায় আমি এত ধনী, ও সুখী বোধ করলাম যে ওকে একটা সুন্দর পুলিন্দা বেঁধে দিলাম, কিছু টাকা দিলাম। আমাকে শিক্ষা দিয়ে যাবার জন্য প্রাণ খুলে তাকে ধন্যবাদ দিলাম।'

'আরও একটা গল্প বল, মা—এইরকম একটা কোন নীতি দিয়ে। যদি অতিরিক্ত উপদেশমূলক না হয় যদি সত্য হয়, তবে পরে সে কথা ভাবতে আমি ভালবাসি।' জো একটুক্ষণ নীরবতার পরে বলল।

শ্রীমতী মার্চ একটু হাসলেন। গল্প আরম্ভ করে দিলেন তিনি, কারণ বহু বছর ধরে তিনি এই ছোট শ্রোতাদের গল্প শুনিয়েছেন, তাই কোন প্রণালীতে ওদের সন্তুষ্ট করা চলে জানেন।

'একদা চারটি মেয়ে বাস করত। তাদের যথেষ্ট খাদ্য, পানীয় ও পরিধেয় ছিল, অনেক আরাম-আয়েস, আনন্দ ছিল। তাদের সহৃদয় বন্ধু ও মাতা-পিতা ছিল, তাদের ভালবাসা ছিল তবু মেয়েরা সন্তুষ্ট নয়।' (এখানে শ্রোতারা চুরিকরা লাজুক চোখে এর-ওর দিকে চেয়ে মন দিয়ে সেলাই সুরু করল)।

'মেয়েরা ভাল হতে চাইত, অনেক সৎ সংকল্পও করেছিল। কিন্তু যথাযোগ্যভাবে সেগুলো রাখেনি এবং ক্রমাগত বলে চলত 'যদি আমাদের তাই থাকত', 'যদি আমরা এটা করতে পারতাম'। তারা ভুলেই যেত তাদের কত কি আছে এবং সত্যি কত আনন্দের কাজ তারা করতে পারে। তখন ওরা একজন বৃদ্ধা মহিলাকে জিজ্ঞাসা করল সুখী হবার মন্ত্র কি? তিনি বললেন, 'যখনি অতৃপ্ত হবে তোমাদের ওপর যে যে আশীর্বাদ আছে ভেবে দেখে কৃতজ্ঞ হোয়ো।' (এখানে কিছু যেন বলতে জো চোখ তুলে চট করে চাইল, আবার মতি পরিবর্তন করে ফেলল, কারণ গল্প যে শেষ হয়নি।)

'বুদ্ধিমতী হওয়ার দরুণ মেয়েরা বৃদ্ধা মহিলার উপদেশ গ্রহণ করা স্থির করল। শীঘ্রই নিজেদের উন্নতি দেখে ওরা বিস্মিত। একজন আবিষ্কার করল যে প্রচুর অর্থ ধনীর গৃহে থেকে কলঙ্ক ও দুঃখ দূরে রাখতে পারে না। অন্যজন দেখল সে গরীব হলেও কোনও খিটখিটে নির্জীব বৃদ্ধা মহিলার থেকে সে অনেক সুখী। কারণ তার তারুণ্য স্বাস্থ্য ও মনের আনন্দ আছে, বৃদ্ধা আরাম উপভোগে অক্ষম। তৃতীয়জন ভেবে পেল যে রান্নার কাজে সাহায্য অপ্রীতিকর হলেও, রান্নার জিনিষের জন্যে ভিক্ষা আরও কঠিন। চতুর্থ দেখলে যে সুন্দর ব্যবহারের চেয়ে কার্নেলিয়ানের আংটি মূল্যবান নয়। তখন তারা গজগজ করা থামাতে সম্মত হল, যা-যা সম্পদ তাদের আছে, তাই উপভোগে ও পাওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সম্মত হল, পাছে বৃদ্ধি না পেয়ে সেগুলোও সম্পূর্ণ প্রত্যাহৃত হয়। আমার মনে হয় ওরা বৃদ্ধা মহিলার উপদেশ গ্রহণ করেছে বলে অসুখী বা নিরাশ হয়নি।'

'মা, আমাদেরই গল্প আমাদের বিরুদ্ধে লাগানো তোমার ভারি চাতুরী, কাল্পনিক গল্প না বলে বেশ নীতিশিক্ষা দিলে!' মেগ বলে উঠল।

চিন্তিতভাবে জো-এর কুশনে সোজা করে সূচ ফুটিয়ে রেখে বেথ বলল, 'এরকম নীতিশিক্ষা আমার ভাল লাগে। বাবাও এমন ধারা আমাদের শোনাতেন।'

'অন্যদের কাছাকাছিও হা-হুতাশ আমি করি না। সুশীর দুর্দশা দেখে সাবধান হয়েছি। এবার আমি আরও সতর্ক হব।' এমি ধার্মিকভাবে বলল।

'আমাদের শিক্ষার দরকার ছিল। আমরা ভুলব না। যদি ভুলে যাই তুমি বোল, যেমন 'আঙ্কল টমে' ক্লো বলেছিল, 'তোমাগারের দোয়ার

কথাডা ভাইবো !' জো যোগ দিল। যদিও তাদের যে-কোন জনের মত সে ছোট নীতিশিক্ষাটা হৃদয়ে গ্রহণ করেছিল, তবু কিছুতেই সে একছিটে কৌতুক না করে পারল না।

পাঁচ

প্রতিবেশিত্ব

এক তুষারাবৃত অপরাহ্নে বোনকে রবারের জুতো পায় পুরণো চটের থলে ও মস্তকাবরণ সহ এক হাতে ঝাঁটা অন্য হাতে কোদাল নিয়ে দুড়দাড় হলের মধ্য দিয়ে আসতে দেখে মেগ জিজ্ঞাসা করল, 'জো, কি ব্যাপারটা তুমি করতে চাও শুনি ?'

চোখে দুষ্টুমির ঝিলিক হেনে জো উত্তর দিল, 'ব্যায়ামের জন্যে বেরোচ্ছি।'

মেগ কেঁপে উঠে বল্ল, 'আমার তো মনে হয় সকালে দু-দুবার ভ্রমণই যথেষ্ট। বাইরে ঠাণ্ডা, আর বিশ্রী। আগুনের ধারে আমি যেমন শুকনো গরমে আছি, তেমনি করে তোমাকে থাকবার পরামর্শ দিই।'

'পরামর্শ নিই না। গোটা দিন চুপচাপ থাকতে পারি না! তা ছাড়া পুষী বেড়াল নই বলে 'আগুনের ধারে ঝিমোতে' ভালবাসি না। আমি অভিযান ভালবাসি তাই খুঁজতে যাচ্ছি দু-একটা।'

মেগ পা-সেঁকা ও 'আইভান হো' পড়ায় ফিরে গেল। জো মহা উৎসাহে পথ খুঁড়তে আরম্ভ করে দিল। বরফ অল্পই পড়েছিল, বাগানের চারিদিক দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যে পথ পরিষ্কার করে বার করে দিল। সূর্য উঠলে বেথ এখানে পাইচারি করবে কি না; কারণ রুগ্ন পুতুলগুলোর হাওয়া খাওয়া দরকার। শ্রীযুক্ত লরেন্সের বাড়ী থেকে মার্চদের বাড়ী বাগানটা পৃথক করে রেখেছে। দুটো বাড়ীই শহরের উপকণ্ঠে। সেখানটা এখনও ঝোপঝাড়, মাঠ, বড় বড় বাগান, শান্ত রাস্তা নিয়ে পল্লীগ্রামের মত। দুটো সম্পত্তির মধ্যে নীচু বেড়া। একদিকে একটা প্রাচীন বাদামী বাড়ী। গ্রীষ্মে প্রাচীরগাত্রে আঙুরলতা থাকে ওই সময়ে চারিদিকে ফুলগুলো থাকে কিন্তু এখন ন্যাড়া হতশ্রী। অন্যদিকে বিরাট প্রস্তর অট্টালিকা। বৃহৎ গাড়ী রাখবার বাড়ী, সযত্ন-রক্ষিত মাঠ, উদ্ভিদশালা, জানালার দামী পরদার আড়ালে চমৎকার জিনিষপত্র—সমস্ত কিছুই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত দেয় সর্বপ্রকার আয়েস ও বিলাসের। তবু বাড়ীখানা প্রাণহীন, নিঃসঙ্গ মনে হয়, কারণ লনে কোন ছোট ছেলেমেয়ে খেলা করে না, জানলায় কোন মায়ের মুখ হাসে না, ঘরবার করার মধ্যে

কেবল বুড়ো ভদ্রলোক এবং তাঁর নাতি।

জো-এর প্রাণবন্ত কল্পনায় সুন্দর বাড়ীখানি একটা মায়াপুরী মনে হত। বাড়ীভরা ঐশ্বর্য, আনন্দ, কিন্তু উপভোগের কেউ নেই। সে বহুদিন যাবৎ ওই লুকোনো সমৃদ্ধি দেখতে চাইত, লরেন্সদের ছেলেকেও জানতে চাইত। মনে হত ছেলেটি যেন পরিচিত হতে ইচ্ছুক, যদি সে কেবল আরম্ভের প্রণালী জানত। পার্টির পরে জো আরও ব্যগ্র হয়েছিল, ছেলেটির সঙ্গে বন্ধুত্বের জন্য সে নানা উপায় পরিকল্পনা করেছিল, কিন্তু হালে ছেলেটিকে দেখা যেত না। জো ভাবছিল বুঝি সে কোথাও চলে গেছে। তখন একদিন ওপরের জানালায় এক বাদামী মুখ দেখল সে। ওদের বাগানে বেথ ও এমি পরস্পরকে বরফের গোলা ছুঁড়ছিল ছেলেটি সতৃষ্ণভাবে সেদিকে তাকিয়েছিল।

জো মনে মনে বলল, 'ছেলেটা আমোদ আর লোকজনের অভাবে কষ্ট পাচ্ছে। ওর ঠাকুরদা বোঝেন না ওর পক্ষে কি ভাল ; একা একা ওকে আটক করে রাখেন। একদল আমুদে ছেলের সঙ্গে খেলাধুলো করা, আর অল্প বয়সী, তাজা বন্ধু ওর দরকার। বুড়ো ভদ্রলোককে আমার বলে আসার বিশেষ ইচ্ছা হয়।'

জো-এর মতলবটি ভাল লাগল। ও আবার সাহসের কাজ ভালবাসত ও নানা বেখাপ্পা ক্রিয়াকলাপে মেগকে স্তম্ভিত করে দিত। 'ওখানে গিয়ে হাজির হবার' পরিকল্পনা সে বিস্মৃত হল না। বরফ পড়া অপরাহ্নটি নেমে এলে জো কিছু করতে স্থির করল।

শ্রীযুক্ত লরেন্স গাড়ী চড়ে বেরোলেন।

তারপর জো বেড়ার ধারে পথ খুঁড়তে অগ্রসর হয়ে এল। ওখানে থেমে গিয়ে চারদিক পর্যবেক্ষণ করল সে। চারিদিক চুপচাপ, নীচের জানলায় পরদা টানা, ভৃত্যরা অদৃশ্য, উপরের জানলায় একটি কোঁকড়াচুলো মাথা শীর্ণ একখানি হাতে ন্যস্ত, মাত্র এইটুকু মানুষের চিহ্ন।

'ওই তো ও,' জো ভাবল, 'বেচারী। এই বিশ্রী দিনটায় ও অসুস্থ আর একা। ভারি অন্যায়! আমি একটা বরফের বল ছুড়ে দিয়ে ওর দৃষ্টি আকর্ষণ করি। তারপর ওকে দুটো মিষ্টি কথা বলব।'

নরম একমুঠো বরফ ঊর্ধ্বে উৎক্ষিপ্ত হল। তৎক্ষণাৎ মাথাটি ফিরল।

দেখা গেল এক মুহূর্তে মুখের উন্মনা ভাব দূর হয়েছে। বড় বড় চোখে উজ্জ্বলতা, ঠোঁটে হাসি দেখে জো মাথা দোলয়ে হেসে উঠল। ঝাঁটা নেড়ে জো চেঁচিয়ে বলল,—

'কেমন আছ? অসুস্থ না কি?'

লরি জানালা খুলে দাঁড়কাকের মত ভাঙা গলায় কর্কশ স্বরে বলল, 'একটু ভাল। ধন্যবাদ। খুব সর্দি হয়েছিল। গোটা সপ্তাহ বন্দী আছি।'

'দুঃখিত। কি নিয়ে সময় কাটাও?'

'কিছু না। এখানে ওপরে কবরখানার মত বিশ্রী।'

'বই পড়ো?'

'বিশেষ নয়। আমাকে পড়তে দেয় না।'

'কেউ পড়ে শোনাতে পারে না?'

'কখনও কখনও ঠাকুরদা পড়ে শোনান। কিন্তু আমার বইপত্রে উনি রস পান না। সব সময় ব্রুককে পড়তে বলা আমার ভাল লাগে না।'

'তাহলে কাউকে বল তোমাকে দেখতে আসতে।'

'আমার ভালো লাগবে এমন কাউকে দেখি না। ছেলেরা বেজায় হট্টগোল করে। আমার মাথাটা দুর্বল আছে।'

'তোমাকে পড়ে শোনাতে ও মন ভালো করে দিতে এমন প্রায় কোন লক্ষ্মী মেয়ে কি নেই? মেয়েরা শান্ত, তারা সেবা করতে ভালবাসে।'

'কাউকে চিনি না।'

'আমাদের চেন তো।' জো হেসে উঠেই চুপ করল।

'নিশ্চয়। তুমি আসবে কি? এসো না।' লরি বলে উঠল।

'আমি শান্ত বা লক্ষ্মী নই। তবে মা আসতে দিলে আমি আসব। আমি জিজ্ঞেস করছি। লক্ষ্মী ছেলের মত জানালাটা বন্ধ করে আমি যতক্ষণ না আসছি অপেক্ষা কর।'

কথাটা বলে সকলে কি বলবে ভাবতে ভাবতে জো ঝাঁটা ঘাড়ে ফেলে বাড়ীর মধ্যে চলে গেল। বাইরের লোক আসার উত্তেজনার আবেগে লরি প্রস্তুত হওয়ার জন্য ছুটে বেড়ালো। শ্রীমতী মার্চ যথার্থই ওকে 'ক্ষুদে ভদ্রলোক' বলেছিলো, আসন্ন অতিথির সম্মানে সে কুঞ্চিত মাথায় বুরুষ চালাল, ধোয়া কলার পরল। আধ ডজন চাকরবাকর থাকা সত্ত্বেও ঘরটা ওর

নোংরা ছাড়া কিছু বলা যায় না। ঘরটাকে গোছাবার চেষ্টা করল সে।

অল্পক্ষণের মধ্যেই জোরে ঘণ্টা বেজে উঠল, একটি দৃঢ় কণ্ঠ 'মিষ্টার লরির' সন্ধান চাইল। অতঃপর বিস্ময়াহত একজন ভৃত্য ছুটে এল এক তরুণী মহিলার আগমন বার্ত্তা জানাতে।

নিজের ছোট বসবার ঘরটির দরজায় জো-এর অভ্যর্থনায় যেতে যেতে লরি বলল, 'ঠিক আছে, ওঁকে নিয়ে এস। উনি মিস জো।' উজ্জ্বল ও সহৃদয় আকৃতি জো সহজভাবে দেখা দিল। এক হাতে ঢাকা পাত্র, অন্য হাতে বেথের বেড়ালের বাচ্চা তিনটা।

সে চটপট করে বলল, 'সর্ব্বস্ব নিয়ে এই যে আমি হাজির। মা আদর জানিয়েছেন, যদি তোমার কোন কাজে আমি লাগি, তবে উনি খুশী হবেন। মেগ ওর তৈরি দুধজেলি একটু আমাকে দিয়ে পাঠাতে চাইল। এটা ও ভারী চমৎকার বানায়। বেথ ভাবলো ওর বেড়ালেরা আনন্দ দেবে। আমি জানি তুমি দেখে হাসবে। কিন্তু বেথ কিছু সাহায্য করার জন্যে এত ব্যস্ত যে আমি অস্বীকার করতে পারি নি।'

বেথের মজাদার বস্তুটিই কিন্তু ঠিক উপযুক্ত জিনিষ। কারণ বাচ্চাগুলো নিয়ে হাসাহাসি করতে করতে লরিও লজ্জা ভুলে তক্ষুণি সামাজিক হয়ে উঠল।

জো পাত্রটির ঢাকনা তুলে দুধজেলী দেখাল, সবুজ পাতার মালা ও এমির প্রিয় জিরানিয়ামের লাল ফুল দিয়ে ঘিরে আছে। লরি প্রীত হাসি হেসে বলল, 'এত সুন্দর যে, খেতে ইচ্ছা হয় না।

'কিছু না। ওরা তোমার প্রতি ওদের বন্ধু ভাব শুধু জানাতে চায়। দাসীকে বল এখন তুলে রেখে দিক চায়ের সময়ে তোমাকে দেয় যেন, খাবারটা হাল্কা, তুমি খেতে পারো। নরম বলে তোমার চেরা গলায় ব্যথা না দিয়ে নেমে যাবে। কি আরামদার ঘরখানা।'

'যদি গুছিয়ে রাখা যেত তবে তাই হতে পারত। কিন্তু দাসীরা অত্যন্ত কুঁড়ে। কি করে চালাব ওদের জানি না। আমার যদিও ভাবনা হয় এজন্য।'

'আমি দু'মিনিটে ঠিক করে দিচ্ছি। কেবল আগুনের ধারটা ঝাঁট দিতে হবে, এই যা—ম্যাণ্টল্‌পিসে জিনিষগুলো সোজা করে রাখতে হবে। বইগুলো

এখানে, শিশিবোতল ওখানে, তোমার সোফা আলোর দিক থেকে ফেরানো আর বালিশগুলো একটু ফোলানো হলেই হয়ে গেল। ব্যস, তুমি এখন ঠিকঠাক।'

সত্যই তাই। কথা বলতে বলতে হাসতে হাসতে জো জিনিষপত্র চটপট যথাস্থানে রেখে ঘরটার আবহাওয়াই পাল্টে দিয়েছে। লরি শ্রদ্ধাপূর্ণ নীরবতায় লক্ষ্য করে দেখতে লাগল। যখন ওকে সোফায় বসতে ইসারা করল জো, ও তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলে বসে কৃতজ্ঞভাবে বলল,...

'তুমি কী ভালো! হ্যাঁ, এমনটিই চাই। এখন বড় চেয়ারটায় বোস তো। অতিথির খুসীর জন্যে আমাকে কিছু করতে দাও।'

নিকটস্থ মনোহারী বইগুলোর দিকে সস্নেহ দৃষ্টি মেলে জো বলল, 'না; আমি তোমাকে খুসী করতে এসেছি। জোরে জোরে পড়ে শোনাব?'

'ধন্যবাদ। ওগুলো সমস্ত আমার পড়া। যদি কিছু মনে না কর আমি বরঞ্চ গল্প করি।' লরি উত্তর দিল।

'মনে কিছুই করব না। যদি কেবল ধরিয়ে দাও আমি সারাদিন গল্প চালাব। বেথ বলে কখন থামতে হয় আমি জানিই না।

লরি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল, 'লালচে রং-এর মেয়েটি বেথ বুঝি, প্রায়ই বাড়ী থাকে, কখনও বা ছোট্ট একটা ঝুড়ি নিয়ে বেরোয়?'

'হ্যাঁ, সেই তো বেথ। ও আমার খুকু। সত্যিই ভারি ভালো স্বভাব ওর।'

'সুন্দরীজন মেগ আর কোঁকড়া চুলের মেয়েটি, মনে হয়, এমি?'

'কি করে জানলে তুমি?'

লরি লাল হয়ে উঠল, কিন্তু সরলভাবে উত্তর দিল, 'কেন, প্রায়ই তোমাদের পরস্পরকে ডাকাডাকি করতে শুনি। ওপরে যখন একা একা থাকি, তোমাদের বাড়ীটা না দেখে থাকতে পারি না। সর্ব্বদা মনে হয় তোমাদের কত আনন্দ। আমার অভদ্রতার জন্যে ক্ষমা চাইছি, কিন্তু কখনও কখনও তোমরা পরদা টেনে দিতে ভুলে যাও, জানলায় যেখানে ফুলগুলো রয়েছে; আলো জ্বলে উঠলে মনে হয় যেন ছবি দেখছি। টেবিল ঘিরে তোমরা মায়ের সঙ্গে বসে আছ, আগুন জ্বলছে। ফুলের সারির পেছনে তোমার মায়ের মুখ তোমাদের উল্টোদিকে কী সুন্দরই না দেখায়। আমি

না দেখে পারি না। জানো ত, আমার মা নেই।' লরি তার ঠোঁটের অবাধ্য সামান্য কম্পন গোপন করতে আগুন খোঁচাতে লাগল।

লরির চোখের নিঃসঙ্গ, অতৃপ্ত দৃষ্টি জো-এর স্নেহপ্রবণ হৃদয় সোজা স্পর্শ করল। এত সহজভাবে জো মানুষ হয়েছে যে ওর মস্তিষ্কে কোন পাগলামি নেই। পনেরো বছর বয়সেও একটি শিশুর মত নিষ্পাপ ও সরল সে। লরি অসুস্থ এবং নিঃসঙ্গ। নিজের গৃহসুখ ও আনন্দে সমৃদ্ধি অনুভব করে জো সানন্দে ওকে অংশ দিতে চাইল। অতিশয় সহৃদয়তার সঙ্গে ও অস্বাভাবিক কোমল কণ্ঠে জো বলল,—'আমরা আর কখনই পরদাটা টেনে দেব না। তোমরা যত খুশী দেখো বলে দিলাম। কিন্তু আমার ইচ্ছা হয়, যে উঁকি দিয়ে দেখার চেয়ে তুমি এসে দেখা করো। মা এত ভালো, উনি তোমায় কত উপকার করবেন। যদি আমি অনুরোধ করি বেথ তোমাকে গান গেয়ে শোনাবে, এমি নাচ দেখাবে। আমাদের অদ্ভুত মঞ্চবিধানের যন্ত্রপাতি দেখিয়ে মেগ আর আমি তোমাকে হাসাতে পারব। আমাদের কত মজা হবে। তোমার ঠাকুরদা তোমাকে যেতে দেবেন না?'

'যদি তোমার মা অনুরোধ করেন, উনি যেতে দেবেন মনে হয়। যদিও দেখে বোঝা যায় না, উনি খুব সহৃদয় লোক। আমি যা যা ভালবাসি উনি আমাকে সে সবই করতে দেন। কেবল ওঁর ভয় হয় আমি অচেনা লোকের বিরক্তিভাজন হব।' লরি ক্রমেই উৎফুল্ল হয়ে উঠে বলল।

'আমরা অচেনা লোক নই, আমরা প্রতিবেশী ও তুমি বিরক্তিভাজন হবে এমন কথা মোটেও ভেবো না। আমরা তোমার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে চাই। বহুদিন ধরে আমি চেষ্টা করছিলাম। আমরা বেশীদিন এখানে আসিনি, জানোই-তো। কিন্তু তোমরা বাদে সমস্ত প্রতিবেশীদের সঙ্গে আমাদের আলাপ-পরিচয় হয়েছে।'

'ঠাকুরদা বইপত্র নিয়ে থাকেন। বাইরে কি ঘটছে না ঘটছে উনি বিশেষ নজর দেন না। আমার গৃহশিক্ষক মিষ্টার ব্রুক এখানে থাকেন না, জানোই তো আমি বাড়ীতেই বসে থাকি এবং কোনওরকমে সময়টা কাটিয়েই দিই।'

'খুব খারাপ। তোমার মিশতে চেষ্টা করা উচিত। ডাকামাত্র সব জায়গায় দেখা করতে যাওয়া উচিত। তাহলেই অনেক বন্ধু পাবে, ভালো

ভালো বাড়ীতে যাওয়ার জায়গা পাবে। লাজুক বলে ভয় পেয়ো না, যদি যাতায়াত করতে থাকো বেশীদিন লজ্জা থাকবে না।'

লরি আবার লাল হয়ে উঠল। কিন্তু জো-এর কথায় যথেষ্ট শুভেচ্ছা থাকায় লজ্জাশীলতার অপবাদে বিরক্ত হল না। জো-এর সোজা কথাগুলো এত মমতাপূর্ণ যে সেইভাবে গ্রহণ না করা অসম্ভব।

জো আবার হৃষ্টচিত্তে তখন আগুনের দিকে দেখছে—ছেলেটি কিছুক্ষণ চুপ করে জো-এর দিকে চেয়ে বিষয়ান্তরে গেল, 'ইস্কুল তোমার পছন্দ হয়?'

জো উত্তর দিল, ইস্কুলে যাই না। আমি একজন রোজগেরি ভদ্রলোক, মানে আর কি, মহিলা। আমার বৃদ্ধা পিসীকে দেখাশোনা করতে যাই। উনি আবার দিব্যি এক রাগী বুড়ো মানুষ।'

লরি অন্য প্রশ্নের উদ্দেশ্যে মুখটা খুলেছিল। তখনি ওর মনে পড়ল যে বাইরের লোকের ব্যাপারে বেশী প্রশ্ন করাটা ভব্যতা নয়, অতএব অস্বস্তির সঙ্গে মুখ বুঁজল। ওর উত্তম আদব-কায়দা জো-এর বেশ লাগল। মার্চ-পিসীকে নিয়ে একটু হাসাহাসিতে জো-এর আপত্তি নেই। তাই জো খুঁতখুতে বৃদ্ধা মহিলা, ওঁর মোটা পুড্‌ল্ কুকুরটা, ওঁর স্প্যানিশবলা ময়না পাখী, আর যে পুস্তকাগারে ওর নিজের মহা আনন্দ, এ সবের জীবন্ত বর্ণনা লরিকে দিল। লরি অতিশয় উপভোগ করল। তারপর একদিন যে সেই কেতাদুরস্ত বৃদ্ধ ভদ্রলোক মার্চপিসীকে প্রেম নিবেদন করতে এসেছিলেন, জো তাঁর কথা বলল। একটা সুশোভন বক্তৃতার মধ্যে কেমন করে পলি ওঁর পরচুলাটা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে ওঁকে প্রমাদে ফেলেছিল, তা শুনে ছেলেটি লুটিয়ে পড়ল, হাসতে হাসতে ওর গাল বেয়ে চোখের জলের ধারা পড়তে লাগল। একজন দাসী ঘটনাটা কি জানবার জন্য উঁকি মারল।

সোফার কুশানের মধ্য থেকে আরক্ত, রঙ্গে উজ্জ্বল মুখখানা তুলে ধরে লরি বলল, 'ও! আমার কতই না ভালো হল এতে।—বলেই চলো না।'

সাফল্যে দীপ্ত জো বলেই চলল—ওদের খেলাধুলা, পরিকল্পনার বিষয়ে, বাবার জন্য ওদের আশা-আশঙ্কার বিষয়ে, ভগ্নীদের ক্ষুদ্র জগৎটার শ্রেষ্ঠ মনোহারী ঘটনাপ্রবাহের বিষয়ে। তারপর বইএর কথায় এল তারা: জো সানন্দে আবিষ্কার করল যে ওর মতই লরি বই ভালবাসে এবং ওর চেয়েও বেশী পড়েছে।

লরি দাঁড়িয়ে বলল, যদি এতই বই ভালবাস. আমাদের বইগুলো দেখবে, নীচে এসো। ঠাকুরদা বেরিয়ে গেছেন ভয় নেই।'

মাথা ঝাঁকিয়ে জো বলল, 'কিছুতেই আমার ভয় নেই।'

'আমার মনে হয় না তোমার ভয় আছে!' ছেলেটি ওর দিকে প্রচুর প্রশংসাপূর্ণ-দৃষ্টিতে চেয়ে বলে উঠল। কিন্তু মনে মনে সে ভাবল, বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কোন কোন মেজাজে ওঁকে দেখলে জো-এর কিঞ্চিৎ ভীতির সমীচীন কারণ ঘটতে পারে।

সমগ্র বাড়ার আবহাওয়া নিদাঘ-সুলভ হওয়ায় লরি ঘর থেকে ঘরে ঘোরাতে লাগল, জো-এর যা কিছু ভাল লাগে খুঁটিয়ে দেখতে দিল। অবশেষে তারা লাইব্রেরিঘরে এল। সেখানে এসে মুক্ত আনন্দে অভ্যাসমত হাতে তালি দিয়ে নাচানাচি সুরু করে দিল জো। লাইব্রেরী বইএর সারি দিয়ে ভর্তি। ছবি আছে, মূর্তি আছে; নানা মুদ্রা ও বিচিত্র সঞ্চয়ে ছোট ছোট আকর্ষণীয় ক্যাবিনেট সাজানো; নিদ্রাকর্ষক গভীর চেয়ার, বিচিত্র টেবল, ব্রোঞ্জের জিনিষ; সব থেকে চমৎকার একটা বৃহৎ উন্মুক্ত অগ্নিস্থলী, রকমারি টালি ঘেরা।

একখানা মখমলের চেয়ারের গহ্বরে ডুবে বসে, অতিশয় সন্তোষের ভঙ্গিতে চারদিকে চাইতে চাইতে জো নিঃশ্বাস ফেলল, 'কত ঐশ্বর্য!' তারপর বলল, 'থিওডোর লরেন্স! তোমার পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা সুখী ছেলে হওয়া উচিত।'

লরি উল্টোদিকের টেবুলে চড়ে বসে মাথা নাড়াল, 'কেবল বই নিয়ে কেউ থাকতে পারে না।'

আর বেশী বলার পূর্বে একটা ঘণ্টা বেজে উঠল, জো লাফিয়ে উঠে আতঙ্কে বলল, 'রক্ষে কর! তোমার ঠাকুরদা এসেছেন!'

ছেলেটি দুষ্টুভাবে উত্তর দিল, 'হলেই বা কি? তুমি তো কিছু দেখে ভয় পাওনা।'

'মনে হয়, ওঁকে একটু একটু ভয় করি, কিন্তু কেন জানি না। মা আমাকে আসতে বলেছেন, তাছাড়া আমি আসায় তোমার মন্দ হয়নি।' দরজায় বদ্ধদৃষ্টি রেখে জো সামলে নিয়ে বলল।

লরি সকৃতজ্ঞভাবে বলল, 'তোমার আসায় আমি অনেকটা সুস্থ হয়ে

উঠেছি। ভারী কৃতজ্ঞ লাগছে। আমার খালি মনে হচ্ছে তুমি আমার সঙ্গে কথা বলতে বলতে হয়রান হয়ে উঠেছে। এত ভালো লাগছিল যে থামতে পারিনি।'

দাসী ইঙ্গিত করে বলল, 'সার, আপনাকে ডাক্তারবাবু দেখতে এসেছেন।'

লরি বলল, 'যদি মিনিটখানেক তোমাকে রেখে যাই, কিছু মনে করবে কি? ওঁর কাছে যাওয়া দরকার।'

'আমার বিষয়ে চিন্তা কোর না। আমি এখানে একটা ঝিঁঝিপোকার মত আরামে থাকব।' জো উত্তরে বলল।

লরি চলে গেল, ওর অতিথি নিজের ধরনে আনন্দে সময় কাটাতে লাগল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের একখানা চমৎকার প্রতিকৃতির সম্মুখে জো দাঁড়িয়েছিল। দরজা খুললে না ফিরেই সে স্থিরনিশ্চয়ে বলে চলল, 'এখন আমি ঠিক বলছি আমি ওঁকে ভয় পাব না। কারণ ওঁর চোখ কোমল, যদিও ঠোঁট দুটি গম্ভীর। দেখে মনে হয় ওঁর নিজস্ব দারুণ ইচ্ছাশক্তি আছে। আমার ঠাকুরদার মত অত সুপুরুষ উনি নন, তবু আমার ওঁকে বেশ লাগছে।'

পশ্চাৎ থেকে মোটা গলায় কে বলে উঠল, 'মহাশয়া, ধন্যবাদ।' জো-এর গুরু প্রমাদ ঘটিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছেন বৃদ্ধ লরেন্স মহাশয়!

জো বেচারী লাল হয়ে উঠল। কি বলে ফেলেছে ভেবে ওর হৃৎপিণ্ড অস্বস্তিকর ভাবে ধড়াস্-ধড়াস্ করতে লাগল। এক মিনিটের জন্য ছুটে পালাবার দুরন্ত বাসনা হল ওর কিন্তু কাজটা কাপুরুষোচিত, হাসাহাসি করবে সবাই। অতএব সে সেখানেই থেকে যথাসাধ্য প্রমাদটা কাটিয়ে উঠতে বদ্ধপরিকর হল।

দ্বিতীয় দৃষ্টিক্ষেপে সে দেখল ঘন-ধূসর ভুরুর নীচে জীবন্ত চোখ-দুটি অঙ্কিত চক্ষুর থেকে কোমল। চোখে চতুর একটা দীপ্তি দেখে ওর ভয়ও বেশ কমে গেল। ভারী গলাটা আরও ভারী শোনাল, ওই অস্বস্তিকর বিরতির পরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক সহসা বললেন, 'তাহলে তুমি আমাকে ভয় পাও না, কি বল?'

'স্যার, বেশী নয়।'

'তোমার ঠাকুরদার মত সুপুরুষ বলে তুমি আমাকে মনেও কর না?'

'ওঁর সমান নয় স্তর।'

'আমার একটা দারুণ ইচ্ছাশক্তি আছে, নয় কি?'

'আমি শুধু বলেছি আমার তাই মনে হয়।'

'তা সত্ত্বেও আমাকে তোমার ভাল লাগে?'

'হ্যাঁ, লাগে স্তর।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোক উত্তরটা শুনে হৃষ্ট হলেন। তিনি অল্প হেসে ওর সঙ্গে করমর্দন করলেন। চিবুকে হাত দিয়ে মুখখানা ফিরিয়ে গম্ভীরভাবে পরীক্ষা করে দেখে ছেড়ে দিলেন। মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমার ঠাকুরদার মুখশ্রী না পেলেও ওঁর সাহস পেয়েছ তুমি। উনি উত্তম ব্যক্তি ছিলেন, বাছা, কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা, উনি সাহসী ও সৎ লোক ছিলেন। ওঁর বন্ধু বলে আমরা গর্বিত।'

'ধন্যবাদ স্তর।' এরপর জো বেশ সহজ হয়ে গেল, কারণ সবই ওর ঠিক মনোমত ঘটল।

পরের প্রশ্ন তীক্ষ্ণ, 'আমার ছেলেটাকে কেমন চালাচ্ছ, এ্যাঁ?'

'প্রতিবেশিত্ব করছি মাত্র।' কেমনভাবে ওর আসাটা ঘটেছে জো বলল।

'তোমার মনে হয় ওকে একটু আমোদ দেওয়া উচিত, না?'

জো সাগ্রহে বলল, 'হ্যাঁ, স্তর। ওকে একটু একা মনে হয়, বোধহয় অল্পবয়সী লোকদের সঙ্গ উপকারী হবে। আমরা সকলেই মেয়ে, কিন্তু যদি সম্ভবপর হয়, আমরা সানন্দে সাহায্য করব। বড়দিনে যে চমৎকার উপহার আপনি আমাদের পাঠিয়েছিলেন আমরা ভুলি নি।'

'যেতে দাও। ওটা ছেলেটার কাণ্ড। গরীব স্ত্রীলোকটি কেমন আছে?'

'ভালো আছে, স্তর।' জো অতি দ্রুত কথা সুরু করে হামেলদের বিষয়ে সমস্ত বলল। মা নিজেদের অপেক্ষা ধনী বন্ধুবান্ধবকে ওদের প্রতি সদয় করে ফেলেছেন।

'ঠিক ওঁর বাবার মতই উপকারের প্রবৃত্তি। পরিষ্কার কোন দিনে আমি যেয়ে তোমার মায়ের সঙ্গে দেখা করব। ওঁকে বোলো। ওই যে চায়ের ঘণ্টা, খোকার জন্যে আমিও তাড়াতাড়ি চা খেয়ে নিই। নীচে চলো, প্রতিবেশিত্ব চালিয়ে যাও।'

'স্তর, যদি আমাকে চান, যাবো।'

'না চাইলে অনুরোধ করতাম না।' বলে মিস্টার লরেন্স পুরনো চালের কায়দায় ওর দিকে বাহু বাড়ালেন।

'মেগ শুনে কী-ই না বলবে?' জো ভাবল। ভদ্রলোকের সঙ্গে যেতে যেতে বাড়ীতে গল্প করার কল্পনায় ওর চোখ সকৌতুকে নেচে উঠল।

'হে! লোকটার কি অঘটন ঘটেছে?' বৃদ্ধ ভদ্রলোক বলে উঠলেন। কারণ লরি দৌড়ে নীচে নামছিল, জো-কে দুর্ধর্ষ ঠাকুরদার সঙ্গে বিস্ময়জনকভাবে বাহুবদ্ধ অবস্থায় দেখে সে অবাক হয়ে চমকে গেল।

সে বলল, 'স্তর, আপনি যে আসবেন তা ভাবি নি।' জো ওর দিকে বিজয়ীর দৃষ্টিতে চাইল।

'যে রকম রৈ-রৈ করে তুমি নীচে নামছিলে তাতেই বোঝা গেছে সে কথা। মহাশয়, এখন চায়ে চলুন ও ভদ্রব্যক্তির মত ব্যবহার করুন।' ছেলেটির চুলে আদরের টান দিয়ে মিষ্টার লরেন্স এগিয়ে গেলেন। ওঁদের পেছনে লরি নানা হাস্যকর অভিব্যক্তি দেখাতে লাগল। ফলে জো প্রায় উচ্চস্বরে হেসে উঠেছিল আর কি!

বৃদ্ধ ভদ্রলোক অধিক কথা বললেন না, চার কাপভরা চা খেলেন শুধু। উনি অল্পবয়স্কদের লক্ষ্য করতে লাগলেন। তারা অচিরাৎ পুরনো বন্ধুর মতই গল্পে মাতল। পৌত্রের পরিবর্তন ওঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না। ছেলেটির মুখে এখন বর্ণ, দীপ্তি ও প্রাণ, আচরণে উৎসাহ, হাসিতে প্রকৃত পুলক।

এদের দেখাশোনায় মগ্ন মিস্টার লরেন্সের মনে হল 'ঠিকই বলেছে মেয়েটি। ছেলেটা নিঃসঙ্গ। এই ছোট মেয়েরা ওর কতটা উপকারে লাগে দেখতে হবে।' ওঁর জো-কে ভাল লেগে গেল, ওর বিচিত্র বেখাপ্পা ধরণ-ধারণ ভাল লাগল। নিজে যেন ছেলেই একজন, এমনভাবেই পুরোপুরি জো বুঝতে পারলে লরিকে। যদি লরেন্সরা জো-এর ভাষায় 'পিটপিটে-নিড়বিড়ে' হত, তাহলে জো মানিয়ে নিতে পারত না, কারণ এহেন ব্যক্তির সঙ্গ তাকে সর্বদা লজ্জিত ও আড়ষ্ট করে। কিন্তু ওরা খোলামেলা ও সহজ দেখে জো নিজেও স্বাভাবিক রইলো তার ফলে সুপ্রশংসিত হল। চা-এর

পরে জো বাড়ী যেতে চাইল, কিন্তু লরি আরও কিছু দেখাতে চাইল। ওকে লরি উদ্ভিদশালায় নিয়ে গেল, ওখানটা জো-এর উদ্দেশে আলোকিত করা হয়েছে।

স্থানটি পরীরাজ্য মনে হল জো-এর কাছে। সে মধ্যের পথ ধরে হাঁটা-হাঁটি করতে লাগল। দুধারের ফুলন্ত প্রাচীর, ভারী সুরভিত বাতাস, মাথার ওপরের প্রলম্বিত মনোজ্ঞ দ্রাক্ষালতা, গাছপালা, সমস্ত ভাল লাগল। ইতিমধ্যে নূতন বন্ধুটি হাত ভরে ভরে বাছা বাছা ফুল কেটে নিল, সেগুলো গুচ্ছে গ্রথিত করে বলল, 'মাকে তোমার এগুলো দিয়ে বোল যে উনি আমাকে যে ঔষধ পাঠিয়েছেন তা আমার ভাল লেগেছে।' কথা বলার সময়ে ওঁর আনন্দিত মুখচ্ছবি জো-এর প্রীতিপ্রদ লাগল।

মিস্টার লরেন্সকে ওরা দেখল বিরাট বসবার ঘরে আগুনের সম্মুখে দণ্ডায়মান। কিন্তু জো-এর মনোযোগ সম্পূর্ণ আকৃষ্ট হল উন্মুক্ত গ্র্যাণ্ড পিয়ানো দেখে।

সশ্রদ্ধভাবে লরির দিকে ফিরে জো বলল, 'তুমি বাজাও বুঝি?'

সে বিনয়ে উত্তর দিল, 'কখনও কখনও।'

'এখন একটু বাজাও না। আমি শুনব, তাহলে বেথকে বলতে পারব।'

'আগে তুমি বাজাবে না?'

'জানি না বাজাতে। এত বোকা যে শিখতেই পারি না। কিন্তু সঙ্গীত বেজায় ভালবাসি।'

লরি বাজাতে বসল। হেলিওট্রোপ ও টী-রোজে আরামে নাক ঠেকিয়ে শুনে গেল জো। 'লরেন্সদের ছেলের' প্রতি ওর শ্রদ্ধা-ভক্তি অনেক বেড়ে গেল, কারণ সে উল্লেখযোগ্যভাবে ভাল বাজালো ও কোন ঠাটঠমক দেখাল না।

'আহা বেথ শুনতে পেত যদি', ইচ্ছা হল জো-এর, কিন্তু সে বিষয়ে নীরব থেকে লরিকে এতটাই প্রশংসা করতে লাগল যে সে কুণ্ঠিত হয়ে পড়ল। ঠাকুরদা তাকে রক্ষা করে বললেন, 'ছোট্ট মহিলা, ঢের হয়েছে ঢের হয়েছে। বেশী মিষ্টান্ন আবার ওর পক্ষে উপকারী নয়। ওর গান বাজনার দিকটা মন্দ নয়, কিন্তু আরও দরকারী জিনিষেও আশা করি, ও এই রকম উৎকর্ষ দেখাবে। যাচ্ছ নাকি? আচ্ছা, আমি খুব কৃতজ্ঞ, আশা করি আবার

আসবে। মাকে আমার শ্রদ্ধা জানিও। শুভরাত্রি, ডাক্তার জো।'

উনি সহৃদয় করমর্দন করলেও মনে হল অপ্রীতিকর কিছু ঘটেছে। হলে এলেন জো লরিকে জিজ্ঞাসা করল কিছু অসঙ্গত কথা বলেছে কি না জো?

লরি মাথা নাড়ল।

'না। আমার জন্যে। আমার বাজানো উনি পছন্দ করেন না।'

'কেন?'

'একদিন বলা যাবে। আমি পারছি না বলে জন তোমার সঙ্গে বাড়ী পৌঁছতে যাবেন।'

'কোন দরকার নেই। আমি তরুণী মহিলা নই। তাছাড়া একপা গেলেই বাড়ী। নিজের যত্ন নিও, কেমন?'

'আচ্ছা, কিন্তু আশা করি তুমি আবার আসবে?'

'যদি ভালো হয়ে আমাদের বাড়ী দেখা করার প্রতিশ্রুতি দাও তবেই।'

'আসব।'

'শুভরাত্রি, লরি!'

'শুভরাত্রি জো, শুভরাত্রি!'

অপরাহ্ণের অভিযানের কাহিনী বলার পরে গোটা পরিবার দলবদ্ধ ভাবে সাক্ষাৎকারে ওপাশে বৃহৎ অট্টালিকায় প্রত্যেকে এক একটি আকর্ষণ খুঁজে পেলেন। শ্রীমতী মার্চ পিতার বিষয়ে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে চাইলেন। ভদ্রলোক ভোলেন নি। মেগ উদ্ভিদশালায় পদচারণা করতে চাইল। গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর উদ্দেশে বেথের দীর্ঘশ্বাস; এমি সুন্দর সুন্দর ছবি ও মূর্তিগুলো দেখতে ব্যগ্র।

জো একটু জিজ্ঞাসু প্রকৃতির, ও জিজ্ঞাসা করল, 'মা, মিষ্টার লরেন্স কেন লরির বাজানো পছন্দ করেন না?'

'ঠিক বলতে পারি না। তবে মনে হয় ওঁর ছেলে, লরির বাবা একজন ইতালীয় গাইয়ে-বাজিয়ে মহিলাকে বিয়ে করে বৃদ্ধ ভদ্রলোককে অসন্তুষ্ট করেছিলেন। ভদ্রলোক গর্বিত ছিলেন বেজায়। মহিলাটি সৎস্বভাবা, সুন্দরী, গুণবতী, কিন্তু, ওঁর পছন্দ হয় নি। ছেলের বিয়ের পরে তিনি তার মুখ দেখেন নি কখনও। লরি যখন বাচ্চা ছেলে তখন দুজনেই মারা গেলেন। তখন ঠাকুরদা নাতিকে নিলেন। আমার মনে হয়, ইটালিতে ভূমিষ্ঠ

হওয়ার দরুণ ছেলেটির স্বাস্থ্য ভাল হল না তেমন। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের ওকে হারাবার ভয় আছে, তাই তো উনি অমন সতর্ক। লরি ঠিক ওর মায়ের মত, তাই ওর গানে ঝোঁক স্বাভাবিক। আমি জোর করে বলতে পারি ঠাকুরদা ভয় পান যে লরি গাইয়ে-বাজিয়ে হতে চাইবে। যাই হোক যে মেয়েটিকে ভাল লাগত না, তার কথাই মনে করিয়ে দেয় লরির দক্ষতা। তাই তো, যা বলেছে, উনি 'গুমরে থাকেন।'

মেগ বলে উঠল, 'আরে ব্যস, কী রোমান্টিক!'

জো বলল, 'আচ্ছা বোকামী! যদি ও চায় তবে ওকে না হয় গাইয়ে হতেই দেওয়া হোক। কলেজ যেতে ওর বিশ্রী লাগে, সেখানে পাঠিয়ে জীবনটা নষ্ট করে দেওয়া উচিত নয়।'

মেগ কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ, সে বলল, 'তাই ওর এত সুন্দর কালো চোখ, আর এত সুন্দর চাল-চলন। ইতালির লোকেরা সব সময়েই চমৎকার।'

জো ভাবপ্রবণ নয়, সে বলে উঠল, 'ওর চোখ বা চালচলনের বিষয়ে তুমি কতটা জানো? তুমি ওর সঙ্গে কথাই বলনি।'

'আমি ওকে পার্টিতে দেখেছি, তোমার কথা থেকেও বোঝা যায় ও যথাযোগ্য ব্যবহার জানে। মা ঔষধ পাঠিয়েছেন সেই কথাটুকুই কি সুন্দর।'

'বোধহয় ও দুধজেলির বিষয়ে বলেছিল;'

'বাছা, তুমি কি বোকা। ও তোমার বিষয়ে বলেছিল ঠিক।'

'তাই বুঝি?' জো এমনভাবে চোখ বড় করল যেন আগে কথাটা মাথায় আসে নি।

'এমন একটা মেয়ে দেখি নি কখনও! একটা প্রশংসা পেলে তুমি বুঝতেও পার না।' এই বিষয়ে সর্বজ্ঞ তরুণী মহিলার ঢং-এ মেগ বলে দিল।

'আমি প্রশংসা ইত্যাদি নিছক বোকামি মনে করি। যদি তুমি বোকামি করে আমার আমোদ মাটি না কর, ধন্যবাদ জানাব। লরি ভালো ছেলে, ওকে আমার ভালো লাগে। আমি প্রশংসার বিষয়ে ন্যাকামি ও অন্যান্য বাজে কথা চাই না! ওর মা নেই, ওর সঙ্গে আমরা ভাল ব্যবহার করব। ও আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারে, না মাগো?'

'হ্যাঁ জো, তোমার ছোট বন্ধু এখানে অতি স্বাগত। আর, আশা করি

মেগ মনে রাখবে যে ছোট ছেলেমেয়েদের যতদিন পারে ছোটই থাকা ভাল।'

এমি চিন্তা করে বলল, 'আমি তো ছোট শিশু নয়, আমি কিশোর বয়সে এখনও পড়ি নি। কি বল, বেথ?'

বেথ একটা কথাও শোনে নি, সে উত্তর দিল, 'আমি তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি' বইটার বিষয়ে ভাবছিলাম। আমরা ভাল হবার সংকল্প নিয়ে জলাভূমি থেকে উঠে, পাপের ফটক থেকে বেরিয়ে, চেষ্টা করে খাড়া পাহাড় বেয়ে এসেছি; ওখানে সুন্দর জিনিষে ভরা ওই বাড়ীটা আমাদের 'সুশোভন প্রাসাদ' হবে।'

'প্রথমে সিংহের পাশ দিয়ে আমাদের যেতে হবে।' জো কথাটা বলল, যেন সম্ভাবনা বেশ ভাল লাগল তার।

ছয়

বেথ দেখল প্রাসাদ সুশোভন

সকলের পক্ষেই প্রবেশে সময় লাগলেও, বিশেষতঃ বেথেদের সিংহদের এড়িয়ে যাওয়া কঠিন লাগলেও, বড় বাড়ীটি এক সুশোভন প্রাসাদ বলেই প্রমাণিত হল। বৃদ্ধ মিষ্টার লরেন্স বৃহত্তম সিংহ। কিন্তু তিনি ওদের সঙ্গে দেখা করতে এসে প্রত্যেকটি মেয়েকে মজার কথা বা মিষ্টিকথা বললেন, ওদের মায়ের সঙ্গে পুরনো দিনের কথা আলোচনা করলেন। অতঃপর এক ভীরু বেথ ভিন্ন কেউ ওঁকে বিশেষ ভয় পেল না। অন্য সিংহটি হচ্ছে যে, ওরা গরীব, লরি ধনী। যে সব প্রীতির চিহ্নের প্রতিদান দিতে পারত না তা নিতে দ্বিধা হত। কিন্তু পরে ওরা দেখল লরি ওদেরই উপকারী দাতা মনে করে। শ্রীমতী মার্চের জননীসুলভ সমাদর, ওদের আনন্দময় সাহচর্য, সামান্য গৃহের আবহাওয়ায় ওর তৃপ্তি পাওয়ার কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনে লরি যেন যথেষ্ট করে উঠতে পারছে না। সে জন্য শীঘ্রই ওরা ওদের আত্মগৌরব ভুলে গেল। কে বেশী দিচ্ছে সে চিন্তায় কালক্ষেপ না করে ওরা দান-প্রতিদানে রত হল।

ওই সময়টায় নানারূপ আনন্দময় ব্যাপার ঘটতে লাগল, কারণ নূতন বন্ধুত্বটা বসন্তকালে তৃণের ন্যায় বিকশিত হয়ে উঠল। প্রত্যেকেই লরিকে পছন্দ করে, সে-ও জনান্তিকে তার গৃহশিক্ষককে জানাল যে, মার্চ মেয়েরা 'যথার্থ উচ্চাঙ্গের মেয়ে।' তারুণ্যের পুলকিত উৎসাহে নিঃসঙ্গ ছেলেটিকে ওরা নিজেদের মধ্যে গ্রহণ করল ও ওকে ভারি সমাদর করল। সরলমনা মেয়েগুলির নির্দোষ সাহচর্যে সে-ও অতিশয় মনোহারী বস্তু পেল। পূর্বে মা বা বোনের অস্তিত্ব না থাকায় মেয়েরা লরির দিনযাত্রায় যে প্রভাব আনল লরি অচিরাৎ লক্ষ্য করতে পারল। মেয়েদের কর্মময় চটপটে দিনযাত্রা দেখে নিজের অলস কালক্ষেপে লজ্জা হল লরির। বই নেড়ে ক্লান্তি এসেছিল, মানুষকে এত ভালো লাগল যে মিষ্টার ব্রুক অসন্তুষ্টিজনক রিপোর্টে বাধ্য হলেন। কারণ লরি সব সময় পালানো ছেলের ভূমিকায় মার্চদের বাড়ী ছুটে ছুটে যাচ্ছে।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক বল্লেন, 'যেতে দাও; ও একটু ছুটি উপভোগ করুক। পরে যেন পুষিয়ে নেয়। ও বাড়ীর চমৎকার ভদ্রমহিলা বলেন যে ওর পড়াশোনাটা অতিরিক্ত হয়ে যাচ্ছে। অল্পবয়সী লোকের সঙ্গে, আমোদ ও খেলাধুলো দরকার। আমার মনে হয় উনি ঠিক বলেছেন। আমি যেন ওর ঠাকুরমা, এইভাবেই আমি ওকে আদর দিচ্ছি। যতক্ষণ ও আনন্দ পায় ওকে যা খুসী করতে দাও। ওখানে ওই 'মঠে' ও কোন অন্যায় করতে পারবে না। আমরা যা না পারি, শ্রীমতী মার্চ ওর জন্যে তার বেশী করছেন।'

সত্যই ওদের কী আনন্দেই সময় কাটতে লাগল! এমন নাটক, মূক-অভিনয়, শ্লে-চড়া, স্কেট করার মজা, পুরনো বসার ঘরে মনোরম সন্ধ্যা-যাপন, বড় বাড়ীতে মধ্যে মধ্যে এমন ফুর্তি-ভরা ছোটখাটো পার্টি! যখন খুসী মেগ উদ্ভিদশালায় পদচারণ করতে, ফুলের তোড়ায় আনন্দ পেতে পারত। নূতন পুস্তকাগারে জো প্রচণ্ডভাবে চর্বিতচর্বণে প্রবৃত্ত, সমালোচনার দ্বারা বৃদ্ধ ভদ্রলোককেও বিচলিত করে ফেলত। এমি ছবির নকল করত ও মনের আনন্দে সৌন্দর্য উপভোগ করে যেত। অতি রমণীয়-ভঙ্গীতে লরি 'জমিদার' সাজত।

কিন্তু বেথ গ্র্যাণ্ড পিয়ানোর জন্য উৎকণ্ঠ হলেও সাহস সঞ্চয় করে মেগের বর্ণিত 'সুখ-নিকেতনে' যেতে পারত না। একদিন জো-এর সঙ্গে বেথ গিয়েছিল; কিন্তু ওর সঙ্কোচ না বুঝতে পেরে বৃদ্ধ ভদ্রলোক ঘন ভ্রূরেখার নীচ থেকে এমন কটমট করে একদৃষ্টে চেয়েছিলেন এবং এত জোরে 'হেঃ' বলেছিলেন যে, ভয়ের চোটে মেঝের উপর ওর 'পা ঠকাঠক কেঁপে উঠেছিল' বাড়ি এসে মাকে বেথ বলল! বেথ পালিয়ে এল, চমৎকার পিয়ানোর জন্যও ও কখনও আর যাবে না যে, একথাও বলে দিল। বোঝানো, লোভ দেখানো কিছুই ওর ভীতি দূর করতে সমর্থ হল না।

অবশেষে রহস্যজনকভাবে কথাটা মিষ্টার লরেন্সের কানে এলে তিনি ব্যাপারটা শুধরে দেবার চেষ্টা পেলেন। তাঁর সংক্ষিপ্ত সাক্ষাৎকারে কোন একদিন তিনি সুকৌশলে কথার মোড় সঙ্গীতের দিকে ফেরালেন। ওঁর দেখা নামজাদা গায়ক, ওঁর শোনা অপূর্ব অর্গানযন্ত্র ইত্যাদির বিষয়ে তিনি বলে চললেন। এমন ভালো ভালো উপাখ্যান সুরু করলেন যে দূরে

কোণায় সরে থাকা বেথের পক্ষে সম্ভব হল না। সে আস্তে আস্তে এগিয়ে এল, যেন মন্ত্রমুগ্ধ। ওঁর চেয়ারের পেছনে বেথ থামল, বড় বড় চোখ বিস্ফারিত করে শুনতে লাগল। এমন অসাধারণ উত্তেজনায় গালও আরক্তিম। একটা মাছির চেয়ে ওকে অধিক মনোযোগ অর্পণ না করে মিষ্টার লরেন্স লরির লেখাপড়া, শিক্ষকদের কথায় এলেন। তারপর যেন ধারণাটা সদ্য উদয় হল এইভাবে তিনি শ্রীমতী মার্চকে বললেন,—

'ছেলেটা এখন গানবাজনায় ঢিলে দিয়েছে। অবশ্য আমি খুসী হয়েছি, কারণ ও গান বেশী পছন্দ করত। কিন্তু বাজানোর অভাবে পিয়ানোটা নষ্ট হচ্ছে। পিয়ানোটা সুরে বেঁধে রাখার জন্যে আপনার কোন মেয়ে যেয়ে কখনও কখনও কি বাজাতে রাজী হবে না, ম্যাডাম?'

বেথ এক পা এগিয়ে হাততালির বেগ রুদ্ধ করতে হাত দু'খানা একত্রে চেপে ধরল, হায়রাণ হয়ে যাচ্ছে, অদম্য লোভ এটা। ওই অপূর্ব যন্ত্রটি নিয়ে বাজনা অভ্যাসের চিন্তায় বেথের নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এল। মিসেস মার্চের উত্তরের পূর্বেই মিষ্টার লরেন্স একবার বিচিত্রভাবে মাথার ঝাঁকুনি ও হাস্য সহকারে বলে চললেন—'ওদের কারুর সঙ্গে দেখা বা কথা বলার প্রয়োজন হবে না, শুধু যে-কোন সময়ে গেলেই চলবে। আমি তো বাড়ীর অন্য প্রান্তে লেখাপড়ার ঘরে বন্ধ থাকি। লরি বাইরে থাকে অনেকক্ষণ ধরে। নয়টা বাজার পরে চাকরবাকরও বসার ঘরের ধারে-কাছে কখনও থাকে না।'

এবার যাবার উদ্দেশ্যে যেন উঠে দাঁড়ালেন। বেথ মনস্থির করে ফেলল যে সে কথা বলবে কারণ শেষ ব্যবস্থাটায় আর অনভীষ্ট কিছু নেই।

'মেয়েদের আমার কথাগুলো বলে দেবেন। যদি ওরা না চায় তাহলে থাকগে।' এখানে ছোট একখানি হাত ওঁর হাতে এল। নিজস্ব আন্তরিক অথচ ভীরু ভঙ্গিতে বেথ সকৃতজ্ঞ মুখে ওঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল 'স্যার, তারা চায় যথেষ্ট।' চমকলাগানো 'হেঃ' না বলে ওর দিকে সদাশয় দৃষ্টিতে চেয়ে মিষ্টার লরেন্স বললেন, 'তুমি বুঝি সেই গায়িকা মেয়ে?'

'আমি বেথ। আমি গান খুব ভালবাসি। যদি আপনি নিশ্চিত হন যে, আমার বাজনা শুনে কেউ ত্যক্ত হবে না, আমি যাব।' বেথ কম্পিত-

ভাবে, যোগ করে দিল। পাছে তার কথাটা রূঢ় মনে হয়।

'বাছা, একটা প্রাণীও নয়। দিনের অর্ধেক সময় বাড়ীখানা খালি থাকে। এসো তুমি, যত খুসী ঢং ঢং করে যেও। আমি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ রইবো।'

'স্যর, আপনি কত ভালো!'

ভদ্রলোকের সহৃদয় ভঙ্গির ফলে বেথ গোলাপফুলের মত রাঙা হয়ে উঠল। কিন্তু ভীত হল না এখন। যে দুর্লভ উপহার দিলেন উনি তার বিনিময়ে ধন্যবাদের ভাষা না থাকায় ও প্রকাণ্ড হাতখানায় বন্ধুভাবে চাপ দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক ওর ললাটের চুলগুলো সরিয়ে দিলেন। নীচু হয়ে ওকে চুমো দিয়ে, যেমন স্বর কম লোকই শুনেছে তেমনি স্বরে বল্লেন, 'একজন ছোট মেয়ে ছিল আমার, তার এমনি দুটি চোখ। বাছা, ঈশ্বর তোমার ভালো করুন। ম্যাডাম, শুভদিন।' অতি দ্রুত তিনি চলে গেলেন।

বেথ মায়ের সঙ্গে হর্ষোচ্ছ্বাসের পরে ওর আতুর পরিবারের কাছে শুভ সংবাদ দিতে ওপরে ছুটল। মেয়েরা কেউ বাড়ী নেই কি-না। সেই সন্ধ্যায় কত পুলকপূর্ণ গান হল তার। রাত্রে ঘুমের মধ্যে এমির মুখমণ্ডলে পিয়ানো বাজিয়ে ওকে জাগানোর জন্যে সকলে তাকে নিয়ে কত হাসল। পরদিন বৃদ্ধ ও তরুণ দুই ভদ্রলোককে বাড়ীর বাইরে যেতে দেখে বেথ বার দুই পশ্চাদপসরণের পরে, পাশের দ্বার দিয়ে অবশেষে প্রবেশ করল এবং ইঁদুরের মত নিঃশব্দে বসবার ঘরে গেল। সেখানে ওর উপাস্য রয়েছে। নিশ্চয় এমনি এমনিই কিছু মনোজ্ঞ হাল্কা সঙ্গীতের ছক পিয়ানোর ওপর ছিল! কাঁপা আঙুলে বারবার থেমে থেমে চারদিক দেখে-শুনে বেথ অবশেষে বৃহদাকার যন্ত্রটি স্পর্শ করল। তৎক্ষণাৎ সে ভয়, নিজেকে ও অন্য সমস্ত ভুলে গেল। প্রিয় বন্ধুর কণ্ঠের মত সঙ্গীতের অনির্বচনীয় পুলকে ডুবে গেল ও।

হানা সান্ধ্যভোজনে ওকে ডাকতে না আসা পর্যন্ত বেথ রইল ওখানে। ওর ক্ষুধা ছিল না, কেবল পুলকাবৃত অবস্থায় বসে একত্রে প্রত্যেকের দিকে চেয়ে হাসতে শুধু পারল ও।

অতঃপর ক্ষুদ্র বাদামী টুপীটি প্রায় প্রত্যহ বেড়া ডিঙিয়ে যেত। বিশাল

বসবার ঘর এক সঙ্গীতময় সত্তার আসা-যাওয়ায় পূর্ণ হত, তার আসাযাওয়া দেখত না কেউ। সে কখনও জানতে পেল না যে, মিষ্টার লরেন্স প্রিয় পুরাতনপন্থী সুরগুলো শোনার উদ্দেশ্যে ষ্টাডির দরজা খুলে রাখেন। লরি হলে চাকর-বাকরদের তাড়াবার জন্য যে পাহারা দেয়, বেথ দেখতে পেল না। তাকে যে সমস্ত খাতা ও নূতন গান পেত সে তারি উদ্দেশ্যে বিশেষ রক্ষিত ভাবতে পারত না সে। বাড়ীতে লরি যখন ওকে সঙ্গীতের বিষয়ে কথা বলত, বেথ শুধু ভাবত ওকে সহৃদয় লরি যা বলছে তাতে ওর কতটা সহায়তা হচ্ছে। সুতরাং বেথ প্রাণ খুলে আনন্দ করতে লাগল। ওর পূর্ণিত কামনায় ওর সমস্ত আশা তৃপ্ত হল। বোধ হয় এই সৌভাগ্যে ওর কৃতজ্ঞতার জন্য আরও কিছু বেশী পেল সে। যা হোক বেথ দুটোই পাবার যোগ্য।

'মা, মিষ্টার লরেন্সকে এক জোড়া চটী করে দেব। উনি আমাকে এত সহৃদয়তা দেখিয়েছেন যে ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া আমার উচিত! অন্য পথ ত জানিনা। দিতে পারি?' মিষ্টার লরেন্সের সেই তাৎপর্যপূর্ণ সাক্ষাৎকারের কয়েক সপ্তাহ পরে বেথ জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ সোনা, উনি খুব খুসী হবেন, ধন্যবাদ জ্ঞাপনেরও সুন্দর ধরণ এটা। অন্য মেয়েরা তোমাকে জিনিষটা বানাতে সাহায্য করবে। আমি তৈরি করার খরচ দেব।' মিসেস মার্চ বল্লেন। নিজের জন্য বেথ কদাচিৎ কিছু চাইত বলে তিনি বেথের ইচ্ছাপূরণে বিশেষ আনন্দ পেতেন।

মেগ ও জো-এর সঙ্গে বিবিধ গুরু আলোচনার পরে প্যাটার্ণ বাছা, দ্রব্যজাত কেনা ও চটী জুতো আরম্ভ করা হয়। গাঢ়তর বেগুনী পট-ভূমিকায় এক গোছা সাদাসিধে অথচ আনন্দজনক প্যান্‌জিফুল যথেষ্ট রমণীয় হবে, অভিমত ব্যক্ত হল। বেথ অতি প্রত্যুষে ও বিলম্বিত রাত্রিরে কাজ চালিয়ে যেতে লাগল। সামান্য এক-আধটু কঠিন জায়গায় সাহায্য দিতে হল মাত্র। বেথ একটি চটুপটে ছোটখাটো সীবনবিশারদ। জুতোর ব্যাপারে কেউ বিরক্ত হওয়ার আগেই জুতো শেষ হয়ে গেল। তারপর একখানা খুব সংক্ষিপ্ত, সহজ চিঠি লিখল। একদিন প্রভাতে ভদ্রলোক ওঠবার আগে লরির সাহায্যে ষ্টাডিঘরে টেবলের ওপর ওগুলো গোপনে রেখে দিল।

উত্তেজনার বশে বেথ কি ঘটে তারি প্রত্যাশায় রইল। সারা দিন কাটল, পরের দিনেরও অধিকাংশ কেটে গেল, প্রাপ্তি স্বীকার হল না। সে তখন বদরাগী বন্ধুটিকে চটিয়ে দিয়েছে ভেবে ভয় পেতে সুরু করেছে। দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ণে বেথ একটা কাজে বের হল, রুগ্ন পুতুল জোনাকে নিত্যকার খেলা দিতেও গেল। প্রত্যাবর্তনের সময়ে রাস্তায় আসা মাত্র বেথ দেখল তিনটি, হ্যাঁ চারটি মাথা বসবার ঘরের জানালায় উঁকি-ঝুঁকি মারছে। যে মুহূর্তে বেথ দৃষ্টিগোচর হল অনেকগুলো হাত নড়ল, অনেকগুলো পুলকিত স্বর চীৎকার করে বলে দিল বৃদ্ধ ভদ্রলোকের চিঠি এসেছে। তাড়াতাড়ি এসে চিঠি পড়ো।' 'ও বেথ, উনি পাঠিয়েছেন তোমাকে'—এমি অশোভন উৎসাহে ইসারা সহ বলতে আরম্ভ করল! কিন্তু আর বেশী বলতে পেল না সে। জানালাটা ধড়াস করে নামিয়ে দিয়ে ওকে জো থামিয়ে দিল।

বেথ প্রত্যাশায়, শঙ্কায় কম্পিত-কলেবরে দ্রুত চলল। দরজায় বোনেরা ওকে ধরে জয়যাত্রার ভঙ্গিতে বসবার ঘরে টেনে নিয়ে এল। এক সঙ্গে দেখাচ্ছে, একসঙ্গে সকলে কথা বলছে, 'ওই দেখ! ওই দেখ!'

বেথ দেখল, হর্ষ ও বিস্ময়ে সে শাদা হয়ে উঠল। সেখানে একটা কেবিনেট পিয়ানো রয়েছে। ঝক্‌ঝকে ডালায় চিঠি রাখা, সাইনবোর্ডের মত নির্দেশ—শ্রীমতী এলিজাবেথ মার্চ।

'আমার জন্যে?' জোকে আঁকড়ে ধরে বেথ রুদ্ধশ্বাসে প্রশ্ন করল। এমনই সর্বতোভাবে বিহ্বল হল যে, উল্টে পড়ে যাবার ভয় হল ওর।

জো বোনকে আদরে জড়িয়ে ধরে চিঠিটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'সোনামণি, সব তোমার জন্যে। উনি কেমন আশ্চর্য কাজটা করেছেন, নয়? তোমায় মনে হয় না কি যে, উনি পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে ভালো বুড়োমানুষ? চিঠির খামে চাবী রয়েছে। আমরা খুলিনি, কিন্তু উনি কি লিখেছেন জানার আশায় মরে যাচ্ছি।'

"তুমি চিঠি পড়ো। আমি পারব না, যা অদ্ভুত লাগছে আমার! ও, কী-ই চমৎকার!' উপহার পেয়ে অত্যন্ত বিচলিত বেথ জো-এর এ্যাপ্রণে মুখ লুকালো।

জো চিঠি খুলে প্রথম শব্দগুলো দেখে হাসতে লাগল,—

'মিস্ মার্চ:

'প্রিয় মহাশয়া'—

'কি সুন্দর শোনাচ্ছে। আমাকে যদি কেউ অমন করে লিখত!' এমি পুরাতনপন্থী সম্বোধন খুব সু-রুচিপূর্ণ মনে করল। জো পড়ে চলল, 'আমার জীবনে অনেকগুলো চটিজুতোই পেয়েছি! কিন্তু তোমার প্রেরিত জুতো-জোড়ার মত কোনটাই আমার পক্ষে উপযোগী পাইনি। হৃদয়-শান্তি আমার প্রিয় ফুল। শান্ত উপহারদাত্রীর কথা সর্বদা এরা মনে করিয়ে দেবে। আমি ঋণ শোধ করতে চাই। তাই আমি জানি 'বুড়ো ভদ্রলোককে' তুমি কিছু পাঠাবার অনুমতি দেবে। এটা একদা ছোট নাতনীর সম্পত্তি ছিল। তাকে আমি হারিয়েছি।' আন্তরিক ধন্যবাদ ও শুভেচ্ছা সহ।

তোমার কৃতজ্ঞ বন্ধু ও
বিনীত ভৃত্য
'জেমস্ লরেন্স'

'বেথ, আমি বলছি এ সম্মানে গৌরব পাওয়া উচিত। লরি আমাকে সব কথা বলেছে; মিস্টার লরেন্স মৃত ছোট মেয়েটিকে কত ভালবাসতেন ও কত যত্ন করে উনি তার ছোটখাটো জিনিষপত্র রেখে দিয়েছেন। ভেবে দেখো, উনি তার পিয়ানো তোমাকে দিয়েছেন। বড় বড় নীল চোখ আর সঙ্গীতে প্রীতির দরুণ এটা সম্ভব হল।' বেথকে শান্ত করার প্রয়াসে জো বলল। বেথ কাঁপছিল, অভূতপূর্ব উত্তেজিত দেখাচ্ছিল বেথকে।

মেগ যন্ত্রটা খুলে সমস্ত সৌন্দর্য উদ্‌ঘাটিত করে বলল, 'মোমবাতি রাখার ব্র্যাকেটের কৌশল দেখ, মসৃণ নীল রেশম কুঁচিয়ে মধ্যে সোনালী গোলাপ রাখা, মিষ্টি তাক, বসার টুল, সমস্ত আছে।'

চিঠিখানায় খুব অভিভূত এমি বলল, 'তোমার বিনীত ভৃত্য জেমস লরেন্স'; ভেবে দেখো তিনি তোমাকে লিখেছেন। আমি মেয়েদের বলব, ওরা ভাববে চমৎকার।'

হ্যানা সর্বদা পারিবারিক সুখ দুঃখে অংশভাগী, সে বল্লে, 'মণি, বাজিয়ে দেখোনি। ক্ষুদে পিয়ানির শব্দ শুনতে দাও।'

বেথ বাজিয়ে দেখল। সকলেই স্বীকার করল—যত পিয়ানো শোনা

হয়েছে এটা তন্মধ্যে সর্বোত্তম। দেখা গেল নূতন করে সুর তুলে, পরিপাটী-রূপে গুছিয়ে-গাছিয়ে প্রেরণ করা হয়েছে যন্ত্রটা। কিন্তু উৎকৃষ্ট হলেও যন্ত্রটির প্রধান মাধুর্য যে সুখী মুখগুলোর শ্রেষ্ঠ সুখী মুখখানা আনতভাবে ওখানে নুয়ে আছে! বেথ সস্নেহে সুন্দর কালো-শাদা চাবি টিপে ঝকঝকে পেডালে চাপ দিল।

'তোমার ওঁ'কে ধন্যবাদ জানাতে হবে।' ঠাট্টাচ্ছলে জো বল্ল, মেয়েটির সত্যি সত্যি নিজে যাওয়ার ধারণা ওর মনেও আসেনি।

'হ্যাঁ, আমি ভাবছি তাই। এ-বিষয়ে ভেবেচিন্তে ভয় পাওয়ার আগে এখনই চলে যাওয়া ভালো।' সমবেত পরিবারের বিস্ময় ঘটিয়ে বেথ স্বেচ্ছায় বাগান দিয়ে হেঁটে, বেড়া গলিয়ে লরেন্সদের দরজায় ঢুকে গেল।

'এঃ, যা দেখনু সবচে অদ্ভুত না হলে মরে যাব গো। পিয়ানি দেখে মুণ্ডুটা ঘুর্যে গেছে। মুণ্ডু ঠিক থাকলে ওনার যাওয়া কক্ষণো হোতনি।'

হানা একদৃষ্টে চেয়ে দেখে বল্ল। মেয়েরা তাজ্জব কাণ্ডে হতবাক্।

অতঃপর বেথের ক্রিয়াকলাপ দেখলে ওরা আরও অধিক বিস্ময়বোধ করত। বিশ্বাস কর, ও ভাবনাচিন্তার সময় না নিয়ে ষ্টাডিঘরের দরজায় ঘা দিল। ভারী গলায় 'ভেতরে এসো'! শোনা গেল বেথ সোজা ভেতরে মিষ্টার লরেন্সের কাছে হাজির হল। উনি থতমতো খেলেন। বেথ গলার মৃদু কম্পনসহ হাতখানা বাড়িয়ে ধরে বলল,—'স্যার, আমি আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে এলাম, কারণ—' কিন্তু কথা শেষ হল না, ওঁর অতি আন্তরিক চেহারায় কথাটা ভুলে গেল বেথ। কেবল মনে রইল উনি ওঁর প্রিয় বাচ্চা মেয়েটিকে হারিয়েছেন। তাই বেথ দুহাতে ওঁর গলাটা জড়িয়ে একটা চুমো দিল।

বাড়ীর ছাদ যদি সহসা ভেঙে পড়ত, বৃদ্ধ ভদ্রলোক এর থেকে বিস্মিত হতেন না। কিন্তু ওঁর ভারী ভাল লাগল, হ্যাঁ গো হ্যাঁ বিস্ময়জনকভাবে ওঁর ভাল লাগল। বিশ্বস্ত ছোট্ট চুম্বনটায় তিনি এত হৃষ্ট হলেন যে ওঁর কড়া ভঙ্গি অদৃশ্য হল। উনি বেথকে কোলে বসিয়ে শুষ্ক কপোল বেথের লাল কপোলে ঠেকিয়ে অনুভবে নিজের ছোট্ট নাত্নীটিকে ফিরে পেলেন। ওই মুহূর্ত থেকে বেথ ওঁকে ভয় পেতে বিরত হল, যেন গোটা জীবন চেনা এমন ভাবে কোলে

বসে আরামে কথা বলতে লাগল। ভালবাসা ভয়কে দূরে ঠেলে, কৃতজ্ঞতা অভিমানকে জয় করে। যখন বেথ বাড়ী ফিরল, উনি ওদের ফটক পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। আন্তরিক করমর্দনের পরে জোরে জোরে পা ফেলে ফেরার সময়ে মাথার টুপী স্পর্শ করলেন। তাঁর উপযুক্ত একজন বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ খাড়া সুপুরুষ যোদ্ধা বৃদ্ধ ভদ্রলোকের মতই দেখাল।

মেয়েরা দেখল ঘটনাটা। জো নিজের পরিতৃপ্তিকে ব্যক্ত করল হেলে-দুলে নেচে; এমি সবিস্ময়ে গবাক্ষপথে পড়ে যায় আর কি; মেগ দু'হাত তুলে বলে উঠল, 'আচ্ছা আমার মনে হচ্ছে পৃথিবীর দিন শেষ হয়ে এল।'

সাত

এমির পরাভব উপত্যকা

'ছেলেটা পুরোপুরি সাইক্লোপ নয় কি?' একদিন এমি বলল। লরি তখন ঘোড়ার পিঠে খটাখট্ করে যাচ্ছিল! ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময়ে চাবুক আছড়ে গেল।

জো বন্ধুর বিষয়ে কোন নিন্দাজনক উক্তি সহ্য করে না, সে বলে উঠল, 'কি করে বলতে সাহস পাও তুমি এ-কথা? ওর দুটি চোখই তো আছে—তাছাড়া ভারি সুন্দর চোখ-দুটো।'

'আমি ওর চোখের বিষয়ে কিছুই বলিনি। ওর অশ্বারোহনের প্রশংসা করলে তুমি ক্ষেপে ওঠ কেন বুঝতে পারছি না।' জো হাসির উচ্ছ্বাসে চেঁচিয়ে উঠল, 'হা, আমার কপাল! বোকারাম বলতে চায় 'সেণ্টর', বলে ফেলেছে 'সাইক্লোপ।' জো—কে ল্যাটিন বিদ্যায় অভিভূত করে এমি ঝঙ্কার দিল,—'অত অভদ্র হতে হবে না। মিস্টার ডেভিস যা বলেন, এটা হচ্ছে ভাবণের ভ্রান্তি। বোনেদের শোনাবার আশায় ও যোগ করল, 'লরি ঘোড়ার পেছনে যত খরচ করে তার একাংশ পেলে আমার ইষ্ট হয়।'

জো এমির দ্বিতীয় ভুলে হেসে গড়িয়ে পড়ল। মেগ সহৃদয় হয়ে প্রশ্ন করল, 'কেন?'

'আমার এত দরকার, ভয়ানক দেনদার হয়ে পড়েছি। এক মাসের মধ্যে হাত-খরচ পাবার পালা নেই আমার।' মেগ গম্ভীর হয়ে গেল, 'দেনদার হয়েছ, এমি? তার মানে?'

'কেন, অন্তত: এক ডজন আচারের নেবু, আমি ধারি, জানোইতো টাকা না পেলে শোধ দিতে পারছি না। দোকানে ধার রেখে জিনিষপত্র কিনতে মা আমাকে বারণ করেছেন।'

এমিকে এত গম্ভীর ও হামবড়ী দেখাল যে মেগ মুখভাব অবিকৃত রাখার চেষ্টা করে বলল, 'বলতো ব্যাপারটা। এখন নেবু বুঝি ফ্যাশন হয়েছে! আগে ছিল বল বানাবার খোঁচা-খোঁচা রবারের কুচি।'

'জানো না, মেয়েরা সর্বদা ওগুলো কিনছে। যদি তোমার কৃপণ নাম

কিনবার ইচ্ছা না হয়, তবে তোমাকেও কিনতে হবে। এখন নেবু ছাড়া কিছু চলে না। স্কুলের সময়ে প্রত্যেকে ডেস্কে বসে নেবু চোষে। টিফিনের সময়ে পেন্সিল, পাথরের আংটি, কাগজের পুতুল বা অন্য কিছুর সঙ্গে নেবু বদল দেয়।

যদি কোন মেয়ে আর একজনকে পছন্দ করে, তাকে একটা নেবু দেয়। যদি তার ওপর রাগ থাকে, মুখের সামনে নেবু খায়, একবারও চাটন দিতে বলে না। মেয়েরা পালা করে নেবু খাওয়ায়। আমি এতগুলো পেয়েছি, কিন্তু বদল দিতে পারিনি। আমার দেওয়া উচিত, কারণ এ সমস্ত ঋণ সম্মান-ঋণ, জানো তো।'

মেগ টাকার ব্যাগ বার করে জিজ্ঞাসা করল, 'কত হলে তাদের ঋণ শোধ হয়ে তোমার সম্মান বাঁচে!'

'এক কোয়ার্টারে ভেসে যাবে। তোমার খাওয়ার জন্যে কয়েকটা সেণ্ট বেশীও থেকে যাবে। নেবু ভালবাস না?'

'বিশেষ নয়, আমার ভাগটা তুমিই নিও। এই যে পয়সা। জানোই তো টাকাকড়ি বেশী নেই। যতদিন পার চালাও।'

'ও, ধন্যবাদ। নিজস্ব খরচের পয়সা থাকাটা কত ভাল। আমি বেশ ভোজ খাব, এ সপ্তাহে একটা নেবুও খাইনি। যখন পরিবর্তে দিতে পারব না, তখন নিতেও দ্বিধা হচ্ছিল। নেবুর অভাবে সত্যি কষ্ট হচ্ছে।'

পরের দিন এমি দেরীতেই স্কুলে গেল। কিন্তু ক্ষমার্হ গুমোরের সঙ্গে, একটা ভিজে ভিজে বাদামী কাগজের মোড়ক প্রদর্শনের অদম্য প্রলোভন, হল তার। মোড়কটা পরে ডেস্কের গোপনতম গহ্বরে লুক্কায়িত। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ওর 'দলীয় সম্প্রদায়ের' মধ্যে প্রচারিত হল যে, এমি মার্চ চব্বিশটা সুস্বাদু নেবু এনেছে (পথে একটা নেবু সে খেয়েছিল) এবং সে খাওয়াবে সবাইকে। তখন এমির বন্ধুদের সমাদর দেখানোটা যথার্থ অভিভূত করে দেবার মতই হল। কেটি ব্রাউন আগামী পার্টিতে ওকে তৎক্ষণাৎ নিমন্ত্রণ করে ফেলল; মেরি কিং টিফিন পর্যন্ত নিজের ঘড়িটা ওকে ধার দিতে জোর করল! বিদ্রূপপরায়ণা জেনী স্নো এমির 'নেবু বিহীন' অবস্থা নিয়ে নীচভাবে ঠাট্টাতামাসা করেছিল, অচিরাৎ মিটমাট করে ফেলল এবং ভয়াবহ অঙ্কগুলোর উত্তর যোগাতে চাইল।

কিন্তু এমি মিস্ স্নোর কাটাকাটা মন্তব্য ভোলেনি, যথা 'কোন কোন লোকের নাক অন্যের নেবুর গন্ধ পাবার সময়ে খাঁদা নয়, এবং ঠ্যাকারে লোকেরা আবার সেগুলো চাইতে গুমোর রাখে না।' এমি শীঘ্রই ওই 'স্নো-মেয়েটার' আশা ধূলিসাৎ করে দিল মুষড়ে-দেওয়া তারবার্তা পাঠিয়ে 'এক লহমায় অত ভদ্র হতে হবে না তোমাকে, কারণ তুমি একটাও পাবে না।'

ওদিন সকালে একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন। এমির সুন্দর আঁকা মানচিত্র প্রশংসা পেল। শত্রুর এমন সম্মানে মিস স্নোর অন্তরাত্মা খচ্ খচ্ করতে লাগল এবং মিস মার্চ এক পতনশীল তরুণ ময়ূরের ভঙ্গি গ্রহণে প্রবৃত্ত হল। কিন্তু, হায়, হায়! পতনের পূর্বেই অহংকার হয়। প্রতিহিংসাপরায়ণা স্নো মারাত্মক সাফল্যে চাকার গতি ঘুরিয়ে দিল। অভ্যাগত যেমনি গতানুগতিক প্রশংসাবাণীর পরে নমস্কার সহ বিদায় নিলেন তেমনি জেনী দরকারী প্রশ্ন জিজ্ঞাসার ছুতোয় শিক্ষক মিষ্টার ডেভিসকে সংবাদ দিল যে, এমি মার্চ ডেস্কে আচারের নেবু লুকিয়ে রেখেছে।

মিষ্টার ডেভিস নেবু নিষিদ্ধ দ্রব্য বলে ঘোষণা করেছিলেন এবং প্রথম যে নিয়মভঙ্গ করবে তাকে প্রকাশ্যে চাবকানোর গুরু প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করেছিলেন। এই বহুল সহনশীল ব্যক্তি ঝঞ্ঝাসঙ্কুল যুদ্ধের পরে চিউইংগামের নির্বাসনে সমর্থ হয়েছিলেন। বাজেয়াপ্ত উপন্যাস ও সংবাদ পত্রের দ্বারা বহ্নি-উৎসব করেছিলেন, নিজস্ব একটা পোষ্টঅফিস দমন করেছিলেন। মুখবিকৃতি, খারাপ নামে ডাকা, ভ্যাংচানো নিষেধ করে দিয়েছিলেন। জন-পঞ্চাশ অসংযত মেয়েদের শাসনে রাখা একজন লোকের পক্ষে যতদূর সম্ভব তিনি রেখেছিলেন। ঈশ্বর জানেন অতি যন্ত্রণাদায়ক। কিন্তু মেয়েরা আরও অধিকতর; বিশেষতঃ বায়ুরোগগ্রস্ত ভদ্রব্যক্তির পক্ষে। তাঁর আবার মেজাজ অত্যাচারীর মত ও ডাক্তার ব্লিম্বারের চেয়ে শিক্ষকতার যোগ্যতা নেই। মিষ্টার ডেভিস গ্রীক, ল্যাটিন, অ্যালজেব্রা, নানাবিধ বিজ্ঞান প্রচুর জানেন, তাই ওঁকে উত্তম শিক্ষক বলা হত, ও আচার, আচরণ, নীতি-জ্ঞান, সহানুভূতি, উদাহরণের আর বিশেষ প্রয়োজন নেই বলে মনে করা হয়েছিল। এমিকে ধরিয়ে দেবার পক্ষে সময়টা অতীব অশুভ, জেনী জানত।

সকাল বেলায় মিষ্টার ডেভিস স্পষ্টই বেশী কড়া কফি খেয়েছেন। পূবালী বাতাস উঠেছে, যা সর্বদা ওঁর নিউরালজিয়ার ক্ষতি করে। তাঁর ছাত্রীরা প্রত্যাশিত রূপে তাঁর মান বৃদ্ধি করেনি। অতএব স্কুলের ছাত্রীসুলভ সুচারু না হলেও প্রাঞ্জল ভাষায় বলা চলে, "তিনি ডাইনির মত খিটখিটে ও ভালুকের মত ক্রুদ্ধ।" বারুদে আগুনের মত 'নেবু' কথাটা কাজ করল। তাঁর হরিদ্রাভ মুখ লাল হয়ে উঠল। তিনি এত বেগে ডেস্কে ঘা দিলেন যে জেনী অস্বাভাবিক দ্রুততায় নিজের আসনে ছুটে চলে গেল।

"ছোট ভদ্র মহিলাগণ, দয়া করে মন দাও এদিকে।" কঠোর আদেশে গুঞ্জন থেমে গেল ; এবং পঞ্চাশ জোড়া কাল, ধূসর, বাদামী চোখ সুবোধ-ভাবে ওঁর ভয়াবহ মুখমণ্ডলে ন্যস্ত হল।

"মিস মার্চ, ডেস্কের কাছে এসো।"

বাহ্যতঃ শান্তভাবে আদেশ পালনে এমি উঠল, কিন্তু গুপ্ত একটা ভয় পীড়া দিচ্ছিল তাকে। নেবুগুলো বিবেকে চেপেছিল কি-না।

আসন থেকে বেরিয়ে আসবার আগেই অপ্রত্যাশিত আদেশে থমকে গেল সে, "তোমার ডেস্কে যে সব নেবু আছে নিয়ে এসো।"

এমির পাশের প্রত্যুৎপন্নমতি একজন মেয়ে চাপা স্বরে বলল, "সবগুলো নিও না।"

এমি দ্রুত ডজনখানেক ঝেড়ে রেখে বাকীগুলো মিষ্টার ডেভিসের সম্মুখে নামিয়ে দিল। ওর মনে হল, এমন সুগন্ধ নাকে গেলে যে কোন হৃদয়বান ব্যক্তির মন গলবে। দুর্ভাগ্যবশতঃ মিষ্টার ডেভিস বিশেষ করে এই ফাশ্যানী আচারটার গন্ধ অপছন্দ করতেন। তাঁর রাগের সঙ্গে যুক্ত হল অভক্তি।

"এই সব না কি?"

"ঠিক নয়," থতোমতো এমি বলল।

"বাকীগুলো এক্ষুণি নিয়ে এসো।"

নিজের আসনের দিকে হতাশভাবে একবার দৃষ্টি ক্ষেপের পরে এমি আদেশ পালন করল।

"তুমি ঠিক বলছ আর নেই?"

"স্যর, আমি কখনও মিথ্যা বলি না।"

"তাই দেখছি। এখন এই জঘন্য জিনিসগুলো দুটো দুটো করে নিয়ে

জানালার বাইরে ফেলে দাও।"

স্বতঃস্ফূর্ত দীর্ঘশ্বাস প্রবাহিত হয়ে ঝটিকার রূপ নিল, তাদের উৎসুক অধর থেকে ভোজ ছিনিয়ে নেওয়ায় শেষ আশাও চলে গেল; লজ্জা ও রাগে আরক্ত এমি পীড়াদায়ক দৃঢ়ক্ষেপে যাতায়াত করল। প্রত্যেক বারে অত পুষ্ট ও রসালো চেহারার অভিশপ্ত নেবু জোড়া যখন ওর অনিচ্ছুক হাত থেকে রাস্তায় পড়ল, রাস্তায় উচ্চ চীৎকার মেয়েদের মনোকষ্ট ভরপুর করে তুলল, কারণ ওরা বুঝতে পারল যে ওদের চিরশত্রু ছোট ছোট আইরিশ ছেলেমেয়ে ওদের খাদ্য সোৎসাহে গ্রহণ করছে। এটা বড়—বড়ই বাড়া-বাড়ি, অনমনীয় মিষ্টার ডেভিসের দিকে সকলেই ক্রুদ্ধ বা করুণ দৃষ্টিক্ষেপ করল, এবং একজন নেবুর ভক্ত কেঁদেই ফেলল।

শেষবার এমি ফিরলে মিষ্টার ডেভিস অশুভ ধরণে "হে" বলে ওঁর সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ ভঙ্গিতে বল্লেন, 'মেয়েরা, তোমরা জানো এই সপ্তাহ পূর্বে তোমাদের কি বলেছিলাম। এই ঘটনার জন্যে আমি দুঃখিত কিন্তু আমি নিয়মভাঙার সুযোগ দেই না, আমি কখনই কথার খেলাপ করি না। মিস মার্চ, হাত বাড়াও।'

এমি চমকে উঠল, দুহাত পেছনে লুকিয়ে ওঁর দিকে সানুনয় দৃষ্টিক্ষেপ করল। সে কথা বলতে পারছিল না, দৃষ্টি দিয়ে অধিকতর অনুনয় জানাল।

'বুড়ো ডেভিস' বলে ওকে ডাকা হয়, এমি 'বুড়ো ডেভিসের' প্রিয়পাত্রী। আমার নিজস্ব ধারণা যে, উনি নিশ্চয় ওঁর কথার খেলাপ করতেন, যদি না একজন দায়িত্বজ্ঞানশূন্য তরুণী মহিলার ক্রোধ অস্ফুট অবজ্ঞাধ্বনির রূপ নিত। যতই ক্ষীণ হোক, শব্দটা বদমেজাজী ভদ্রলোককে আরও ক্রুদ্ধ করল, এবং অপরাধীর ভাগ্য নির্ণয় হয়ে গেল।

'মিস মার্চ, তোমার হাত!' নির্বাক আকুতির একমাত্র উত্তর। ক্রন্দন বা অনুনয় না করে আত্মসম্মানী এমি দাঁতে দাঁত চেপে, সগৌরবে মাথা উঁচু করে ওর ছোট হাতের পাতাটিতে জ্বালাময় অনেকগুলো আঘাত সহ্য করল। তার জীবনের এই প্রথম সে মার খেল। তার চোখে লজ্জাটা এতই বেশী যে, ধাক্কা দিয়ে উনি ওকে ফেলে দিলেও একই রকম হত।

'টিফিন পর্যন্ত তুমি মঞ্চের ওপর দাঁড়িয়ে থাকো', যখন আরম্ভ করেছেন তখন পুরোপুরি শেষ করতে চেয়ে মিষ্টার ডেভিস বল্লেন।

ভয়ানক কথা! নিজের আসনে ফিরে যেয়ে চতুষ্পার্শ্বে বন্ধুদের করুণার্দ্র দৃষ্টি অথবা যৎসামান্য শত্রুদের পরিতৃপ্ত দৃষ্টিক্ষেপেই যথেষ্ট খারাপ লাগত। কিন্তু অপরাধের সদ্য বোঝা সমেত গোটা স্কুলের সম্মুখে দাঁড়ানো অসম্ভব মনে হল। এক সেকেণ্ড সে অনুভব করল যে যদি সে যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই ঢলে পড়ে কেঁদে ভেঙ্গে পড়তে পারত। অবিচারের তিক্ত উপলব্ধি ও জেনী স্নো-এর বিষয়ে চিন্তা ওকে সাহায্য করল সহ্য করায়। লজ্জাজনক স্থানটিতে যেয়ে ষ্টোভের চোঙা ও মুখমণ্ডলের প্রতীয়মান সমুদ্রের ঊর্ধ্বে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে এত নিশ্চল ও শাদা হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে, সম্মুখের সেই করুণ মূর্তির সামনে বসে পড়াশোনা মেয়েদের সুকঠিন মনে হল।

পরবর্তী পনেরো মিনিট ধরে গর্বিত ও স্পর্শকাতর মেয়েটি যে লজ্জা-বেদনা ভোগ করল তা অবিস্মরণীয়। অন্যের কাছে এটা বিদঘুটে বা তুচ্ছ ব্যাপার হলেও ওর কাছে এটা তিক্ত অভিজ্ঞতা। কারণ জীবনের বারো বছর ওর ভালবাসায় পরিচালিত, এ ধরণের আঘাত পূর্বে আসেনি। হাতের যন্ত্রণা ও মনের ব্যথার কথা ও ভুলে গেল।

'বাড়ীতে বলতে হবেই। আমার বিষয়ে ওরা কত হতাশ হয়ে যাবে এই চিন্তাই মনে এল।

পনেরো মিনিটকে এক ঘণ্টা মনে হল, কিন্তু অবশেষে তারও শেষ হল! 'বিরতি' কথাটা তার কাছে পূর্বে কখনও এত স্বাগত লাগেনি।

'মিস মার্চ, তুমি যেতে পারো।'

মিষ্টার ডেভিস অস্বস্তির সুরে বল্লেন।

এমি ভর্ৎসনাপূর্ণ যে দৃষ্টিতে ওঁর দিকে চাইল, তিনি অচিরাৎ ভুলতে পারলেন না। সে কারুর সঙ্গে একটি কথাও না বলে সোজা ছোট ঘর থেকে নিজের জিনিষপত্র তুলে নিয়ে স্থানত্যাগ করল। আবেগে সে নিজের মনে বলল, 'জন্মের মত'। বাড়ী ফিরে বিষণ্ণ অবস্থায় রইল সে। কিছু পরে বড় মেয়েরা ফিরে এলে তৎক্ষণাৎ বিরক্তিমূলক সভা করা হল। শ্রীমতী মার্চ বেশী কিছু বললেন না, কিন্তু অসুখী দেখাল তাঁকে। অতি আদরের সঙ্গে তিনি আহত ছোট মেয়েটিকে সান্ত্বনা দিলেন। মেগ অপমানিত হাতটি গ্লিসারিন ও চোখের জলে ধুয়ে দিল; বেথের মনে হল এমন দুঃখে তার প্রিয়

বেড়াল ছানারাও সান্ত্বনা প্রদানে অসমর্থ ; জো ক্রুদ্ধ হয়ে প্রস্তাব দিল যে, অবিলম্বে মিষ্টার ডেভিসকে গ্রেপ্তার করা হোক। হ্যানা 'শয়তানের' উদ্দেশে ঘুঁসি দেখাল ও এতই বেগে নৈশভোজনের আলু চটকাতে লাগল যেন লোকটি ওর হামানদিস্তার নীচে। বন্ধুরা ভিন্ন এমির পলায়ন কারুর চোখে পড়ল না। কিন্তু তীক্ষ্ণ দৃষ্টিসম্পন্ন মেয়েরা লক্ষ্য করল যে, অপরাহ্নে মিষ্টার ডেভিস বেশ সদয় এবং অস্বাভাবিক শঙ্কাতুর। স্কুল বন্ধ হবার ঠিক পূর্বে জো তীব্র মুখভাব সহ দর্শন দিল। ডেস্কের দিকে যেয়ে মায়ের চিঠি দিল সে। তারপর এমির সব সম্পত্তি সংগ্রহ করে বিদায় নিল। দরজার পাপোষে জুতোর কাদা সযত্নে মুছে গেল সে, যেন স্থানটির ধূলো পা থেকে ঝেড়ে মুছে যাচ্ছে।

সেইদিন সন্ধ্যায় মিসেস মার্চ বল্লেন, 'হ্যাঁ, স্কুল থেকে একটু ছুটি নিতে পারো তুমি। কিন্তু আমি চাই প্রত্যহ বেথের সঙ্গে কিছু পড়াশোনা করবে। আমি কায়িক শাস্তি দেওয়া পছন্দ করি না, বিশেষ করে মেয়েদের বেলায়। আমি মিষ্টার ডেভিসের শিক্ষাপদ্ধতি পছন্দ করি না। যে সব মেয়েদের সঙ্গে মিশছো, তারাও তোমার কোন উপকার করছে বলে আমি মনে করি না। অন্য কোথাও তোমাকে পাঠাবার আগে তোমাদের বাবার পরামর্শ আমি নেব।'

'বেশ, বেশ ! আমার ইচ্ছা হয় সমস্ত মেয়েরা চলে এসে ওঁর যাচ্ছেতাই ইস্কুলটা নষ্ট করে দিক। ওই রসালো নেবুগুলোর কথা ভাবলে পাগল হয়ে যাই', এমি শহীদের ধরণে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল।

'ওগুলো গেছে বলে আমি দুঃখিত নই। তুমি নিয়মকানুন ভেঙেছ, অবাধ্যতার জন্যে কিছু শাস্তি তোমার পাওনা ছিল,'—কঠিন উত্তর এল। ছোট মেয়েটি সহানুভূতি ভিন্ন অন্য কিছু প্রত্যাশা করেনি তাই সে কিঞ্চিৎ নিরাশ হয়ে পড়ল। এমি সজোরে বলল, 'সারা স্কুলের সম্মুখে আমি অপমানিত হয়েছি তাতে তুমি খুশি, বলতে চাও !'

মা বললেন, 'আমি হলে ওভাবে দোষ শুধরে দেবার চেষ্টা করতাম না। কিন্তু লঘুতর প্রণালী তোমার অধিক উপকার করবে কি না বলতে পারি না। বাছা, তুমি বেশ একটু দেমাকী হয়ে উঠছ। নিজেকে সংশোধন করে নেবার সময় এসেছে। তোমার ছোটখাটো অনেক গুণ ও শক্তি

আছে। কিন্তু সেগুলো ঘটা করে দেখানোর দরকার হয় না। কারণ দেমাক শ্রেষ্ঠ প্রতিভারও ধ্বংস আনে। প্রকৃত প্রতিভা ও সৎগুণের দীর্ঘদিন অনাদৃত থাকার আশঙ্কা কম। যদি হয়-ও, সেটি থাকার বা সৎব্যবহার করার বিষয়ে সজাগতা মানুষকে তৃপ্ত রাখা উচিত। সর্বশক্তির প্রকৃষ্ট শোভা বিনয়।' এককোণে লরি জো-এর সঙ্গে দাবা খেলছিল, সে বলে উঠল, 'হ্যাঁ তাই! আমি একদা একটি ছোট মেয়েকে চিনতাম। ওর যথার্থ উল্লেখযোগ্য সঙ্গীতশক্তি ছিল, কিন্তু ও জানত না। ওর ধারণা ছিল না যে, একা থাকার সময়ে সে কত মধুর ছোট-ছোট সুর তৈরি করে। কেউ বললেও সে বিশ্বাস করতে পারত না।' লরির পাশে দাঁড়িয়ে সাগ্রহে শুনতে শুনতে বেথ বলল, 'ওই চমৎকার মেয়েটিকে আমার চিনতে ইচ্ছা করে। আমি এত বোকা, ও আমাকে সাহায্য করতে পারত।'

'তুমি তাকে চেনো। অন্যে যা পারে না ততটা সাহায্য সে তোমাকে করে থাকে।' প্রফুল্ল কালো চোখে এমন সকৌতুক অর্থ সহ বেথের দিকে চেয়ে লরি বলল যে, বেথ সহসা ঘোর রক্তবর্ণ ধারণ করল। এমন অপ্রত্যাশিত আবিষ্কারে অভিভূত হয়ে সে সোফা-কুশানে মুখ লুকাল।

আদরের বেথকে প্রশংসার মূল্যস্বরূপ জো লরিকে খেলায় জিতে যেতে দিল। প্রশংসার পরে ওদের সামনে বাজাতে বেথকে রাজী করা গেল না। লরি যথাসাধ্য চেষ্টা করল। বিশেষ উৎফুল্ল মেজাজে ছিল সে, কারণ মার্চদের কাছে সে কদাচিৎ তার চরিত্রের বিষাদময় দিকটা দেখাত। লরি সানন্দে গান গাইল। সারা সন্ধ্যায় বিষণ্ণ মেজাজী এমি যেন একটি নূতন ধারণা লাভ করল, সে চলে গেলে পরে, হঠাৎ বলল, 'লরি কি গুণবান ছেলে?'

মা উত্তর দিলেন, 'হ্যাঁ, ওর উৎকৃষ্ট বিদ্যালাভ হয়েছে, অনেক গুণও আছে। যদি আদরে নষ্ট না হয়ে যায়, লরি চমৎকার পুরুষ হবে।'

এমি জিজ্ঞাসা করল, 'আর, ও দেমাকী নয়, নয় কি?'

'একটুও না; তাই ও এত চমৎকার, ওকে তাই আমরা সকলে এত পছন্দ করি।'

এমি চিন্তাশীলভাবে বলল, 'দেখেছি, গুণপণা থাকা, রুচিবান হওয়া অথচ জাঁক না দেখানো বা ফুলে না ওঠাই সুন্দর।'

মিসেস মার্চ বললেন, 'ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহার ও কথার মধ্যে ওই বস্তুগুলো দেখা বা বোঝা যায় সব সময়, যদি সবিনয় প্রকাশ হয়। কিন্তু আঙুল দিয়ে দেখানোর প্রয়োজন নেই।'

'যেমন লোকে জানবে তোমার আছে, তাই বলে সমস্ত টুপী, গাউন, ফিতে এক সঙ্গে পরা ঠিক নয়।

জো যোগ করে দিল ; এবং উপদেশাবলী শেষ হল হাসির মধ্যে।

আট

ধ্বংসদেবের সাক্ষাৎকারে জো

'মেয়েরা, কোথায় যাচ্ছ তোমরা?' এমি প্রশ্ন করল। এক শনিবার অপরাহ্নে ওদের ঘরে ঢুকে সে দেখল ওরা বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। গোপনতার গন্ধ পেয়ে এমির কৌতূহল উদ্দীপ্ত হল।

জো কড়া স্বরে ধমক দিল, 'মাথা ঘামিও না। ছোট মেয়েরা প্রশ্ন করবে না।'

যখন আমরা ছোট থাকি, সেই কথাটা মনে করিয়ে দেওয়া বিরক্তিজনক। 'লক্ষ্মীটি, চলে যাও' আদেশটা আরও অশান্তিময়। এমি এই অপমানে ক্ষেপে উঠল ও স্থির করল একঘণ্টা উত্যক্ত করতে হলেও গোপনতথ্য জেনে নেবে।

মেগ বেশিক্ষণ এমিকে কিছু অস্বীকার করে না, মেগের কাছে সে অনুনয় করল, 'আমাকে বলো না। আমাকেও তোমাদের যেতে দেওয়া উচিত। কারণ বেথ ওর পিয়ানো নিয়ে মাতামাতি করছে, আমার কোন কাজ নেই। বড় একা বোধ করছি।' মেগ বলতে আরম্ভ করল, 'লক্ষ্মী মেয়ে আমি তো পারি না, তোমার যে নেমন্তন্ন হয়নি।'

জো অসহিষ্ণুভাবে বাধা দিল, 'মেগ, চুপ করো, নইলে সমস্ত পণ্ড হবে। এমি, তোমার যাওয়া চলে না, খুকী সেজে ঘ্যানঘ্যান কোর না।'

'তোমরা কোনও জায়গায় লরির সঙ্গে যাচ্ছ, আমি জানি তোমরা যাচ্ছ। কাল রাত্রে তোমরা সোফায় বসে একসঙ্গে ফিসফাস করছিলে, হাসছিলে। আমি আসামাত্র চুপ করে গেলে। ওর সঙ্গে যাচ্ছ, না?'

'হ্যাঁ, যাচ্ছি আমরা। এখন চুপ করো তো, বিরক্ত কোর না।'

এমি রসনা সংযত করল, কিন্তু চোখকে খাটাল। মেগ পকেটে একখানা হাতপাখা ঢুকিয়ে নিচ্ছে দেখতে পেল।

'আমি জানি! আমি জানি! তোমরা থিয়েটারে যাচ্ছ সপ্ত প্রাসাদ দেখার জন্যে', সে বলে উঠল। দৃঢ়ভাবে আবার বলল সে, 'আমিও যাবো। মা বলেছেন, আমি এটা দেখতে পারি। আমার হাতখরচের টাকাও

আছে। আগে আমাকে না বলাটা তোমাদের নীচতা হয়েছে।

মেগ সান্ত্বনার স্বরে বলল, 'আমার কথা একটু শোন তো, লক্ষ্মী মেয়ে হও। এ সপ্তাহে তোমার যাওয়া মা চান না। এই পরীর রাজ্যের দৃশ্যের আলো সহ্য করার পক্ষে এখনও তোমার চোখ ঠিক সবল হয়নি। পরের সপ্তাহে বেথ, হানার সঙ্গে যেয়ে আমোদ কোর।'

'তোমাদের আর লরির সঙ্গে যাওয়ার মত অর্ধেক ভালও আমার তা লাগবে না। আমাকে নিয়ে চলো না। সর্দি হয়ে এতদিন আটক ছিলাম। একটু ফুর্তির জন্যে মরে যাচ্ছি। মেগ নিয়ে চলো। আমি খুব লক্ষ্মী হয়ে থাকব।' যথাসম্ভব কাতরভাবে এমি অনুনয় করতে লাগল।

মেগ বলতে গেল, 'ধরে: যদি ওকে নিয়ে যাই। যদি বেশ ঢেকেঢুকে নিয়ে যাই, মনে হয় না মা আপত্তি করবেন।'—

'ও গেলে আমি যাবো না! আমি না গেলে লরির ভাল লাগবে না। তাছাড়া যখন সে শুধু আমাদের নেমন্তন্ন করেছে, এমিকে টেনে সঙ্গে নেওয়া খুব অভদ্রতা। যেখানে ওকে ডাকা হয়নি সেখানে নিজেকে ঠেলে দেওয়া ওরও খারাপ লাগা উচিত,' জো রাগ করে বলল। যখন আনন্দ করতে চলেছ তখন একজন অস্থির বাচ্চার দেখাশোনার দায় ভাল লাগে না।

জো-এর কথার সুর ও আচরণে এমি রেগে গেল। বুটজুতো পরতে পরতে ওর সবচেয়ে জ্বালানো ভঙ্গিতে বলেছে 'আমি যেতে পারি। যদি আমি নিজের টাকা দিই, লরির কিছু করার নেই।'

'আমাদের আসন রিজার্ভ-করা, তুমি আমাদের সঙ্গে বসতে পারবে না; লরি তোমাকে নিজের জায়গা দিয়ে দেবে, আমাদের আনন্দ মাটি হবে। কিংবা সে তোমার জন্যে একটা আসন যোগাড় করবে। সেটা ঠিক নয়, তোমাকে তো বলা হয়নি যেতে। একপা নড়বে না, যেখানে আছ থাকবে,' জো আরও রাগ করে বকুনী দিল। তাড়াতাড়িতে ওর আঙুলটায় খোঁচা লেগে গেছে কি না!

একপাটী জুতোপরা এমি মেজেয় বসে কাঁদতে সুরু করল, মেগ ওকে বোঝাতে চেষ্টা পেল। এমন সময়ে লরি একতলা থেকে ডাক দিল। বোনকে রোরুদ্যমান অবস্থায় রেখে মেয়ে দুটি তাড়াতাড়ি নেমে গেল। মধ্যে মধ্যে এমি নিজের বুড়োটে ভাবভঙ্গি ভুলে আদুরে গোপালের মত

ব্যবহার করে।

দলটি যাত্রার মুখে এমি রেলিং-এ ঝুঁকে ভয় দেখানো স্বরে বলল, "জো মার্চ, এজন্যে তোমাকে দুঃখ পেতে হবে, দেখো কি না।"

জোরে দরজা বন্ধ করে জো উত্তর দিল, "ছাই হবে।"

ওদের চমৎকার সময় কাটল, কারণ, হীরক হ্রদের সপ্ত প্রাসাদ মনোমত দীপ্তিময় ও অপূর্ব। কিন্তু হাস্যজনক, রক্তবর্ণ ক্ষুদে অপদেবতা, ঝকঝকে বামন, রমণীয় রাজপুত্র ও রাজকন্যা থাকা সত্ত্বেও জো-এর আনন্দে একবিন্দু তিক্ততা রইল। পরীরাণীর সোনালী চুলের গুচ্ছ এমির কথা ওকে মনে করাল। ওকে "এজন্যে দুঃখ" দিতে বোন কি করবে সেই কল্পনা নিয়ে অভিনয়ে গর্ভাঙ্কের বিরামে জো কৌতুক পেল। তার ও এমির জীবন-যাত্রায় প্রায়ই অনেক দুরন্ত বিবাদ ঘটেছে, দুজনেরি ক্ষণক্রোধী স্বভাব, এবং চটে গেলে ক্ষেপে যাওয়ার অভ্যাস কি না। এমি জোকে ক্ষেপাত, জো এমিকে উত্যক্ত করত, কখনও বিক্ষোভ হত, পরে দুজনেই যথেষ্ট লজ্জা পেত সেজন্য। যদিও সে বড়, জো-এর আত্মসংযম সর্বাপেক্ষা কম। উত্তপ্ত মেজাজের জন্য ক্রমাগত বিপদে পড়ত জো। সেই মেজাজ দমনে বেগ পেতে হত। ওর রাগ দীর্ঘস্থায়ী নয়, সবিনয়ে নিজের দোষ স্বীকারের পরে সে আন্তরিক অনুতপ্ত হয়ে শুধরে নিতে চাইত। বোনেরা বলত যে, জোকে ক্ষেপিয়ে দিতে ভাল লাগে, কারণ পরে সে যেন দেবদূত হয়ে ওঠে। জো বেচারী ভাল হবার প্রাণপণ চেষ্টা পেত, কিন্তু তার অন্তর শত্রু সর্বদা উদ্দীপ্ত হয়ে ওকে পরাভূত করতে প্রস্তুত। বহু বৎসরের সহিষ্ণু প্রয়াস লেগেছিল দমন করতে।

বাড়ী ফিরে ওরা দেখল বসার ঘরে এমি বই পড়ছে। ওরা প্রবেশ করলে সে একটা অত্যাচারিত ভঙ্গি গ্রহণ করল, বই থেকে চোখ তুলল না বা একটাও প্রশ্ন করলনা ও। নাটকের উজ্জ্বল বর্ণনা শোনা না হলে বোধহয় কৌতূহল অন্যায়বোধকে দমন করত। পোষাকী টুপীটা তুলে রাখার সময়ে জো টেবলের দিকে চেয়ে দেখল। কারণ শেষবারের কলহের সময়ে এমি জো-এর ওপরের ড্রয়ারটি মেজেয় উপুড় করে শান্তি পেয়েছিল। যা হোক, সব কিছু ঠিকঠাক আছে। নিজের বিভিন্ন আলমারী, ব্যাগ ও বাক্স চক্ষের নিমেষে দেখে নিয়ে জো ঠিক করল এমি ক্ষমা করেছে, নিজের ক্ষতি

ভুলেছে।

জো-এর ভুল হয়েছিল। পরের দিনের আবিষ্কারের পরে ঝড় বইল। অপরাহ্ণের শেষ, মেগ বেথ ও এমি এক জায়গায় বসেছিল। জো ঘরে সবেগে উত্তেজিতভাবে প্রবেশ তরে রুদ্ধশ্বাসে দাবী করল, "কেউ আমার বই নিয়েছ?"

মেঘ ও বেথ তৎক্ষণাৎ বলল "না।" অবাক হল তারা। এমি কিছু না বলে আগুনে খোঁচা দিল। জো ওর রং লাল হয়ে উঠতে দেখে এক মিনিটে ওকে কোণঠাসা করল।

"এমি, তুমি নিয়েছ।"

"না। নেইনি।"

"তাহলে কোথায় আছে তুমি জানো!"

"না, আমি জানি না।"

ওর কাঁধ চেপে ধরল জো, এমির চেয়ে অনেক সাহসী মেয়েকেও ভয়-পাওয়ানোর মত ভয়াবহরূপে বলল, "মিথ্যা কথা।"

"না, নয়। ওটা আমার কাছে নেই, কোথায় এখন জানি না, জানতেও চাই-না।"

জো ওঁকে মৃদু ঝাঁকুনি দিল, "তুমি কিছু জানো ওটার বিষয়ে? ভালো চাও তো এক্ষুণি বলো, নইলে বলতে বাধ্য করব।"

এমিও উত্তেজিত হয়ে বলল, "যতখুসী বকাবকি করো। তোমার বাজে, যাচ্ছেতাই বইটা আর চোখেও দেখবে না কখনও।"

"কেন?"

"আমি ওটা পুড়িয়ে ফেলেছি।"

'কি বললে! আমার অত প্রিয় ছোট বইখানা, রোজ লিখেছি, বাবা ফেরার আগে শেষ করার ইচ্ছা ছিল, সেটা? সত্যিই তুমি পুড়েয়েছ না কি?' জো বিবর্ণ হয়ে গেল, চোখ দুটো জলে উঠল তার, হাত দুখানায় এমিকে অস্থিরভাবে চেপে ধরল।

'হ্যাঁ, পুড়িয়েছি! কাল বলেছিলাম অত মেজাজ দেখানোর শোধ দিতে বাধ্য করব তোমাকে, আমি তাই করেছি, সেজন্যে—'

এমি আর বলতে পারল না। জো-এর গরম মেজাজ ওকে অভিভূত

করে ফেলল। এমির দাঁতগুলো মুখে ঝন্‌ঝন আরম্ভ না করা পর্যন্ত জো ওকে ঝাঁকুনী দিতে লাগল ও শোকে রাগের উচ্ছ্বাসে চিৎকার করল, 'শয়তান মেয়ে, আচ্ছা শয়তান! আমি আর বইখানা লিখতে পারব না। যতদিন বেঁচে থাকব—তোমাকে আমি মাপ করব না।'

মেগ এমিকে বাঁচাতে ছুটল, বেথ জোকে থামাতে গেল। কিন্তু জো নিজেকে হারিয়ে ফেলেছে। বোনের কানে একটা শেষ চড় ঝেড়ে ও ঘর থেকে ছুটে চিলেকোঠার সোফায় গেল এবং একা একা নিজের সংগ্রাম শেষ করল।

নীচে ঝড়ের বিরতি হয়ে গেল। কারণ মিসেস মার্চ বাড়ী ফিরে এলেন। ব্যাপারটা শুনে এমিকে শীঘ্রই তিনি বুঝিয়ে দিলেন বোনের সে কত ক্ষতি করেছে। জো-এর বইখানা ওর মনের গর্বের বস্তু ছিল, পরিবারের লোকেরা মনে করত যে প্রকাণ্ড সাহিত্যিক সম্ভাবনার বিকাশ। ছোট ছোট গোটা ছয় পরীর গল্প মাত্র। কিন্তু জো ধৈর্য ধরে কাজে সারা মন দিয়ে পরিশ্রম করেছিল। আশা ছিল মুদ্রণের পক্ষে সুযোগও কিছু লাভ করতে পারবে। কেবলমাত্র সযত্নে সেগুলি কপি করে পুরনো পাণ্ডুলিপি নষ্ট করে দিয়েছে সে। সুতরাং এমির অগ্নিবিলাস অনেক বৎসরের সযত্ন কর্মকে ধ্বংস করেছে। অন্যের কাছে সামান্য ক্ষতি, কিন্তু জো-এর কাছে এটা ভয়ানক দুর্ঘটনা, কখনও ক্ষতিপূরণ হতে পারে মনে হল না তার। মৃত বেড়ালছানার শোকের মত বেথ এজন্য শোক করল, মেগ প্রিয় আদরিণীর পক্ষ নিতে স্বীকার পেল না; মিসেস মার্চ গম্ভীর ও বিষণ্ণ রইলেন। এমি বুঝতে পারল যে কাজ করে সে এখন সকলের চেয়ে অনুতপ্ত, সেই কাজের জন্য ক্ষমা না চাইলে কেউ ওকে ভালবাসবে না।

চায়ের ঘণ্টা পড়লে জো এত কঠিন ও অনমনীয় ভাবে দেখা দিল যে এমির সমস্ত সাহস সংগ্রহ করতে হল শান্তভাবে বলতে, "জো, আমাকে ক্ষমা করো। আমি ভারি, ভারি দুঃখিত।"

"আমি কখনও তোমাকে ক্ষমা করব না" জো-এর কঠোর উত্তর এল। তখন থেকে সে এমিকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতে লাগল।

মহা ক্ষতির বিষয়ে কেউ কথা বলল না, মিসেস মার্চও নয়, কারণ অভিজ্ঞতার দ্বারা সকলে জানে যে জো এরকম মেজাজে থাকলে কথা বলা

পণ্ডশ্রম। সব থেকে বুদ্ধিমানের পথ হচ্ছে অপেক্ষা করা, যতক্ষণ না ছোট কোন ঘটনা বা নিজের দিলদরিয়া প্রকৃতির ফলে জো-এর রাগ কোমল হয় ও ব্যবধান জোড়া লাগে। সন্ধ্যাটি সুখময় হল না যদিও তারা নিয়মমাফিক সেলাই করল। এবং জননী জোরে জোরে ব্রেমার, স্কট বা এজওয়ার্থ থেকে পড়ে শোনালেন; একটা অভাববোধ অনুভূত হল। মধুর গৃহশান্তি ব্যাহত। গানের সময়ে ওরা এটা বিশেষভাবে বুঝতে পারল। কারণ বেথ শুধু বাজাতে পারল। জো পাথরের মত নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইল এবং এমি ভেঙ্গে পড়ল। সুতরাং মেগ ও মা মাত্র গান গাইলেন। ভরত পাখীর মত সানন্দ হওয়ার প্রয়াস সত্ত্বেও বাঁশীর কণ্ঠস্বরে সুর নিত্যকারের মত মধুর বাজল না। সকলেরি বেসুর মনে হল।

জো শুভ রাত্রির চুম্বন নেবার সময়ে শ্রীমতী মার্চ আস্তে ধীরভাবে বললেন,—

"লক্ষ্মীটি, ক্রোধের ওপর সূর্যাস্ত হতে দিও না। পরস্পরকে ক্ষমা করো, আগামী কাল আবার সুরু কর।"

জননীর সেই বক্ষে মাথা নামিয়ে সমস্ত শোক ক্রোধকে কেঁদে ভাসিয়ে দিতে ইচ্ছা হল জো-এর। কিন্তু চোখের জল অপৌরুষেয় দুর্বলতা। তাছাড়া সে এতটাই ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করছিল যে, সত্যি সত্যি তখনই ঠিক ক্ষমা করতে পারছিল না। তাই সে জোরে চোখ পিটপিট করে মাথা নাড়াল! এমি শুনছিল তাই কর্কশ স্বরে বলল, "জঘন্য কাজ করেছে। ও ক্ষমার যোগ্য নয়।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে জো সোজা বিছানায় চলে গেল। সে রাত্রে কোন মজাদার বা সুগোপন গল্প হল না।

এমির শান্তি-প্রস্তাব প্রত্যাখাত হওয়ায় এমি খুব চটে গিয়েছিল। নিজেকে নীচু না করলেই হত, সে ভাবতে আরম্ভ করল। সে নিজেকে অনেক বেশী ক্ষতিগ্রস্ত মনে করতে এবং বিশেষ বিরক্তিজনক ভঙ্গীতে নিজের অধিকতর গুণ নিয়ে জাঁক দেখাতে লাগল। জো তখনও বজ্রগর্ভ মেঘের ন্যায়। সারাদিন ভাল কিছুই ঘটল না। সকালে বেজায় ঠাণ্ডা, ওর আদরের পিঠেটি আস্তাকুঁড়ে পড়ে গেল, মার্চ পিসীর কাছ থেকে অস্থিরতার ধমক এল, মেগ বিষন্ন, বেথ জো বাড়ী ফিরলে কাতর ও উৎকণ্ঠ দেখাল।

এমি মন্তব্য করতে লাগল কতকগুলি লোকের সম্বন্ধে, যারা সর্বদা ভাল হবার বিষয়ে বলে কিন্তু অন্য লোকের সাধু উদাহরণ দেখলেও চেষ্টা করে না।

"সকলে এত বিশ্রী। আমি লরিকে স্কেটে যেতে বলব। লরি সর্বদা হাসিখুসী ও সহৃদয়, ও আমাকে ঠিক করে দেবে জানি।" জো নিজের মনে বলে যাত্রা করল।

এমি স্কেটের শব্দ শুনতে পেল। বাইরে তাকিয়ে অসহিষ্ণুভাবে সে বলে উঠল,—

"ওই তো! ও আমাকে কথা দিয়েছিল পরের বারে আমি যাব। আমরা আর বরফ এর পর পাব না। কিন্তু এমন বদরাগীকে আমাকে নিয়ে যাবার কথা বলা চলে না।"

'একথা বোল না; তুমি ভারী অসভ্যতা করেছিলে। ওর আদরের ছোট্ট বইখানা হারাবার ক্ষতি ক্ষমা করা শক্ত। কিন্তু আমি মনে করি ও এখন ক্ষমা করতে পারে। মনে হয় ও করবে, যদি ঠিক সময়ে চেষ্টা করো', মেগ বলল 'ওদের পেছু পেছু চলে যাও। লরির সঙ্গে জো হাসিখুসী হয়ে ওঠার আগে কিছু বোল না। তখন একটা শান্ত মুহূর্তে ওকে শুধু চুমো দাও বা কিছু সদয় কাজ করো। আমি নিশ্চয় জানি মনে-প্রাণে জো আবার ভাব করবে।'

'আমি চেষ্টা করবো,' এমি বলল। উপদেশটা ভালো মনে হল ওর দ্রুততার সঙ্গে তৈরি হয়ে সে পাহাড়ের উপর সবে অদৃশ্যমান বন্ধুদের পিছনে ছুটল।

নদীটা দূরে নয়। এমি পৌঁছবার আগেই উভয়ে তৈরি। জো ওকে আসতে দেখে পেছন ফিরল। লরি দেখেনি। সে তীর ধরে সাবধানে স্কেট করে যাচ্ছিল বরফ ঠুকে ঠুকে। কারণ শীতের কামড়ের পরে গরমের ছোঁয়া লেগেছে। 'প্রথম বাঁকটায় আমি যাব। রেস আরম্ভের আগে দেখব সেটা ঠিক আছে কি না,' এমি লরিকে বলতে শুনল। সে লোম বসানো কোট ও টুপীতে একজন তরুণ রাশিয়াবাসীর মত ছুটে গেল।

দৌড়ের পর এমি হাঁপাচ্ছে, স্কেট পরার চেষ্টায় পা ধাপাচ্ছে, আঙুল ঝাড়ছে, জো শুনতে পেল। কিন্তু জো একবারও ফিরল না, নদীর ধারে এঁকে বেঁকে ধীরে চলল। বোনের বিপদে মনে একটা তিক্ত অসুখজনক

ধরণের তৃপ্তি তার। জো লালন করেছে ক্রোধকে বৃদ্ধি পেয়ে ওকে গ্রাস করা পর্যন্ত অশুভ চিন্তা ও ভাব সর্বদা তাই করে, যদি না তৎক্ষণাৎ উপড়ে ফেলা হয়।

লরি বাঁকে ফিরে চিৎকার করে বলল, 'কিনারা ঘেঁষে চল, মধ্যে নিরাপদ নয়।'

জো শুনতে পেল, কিন্তু এমি পায়ে ভর দিয়ে তখনি কষ্টে উঠছিল, একটা কথাও ধরতে পারল না সে। জো পেছন দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করল। যে শিশু শয়তানকে সে প্রশ্রয় দিয়েছিল সে তার কানে বলল 'ও শুনেছে কি না শুনেছে তা'তে আসে-যায় না। নিজের চরখায় নিজে তেল দিক।'

লরি বাঁকে অদৃশ্য, জো সবে ঘুরছে। অনেক পশ্চাতে এমি নদীর মধ্যের সমতল বরফের দিকে চলেছে। এক নিমেষ জো মনে বিচিত্র ভাব সহ নিশ্চলভাবে দাঁড়াল। তারপর সে চলার সঙ্কল্প নিল। কিন্তু কিছুতে যেন তাকে ধরে রাখল ও পেছু ফেরাল। জো দেখল যে হঠাৎ গলা বরফের শব্দ, জলের উচ্ছলতা সহ এমি হাত তুলে ডুবে গেল। সে লরিকে ডাকতে ভয়ে অচল। এমির চিৎকারে জো-এর হৃদযন্ত্র যেন স্তব্ধ হয়ে গেল গলার স্বরও গেছে। সে ছুটে যেতে গেল, পাও যেন শক্তিহীন। এক সেকেণ্ড জো কেবল গতিহীন ভাবে দাঁড়িয়ে ভীতিবিহ্বল মুখে কালো জলের উর্ধে ক্ষুদ্র নীল টুপীটার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকতে পারল। পাশে কে যেন ছুটে এল, লরির গলা ডেকে বলল, 'একটা শিক আনো, এক্ষুণি, এক্ষুণি।'

এর পর কেমন করে কি করল জো যেন বুঝলই না। পরবর্তী কয়েকটি মিনিট সে যেন ভূতগ্রস্তের মত অন্ধ বশ্যতায় লরির আদেশে কাজ করে গেল। লরি কিন্তু বেশ আত্মস্থ। লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে লরি এমিকে হাতে ধরে বাঁকা লাঠিতে ঝুলিয়ে রাখল, ততক্ষণ জো বেড়া থেকে একটা শিক তুলে নিয়েছে। দুজনে মিলে বাচ্চাটিকে তুলে ফেলল। আঘাতের চেয়ে সে ভয় পেয়েছে বেশি।' এখন ওকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব হাঁটিয়ে বাড়ী নিতে হবে, আমি এই বিতিকিচ্ছিরি স্কেটগুলো খুলতে খুলতে ওর গায়ে তুমি জামাকাপড় চাপাও',—এমিকে নিজের কোটে জড়িয়ে বলল লরি। ফিতে খুলছে সে, আগে কখনও এত জটিল লাগেনি বাঁধন।

এমিকে ওরা বাড়ী নিয়ে এল কম্পিত, সিক্ত ও রোরুদ্যমান অবস্থায়।

কিছুক্ষণের উত্তেজনা অন্তে উত্তপ্ত আগুনের সম্মুখে কম্বলাবৃত সে ঘুমিয়ে পড়ল। হুড়োহুড়ির সময়ে জো বিবর্ণ ও বিভ্রান্ত চেহারায় ছুটে বেড়িয়েছে কথাবার্তা বিশেষ না বলে। ওর জামাকাপড় আধখোলা, পোষাক ছিন্ন, হাত বরফে, শিকে ও বাঁকানো, বকলশে কর্তিত ও ক্ষত। এমি আরামে ঘুমন্ত, বাড়ী নিঝুম, শ্রীমতী মার্চ শয্যার পাশে উপবিষ্ট। তিনি জোকে কাছে ডেকে ক্ষত হাত দুখানা জড়িয়ে বেঁধে দিতে লাগলেন।

'ও নিরাপদ ঠিক জানো?' জো অস্ফুট প্রশ্ন করল। বিশ্বাসঘাতক তুহিনস্রোতে তার দৃষ্টির অগোচরে চিরদিনের মত এমির সোনালী চুল ডুবে যেত। জো অনুতপ্ত চোখে সেদিকে তাকিয়ে রইল।

মা খুসীর স্বরে বললেন, 'সোনা ও বেশ নিরাপদ' কোনো আঘাত পায়নি, এমন কি সর্দিও লাগবেনা, মনে হয়। তুমি ওকে তাড়াতাড়ি ঢেকে বাড়ী এনে বুদ্ধির কাজ করেছ।'

'লরি সব করেছে। আমি কেবল ওকে যেতেই দিয়েছিলাম! মা, যদি ও মারা যায় আমারি দোষ।' বিছানার ধারে জো অনুতপ্ত অশ্রুপ্লাবনে লুটিয়ে পড়ল। যা ঘটেছে সমস্ত বলল, নিজের অন্তরের কঠিনতাকে দোষ দিয়ে। যে ভীষণ শাস্তি ওর ঘাড়ে চাপত, তা থেকে রক্ষা পাবার কৃতজ্ঞতায় ফুঁপিয়ে কাঁদল জো।

'আমার মারাত্মক মেজাজের দোষ আমি শোধরাতে চাই। এক একবার পেরেছি, তারপরে পূর্বাপেক্ষা খারাপ হয়ে আবার মেজাজটি প্রকাশ পায়। মা, আমি কি করব? কি করব?' হতাশায় জো বলে উঠল।

'পাহারা দাও, প্রার্থনা করো বাছা! চেষ্টায় ক্লান্ত হয়ো না। তোমার দোষ সংশোধন অসম্ভব বলে কখনোও মনে কোরনা। মিসেস মার্চ একথা বলে উস্কোখুস্কো মাথাটা কাঁধে টেনে ভিজে কপোলে এত আদরে চুমো খেলেন যে জো আগের চেয়ে বেশী কান্না কাঁদল।

'তুমি জানো না, তুমি কল্পনা করতে পার না আমার মেজাজ কত খারাপ। মনে হয় রাগ হলে সব কাজ করতে পারি। এত ক্ষেপে উঠি যে-কোন লোককে ব্যথা দিয়ে আনন্দ পেতে পারি। আমার ভয় হয় কোনদিন ভীষণ কিছু করে ফেলে নিজের জীবন নষ্ট করব ও সকলকে আমাকে ঘৃণা করতে বাধ্য করাব। মা, আমাকে সাহায্য কর, সত্যি

সাহায্য করো।"

'আমি করব, বাছা, করব। এত ব্যাকুল হয়ে কেঁদো না। আজকের দিনের কথা মনে রেখো। সারা মন দিয়ে প্রতিজ্ঞা করো যে, কখনও এমনটি আর করবে না। আমার জো, আমাদের সকলেরি প্রলোভন আছে। কারো কারো তোমার চেয়ে অনেক বেশী। প্রায়ই আমাদের গোটা জীবন যায় সেগুলির দমনে। তুমি ভাবছ তোমার রাগ জগতে সব থেকে খারাপ, কিন্তু আমার রাগও এমনি ছিল।'

এক মুহূর্তের জন্য জো বিস্ময়ে অনুতাপ ভুলে গেল, 'মা, তোমারও? বা, তুমি তো কখনও রাগ করো না।'

'চল্লিশ বছর ধরে আমি এটা শুধরে নেবার চেষ্টা করছি এবং কেবলমাত্র সংযত রাখতে পারছি। জো, প্রায় জীবনের প্রত্যেকটি দিনে আমার রাগ হয়, কিন্তু আমি রাগ না দেখানো শিখেছি। যদিও হয়ত আরও চল্লিশ বছর আমার লেগে যাবে, আমি এখনও আশা রাখি যেন রাগ অনুভব না করতে শিখি।'

অতিপ্রিয় মুখের সহনশীলতা ও বিনয় অতীব তথ্য সমন্বিত বক্তৃতা বা তীব্র ভর্ৎসনার চেয়ে অনেক বেশী শিক্ষা দিল জোকে। সহানুভূতি ও বিশ্বাস পেয়ে অচিরাৎ জো স্বস্তি বোধ করল। মায়ের যে তারি মত একটা দোষ আছে এবং উনি সংশোধনের প্রয়াস পান, এই জ্ঞান নিজের দোষ বহন সহজ করে দিল ও সংশোধনের সংকল্প দৃঢ় করল। যদিও পনেরো বছরের মেয়ের কাছে চল্লিশ বৎসরের পাহারা ও প্রার্থনা বিশেষ দীর্ঘ বলে মনে হল।

মায়ের কাছে পূর্বাপেক্ষা নিজেকে অনেক নিকটস্থ ও প্রিয় অনুভব করে জো প্রশ্ন করল, 'মা, মার্চপিসী বকলে বা লোকজন বিরক্ত করলে কখনও তুমি ঠোঁট চেপে ঘর থেকে বেরিয়ে যাও। তখন তোমার রাগ হয়?'

নিশ্বাস ফেললেন শ্রীমতী মার্চ। জো-এর এলোমেলো চুল পালিশ করে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, ঠোঁটে-চলে-আসা চটপট কথা রোধ করতে আমি শিখেছি। যখন মনে হয় অনিচ্ছায় কথা বেরিয়ে আসবে, আমি একটুক্ষণ চলে যাই। দুর্বল ও মন্দ হওয়ার জন্যে নিজেকে একটু ঝাঁকুনী দেই।'

'চুপ করতে শিখলে কেমনভাবে? আমার জ্বালা ওই—কি যে করছি জানার আগেই কড়া কথাগুলো বার হয়ে আসে। যত বলি তত ক্ষেপে উঠি। শেষে লোকের মনে কষ্ট দিয়ে দারুণ সব কথা বললে আনন্দ লাগে। মাগো, বল, কেমনভাবে তুমি পারো।'

'আমার মা ভালো, উনি সাহায্য করতেন।'

'যেমন তুমি আমাদেরকে করো'—সকৃতজ্ঞ চুম্বনে জো বাধা দিয়ে বলল।

'কিন্তু তোমার চেয়ে একটু বড় বয়সেই তাঁকে হারালাম, বছরের পর বছর একা একা যুদ্ধ করে যেতে হল। অন্য কারুর কাছে নিজের দুর্বলতা ব্যক্ত করার পক্ষে বেশী অভিমানী ছিলাম। কঠিন সময় গেছে আমার, জো, নিজের ব্যর্থতায় অনেক তিক্ত চোখের জল ফেলেছি। কারণ চেষ্টা সত্ত্বেও পারছিলাম না। তারপর তোমার বাবা এলেন। আমি এতই সুখী হলাম যে ভাল হওয়াটা সহজ লাগল। কিন্তু ক্রমে ক্রমে যখন আমার চারধারে চারটি ছোট মেয়ে রইল, আমরা গরীব হয়ে গেলাম, পুরনো জ্বালা সুরু হল। স্বভাবত আমি ধৈর্যশীল নয়। আমার শিশুদের অভাব দেখে আমার বড় কষ্ট হত।'

'বেচারী মা! কোন সাহায্য পেলে তখন?'

"তোমার বাবা, জো। উনি কখনও ধৈর্য হারান না, কখনও সন্দেহ করেন না বা অনুযোগ জানান না। সর্বদা আশাবাদী। এত আনন্দে কাজ করে যান ও অপেক্ষা করে থাকেন যে, ওঁর কাছে ভিন্ন রকম হতে অন্যের লজ্জা করে। উনি আমাকে সাহায্য করলেন, সান্ত্বনা দিলেন এবং বুঝিয়ে দিলেন যে, আমার ছোট ছোট মেয়েদের যে-যে গুণ আমি চাইব, সেগুলি আমার নিজের মধ্যে রাখতে হবে, কারণ তাদের আদর্শ আমি। নিজের জন্যে ছাড়া তোমাদের জন্যে চেষ্টা করা সহজ মনে হল। যখন রেগে কথা বলতাম, তোমাদের দৃষ্টি অনেক কথার চেয়ে বেশী তিরস্কার করত। আমার মেয়েদের কাছে যেমন আদর্শ মহিলা হতে চাই, সেই প্রয়াসের মধুরতম পুরস্কার, ভালবাসা সম্মান ও বিশ্বাস আমার সন্তানদের কাছ থেকে পাওয়া।"

অভিভূত জো বলে উঠল, "মা, যদি তোমার অর্ধেক ভালও হতে পারি,

আমি তৃপ্ত।"

"বাছা, আশা আছে তুমি আরও অনেক ভাল হবে। কিন্তু, তোমাদের বাবা যেমন বলেন, "গৃহ শত্রুকে" পাহারা দিতে হবে। নইলে এটা তোমার জীবন যদি নষ্ট না-ও করে, নিরানন্দ করে দেবে। মনে রেখো, সাবধান করা হয়ে গেছে। আজ যে দুঃখ, অনুশোচনা পেলে তার থেকে অধিক আসতে পারে তার আগে মনপ্রাণ দিয়ে এই ক্ষণ-ক্রোধ দমনের চেষ্টা করো।'

'আমি চেষ্টা করবো, মা, সত্যি চেষ্টা করবো। কিন্তু তুমি আমাকে সাহায্য করবে, মনে করিয়ে দেবে এবং সীমানা পেরোতে দেবে না। আমি দেখতাম কখনও বাবা ঠোঁটে আঙুল রেখে খুব সদয় কিন্তু গম্ভীর মুখে তোমার দিকে চাইতেন। তুমি সর্বদা ঠোঁট জোর করে চেপে চলে যেতে। উনি কি তখন তোমাকে মনে করাতেন?' জো মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করল।

'হ্যাঁ, আমি তাঁকে সাহায্য করতে বলেছিলাম, এবং তিনি কখনও ভুলতেন না। সেই সামান্য ইঙ্গিতটা ও দয়ার্দ্র দৃষ্টি দিয়ে তিনি আমাকে অনেক শক্ত কথা বলা থেকে বাঁচিয়েছেন।'

জো দেখল মায়ের চোখ ভরে উঠল, ঠোঁট কাঁপতে লাগল কথা বলতে। বেশী বলে ফেলেছে, এই ভয়ে সে উৎকণ্ঠিত চাপা স্বরে বলল, 'তোমাকে লক্ষ্য করে দেখা ও সে বিষয়ে বলা অন্যায় না কি? আমি রূঢ় হতে চাই না, কিন্তু যখন যা ভাবি তোমাকে বলায় স্বস্তি হয়, এভাবে এত নিরাপদ ও সুখী লাগে।'

'আমার জো, তোমার মাকে যা খুসী বলতে পারো, কারণ আমার শ্রেষ্ঠ সুখ গর্ব হচ্ছে অনুভব করা যে, আমার মেয়েরা আমাকে বিশ্বাস করে, আর জানে আমি তাদের কতটা ভালবাসি।'

'আমি ভেবেছিলাম তোমাকে কষ্ট দিয়েছি।'

'না, বাছা, কিন্তু তোমাদের বাবার কথায় মনে হল কত তাঁর অভাব বোধ করি আমি, কত ঋণ তাঁর কাছে আমার, এবং কতটা আন্তরিকভাবে আমি তাঁর ছোট মেয়েদের তাঁর উদ্দেশে নিরাপদ ও সৎ রাখতে চেষ্টা করব।'

জো অবাক হয়ে বলল, 'মা তবু তুমি তাঁকে যেতে বলেছিলে, চলে গেলে কাঁদ নি। এখন তুমি অনুযোগ কর না বা দেখা যায় না যে তোমার

কোন সাহায্যের দরকার আছে।'

'প্রিয় দেশের জন্যে আমার শ্রেষ্ঠ সব দিয়েছি। উনি চলে না যাওয়া পর্যন্ত চোখের জল আটক রেখেছি। দু'জনে কেবলমাত্র আমাদের কর্তব্য-টুকু করেছি, অনুযোগের কি আছে? শেষে নিশ্চয়ই আমরা এজন্যে আরও সুখী হবো। যদি সাহায্যের দরকার না দেখে থাকো আমার, তার কারণ হচ্ছে, তোমার বাবার চেয়েও ভাল বন্ধু আমাকে সান্ত্বনা ও নির্ভরতা দিতে আছেন। লক্ষ্মী মেয়ে, তোমার জীবনের প্রলোভন ও অসুবিধা সবে সুরু হয়েছে, হয়তো অনেকই। কিন্তু যদি তোমার জাগতিক পিতার মতই তোমার স্বর্গীয় পিতার শক্তি ও করুণা অনুভবের শিক্ষা নাও, তুমি সব জয় করতে ও পার হতে পারবে। যতই স্বর্গীয় পিতাকে ভালবাসবে, বিশ্বাস করবে, তাঁর নৈকট্য তুমি অনুভব করবে তখনই মানবিক শক্তি ও জ্ঞানের ওপর তুমি কম নির্ভর রাখবে। তাঁর প্রেম ও যত্ন কখনও অবসন্ন বা পরির্তন-শীল নয়, কখনও তোমার কাছ থেকে নিয়ে নেওয়া যাবে না, বরঞ্চ জীবন-ব্যাপী শান্তি, সুখ ও শক্তির উৎস হবে। একথা মনে-প্রাণে বিশ্বাস কোর। যেমন তোমার মায়ের কাছে এসেছ তেমনি তোমার ছোট ছোট ভাবনা আশা, পাপ, ব্যথা নিয়ে সোজা বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বরের কাছে যাও।'

জোএর একমাত্র উত্তর মাকে জড়িয়ে ধরা! পরবর্তী নীরবতায় আন্তরিকতম প্রার্থনা বাক্যবিহীন ভাবে তার হৃদয় থেকে নির্গত হল। কারণ এই বিষণ্ণ অথচ সুখী প্রহরে সে কেবল অনুশোচনা ও হতাশার তিক্ততা জানে নি মাত্র, আত্মত্যাগ ও আত্মসংযমের মাধুর্য জেনেছে। মায়ের হাত ধরে সে সেই বন্ধুর আর একটু কাছে গেল, যে বন্ধু পিতার অধিক শক্তিশালী, মাতার অধিক স্নেহশীল ভালবাসায় প্রতিটি শিশুকে স্বাগত জানান।

এমি ঘুমের মধ্যে নড়েচড়ে নিশ্বাস ফেলল। অচিরাৎ নিজের দোষ সংশোধন করার আগ্রহে জো তাকাল। তার মুখে যে ভাব, সে ভাব পূর্বে দেখা দেয়নি।

"আমি আমার রাগের ওপর সূর্য অস্ত যেতে দিয়েছি। আমি ওকে ক্ষমা করতে রাজী হইনি। আজ যদি লরি না থাকত তবে দেরী হয়ে যেত। কেমন করে আমি এত খারাপ হয়েছিলাম?" জো বোনের ওপর ঝুঁকে বালিশে ছড়ানো ভিজে চুলগুলোয় আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে খানিকটা

জোরে বলে উঠল।

যেন সে শুনতে পেয়েছে এমনি ভাবে এমি চোখ খুলে দুহাত বাড়িয়ে ধরল। তার হাসি সোজা জো-এর হৃদয়ে প্রবেশ করল। কেউ একটা কথা বলল না। কম্বল থাকা সত্ত্বেও তারা পরস্পরকে প্রগাঢ় আলিঙ্গন করল, এবং একটি প্রাণখোলা চুম্বনে সমস্ত দোষ ক্ষমা করা ও ভুলে যাওয়া গেল।

নয়

জ্যাঁকের মেলায় মেগ চলল

"ঠিক এখনই বাচ্চাগুলোর হাম হওয়া, আমি মনে করি পৃথিবীর সবচেয়ে ভাগ্যের ব্যাপার,"—এক এপ্রিলের দিনে মেগ ভগ্নিপরিবৃত অবস্থায় তার ঘরে "বাইরে যাওয়ার" বাক্সটা গোছাতে গোছাতে বলল।

লম্বা হাতে স্কার্টগুলো ভাঁজ করতে করতে জো উত্তর দিল, "অ্যানি মোফাট যে প্রতিশ্রুতি ভোলে নি এটাও ওর পক্ষে বেশ। পুরো পনেরো দিনের আমোদ ভারি চমৎকার হবে!" জো-কে বাতাসী কলের মত দেখাচ্ছিল।

"আর কত সুন্দর আবহাওয়া, এজন্যে আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে।" বৃহৎ ঘটনাটির জন্য বেথ নিজের শ্রেষ্ঠ বাক্সটি ধার দিয়েছে। বাক্সের মধ্যে গলা ও চুলের ফিতেগুলো পরিষ্কারভাবে গুছিয়ে রাখতে রাখতে সে বলল।

মুখভর্তি আলপিন নিয়ে বোনের কুশান শিল্পীসুলভভাবে ভর্তি করে দিতে দিতে এমি বলল, "আমার ইচ্ছা হয় যে আমি উত্তম সময় কাটাই আর এই সমস্ত ভালো ভালো জিনিস পরি।"

"আমার ইচ্ছা করে তোমরা সকলে যদি যেতে পারতে! কিন্তু যখন তোমরা যেতে পারছ না আমি ফিরে এসে আমার অভিযানের বিষয় তোমাদের বলার উদ্দেশ্যে তুলে রাখব। তোমরা এত ভালো ব্যবহার করছ, জিনিসপত্র ধার দিয়ে, এতটুকুর বেশী আমার করার নেই"—মেগ বলল। অতি সাধারণ জিনিসপত্রের দিকে তাকাল সে, তার চোখে প্রায় নিখুঁত আয়োজন!

"মা গুপ্তধনের বাক্স থেকে তোমাকে কি দিলেন?" এমি জিজ্ঞাসা করল। কোন একটা সীডার কাঠের সিন্দুকে পুরাতন সম্পদের কিঞ্চিৎ মিসেস মার্চ রেখে দিতেন, যথাযোগ্য সময়ে মেয়েদের উপহারের উদ্দেশে। এমি সিন্দুকটা খোলার সময়ে উপস্থিত ছিল না।

"এক জোড়া রেশমী মোজা, সেই সুন্দর খোদাকাজ করা হাত পাখাখানা, আর একটা দিব্যি নীল কোমরবন্ধ; বেগুনী রেশমটা আমি চেয়েছিলাম,

কিন্তু সেটায় জামা বানাবার সময় নেই। কাজেই আমার পুরণো টার্ল্যাটান নিয়েই খুশী থাকতে হবে।"

"আমার নতুন মসলিনের স্কার্টের ওপর চমৎকার দেখাবে। কোমর বন্ধটাও বেশ সুন্দর মানাবে। যদি প্রবালের ব্রেসলেটটা ভেঙে না ফেলতাম, তুমি নিতে পারতে।" জো বলল! জো দিয়ে দিতে বা ধার দিতে ভালবাসে, কিন্তু ওর জিনিসপত্র এতই লাট-পাট যে বিশেষ কাজে লাগে না।" জো-এর কথার পৃষ্ঠে মেগ বলল, "গুপ্তধন বাক্সে একটা মিষ্টি পুরনো ধরণের মুক্তোর সেট রয়েছে। কিন্তু মা বললেন যে, অল্প বয়সী মেয়ের পক্ষে তাজা ফুল সবচেয়ে ভাল অলঙ্কার। এখন দেখা যাক; আমার নতুন ধূসর ভ্রমণের পোষাক আছে—বেথ, আমার টুপীটার পালকটি কুঁকড়ে দাও তো, —রবিবার এবং ছোটোখাটো পার্টির জন্যে পপ্লিনের পোষাকটা—বসন্ত-কালে যেন বেজায় ভারী দেখাচ্ছে এটা, নয় কি? হায়রে বেগনে রেশমটা কত ভাল হত!"

বিলাসদ্রব্যের যৎসামান্য সঞ্চয়ে এমির আনন্দ, তাদের উপর ঝুঁকে এমি বলল, "যেতে দাও; বড় পার্টির জন্যে তোমার টার্ল্যাটান্ আছে, শাদা রং-এ তোমাকে ঠিক দেবদূতের মত দেখায়।"

"এটা নীচুগলা নয়, পেছনে যথেষ্ট লুটিয়ে পড়াও নয়, কিন্তু এতেই কাজ চালাতে হবে। আমর নীল বাড়ীতে পরবার পোষাকটা এত ভাল দেখাচ্ছে —উল্টে দেওয়া হয়েছে, নূতন ফিতে বসানো হয়েছে মনে হচ্ছে নূতন একটাই পেয়েছি। আমার রেশমী স্যাক মোটেই ফ্যাসানদুরস্ত নয়, আমার বনেট স্যালির মত দেখাচ্ছে না। কিছু বলতে চাই না, কিন্তু ছাতাটার ব্যাপারে বেজায় হতাশ হয়েছি। মাকে বলেছিলাম শাদা হাতলের কালো ছাতা আনতে, কিন্তু উনি ভুলে যেয়ে হলুদ হাতলের সবুজ রং কিনে এনেছেন। ছাতাটা মজবুত, পরিচ্ছন্ন, আমার অনুযোগ উচিত নয়, কিন্তু আমি বুঝতে পারছি অ্যানির সোনালী-ডগার রেশমী ছাতার কাছে এটা নিয়ে লজ্জা পাবো।" ছোট ছাতাটার দিকে অতি বিতৃষ্ণ চক্ষে চেয়ে মেগ নিঃশ্বাস ফেলল।

জো পরামর্শ দিল, "বদলে নাও না।"

"আমি এমন বোকামী করব না। মা আমায় জিনিসপত্র যোগাড়ে এত

কষ্ট করেছেন, ও'র মনে কষ্ট দেওয়া আমার উচিত হবে না ; আমার বাজে ধারণা একটা মাত্র। আমি মোটেই প্রশ্রয় দেব না। রেশমী মোজা আর দুজোড়া নূতন দস্তানায় আমার আনন্দ। জো, তুমি লক্ষ্মী, নিজের জোড়া আমাকে ধার দিয়েছ। দু'জোড়া নূতন দস্তানা আর পুরণো জোড়া সাধারণ ব্যবহারের উদ্দেশ্যে সাফ করায় আমি এত বড়লোক, ও কায়দা-দুরস্ত বোধ করছি।" মেগ দস্তানার বাক্সে উঁকি দিয়ে মনে তৃপ্তি পেল।

হ্যানার সদ্যধৌত এক বোঝা তুষারশুভ্র মসলিনের জামাকাপড় বেথ নিয়ে এলে মেগ প্রশ্ন করল, "অ্যানি মোফাটের রাত্রির টুপীতে নীল ও গোলাপী বো বাঁধা। আমার গুলোয় বো দিয়ে দেবে ?"

জো দৃঢ় উত্তর দিল, "না আমি দেব না। সজ্জিত টুপী সাদাসিদে পোষাকে মানাবে না, পোষাকে ফিতে নেই তো। গরীব লোকেরা সাজ-সজ্জা করবে না"

মেগ অধৈর্যভাবে বলল, "আমি ভাবি পোষাকে খাঁটি লেস বা টুপীতে বো দেবার মত সুখ আমার কখনও হবে কি-না।"

বেথ নিজস্ব শান্তভাবে মন্তব্য করল, "সেদিন তুমি বলেছিলে যদি অ্যানি মোফাটের বাড়ী কেবল মাত্র যেতে পার, তুমি যথার্থ সুখী হবে।"

"হ্যাঁ, বলেছিলামই তো! যাক, আমি সুখী, আর হা হুতাশ করব না কিন্তু দেখা যায় যে যত পাওয়া যায় ততই চাওয়া যায়, নয় কি? এই যে, সবই গোছানো হয়েছে, বল পোষাক ছাড়া। মা ওটা প্যাক করবেন। রেখে দিই", মেগ উল্লসিত হয়ে বলল। আংবোঝাই বাক্স ও বহুবার ইস্ত্রিকরা রিপুকরা শাদা টারল্যাটানের দিকে গুরুত্বপূর্ণভাবে তাকাল সে ; পোষাকটাকে সে 'বলে' যাবার পোষাক বলল।

পরের দিনটা পরিষ্কার দিন। পনেরো দিনের বৈচিত্র্য ও আনন্দের উদ্দেশে মেগ কায়দাদুরস্তভাবে যাত্রা করল। শ্রীমতী মার্চ যাত্রার অনিচ্ছা-পূর্ণ সম্মতি দিয়েছিলেন। ওঁর ভয় ছিল। যাওয়ার সময়ের থেকে আরও বেশী অসন্তোষ নিয়ে মেগ ফিরবে। কিন্তু সে বড়ই পীড়াপীড়ি করল, স্যালি ওকে বেশ দেখেশুনে রাখবার প্রতিশ্রুতি দিল। একটি শীতের ঋতুব্যাপী বিরক্তিজনক পরিশ্রমের পর সামান্য আমোদ চমৎকার মনে হল। ফলে মা রাজী হলেন। কন্যা তার জীবনে প্রথম ফ্যাশান দুরস্ত জীবনের স্বাদ-

গ্রহণে গেল।

মোফাট বাড়ীর লোকেরা বেজায় কায়দাদুরস্ত। সরল মেগ প্রথমে বাড়ীখানার চাকচিক্য ও বাসিন্দাদের কায়দা দেখে থতমতো খেল। কিন্তু হাল্কা ফুর্তির জীবনধারা হলেও তারা সহৃদয়। অতিথিকে অচিরাৎ স্বস্তি দিল তারা! কেন না বুঝলেও মেগ হয়তো অনুভব করতে পারল যে তারা যথেষ্ট সংস্কৃতিবান বা মেধাবী লোক নয়। তারা অতি সামান্য উপাদানে গঠিত; উপরের পালিশ পুরোপুরি ঢাকতে পারে নি। ভালো খাওয়া দামী গাড়ী চড়ে বেড়ানো, প্রতিদিন নিজের পোষাকী জামা পরা, কিছু না করে শুধু আমোদ পাওয়া অবশ্যই প্রীতিজনক। মেগের বেশ খাপ খেল। শীঘ্রই সে চার পাশের লোকজনের আচার আচরণ কথাবার্তা অনুকরণে প্রবৃত্ত হল, কিছু কিছু হাবভাব, কায়দাকানুন দেখতে সুরু করল; ফরাসী ব্যাক্যাংশ ব্যবহারে, চুল কুঞ্চনে, পরিচ্ছদ অনুধাবনে রত হল। ফ্যাশন বিষয়ে যথাসাধ্য কথাও চালাল।

অ্যানি মোফাটের মনোরম দ্রব্যজাত যত দেখে সে তত ঈর্ষা করে ও ধনী হওয়ার আশায় নিঃশ্বাস ফেলে। নিজের বাড়ীর বিষয়ে চিন্তা করলে বাড়ী খুবই শোভাহীন ও নিরানন্দ মনে হল, কাজ কঠিনতর। নূতন দস্তানা ও রেশমী মোজা থাকা সত্ত্বেও মেগ নিজেকে খুব রিক্ত ও দারুণ ক্ষতিগ্রস্ত বলে ভাবতে লাগল।

খেদের সময় অবশ্য বিশেষ হাতে নেই, কারণ তিনটি তরুণী 'মজা করে নেবার' উদ্দেশ্যে ব্যস্ত, তারা বাজার-হাট করে; পদভ্রমণে, অশ্বারোহণে যায়; বাড়ী-বাড়ী দেখা করে; থিয়েটার-অপেরা দর্শনে চলে; সারা সন্ধ্যা গৃহে ফুর্তি চালায়; কারণ অ্যানির বহু বন্ধু, সে তাদের সমাদর জানে। ওর বড় বোনেরা ভারি চমৎকার তরুণী মহিলা। একজন বাগ্‌দত্তা, মেগের মতে অতীব কৌতূহলজনক এবং রোমান্টিক। মিষ্টার মোফাট মোটা, আমুদে বৃদ্ধ ভদ্রলোক, মেগের পিতার পরিচিত। মিসেস মোফাট মোটাসোটা আমুদে বৃদ্ধা, মেয়ের মতই মেগকে বেজায় পছন্দ করে ফেললেন; প্রত্যেকে মেগকে আদর দিত, 'ডেজি' বলে ডাকত। ওর মাথাটি ঘুরে যাবার সোজা পথে।

'ছোট পার্টির' সন্ধ্যা এলে মেগ দেখল পপ্‌লিনের দ্বারা মোটেই চলবে

না। অন্য মেয়েরা সূক্ষ্ম পোষাক পরে খুবই সাজসজ্জা করছে। তখন টারল্যাটান বার হল। স্যালীর খর্‌খরে নূতনটার পাশে দেখা গেল সেটাকে আগের থেকে অনেক পুরণো, ঢিলেঢালা এবং হতশ্রী। মেগ দেখতে পেল অন্য মেয়েরা পোষাকটা কটাক্ষে দেখল তারপর পরস্পরের দিকে চাইল। ওর মুখ গরম হয়ে উঠল, কারণ যদিও শান্ত, সে অত্যন্ত আত্মসম্মানী। কেউ এ বিষয়ে একটা কথাও বলল না, তবে স্যালী ওর চুলগুলো সাজিয়ে দিতে, অ্যানি ওর কোমরের ফিতেটা বেঁধে দিতে এগিয়ে এল। বাগ্‌দত্তা ভগ্নী বেল ওর সুশুভ্র বাহুর প্রশংসা করলেন। কিন্তু তাদের সহৃদয়তার মধ্যে মেগ দেখতে পেল ওরই দারিদ্র্যে সহানুভূতি। যখন অন্যেরা হাসি-গল্পে মেতে চারধারে সূক্ষ্ম প্রজাপতির মত ঘুরে বেড়াল, ও এক কোণে ভারী মনে দাঁড়িয়ে রইল। কঠিন তিক্ত অনুভূতি বেশ খারাপ লাগছিল। হেনকালে দাসী এক বাক্স ফুল নিয়ে হাজির। মেগ কথা বলার আগেই অ্যানি ডালাটা তুলে ফেলল। সকলে সুন্দর গোলাপ, হিথ ও ফার্ন মধ্যে দেখে মুখর।

অ্যানি সজোরে ঘ্রাণ টেনে চীৎকার করে উঠল, 'এটা নিশ্চয় বেলের। জর্জ সর্বদা ওকে কিছু ফুল পাঠায়! এগুলো সত্যি দারুণ!'

দাসী মেগের দিকে চিঠি ধরে বলে দিল, 'ফুলগুলো মিস মার্চের, লোকটি বলেছে। এই যে চিঠি আছে।'

ঔৎসুক্য ও বিস্ময়ে মেয়েরা মেগের চারপাশে ছট্‌ফট্ করতে করতে বলে উঠল, 'কি মজা! কে পাঠিয়েছে? তোমার কোন প্রেমিক আছে জানতাম না।'

লরি তাকে ভোলে নি দেখে পরিতৃপ্ত মেগ সহজভাবে বলল, 'চিঠিটা মায়ের, ফুলগুলো লরি পাঠিয়েছে।'

অ্যানি বিচিত্র দৃষ্টির সঙ্গে বলল, 'ও, তাই বটে!'

মেগ ঈর্ষা, জাঁক, মিথ্যা অহঙ্কারের বিরুদ্ধে রক্ষাকবচের মত চিঠিখানা পকেটে পুরে রাখল। ভালবাসার কথা কয়েকটা ওর উপকার করেছে। ফুলের শোভাও মন ভাল করে দিয়েছে।

আবার সুখ অনুভব করে মেগ কয়েকটা ফার্ন ও গোলাপ নিজের জন্য সরিয়ে রেখে বাকীগুলোয় বন্ধুদের বুক, চুল ও স্কার্টের উদ্দেশে মনোহর

তোড়া শীঘ্রই বেঁধে ফেলল। এত কমনীয় ভঙ্গিতে সে উপহার দিল যে জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ক্লারা ওকে 'দেখার মধ্যে সবচেয়ে মিষ্টি ছোট্ট মানুষ' বললেন। সামান্য মনোযোগে তারা সকলে বেশ হৃষ্ট প্রতীয়মান। মানবিক ক্রিয়াটি ওর বিষাদের পরিসমাপ্তি ঘটাল। যখন সকলে শ্রীমতী মোফাটের পর্যবেক্ষণের জন্য গেল আয়নায় মেগ এক সুখী, প্রদীপ্ত-চকচকে মুখ দেখতে পেল, সে তরঙ্গিত কেশে ফার্ন সাজাল, পোষাকে গোলাপ গুঁজল। পোষাকটি অত হতশ্রী প্রায় লাগল না এখন।

সেই সন্ধ্যায় মেগ প্রচুর আনন্দ করল, মনের সাধ মিটিয়ে নেচে নিল। প্রতিটি লোক খুবই সহৃদয়, সে তিনটি প্রশংসা-বাক্য কুড়োল। অ্যানি ওকে দিয়ে গান করালে একজন বল্লেন ওর কণ্ঠস্বর উল্লেখযোগ্য মধুর। মেজর লিঙ্কন জিজ্ঞাসা করলেন, "সুন্দর চোখের, প্রাণবন্ত ছোট মেয়েটি কে?" মিস্টার মোফাট ওর সঙ্গে নৃত্যে পীড়াপীড়ি করলেন, কারণ সুষ্ঠু ভাষায় উনি প্রকাশ করলেন যে, সে 'টিকিয়ে নাচে না, তার নৃত্যে গতি আছে।'' অতএব মোটের উপর মেগের সময়টা ভাল কাটল, যতক্ষণ না ও খুব অস্বস্তি-জনক কথাবার্তার একটি অংশ শুনে ফেলল। উদ্ভিদশালায় সে বসে ছিল সঙ্গীর আইসক্রীম আনার প্রতীক্ষায়। পুষ্পপ্রাচীরের অপর দিকে এক কণ্ঠে জিজ্ঞাসা শুনল,—

"ছেলেটির বয়স কত?"

অন্য কণ্ঠে উত্তর, ''আমার মনে হয় ষোল বা সতেরো।''

''মেয়েদের যে-কোন একজনের পক্ষে এটা বিরাট কিছু হবে, না? স্যালী বলে ওরা এখন খুবই অন্তরঙ্গ আর বুড়ো ভদ্রলোক ওদের জন্যে প্রাণ দেন।''

মিসেস মোফাট বললেন, "মিসেস মার্চ ছক করছেন, বলতে পারি। তাড়াতাড়ি হলেও উনি খেলা মাত করবেন। মেয়েটি এখনও এ বিষয়ে ভাবে না, বোঝা যায়।"

"ও যেন জানে এমনভাবে মায়ের বিষয়ে মিছে কথাটা বলল। ফুল-গুলো এলে বেশ মিষ্টি লাল হয়ে উঠল। বেচারী! যদি একটু কায়দায় ওকে সাজানো যায়, ওকে এত ভাল দেখাবে। বৃহস্পতিবার ওকে যদি একটা পোষাক ধার দেই, ও কি চটে যাবে?" অন্য কণ্ঠ প্রশ্ন করল।

"ও আত্মসম্মানী, কিন্তু মনে হয় না চটে যাবে কারণ পুরনো টারল্যাটানটা ছাড়া কিছু নেই ওর। আজ রাত্রে হয়তো পোষাকটা ছিঁড়েও যেতে পারে, তাহলে একটা ভদ্র পোষাক দিতে চাওয়ার বেশ সুষ্ঠু কারণ থাকবে ?

"দেখা যাক। ওর সম্মানে ছোট লরেন্সকে আমি নেমতন্ন করব। পরে এ নিয়ে মজা করা যাবে।"

এতক্ষণে মেগের সঙ্গী ফিরে ওকে খানিকটা আরক্ত ও কিছু উত্যক্ত দেখল। মেগ আত্মসম্মানী। ওর আত্মসম্মান কাজে লাগল, কারণ শোনার পর বিরক্তি, রাগ ও বিতৃষ্ণা গোপন করতে সাহায্য হোল। যা শুনেছে তাতে বন্ধুদের গালগল্প ঠিক বোঝা ছাড়া ওর উপায় ছিল না। সরল বিশ্বাসশীল হওয়া সত্ত্বেও। সে ভোলার চেষ্টা পেল কিন্তু পারল না। নিজের মনকে সে বার বার বলতে লাগল 'মিসেস মার্চ ছক কেটেছেন'। 'মার বিষয়ে মিছে কথাটা' "পুরনো টারল্যাটান"। অবশেষে সে ক্রন্দনোমুখ ও বাড়ী ছুটে যেয়ে নিজে দুঃখের কথা বলে পরামর্শ চাইতে প্রস্তুত। অসম্ভব সে বস্তু। অতএব মেগ প্রফুল্ল দেখাবার চেষ্টা পেল। উত্তেজিত হওয়ার ফলে এত সফলতার সঙ্গে সে সেটা পারল যে, তার কত চেষ্টা করতে হচ্ছে কেউ স্বপ্নেও বুঝতে পারে নি। সব মিটে গেলে শয্যার নিভৃতিতে সে চিন্তা ভাবনা ক্রোধ প্রকাশক্ষম হল যতক্ষণ না মাথাব্যথা করে ও উত্তপ্তকপোল অতৃপ্তি অশ্রুজলে শীতল হয়। ওই বুদ্ধিহীন অথচ শুভেচ্ছা-পূর্ণ কথাগুলো মেগের কাছে নূতন জগৎ খুলে দিয়েছে, পুরাতন জগতের শান্তি বহুল বিপর্যস্ত করেছে। এতদিন পর্যন্ত শিশু-সুলভ আনন্দে সে বাস করছিল। লরির সঙ্গে ওর নির্দোষ বন্ধুত্ব শুনে ফেলা নির্বোধ বাক্যে বিনষ্ট। মিসেস মোফাট নিজের প্রতিরূপে অন্যকে বিচার করেন, মায়ের প্রতি মেগের বিশ্বাস মিসেস মোফাটের আরোপিত সাংসারিক পরিকল্পনা হেতু কিঞ্চিৎ কম্পিত। গরীবের মেয়ের উপযোগী সামান্য বস্ত্রসম্ভারে সন্তুষ্ট থাকার সদিচ্ছা দুর্বল হয়েছে মেয়েদের অহেতুক অনুকম্পায়। ওরা মনে করে পৃথিবীর বৃহত্তম প্রমাদ হচ্ছে একটা হতশ্রী পোষাক।

বেচারী মেগের রাত্রি নিদ্রাহীন। সে অসুখী চিত্তে, ভারী চোখে ভোরে উঠল। বন্ধুদের প্রতি অনুযোগ, খোলাখুলি কথা বলে সমস্ত ঠিক করে না দিতে পারায় নিজের প্রতি ধিকার। সেদিন সকালে প্রত্যেকে গড়িমসি

করতে লাগল। নিজেদের উলের কাজ সুরু করবার মত উৎসাহ সংগ্রহ করতেও মেয়েদের দ্বিপ্রহর। বন্ধুদের ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কিছু মেগের তৎক্ষণাৎ চোখে পড়ল। ওর মনে হল, তারা মেগের সঙ্গে অনেক সসম্মান ব্যবহার করছে, সে যা বলছে তাতে সস্নেহ মনোযোগ দিচ্ছে, সকৌতূহলী চক্ষে স্পষ্টতঃ ওকে দেখছে। এসবে মেগ বিস্মিত ও গৌরবান্বিত যদিও ব্যাপারটা বুঝতে পারল না! বুঝল যখন মিস বেল লেখা থেকে চোখ তুলে ভাবপ্রবণ ভঙ্গিতে বললেন,—

'ডেজিসোনা, তোমার বন্ধু মিষ্টার লরেন্সকে আমি বৃহস্পতিবারের নেমতন্নপত্র পাঠিয়েছি। আমরা ওঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। তোমাকে ঠিক মর্য্যাদা দেওয়াও বটে।'

মেগ লাল হয়ে উঠল, কিন্তু মেয়েদের উত্যক্ত করার এক দুষ্টু বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে কপট লজ্জায় উত্তর দিল, "আপনি খুব সদয়, কিন্তু মনে হয় উনি আসবেন না।"

মিস বেল বললেন, "নয় কেন, শেয়ারি (প্রিয়) ?"

"উনি বেজায় বুড়ো।"

"বাছা, কি বলতে চাও ? আমি জানতে চাই ওঁর বয়স কত ?" মিস বেল বলে উঠলেন।

"মনে হয় প্রায় সত্তর," সেলাই-এর ফোঁড় গুণতে গুণতে চোখের কৌতুক ঢেকে মেঘ উত্তর দিল।

"দুষ্টু কোথাকার! আমরা তো তরুণটিকে বলেছি," মিস বেল হাসতে হাসতে বললেন।

'তরুণ যুবক কেউ নেই। লরি একটা ছোট ছেলে মাত্র।" তার অনুমেয় প্রেমিকের ঈদৃশ বর্ণনায় বোনেদের বিচিত্র দৃষ্টি-বিনিময় দেখে মেগও হেসে উঠল!

ন্যান বলল, "তোমার বয়সী ?"

মেগ মাথা নাড়া দিয়ে উত্তরে বলল, "আমার বোন জো-এর বয়সের কাছাকাছি ; আগাস্ট মাসে আমার সতেরো হয়েছে।"

অ্যানি বিনা কারণে জ্ঞানী-ভাবে বলল, "তোমাকে ফুল পাঠিয়ে ও বেশ করেছে, না ?"

"হ্যাঁ, ও প্রায়ই পাঠায়, সকলকেই। ওদের বাড়ি ফুলে ভর্তি কিনা। আমরাও খুব ফুল ভালবাসি। আমার মা আর বৃদ্ধ মিস্টার লরেন্স বন্ধু জানেনই তো। তাই স্বাভাবিক যে আমরা, ছোটরা এক সঙ্গে খেলাধুলো করব।" মেগ অতঃপর প্রত্যাশা করল যে ওরা আর কিছু বলবে না।

মিস ক্লারা বেলকে বললেন ঘাড় নেড়ে, "দেখাই যাচ্ছে ডেজি ফুটে ওঠে নি এখনও।"

মিস বেলা কাঁধ ঝাঁকিয়ে উত্তর দিলেন, "চারদিকেই একটা সারল্যের পল্লীসুলভ অবস্থা।"

রেশম ও লেসে মোড়া মিসেস মোফাট হাতীর মত দমাদম্ করে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলেন, "মেয়েদের ছোটখাট জিনিসপত্র কিনে আনতে আমি যাচ্ছি। তরুণী মহিলারা, তোমাদের জন্যে কিছু করতে হবে?"

স্যালি উত্তর দিল, "না, ম্যাডাম্ ধন্যবাদ। বৃহস্পতিবারের জন্যে আমার নতুন গোলাপী রেশমটা রয়েছে। আমার কিছু লাগবে না।"

"আমারও না"—মেগ আরম্ভ করে থেমে গেল। কারণ ওর মনে হল যে বহু বস্তুই ওর লাগবে কিন্তু পাওয়া সম্ভব নয়।

স্যালি প্রশ্ন করল, "তুমি কি পরবে?"

মেগ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করে সহজভাবে কথা বলতে চেষ্টা করল, "আমার সেই পুরনো সাদাটাই আবার, মানে যদি বের করার মত রিপু করে নিতে পারি। কাল রাত্রে বিশ্রী ছিঁড়ে গেছে।"

স্যালি বিচক্ষণ মেয়ে নয়, সে বলল, "বাড়ীতে আর একটা পোষাক চেয়ে পাঠাও না।"

"আমার আর নেই।" বলতে মেগের চেষ্টা করতে হল, কিন্তু স্যালি দেখল না, মধুর বিস্ময়ে সে বলে উঠল, "কেবল মাত্র ওটা? কি অদ্ভুত!"—সে কথা শেষ করতে পেল না, কারণ বেল ওর দিকে মাথা নেড়ে বাধা দিলেন সদয় বাক্যে, "মোটেই না; যখন ও সমাজে বার হয় নি তখন একগাদা পোষাক দিয়ে লাভ কি? ডেজি, বাড়ীতে চেয়ে পাঠানোর দরকার নেই, তোমার এক ডজন পোষাক থাকলেও। কারণ আমার একটা মিষ্টি নীল রেশম পড়ে আছে। আমার ছোট হয়ে গেছে। ওটা পরে আমাকে আনন্দ দেবে, কেমন না, লক্ষ্মীটি?"

মেগ বলল, "আপনি খুব ভালো, কিন্তু যদি আপনারা গ্রাহ্য না করেন পুরোনো পোষাকটায় আমার আপত্তি নেই। আমার মত ছোট মেয়ের পোষাকটায় চলে যায়।"

বেল প্ররোচনার সুরে বললেন, "তোমাকে কায়দাদুরস্তভাবে সাজিয়ে আমাকে আনন্দ পেতে দাও। আমি ভালোবাসি এসব। হিসেব করে একটু সাজিয়ে দিলে তুমি পুরোপুরি একজন ক্ষুদে রূপসী হয়ে দাঁড়াবে। সাজাবার আগে কাউকে দেখতে দেব না। তারপর সিণ্ডেরেলা ও তার ঠাকুরমায়ের বলনৃত্যে যাবার মত আমরা ওদের চমক লাগিয়ে দেব।"

এত কমনীয় ভঙ্গির প্রস্তাব মেগ অস্বীকার করতে পারল না। সাজানোর ফলে সে 'একজন ক্ষুদে রূপসী' হয়ে উঠবে কি না দেখার বাসনাও গ্রহণে প্রবৃত্ত করল ওকে। মোফাটদের প্রতি পূর্বের অস্বতিকর অনুভূতিও সে ভুলে গেল।

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বেল দাসী নিয়ে ঘরে দোর দিলেন। নিজেদের মধ্যে মেগকে একটি মনোহারিণী মহিলার রূপ দিলেন তাঁরা। তাঁরা মেগের চুল ঘন কুঞ্চিত করলেন, বাহু এবং কণ্ঠদেশ সুরভিত চূর্ণে মেজে দিলেন, ঠোঁটে প্রবালনিভ প্রলেপ দিয়ে আরও লাল করে তুললেন। যদি মেগ বিদ্রোহ না করত হর্ত্যাস "এক ছিটে রুজ" লাগাত। তাঁরা মেগকে একটা আকাশী নীল পোষাকে এ'টে দিলেন, এতই আঁটো যে ওর নিশ্বাস নেওয়ার কষ্ট, এতই গলাকাটা যে লাজুক মেগ আয়নায় নিজেকে দেখে আরক্ত হয়ে উঠল। এক প্রস্থ রূপোর জালিকাজ পরানো হল, চুড়, গলার হার, ব্রুচ এমন কি কানের দুল পর্যন্ত। হর্ত্যাস একটু গোলাপী রেশম দিয়ে অলক্ষভাবে কানে বেঁধে দিল কিনা।

একগোছা টী-গোলাপ, এক থাক ফ্রিল্ রমণীয় শুভ্র স্কন্ধদেশ উদ্‌ঘাটনে মেগকে সম্মত করাল। মনের শেষ কামনা পূর্ণ হ'ল একজোড়া উঁচু গোড়ালীর নীল রেশমী জুতোয়। লেসবসানো একখানা রুমাল, একটা পালখদার হাতপাখা, রূপোর খাপে ফুলের তোড়া দিয়ে মেগের সজ্জা সাঙ্গ। নূতন করে সজ্জিত পুতুলের দিকে ছোট মেয়ে যেমন তৃপ্তিভরে তাকায় তেমনি মিস বেল ওকে দেখলেন। হর্ত্যাস হাতে তালি দিয়ে যান্ত্রিক উচ্ছ্বাসে বলে উঠল, "মাদ্‌মোসেল মনোহারিণী, সুন্দরী, নয় কি?"

যে ঘরে অন্যেরা অপেক্ষমান সেখানে এগিয়ে মিস বেল বললেন, "এসো, নিজেকে দেখাও।"

খস্‌খসিয়ে পেছনে চলল মেগ; লম্বা স্কার্ট লুটিয়ে, কানের দুলের টিক্‌টিকে চুলের গোছা দুলিয়ে, বুকের দ্রুত স্পন্দনে; অনুভব করল সে 'মজা' প্রকৃতপক্ষে আরম্ভ হয়েছে। কারণ দর্পণ বলে দিল স্পষ্ট, সে এক 'ক্ষুদে রূপসী'। বন্ধুরা উৎসাহভরে প্রীতিজনক বাক্যটি বারবার বলল এবং কিছুক্ষণ সে পুরাণখ্যাত দাঁড়কাকের মত নিজের ধার করা ময়ুরপুচ্ছ সহ দাঁড়িয়ে রইল। অন্যেরা একদল দোয়েলের প্রথায় কিচমিচ করতে লাগল।

'আমি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে ন্যান, তুমি ওকে তৈরি কর, স্কার্ট সামলানো আর ওই ফরাসীগোড়ালী জুতো সামলানো শেখাও নইলে হোঁচট খাবে। ক্লারা, তোমার রূপোর প্রজাপতিটা নাও, ওর মাথার বাঁ দিকের লম্বা চুলের গোছাটা গুটিয়ে তোল। সুন্দর হাতের কাজটি আমার কেউ নষ্ট কোরনা।' নিজের সাফল্যে মহাপ্রীত বেল দ্রুত প্রস্থান করলেন।

ঘণ্টা বাজলে মিসেস মোফাট তরুণীদের তৎক্ষণাৎ দেখা দিতে বলে পাঠালেন, তখন মেগ স্যালিকে বলল, 'নীচে যেতে ভয় করছে আমার। এত অদ্ভুত আর আড়ষ্ট লাগছে, অর্ধনগ্ন মনে হচ্ছে।'

'তোমাকে তোমার নিজের মত একটুও দেখাচ্ছে না, কিন্তু ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। তোমার পাশে আমি নিভে গেছি। বেলের যা রুচি আছে। আমি বলছি, তুমি পুরোপুরি ফরাসী বনে গেছ। ফুলগুলো ঝুলিয়ে দাও, অত আঁকড়ে রেখোনা। দেখো, হোঁচট খেয়োনা।' নিজের চেয়ে মেগ বেশী সুন্দরী সেই তথ্য গ্রাহ্য না করার চেষ্টায় স্যালি কথাগুলো বলল। স্যালির সতর্ক বাণী ভালভাবে মনে রেখে মার্গারেট নিরাপদে নীচে নেমে বসবার ঘরে এল, সেখানে মোফাটেরা ও কয়েকজন অচিরাগত অতিথি জমায়েৎ হয়েছেন। সে শীঘ্রই আবিষ্কার করল যে, দামী কাপড়চোপড়ের মোহ আছে, একদল লোককে আকৃষ্ট করে ও তাদের সম্মান আকর্ষণ করে। কয়েকজন তরুণী পূর্বে যারা ওকে গ্রাহ্য করে দেখেনি, এখন সহসা অতীব স্নেহশীলা হয়ে উঠল। কয়েকজন তরুণ ব্যক্তি, যারা অন্যদিনের পার্টিতে কেবলমাত্র ওর প্রতি দৃষ্টিপাত করেছিল, এখন তারা দৃষ্টিপাতের পরেও আলাপ করতে চাইল এবং বোকা কিন্তু প্রীতিকর নানা কথা তাকে

বলল। কয়েকজন বৃদ্ধা, যাঁরা সোফায় বসে পার্টির লোকেদের সমালোচনা করতেন, কৌতূহলের ভাবে জানতে চাইলেন ও কে। সে শুনল মিসেস মোফাট উত্তর দিচ্ছেন একজনকে,—

'ডেজি মার্চ—বাবা সৈন্যদলে কর্ণেল—সেরা একটি পরিবার, কিন্তু জানেনই তো ভাগ্যবিপর্যয়। লরেন্সদের বিশেষ বন্ধু। মিষ্টি মানুষটি, ঠিক বলছি। আমার নেড ওর জন্যে পাগল।'

'আরে বাপ!' বৃদ্ধা মহিলা মেগকে পুনরায় পর্যবেক্ষণের নিমিত্ত চশমা তুললেন। মেগ দেখাতে চাইল সে শোনেনি ও মিসেস মোফাটের বাজে কথায় বেশ হতবাক হয়েছে। 'বিচিত্র অনুভূতি' চলে গেল না। কিন্তু সে সম্পন্ন মহিলার নূতন ভূমিকার অভিনয়ে নিজেকে মানিয়ে নিল এবং দিব্যি চালিয়ে দিল, যদিও আঁটো পোশাকে গা ব্যথা হয়ে গেল, লুটোনো অংশ পায়ের তলায় পড়তে সুরু হল; তার অবিরত ভয় যে, কানের দুল ছিটকে পড়ে হারিয়ে বা ভেঙে যাবে। সে পাখা দুলিয়ে একজন তরুণের রসিক সাজবার প্রয়াসের দুর্বল পরিহাসে হাসছিল, হঠাৎ হাসি থেমে গেল, অপ্রস্তুত হল সে। কারণ উল্টোদিকে তখনি সে লরিকে দেখতে পেল। লরি মেগের দিকে অনাবৃত বিস্ময়ে এবং মেগের মতে অপ্রীতিরও সঙ্গে, একদৃষ্টে চেয়ে আছে। কারণ সে যদিও নমস্কার করে হাসল তবু তার সততাপূর্ণ চোখের কোনও ভাব দেখে মেগ লজ্জায় লাল হল ও মনে করল নিজের পুরনো পোশাক গায়ে থাকলেই ভাল হত। ওর অস্বস্তির পূর্ণাহুতি দেখল, মেগ, বেল অ্যানীকে খোঁচা দিচ্ছে, মেগের দিক থেকে লরির দিকে কটাক্ষ করছে। লরিকে অস্বাভাবিক ছেলেমানুষ ও লাজুক দেখাচ্ছে দেখে মেগ খুশী।

'বোকা লোকগুলো, আমার মাথায় এমন একটা ভাবনা ঢুকিয়ে দিল। আমি গ্রাহ্য করবনা, বা একটুও বদলাব না।' মেগ ভেবেচিন্তে নিয়ে বন্ধুর সঙ্গে হস্তমর্দনে ঘরের ওপাশ থেকে খস্‌খসিয়ে এল।

অতি পাকা ধরণে মেগ বলল, 'তুমি এসেছ দেখে আনন্দিত। ভয় ছিল আসবে না।'

লরি ওর দিকে চোখ ফেরাল না, যদিও ওর জননীসুলভ স্বরে ঈষৎ হাসল। সে উত্তর দিল, 'জো আমাকে আসতে বলেছিল। তোমাকে

কেমন দেখায় জানাতে হবে ওকে। তাই এলাম।'

'ওকে কি বলবে তুমি?' মেগ জিজ্ঞাসা করল। তার বিষয়ে লরির মতামত জানতে সে উৎসুক, কিন্তু জীবনে প্রথম ওর কাছে অস্বস্তি বোধ করছে।

দস্তানার বোতাম নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে লরি বলল, 'আমি বলব, তোমাকে চিনতে পারিনি। তোমাকে এত বয়সে বড় ও অন্যরকম দেখাচ্ছে যে আমি রীতিমত তোমাকে ভয় পাচ্ছি।'

'তোমার কি যে কিম্ভুতপনা। মেয়েরা আমোদ করে আমাকে সাজিয়ে দিয়েছে। আমার বেশ ভাল লাগছে। আমাকে দেখে জো হাঁ করে চেয়ে থাকবে না?' মেগ বলল।

লরি গম্ভীরভাবে উত্তর দিল, 'হ্যাঁ, আমার মনে হয় সে চেয়ে থাকবে।'

মেগ জিজ্ঞাসা করল, 'তোমার কি আমাকে ভাল লাগছে না এভাবে?'

কাটাছাঁটা উত্তর, 'না, আমার লাগছে না।'

উৎকণ্ঠিত স্বরে, 'কেন নয়?'

লরি ওর নগ্ন স্কন্ধদেশ ঘনকুঞ্চিত চুল ও অদ্ভুত ধরণের সজ্জিত পোশাকের দিকে এমন দৃষ্টিতে চাইল যে কথার উত্তরের চেয়ে মেগ অনেক অপ্রতিভ হয়ে পড়ল; দৃষ্টিতে লরির স্বাভাবিক ভদ্রতার কণাও ছিল না।

'আমি আড়ম্বর, জাঁকজমক পছন্দ করিনা।'

নিজের অপেক্ষা বয়সে ছোট ছেলের মুখে কথাটা বাড়াবাড়ি। মেগ চলে এল, বিরক্তভাবে বলল,—'যত ছেলে দেখেছি তার মধ্যে তুমি সবচেয়ে অভদ্র।'

অত্যন্ত অস্থির হয়ে সে সরে এসে নির্জন জানালার ধারে দাঁড়াল। আঁটো জামায় বিশেষ অস্বস্তিকর উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে বর্ণ তার, মুখটায় বাতাস লাগাতে এল সে।

ওখানে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে মেজর লিঙ্কন পাশ দিয়ে চলে গেলেন। একটু পরেই মেগ শুনল তিনি তার মাকে বলছেন,—

'বাচ্চা মেয়েটাকে ওরা বোকা বানাচ্ছে। তোমাকে দেখাবার ইচ্ছা

ছিল। কিন্তু সকলে ওকে নষ্ট করে দিয়েছে। আজ রাত্রে ও একটা পুতুল বই কিছু নয়।'

'হায় ভগবান!' মেগ নিঃশ্বাস ফেলল, 'আমি বুদ্ধি রেখে নিজের জিনিসপত্র পরলেই পারতাম। তাহলে অন্য লোকদের ঘেন্নার কারণ ঘটাতাম না। নিজেও এত অস্বস্তি, নিজেকে নিয়ে লজ্জা পেতাম না।'

শীতল জানালার কাঠে কপাল ঠেকিয়ে পরদার অন্তরালে অর্ধলুক্কায়িত অবস্থায় মেগ দাঁড়িয়ে রইল। ওর প্রিয় ওয়াল্‌জ্‌ নাচ সুরু হয়ে গেছে, তাও দেখল না। কে যে ওকে স্পর্শ করল; ফিরে সে লরিকে দেখল।

ওর প্রকৃষ্টপ্রথায় অভিবাদন জানিয়ে, প্রসারিত হস্তে অনুতপ্ত ভঙ্গিতে লরি বলল,—

'আমার অভদ্রতা মাপ করো। এসো, আমার সঙ্গে নাচবে।'

মেগ রোষান্বিত দেখাবার চেষ্টায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে বলল, 'আমার ভয় হচ্ছে—তোমার খুব খারাপ লাগবে।'

'মোটেই না। আমি নাচের জন্যে মরে যাচ্ছি। এসো, আমি লক্ষ্মী হব। তোমার গাউনটা আমার ভালো লাগছে না, কিন্তু সত্যিই মনে করি তুমি—একেবারে অপূর্ব!' কথায় যেন ওর প্রশংসা প্রকাশ করা যায়না, তাই লরি হাত নাড়তে লাগল।

মেগ হেসে বিগলিত। সুরে তাল খোলার জন্যে দাঁড়িয়ে থাকার সময়ে সে চাপাগলায় বলল, 'দেখো যেন আমার স্কার্ট বেধে হোঁচট খেওনা। আমার জীবনের অশান্তি, আমি বোকার মত পরেছি।'

'গলায় জড়িয়ে নাও পিছন করে। তাহলে কাজে লাগবে। লরি এ কথাটা বলে ছোট নীল জুতোজোড়ার দিকে চেয়ে দেখল, সে জোড়া ওর সুস্পষ্ট পছন্দ।

ওরা নাচ আরম্ভ করল, ক্ষিপ্র ও মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে, কারণ বাড়ীতে অভ্যাসের ফলে তারা পরস্পরের সঙ্গে মানানসই। প্রফুল্ল তরুণ জুটিটিকে দেখতে বেশ লাগছিল। ওদের সামান্য সংঘর্ষের পরে আরও মৈত্রী অনুভব করে ওরা সানন্দে ঘুরে ঘুরে নাচছিল।

'লরি একটা প্রার্থনা আছে, রাখবে?' মেগ বল্ল। তখন লরি ওকে বাতাস করছিল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে, কারণ মেগের দম ফুরিয়ে গেছে, অতি

শীঘ্রই ফুরিয়ে গেল, যদিও কারণটা মেগ স্বীকার করবে না।

লরি ত্বরিতে বলল, 'তা কি রাখব না?'

'আমার পোশাকের বিষয়ে বাড়ীতে বোল না। ওরা তামাসা বুঝবে না, মা চিন্তিত হবেন।'

লরির চোখ 'তাহলে কেন করলে' কথাটা এত স্পষ্টত: জিজ্ঞাসা করল যে, মেগ তাড়াতাড়ি যোগ দিল,—

'এ বিষয়ে সমস্ত কথা আমি তাদের বলব। আমি কতটা বোকামী করেছি মায়ের কাছে 'স্বীকারোক্তি' দেব। কিন্তু আমি নিজে এটা করতে চাই। তাই বলছি তুমি বোলনা, বলবেনাতো?'

'আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি; আমি বলব না। কিন্তু ওরা যখন জিজ্ঞাসা করবে, বলব কি?'

'শুধু বোল, আমাকে বেশ দেখাচ্ছিল এবং আমি মজায় কাটাচ্ছিলাম সময়টা।'

'মনেপ্রাণে প্রথম কথাটা বলব, কিন্তু অন্যটার বিষয়ে? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছেনা যে তুমি মজায় সময় কাটাচ্ছ। কাটাচ্ছ কি?' লরি এমন মুখভাবে মেগের দিকে তাকাল যে, ওকে চাপা গলায় উত্তর দিতে হল,—

'না। আপাততঃ নয়। ভেবো না আমি খারাপ। আমি একটু সামান্য মজা করতে চেয়েছিলাম মাত্র। কিন্তু দেখছি এ ধরণের জিনিসে লাভ হয় না। আমার হাঁফ ধরে আসছে।'

'এই যে নেড মোফাট আসছে। কি চায় ও?' লরি বলল।

তরুণ গৃহকর্তাকে দলের শোভাবর্ধনের দৃষ্টিতে না দেখে সে কালো ভ্রূজোড়া টেনে তুলল।

'তিনটে নাচে ও নাম লিখিয়েছে। মনে হয় ও সেজন্যে আসছে। কী জ্বালাতন!' মেগ অলস ভঙ্গিতে এমন করে বলল যে লরি কৌতুক পেল।

সান্ধ্যভোজের পূর্বে লরি ওর সঙ্গে কথা বলল না। তখন দেখল যে মেগ, নেড ও নেডের বন্ধু ফিশারের সঙ্গে শ্যাম্পেন খাচ্ছে। ওরা দুজনে 'একজোড়া নির্বোধের' মত ব্যবহার করছে, লরি নিজের মনে বলল। লরি

মার্চদের প্রহরা দেওয়া, ও রক্ষকের প্রয়োজন হলে ওদের জন্য যুদ্ধ করার ভ্রাতৃসুলভ একটা অধিকার অনুভব করত কিনা।

নেড যখন মেগের গ্লাস আবার ভরে দিতে ফিরেছে, ফিশার গ্লাসটা তুলে দিতে নীচু হয়েছে, চেয়ারের পিঠে ঝুঁকে লরি ফিস্‌-ফিস্‌ করে বলল, 'যদি ওই বস্তুটা বেশী খাও, কাল অসহ্য মাথাধরায় ভুগবে। মেগ, আমি হলে খেতাম না। জানোই তো তোমার মা পছন্দ করেন না।'

কৃত্রিম একটা ক্ষণহাস্যের সঙ্গে মেগ উত্তর দিল, 'আজ রাত্রে আমি মেগ নই; আমি একটি পুতুল, সে নানা বেখাপ্পা জিনিস করে। কাল আমি আমার 'আড়ম্বর ও জাঁক-জমক সরিয়ে রাখব, আবার মারাত্মক ভাল হব।'

মেগের পরিবর্তনে অসন্তুষ্ট লরি বিড়বিড় করল, 'তাহলে, এখনই কাল যদি আসত!' সে চলে এল।

অন্যান্য মেয়েদের মত মেগ নাচল, প্রণয়রঙ্গ, বক্‌বক্‌, খিলখিল হাসি সবই করল। সান্ধ্যভোজের পরে জার্মান নৃত্য ধরল। লম্বা স্কার্টে বাধিয়ে নৃত্যসঙ্গীকে বিপর্যস্তপ্রায় করে আনাড়ি ভাবে নেচে গেল। এমন ভঙ্গিতে সে ঝাঁপাঝাঁপি সুরু করল যে লরি দেখে স্তম্ভিত। লরি দেখে যাচ্ছিল আর উপদেশের বক্তৃতা ভেবে নিচ্ছিল। কিন্তু সুযোগ পেল না সে বক্তৃতার। মেগ ওর কাছ থেকে সরে রইল যতক্ষণ না লরি শুভরাত্রি জ্ঞাপনে এল।

'মনে রেখ!' হাসির চেষ্টা করল মেগ, কারণ অসহ্য মাথাধরা ততক্ষণে সুরু হয়ে গেছে।

যাবার সময়ে অভিনয়ের ভঙ্গিতে হাত নেড়ে লরি উত্তর দিল, 'নীরবতা আমৃত্যু।'

ছোট নাট্যাংশটি দেখে অ্যানির কৌতূহল উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু খোস-গল্পের পক্ষে মেগ বেশী শ্রান্ত ছিল। মেগ শুতে চলে গেল। ওর মনে হল যেন ও মুখোস নাচে গিয়েছিল, যতটা আশা ছিল ততটা আনন্দ পায় নি। পরের গোটা দিন মেগ অসুস্থ রইল। রবিবারে সে পনেরো দিনের মজায় অতিষ্ঠ হয়ে বাড়ী ফিরল অনুভব করে যে ও 'বিলাসের ক্রোড়ে' যথেষ্ট সময় বসেছে।

রবিবার সন্ধ্যায় জননী ও জো-এর সঙ্গে বসে শান্তভাবে চারদিকে চেয়ে,

মেগ বলল 'চুপচাপ থাকা আর সদা সর্বদা পোশাকী কায়দা না রাখা সত্যি ভাল মনে হয়। চমক লাগানো না হলেও বাড়ী বেশ জায়গা।'

মায়ের চোখে সন্তানের মুখের যে কোন পরিবর্তন সহজে ধরা পড়ে, তাই মা সেদিন বারবার উৎকণ্ঠিত ভাবে ওকে দেখছিলেন। এখন উত্তর দিলেন 'লক্ষ্মী, তোমার কথা শুনে খুসী হলাম। তোমার জমকালো বাসস্থানের পরে, আমার ভয় হয়েছিল বাড়ী তোমার কাছে প্রাণহীন, সাদামাটা লাগবে।'

মেগ নিজের অভিযান মজা করে বলেছিল, বারবার সে কত চমৎকার কাটিয়েছে তাও বলেছিল। কিন্তু তবু কিছু যেন ওর মনে চেপে রইল। যখন ছোট মেয়েরা শুতে গেল, মেগ আগুনের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে চিন্তিত ভাবে বসে রইল। বেশী কথা বলল না, ওকে চিন্তাক্লিষ্ট দেখাল। ঘড়িতে নয়টা বাজলে জো শোবার প্রস্তাব দিল। মেগ হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে, বেতের টুলটায় বসে মায়ের জানুতে কনুই-এর ভর রেখে সাহস করে বলল,—'মাগো, আমি স্বীকার করতে চাই।'

'আমার তাই মনে হয়েছিল। বাছা, কি?'

জো সাবধানী ভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'আমি চলে যাই?'

'নিশ্চয় নয়, আমি সর্বদা তোমাকে সব কথা বলি না? আমি ছোটদের সামনে বলতে লজ্জা পেয়েছিলাম। কিন্তু মোফাটদের ওখানে যা-যা ভয়ানক কাজ আমি করেছি, তোমাদের সমস্ত জানাতে চাই।'

মিসেস মার্চকে একটু উৎকণ্ঠ দেখালেও হেসে বললেন, 'আমরা প্রস্তুত।'

'আমি বলেছি যে ওরা আমাকে সাজিয়ে দিয়েছিল, কিন্তু বলিনি যে ওরা আমাকে পাউডার মাখিয়ে, আঁটো পোষাক পরিয়ে চুল কুঁচিয়ে একটা ফ্যাশানের নমুনা বানিয়ে ছিল। লরির মতে আমি ঠিক ভদ্র নয়, যদিও মুখে বলে'নি, তবু আমি বুঝেছি। একজন লোক আমাকে 'একটা পুতুল" আখ্যা দিয়েছিল। জানতাম সবটাই ছ্যাবলামি, কিন্তু ওরা আমাকে তোয়াজ করেছিল, বলেছিল আমি একজন রূপসী ও আরও অনেক বাজে কথা। তাই আমি ওদেরকে বোকা বানাতে দিয়েছিলাম আমাকে।"

"এই সব নাকি?" জো জিজ্ঞাসা করল। মিসেস মার্চ শুধু তাঁর সুন্দরী কন্যার অবনত মুখের দিকে নীরবে চেয়ে রইলেন। তবে ছোট-খাটো বোকামীর জন্য দোষ দেওয়া প্রাণের সঙ্গে পারলেন না।

"না, আমি হই-চই করেছিলাম, শ্যাম্পেন খেয়েছিলাম, ছ্যাবলামির চেষ্টা পেয়েছিলাম। সব জড়িয়ে ধিক্কারজনক হয়েছিলাম",মেগ আত্মধিক্কারে বলল।

"আরও কিছু আছে, মনে হচ্ছে!" মিসেস মার্চ হঠাৎ ওর আরক্তিম কপোলে মৃদু স্পর্শ বুলিয়ে দিলেন। মেগ আস্তে উত্তর দিল,—

"হ্যাঁ ; বেজায় বাজে, কিন্তু আমি বলতে চাই ; কারণ লোকে আমাদের আর লরির বিষয়ে এমনধারা কথা বললে যে, আমার ঘেন্না করে।"

তারপর সে মোফাটদের ওখানে শোনা নানাপ্রকার গালগল্পের অংশ বলল। জো দেখল মা ঠোঁট চেপে রইলেন, যেন মেগের সরল মনে এমন ধারণা ঢোকাবার জন্য উনি অসন্তুষ্ট।

জো বিরক্তিসহ বলে উঠলো, "বা রে, যত বাজে কথা শুনেছি তার মধ্যে এটা সবচেয়ে খারাপ। তখন তখনি তুমি কেন মুখ খুলে ওদের শুনিয়ে দিলে না?"

"আমি পারলাম না। এত লজ্জা করছিল। প্রথমে আমি শুনে ফেলে ছিলাম আপনা-আপনি। তারপর আমার এত রাগ আর লজ্জা হল যে আমার সরে যাওয়া উচিত মনেই রইল না।"

"দাঁড়াও না, অ্যানি মোফাটকে আগে দেখি, তারপর তোমাকে দেখিয়ে দেব এমন বাজে কথা কি করে সায়েস্তা করতে হয়। ভেবে দেখো, 'ছক' করার ধারণা, লরির সঙ্গে সদয় ব্যবহার করার অর্থ, সে বড়লোক এবং কোনও সময়ে আমাদের বিয়ে করবে। এই ছ্যাবলা লোকগুলো আমাদের মত গরীব ছেলেমেয়েদের বিষয়ে যা বলে শুনলে লরি কত হাসিই হাসবে, না?" জো হেসে উঠলো, কারণ দ্বিতীয় চিন্তায় মেগ ব্যাকুল হয়ে বলল, "লরিকে যদি তুমি বলে দাও আমি কখনই তোমাকে ক্ষমা করব না। মা, ওর বলা উচিত নয়, নয় কি?"

"না, বাজে গালগল্প পুনরুক্তি কোর না, যত তাড়াতাড়ি পার ভুলে যাও", মিসেস মার্চ গম্ভীর ভাবে বললেন, "যে-সব লোকদের এত কম চিনি, তাদের কাছে তোমাকে যেতে দেওয়া আমার পক্ষে খুব নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে। ওঁরা সহৃদয়, বলতে পারি, কিন্তু সাংসারিক ও অভব্য, অল্পবয়সীদের সম্বন্ধে ওই সব কুশ্রী ধারণায় ভরপুর। মেগ এই যাত্রাটা তোমার কত অনিষ্ট করতে পারত সেজন্য আমি দুঃখ প্রকাশ করে উঠতে পারছিনা।'

দুঃখ কোর না আমার কোন ক্ষতি হতে দেব না খারাপটুকু ভুলে ভালটুকু মনে রাখব শুধু। আমি যথেষ্ট আনন্দ করেছি। আমাকে যেতে দেবার জন্য তোমাকে ধন্যবাদ। মা, আমি ভাবপ্রবণ বা অসন্তুষ্ট হব না। আমি জানি আমি একটি বোকা ছোট মেয়ে যতদিন না নিজের দায়িত্ব নিতে সমর্থ হই, আমি তোমার কাছেই থাকব কিন্তু প্রশংসা ও গৌরব পাওয়া এত সুন্দর। আমি না বলে থাকতে পারছি না যে আমি এসব পছন্দ করি।" মেগ নিজের স্বীকারোক্তিতে খানিকটা লজ্জিত হয়ে বলল।

"এটা সম্পূর্ণ স্বাভাবিক ও সম্পূর্ণ নির্দোষ যদি পছন্দটা উগ্র হয়ে ছ্যাবলামি অথবা মেয়েদের পক্ষে বেমানান কিছু না করায়। যে প্রশংসা পাওয়ার মত, সেটা বুঝতে ও মূল্য দিতে শেখ। মেগ, উত্তম লোকের তারিফ বিনীত ও শোভন হয়ে পেতে শেখ।"

মার্গারেট একটুক্ষণ বসে চিন্তা করল। পশ্চাদ্বদ্ধ হস্ত জো ঔৎসুক্য ও কিঞ্চিৎ বিস্ময়সহ দণ্ডায়মান। মেগ আরক্তমুখে তারিফ, প্রেমিক ও এই ধরণের কথাবার্তা বলছে এ নূতন কিছু। জো অনুভব করল ওই পনেরো দিনে ওর বোন আশ্চর্যভাবে বেড়ে উঠেছে এবং জো-এর কাছ থেকে একটা জগতে ভেসে চলে যাচ্ছে, যেখানে জো অনুসরণ করতে পারে না।

মেগ সলজ্জ প্রশ্ন করল, "মিসেস মোফাটের কথামত মা, তোমার 'পরিকল্পনা' আছে!"

'হ্যাঁ, সোনা, আমার বহু পরিকল্পনা, সমস্ত মায়েদেরই থাকে। কিন্তু মনে হয় আমারগুলো মিসেস মোফাটের চেয়ে কিছু পৃথক। আমি দু' একটা বলব, কারণ সময় এসেছে। একটা কথা এই ছোট রোমান্টিক মাথা ও মনটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ঠিক চালিত করবে। মেগ, তুমি ছেলেমানুষ, কিন্তু আমার কথা বোঝার পক্ষে তেমন ছোট নও। এ ধরণের বিষয় তোমার মত মেয়ের পক্ষে মায়ের মুখ থেকে শোনা, সবচেয়ে ঠিক। জো, তোমারও সময় আসবে বোধহয়, যখন তুমিও আমার 'পরিকল্পনার' বিষয়ে শুনবে, যদি ভালো হও সেগুলো, কার্যে পরিণত করতে সাহায্য করবে।'

জোকে দেখে মনে হল যেন কোন অতি গুরুগম্ভীর বিষয়ে তারা যোগদান করতে উদ্যত। সে এগিয়ে একখানা চেয়ারের হাতলে বসল। তাদের

এক একখানা হাত ধরে, তরুণ মুখ দুটি উৎকণ্ঠভাবে দেখতে দেখতে মিসেস মার্চ গম্ভীর অথচ প্রফুল্ল স্বরে বললেন,—

"আমি চাই আমার মেয়েরা সুন্দরী, গুণবতী ও সৎ হয়; সমাদর, ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা পায়; সুখময় যৌবন কাটে, উত্তম ও বিচক্ষণভাবে বিবাহ হয়; কর্মময় আনন্দময় জীবন যাপন করে তাদের পরীক্ষার জন্যে ঈশ্বর যতটুকু যোগ্য মনে করেন মাত্র ততটুকু চিন্তা ও দুঃখ যেন পায়। একজন উত্তম লোকের দ্বারা মনোনীত হওয়া একজন নারীর পক্ষে মধুর তম বস্তু। আমি আন্তরিক আশা রাখি যে, আমার মেয়েরা যেন মধুর অভিজ্ঞতাটুকু পায়। মেগ এ বিষয়ে ভাবা স্বাভাবিক, আশা করা. অপেক্ষা করা উচিত; এর জন্যে প্রস্তুতি বুদ্ধির কথা, কারণ যখন সেই শুভ সময় আসবে তুমি কর্তব্যের জন্য তৈরি ও আনন্দের জন্য যোগ্য হয়েছ বুঝতে পারবে। আমার আদরের মেয়েরা, আমি সত্যি তোমাদের ক্ষেত্রে উচ্চাভিলাষী কিন্তু জগতে ঝিলিক দেবার জন্যে নয় যেহেতু পাত্র ধনীমাত্র, তেমন ধনীকে বিবাহের জন্যেও নয় তাদের চমৎকার বাড়ী আছে, কিন্তু প্রেম নেই বলে সেই বাড়ী গৃহ নয়।"

"অর্থ প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান জিনিষ,—সৎব্যবহারে মহৎ জিনিষও বটে,—কিন্তু আমি চাইনা এটাই প্রয়াসের প্রথম ও একমাত্র পুরস্কার। যদি তোমরা সুখী, প্রিয় হও, আত্মসম্মান ও শান্তি-বিহীন সিংহাসনের রাণীর চেয়ে তৃপ্ত থাক, আমি তোমাদের বরঞ্চ গরীবের ঘরণী দেখতে চাই।"

মেগ নিঃশ্বাস ফেলল,—"বেল বলে গরীবের মেয়েদের কোন সম্ভাবনা নেই যদি না তারা নিজেদের এগিয়ে ধরে।"

জো দৃঢ়স্বরে বলল, "তাহলে আমরা চিরকুমারী হয়ে থাকব।"

মিসেস মার্চ নিশ্চিতভাবে বললেন, "ঠিক কথা জো, অসুখী পত্নী হওয়া বা নির্লজ্জ মেয়েরা যে ছুটে ছুটে স্বামী খুঁজছে, তার চেয়ে সুখী চিরকুমারী হও, অনেক ভাল। মেগ চিন্তিত হোয়োনা, বিশ্বস্ত প্রেমিক কদাচিৎ দারিদ্র্য দেখে পেছু হটে। আমার চেনার মধ্যে কয়েকজন শ্রেষ্ঠ ও খুব সম্মানিত মহিলারা গরীবের মেয়ে ছিলেন, কিন্তু ভালবাসা পাবার এতই যোগ্যতা ছিল যে চিরকুমারী থাকতে পারলেন না। এসমস্ত সময়ের ওপর ছেড়ে দাও, এই গৃহ সুখী করে তোল, যদি নিজেদের গৃহ পাও সেখানকার

যোগ্য হতে পারবে, না পেলে এখানেই সন্তুষ্ট থাকবে। মেয়েরা, একটা কথা মনে রেখো মা সর্বদা তোমাদের বিশ্বাসভাজন হতে ও বাবা বন্ধু হতে প্রস্তুত। আমরা দুজনেই বিশ্বাস ও আশা করি যে, আমাদের মেয়েরা, তা বিবাহিতা বা কুমারী যাই হোক, আমাদের জীবনের গৌরব ও সুখ হবে।"

"মাগো, আমরা হবো, হবোই!" উভয়ে একসঙ্গে বলে উঠল। তিনি তখন তাদের শুভরাত্রি জানালেন।

পি. সি. ও পি ও

বসন্ত সমাগমে নূতন ধারার আমোদপ্রমোদের চল হল। সুদীর্ঘ দিবাভাগের বিলম্বিত অপরাহ্নে নানাপ্রকার কাজ ও খেলার অবকাশ পাওয়া গেল। উদ্যানটি সুবিন্যস্ত করা প্রয়োজন। প্রতি ভগ্নী এক-চতুর্থাংশ ছোট ভূভাগ যথেচ্ছা কর্মের উদ্দেশে পেল। হ্যানা বলত, "চীন দেশে যদি দেখতে পাই তবু জানবো গো কার কোন বাগানটি।" তার পক্ষে সম্ভবপর, কারণ চরিত্রানুগভাবে বোনেদের পছন্দ বিভিন্ন। মেগের বাগানে গোলাপ হেলিওট্রোপ, মার্টল ও ক্ষুদ্র এক কমলালেবুর গাছ। পর পর দুই ঋতুতে জো-এর ফুলবাগান কখনও একরকম হতনা। এ বছরে সূর্যমুখী ফুলের চাষ হচ্ছে। প্রফুল্ল ও উচ্চস্থ চারাগুলোর বীজ "আণ্ট-ককল্-টপ" ও তার মুর্গি-ছানার পরিবারকে খাওয়ানো হবে। বেথের বাগানে—প্রাচীনপন্থী, সুগন্ধি ফুল—সুইট-পী, মিগ্নোনেট, লার্কস্পার, পিঙ্ক. প্যাজীজ ও সার্দানউড। সঙ্গে পাখীদের জন্য চিকউড, পুষিদের জন্য ক্যাট্‌নিপ। এমির বাগানে কুঞ্জবিথী—বেশ ক্ষুদ্র, কীটদষ্ট হলেও দেখতে মনোরম,—হানিসাক্‌ল্, মর্ণিংগ্লোরি চালের সর্বত্র বর্ণালী চোঙা ও স্তবকরচিত কমনীয় মালা গেঁথেছে। দীর্ঘ শুভ্র পদ্ম, সুকুমার ফার্ণ, যতগুলো উজ্জ্বল-চিত্রনিভ গাছপালা ওখানে ফোটায় সম্মত, তারা সকলেই আছে।

উদ্যাননির্মাণ, পাদচারণা নদীতে নৌকাবাওয়া পুষ্পসন্ধান পরিষ্কার দিনগুলির উপজীব্য। বর্ষার দিনে বাড়ীতে নূতন-পুরাতন মনোনিবেশের বস্তু ছিল, প্রায়ই মৌলিক। এর মধ্যে একটি "পি, সি,"—তখন গুপ্ত-সমিতির চল হয়েছে, একটা করা সমীচীন কাজ বলে মনে হয়। যে-হেতু সব মেয়েরা ডিকেন্সের লেখা পছন্দ করত, নিজেদের আখ্যা দিল 'পিক্‌উইক্ ক্লাব।' যৎসামান্য বাধা সত্ত্বেও বছরখানেক তারা এটি চালাল। প্রতি শনিবার প্রকাণ্ড চিলেকোঠায় সভা করত। সেই সকল সময়ে নিম্ন-লিখিত অনুষ্ঠান হত :—

একটা টেবিলের সম্মুখে এক সারিতে তিনখানা চেয়ার—টেবিলে ল্যাম্প

আর চারটে সাদা ব্যাজ, প্রত্যেকটার ওপর বিভিন্ন রংয়ে "পি, সি" বড় করে লেখা ; সাপ্তাহিক সাময়িকী, "দি পিকৃউইক্ পোর্টফোলিও" ; ওতে সকলে কিছু কিছু লেখা দিত। জো-এর আনন্দ কালি-কলমে, সে সম্পাদক। সাতটায় চারজন সদস্য ক্লাবঘরে উঠে আসত, ব্যাজগুলো মাথায় জড়িয়ে ও রীতিমক গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে আসন গ্রহণ করত। বয়সে বড় বলে মেগ স্যামুয়েল পিকৃউইক্, সাহিত্যধর্মী হওয়ায় জো আগস্টাস স্নোডগ্র্যাস ; গোলগাল লালচে বলে বেথ ট্রেসি টাপম্যান। এমি সর্বদা যা পারেনা তাই করতে চায় বলে সে ন্যাথনিএল উইন্কল! সভাপতি পিকৃউইক্ কাগজ পড়লেন। মৌলিক কাহিনী, কবিতা, স্থানীয় সংবাদ; মজাদার বিজ্ঞাপনে কাগজ ভর্তি। ইঙ্গিতের মাধ্যমে তারা অমায়িক ভাবে পরস্পরকে নিজেদের দোষ ও অপূর্ণতা মনে করিয়ে দেয়—সেগুলোও আছে। একটা অনুষ্ঠানে মিষ্টার পিকৃউইক্ কাঁচবিহীন একজোড়া চশমা পরে, টেবলে ঘা দিয়ে, গলা ঝেড়ে, মিষ্টার স্নোডগ্র্যাসের দিকে একদৃষ্টে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে—তিনি আবার চেয়ারে দোদুল্যমান—নিজে মহাযোগ্যতাবে প্রস্তুত হয়ে পড়তে আরম্ভ করলেন—

"দি পিকউইক পোর্টফোলিও"

মে ২০, ১৮—

কবির কোনা
বাৎসরিক গান
আবার আমরা সমাগত
ব্যাজে আর গম্ভীর চালে,
আমাদের বাহান্ন বার্ষিকী
আজ রাতে পিকউইক হালে।
সকলে এখানে সমবেত,
হয়নি তো কেউ দলছুট,
হাতে ধরা বন্ধুর হাত,
আবার সে চেনা মুখটুকু।

পিকউইক সদাই হাজির,
চোখে আঁটা চশমায় পড়ে
সাপ্তাহিক সংবাদের ভিড়।
সর্দিতে তিনি সকাতর,
তবু কথা শুনি পুলকিত।
জ্ঞানের বচন সদ্য ঝরে,
ভাঙা গলা করে ঘর্‌ঘর্‌ ;

ছয়ফুট দীর্ঘ স্নোডগ্র্যাস
হস্তীসম উড্ডীন শোভায়

অভ্যাগতে হাসিখুশী বড়,
বাদামী ও আননপ্রভায়।
কাব্যবহ্নি জ্বলে দুই চোখে,
ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে ?
ললাটে উচ্চাশা আছে লেখা,
কালিছাপ নাসিকার পরে।

তারপর শান্ত টাপম্যান,
গোলাপী, সুপুষ্ট, সুমধুর ;
আসনের নীচে পড়ে সারা,
মজা শুনে হেসে ভরপুর

ফিটফাট ছোট উইঙ্কল
বিন্যাস প্রতিটি চুলে জানা ;
যেন সেই আভিজাত্যে ভরা,
যদিও ধোয়না মুখখানা।

বৎসর চলে—যুক্ত মোরা,
পরিহাসে, হাস্যে, পঠনেতে ;
সাহিত্যের পথ ধরে যাবো,
একদিন মহিমাকে পাবো।
কাগজের হোক জয় জয়,
ক্লাব থাক অটুট সুন্দর ;
ভবিষ্যৎ, ঢালো শুভাশীষ
ফুল্ল-কৃতী পি, সি,-এর উপর।

এ. স্নোডগ্র্যাস

মুখোসধারী বিবাহ
ভেনিসের কাহিনী

মর্মর সোপান শ্রেণীর পদপ্রান্তে গণ্ডোলার পর গণ্ডোলা থামিতেছে তাহাদের মনোজ্ঞ আরোহিবৃন্দ কাউন্ট দা আদেলনের সুবিশাল প্রাসাদপূর্ণ বিশিষ্ট লোকসমাগমে পশিয়া তাহা বৃদ্ধি করিতেছে। নৃত্যসভায় নাইট, মহিলা, বামন, পরিচারক, সন্ন্যাসী, ফুলওয়ালী আনন্দে একত্রে মেলামেশা করিতেছে। সুমিষ্ট স্বরগ্রাম ও দিব্য সঙ্গীতে বাতাস পরিপূর্ণ। পুলক ও সঙ্গীতে মুখোস-নৃত্য চলমান।

একজন ক্রুবাডুর কক্ষ তলে তাহার বাহুবদ্ধ অবস্থায় সঞ্চরণশীলা পরী-রাণীকে জিজ্ঞাসা করিল, 'রাণী, আজরাত্রে লেডি ভায়োলাকে দেখিয়াছেন কি ?'

'হ্যাঁ, যদিও বিষাদাচ্ছন্না, তথাপি মাধুর্যময়ী। পরিচ্ছদও উত্তম মনোনীত, কারণ সপ্তাহমধ্যে তিনি তাঁহার সবিশেষ ঘৃণার পাত্র কাউন্ট আন্তোনিওকে বিবাহ করিবেন।'

'সত্য বলিতেছি, আমি কাউন্টকে ঈর্ষা করি। ওই যে উনি আসিতেছেন ; পরিচ্ছদ বরয়িতার ন্যায়, কেবল কৃষ্ণ মুখোসটি ব্যতীত।

যখন ওটি উন্মোচিত হইবে, আমরা লক্ষ্য করিতে পারিব যে তিনি সুন্দরীকে কত সম্মান দেখান। সুন্দরীর হৃদয় জয় করিতে তিনি পারেন নাই, কঠোর পিতা কেবল সমগ্র দান করিতেছেন।' ক্রবাডুর বলিলেন।

নৃত্যে যোগ দিতে দিতে মহিলা বলিলেন, 'গুজব শুনি যে তিনি গৃহে নিত্য সমাগত ইংরাজ শিল্পীকে ভালবাসেন। লুদ্ধ কাউন্ট শিল্পীকে অবহেলা করিয়াছেন।' আনন্দের চরম শিখরে এক পুরোহিত উপস্থিত। আরক্ত কিংখাবমোড়া গৃহকোণে তরুণ যুগলকে সরাইয়া নতজানু হইবার নির্দেশ দিলেন তিনি। তৎক্ষণাৎ পুলকিত জনতা নিস্তব্ধ। কাউন্ট দা আদেলনের বচনের সময়কার নীরবতা ভঙ্গ করিল কেবলমাত্র নির্ঝরের গতিকল্লোল, বা চন্দ্রালোকে প্রসুপ্ত কমলা কুঞ্জের মর্মরধ্বনি।

তিনি বলিলেন, 'উচ্চবংশীয় ভদ্রমহোদয় ও মহিলাবৃন্দ, আমার দুহিতার পরিণয়ের দর্শক হিসাবে আপনাদের এখানে একত্র করার জন্য আমার কৌশলকে ক্ষমা করুন। পিতা, আমরা আপনার অনুষ্ঠানের অপেক্ষায়।' বিবাহ-দলের দিকে সর্বদৃষ্টি আকৃষ্ট হইল। পাত্রী ও পাত্র কেহই মুখোস উন্মোচন করে নাই দেখিয়া বিস্ময়ের মৃদু গুঞ্জন জনতার মধ্যে। কৌতূহল এবং বিস্ময় সকল হৃদয় আচ্ছন্ন করিল, কিন্তু পবিত্র অনুষ্ঠান সমাপ্তি পর্যন্ত সম্মানবোধে রসনা মূক রহিল। তারপর কাউন্টের চতুষ্পার্শ্বে উৎসুক জন ব্যাখ্যা শুনিতে গেল। 'যদি আমি পারিতাম তবে সানন্দে ব্যাখ্যা দিতাম। কিন্তু কেবল জানি আমার লজ্জাশীলা ভায়োলার এ একটি খেয়াল। আমি সম্মত হইয়াছি। এখন বাছারা, খেলার শেষ হোক। মুখোস খোল ও আমার আশীর্বাদ লও।'

কিন্তু কেহই নতজানু হইল না; কারণ তরুণ বর সকলকে চমকদেওয়া কণ্ঠে উত্তর দিল। মুখোস উন্মোচিত, শিল্পী প্রেমিক ফার্দিনান্দ দিভেরোর দীপ্ত মুখমণ্ডল উদ্‌ঘাটিত। যে বক্ষে এখন ইংরেজ আর্লের তারকা প্রদীপ্ত, সেখানে সুন্দরী ভায়োলা আনন্দ ও রূপের উজ্জ্বল প্রভায় ন্যস্ত।

'মহাশয় আপনি তাচ্ছিল্যে আমাকে আদেশ দিয়াছিলেন যে, কাউন্ট আন্তোনিওর সমতুল্য বংশমর্যাদা এবং ঐশ্বর্য পাইতে পারিলে তবেই আপনার কন্যাকে লইব। আমি আরও অধিক পারি আপনার উচ্চাভিলাষী সত্তাও, যদি আর্ল অফ দিভেরো ও দা ভির্ এই সুন্দরীর পাণির,—এখন আমার

পত্নীর,—পরিবর্তে নিজের সুপ্রাচীন মর্যাদা ও অসীম ঐশ্বর্য দেন, অস্বীকার করিতে পারেন না।'

কাউন্ট প্রস্তরে রূপান্বিত মূর্তির ন্যায় দণ্ডায়মান। বিস্ময়াহত জনতার দিকে ফিরিয়া প্রফুল্ল বিজয়ী হাস্যে ফার্দিনান্দ বলিলেন, 'হে আমার মহান মিত্রকুল, আমি আপনাদের জন্য শুধু প্রার্থনা করতে পারি যে আমার অনুরাগের ন্যায় আপনাদেরও পূর্বরাগ সফল হোক। এই মুখোসধারী পরিণয়ে আমি যেরূপ সুন্দরী কন্যা লাভ করিয়াছি; আপনারা সকলেও সেইরূপ করুন।'

এস্, পিকউইক

বেবেলের শিখরের মত
পি সি কেন হয় ?
অবাধ্য সদস্যের দ্বারা
এটি পরিপূর্ণ।

একটি স্কোয়াশের ইতিহাস

একদা এক কৃষক তার বাগানে একটা ছোট বীজ পুঁতেছিল। কিছুকাল পরে এটায় অঙ্কুর গজিয়ে লতা হল, অনেকগুলো স্কোয়াশফল ধরল। অক্টোবর মাসে একদিন পেকে উঠলে সে একটা ছিঁড়ে বাজারে নিয়ে গেল। এক মুদী কিনে নিয়ে সেটাকে দোকানে রাখল। সেইদিনই সকালে একটি গোলমুখো, খ্যাঁদানাকী, বাদামী টুপী ও নীল পোষাকপরা ছোট মেয়ে যেয়ে মায়ের জন্যে ওটাকে কিনে নিল। সে টেনে বাড়ী এনে কেটেকুটে বড় হাঁড়িতে সেদ্ধ করল। কিছুটা রাত্রের খাওয়ার জন্যে নুন-মাখন দিয়ে চটকে নিল। বাকীটায় সে এক পাঁইট দুধ, দুটো ডিম, চার চামচে চিনি, জৈত্রী ও কিছু শক্ত বিস্কিট মিশিয়ে চালু ডিসে ঢেলে সেঁকতে লাগল। ওটা বাদামী রংএ চমৎকার হয়ে উঠল। পরের দিন মার্চ নামে এক পরিবার সেটাকে খেল।

—টি টাপম্যান

মিষ্টার পিক্উইক্, মহাশয় :—

আমি অপরাধ বিষয়ে আপনাকে বলছি অপরাধী হচ্ছে উইঙ্কল নামের ভদ্রলোক যে ক্লাবে হাসাহাসি করে অনর্থ আনে সে এমন সুন্দর পত্রিকায়

তার অংশটুকু কখনও বা লেখে না আশা করি তাকে ক্ষমা করবেন ও একটি ফরাসী গাথা পাঠাতে দেবেন কারণ এত পড়া তৈরি করতে হয় ও মাথা না থাকায় সে মাথা থেকে লিখতে পারে না ভবিষ্যতে আমি সময়ের ঝুঁটি ধরে কিছু তৈরি করে দেব যা ফরাসী ভাষায় 'যথাযোগ্য' হবে আমার তাড়াতাড়ি আছে কারণ স্কুলের সময় হয়েছে।

শ্রদ্ধাসহ আপনার

এন, উইঙ্কল

[উপরে উল্লিখিত অংশ অতীত অপরাধের মনুষ্যজনোচিত ও মহৎ স্বীকারোক্তি। যদি আমাদের তরুণ বন্ধু দাঁড়িকমার বিষয়ে অবহিত হন, ভাল হয়।]

সর্বসাধারণী শোক

আমাদের সকরুণ কর্তব্য আমাদের প্রিয় বন্ধু মিসেস স্নো-বল, প্যাটপয়ের সহসা ও রহস্যজনক অন্তর্ধান লিপিবদ্ধ করা। এই সুন্দর ও প্রিয় বিড়ালটি বৃহৎ একদল আন্তরিক ও গুণগ্রাহী বান্ধবের আদরিণী ছিল। কারণ, তার সৌন্দর্য অননুভূত।

শেষ দেখা গিয়েছিল তাকে যখন সে ফটকে বসে কসাই-এর গাড়ী লক্ষ্য করে যাচ্ছিল। ভয় হয়, কোন নরাধম ও রূপে প্রলুব্ধ হয়ে ওকে নীচভাবে চুরি করে নিয়েছে। অনেক সপ্তাহ কেটে গেল, কিন্তু ওর কোন সূত্র আবিষ্কৃত হয়নি। আমরা সকল আশা বিসর্জন দিলাম। ওর ঝুড়িটায় কালো ফিতে লটকে, খাবার ডিসটা সরিয়ে রেখে আমরা তার চিরপ্রয়াণে শোক প্রকাশ করছি।

একজন সহানুভূতিশীল বন্ধু নিম্নোক্ত রত্নটি পাঠিয়েছেন :

একটি শোকগাথা

এস, বি, প্যাট-পয়ের জন্য

আমাদের ছোট সোনার
শোকে ভাসি মোরা,
তার হতভাগ্যের নেই জোড়া।
আগুনের ধারে আর বসবে না,

পুরনো-হলুদ দ্বারে খেলবে না।
ওখানে বাচ্চার ছোট গোর,
চেষ্টনাট গাছের তলায় ;
ওর গোর জানি না কোথায়,
কাঁদতেও নারি—তাই, হায়।
শূন্য শয্যা আর নিশ্চল গোলা
দেখবে না কখনই তারে ;
শান্ত ধাক্কা সহ মিষ্টি আওয়াজ
শুনব না ঘরটির দ্বারে।
ওর ইঁদুরকে তেড়ে
অন্য বিড়াল এক আসে
বিচ্ছিরি মুখখানা নিয়ে।
শিকারখেলায় পোক্ত নয়,
খেলে না তো ওর কান্তি দিয়ে।
ওটার চোরের মত পা,
এই ঘরে ফেলে চলে বা,
যেখানে স্নোবল্ ছিল কভু।
কুকুরকে খ্যাঁকায় সে শুধু
তার মত তাড়াতে পারে না।
এ বিড়াল কেজো ও সুস্থির,
যথাসাধ্য চেষ্টা করে যায় ;
কিন্তু দেখতে ভালো নয়।
তোমার মতন ভালবাসব না হায়,
তোমার মতন নাহি
ভজব পূজায়।

এ এস।

একটি দুঃখজনক দুর্ঘটনা

গত শুক্রবার আমাদের মাটির তলার ঘরে এক গুরু আঘাতের শব্দে আমরা চমকে উঠলাম, তার পরে দুঃখসূচক চিৎকার শোনা গেল। মাটির নীচের ঘরে একসঙ্গে ছুটে যেয়ে আমরা আবিষ্কার করলাম যে, সাংসারিক কাজে জ্বালানী সংগ্রহে যেয়ে আমাদের প্রিয় সভাপতি উল্টে পড়ে আছেন সোজা মেজের উপর। একটা ধ্বংসাত্মক দৃশ্য চোখে পড়ল ; পতনের কালে মিষ্টার পিকউইক এক টব জলে মাথা ও কাঁধ চুবিয়েছেন, নিজের পৌরুষ-ব্যঞ্জক শরীরে এক পিপে সাবানগোলা ঢেলেছেন এবং নিজের জামা-কাপড় অনেকটা ছিঁড়েছেন। এই বিপজ্জনক পরিস্থিতি থেকে সরিয়ে এনে দেখা গেল যে, কোন ক্ষতি না হলেও অনেক ক্ষত হয়েছে। আমরা সুখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, এখন তিনি ভাল আছেন।

গুণবতী, শক্তিময়ী বক্তা মিস অরাস্থিক ব্লাগেজ্ ‘নারী ও তাহার পরিস্থিতি’ সম্পর্কে তাঁর বিখ্যাত বক্তৃতা আগামী শুক্রবারে নিয়মিত কার্য-কলাপের পরে পিকউইক হলে প্রদান করিবেন।

রান্না ঘরের এলাকায় সাপ্তাহিক মিটিং হইবে, তরুণী নারীদের রন্ধন শিক্ষার হেতু। হানা ব্রাউন সভানেতৃত্ব করিবেন। সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হইতেছে।

ডাষ্টপ্যান সমিতি আগামী বুধবার সম্মিলিত হইয়া ক্লাববাড়ীর দোতলায় প্যারেড করিবেন। ঠিক নয়টায় সমস্ত সদস্যেরা নির্দিষ্ট পোশাকে ঝাঁটা ঘাড়ে করিয়া যেন হাজির হন।

আগামী সপ্তাহে মিস বেথ বাউন্সার তাঁর নূতন পুতুলের পরিচ্ছদ সংগ্রহ দেখাইবেন। প্যারিসের সর্বনূতন পোষাক আসিয়াছে। সশ্রদ্ধভাবে অর্ডার প্রার্থিত।

কয়েক সপ্তাহের মধ্যে বারণভিল থিয়েটারে একটি নূতন নাটক দেখানো হইবে। আমেরিকার মঞ্চে প্রদর্শিত যে-কোনটিকে ইহা পরাজিত করে। এই রোমাঞ্চকর নাটকটির নাম 'গ্রীক ক্রীতদাস' অথবা 'প্রতিশোধকামী কন্‌ষ্টান্‌টাইনা।'

মন্তব্য

যদি এস, পি, হাতে অত বেশী সাবান না মাখেন প্রাতঃরাশে তিনি বিলম্বে আসবেন না। এ, এস-কে অনুরোধ করা হচ্ছে রাস্তায় যেন তিনি শিস্ না দেন। টি, টি দয়া করে এমির ন্যাপকিনটা ভুলে যেও না।—নয়টি থাক নেই বলে এন, ডব্লিউ-এর পোশাকে, সে যেন ক্ষোভ না করে।

সাপ্তাহিক রিপোর্ট

মেগ—ভালো

জো—খারাপ

বেথ—খুব ভালো

এমি—মাঝামাঝি

সভাপতির কাগজ পড়া শেষ করলে (আমি আমার পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিতে চাই যে, এটা একটা সত্য কপি, একদা কতকগুলি সত্য মেয়ে লিখেছিল) একপালা হাততালি পড়ল। তখন মিষ্টার স্নোডগ্র্যাস প্রস্তাব দিতে উঠলেন।

পার্লিয়ামেণ্ট সুলভ ভঙ্গি ও স্বর গ্রহণান্তে তিনি বললেন, 'মিষ্টার প্রেসিডেণ্ট ও ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমি একজন নূতন সদস্যের প্রবেশের প্রস্তাব দিচ্ছি। তিনি এই সম্মানের অধিকারী, তিনি এজন্য কৃতজ্ঞ হবেন, সভার ভাবধারায় ও পত্রিকার সাহিত্যমূল্যে তিনি অতিশয় সংযোগসাধন করবেন। তিনি অপরিসীম স্ফূর্তিবাজ এবং ভালো। পি, সি,-র অবৈতনিক সদস্যরূপে আমি শ্রীথিওডোর লরেন্সের নাম প্রস্তাব করছি। এখন এসো, ওকে নাও না।' জো-এর গলার সুরের হঠাৎ বদলে মেয়েরা হেসে উঠল। কিন্তু কেউ একটা কথাও বলল না, উৎকণ্ঠ হস। মিষ্টার স্নোড্‌গ্র্যাস আসন নিলেন।

সভাপতি বল্লেন, 'ভোটে ফেলা যাক্। যাঁরা এই প্রস্তাবের সমর্থক, দয়া করে 'আই' (হ্যাঁ) বলে জানান।'

স্নোডগ্র্যাসের উচ্চ উত্তর, সকলের বিস্ময় ঘটিয়ে বেথের ভীরু সায় দ্বারা অনুসৃত হল।

'বিরুদ্ধমনা 'না' বলুন।'

মেগ ও এমি বিরুদ্ধমনা। মিষ্টার উইঙ্ক্‌ল্ যথেষ্ট কায়দায় বললেন দাঁড়িয়ে, 'আমরা কোনও ছেলেকে চাই না। ওরা কেবল ঠাট্টা-তামাসা আর হুড়োহুড়ি করে। এটা মহিলাদের ক্লাব। আমরা নিভৃত ও যথা-যোগ্য হতে চাই।'

'আমার ভয় করে ও আমাদের কাগজটা দেখে হাসবে ও পরে আমাদের নিয়ে ব্যঙ্গ করবে—'পিকউইক ভেবে বললেন, ললাটের কুচো চুলের গোছাটায় টান দিয়ে। সন্দেহাকুল অবস্থায় সেটি তাঁর অভ্যাস।

স্নোডগ্র্যাস অতি আন্তরিকতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল, 'মহাশয়, আমি একজন ভদ্রব্যক্তি হিসাবে কথা দিচ্ছি যে, এ রকম কিছু লরি করবে না। সে লেখা ভালবাসে, আমাদের অবদানে সে স্পষ্টতা দেবে, আমাদেরকে ভাবপ্রবণতা থেকে রক্ষা করবে, নয় কি? আমরা ওর জন্যে এত কম করতে পারি, ও আমাদের জন্যে এত বেশী করে যে, আমরা ওকে এখানে স্থান

দিয়ে সামান্য একটু শোধ দিতে পারি তো, যদি সে আসে তবে তাকে আদর করে নিতে পারি তো।'

দাক্ষিণ্যের দানের সুকৌশল উল্লেখ টাপম্যানকে দাঁড় করাল। দেখে মনে হল তার মন তৈরি হয়ে গেছে।

'হ্যাঁ, আমাদের উচিত এটা, যদিও আমরা ভয় পাচ্ছি। আমার মতে সে আসুক, তার ঠাকুরদাও যদি চান আসুন।'

বেথের এবম্বিধ তেজী উচ্ছ্বাসে ক্লাবের মধ্যে বিদ্যুৎ খেলে গেল। জো প্রীতভাবে হস্তমর্দনের জন্য আসন ছেড়ে এল। 'আচ্ছা তবে, আবার ভোট হোক। প্রত্যেকে মনে রাখুন ইনি আমাদের লরি। 'হ্যাঁ' বলুন!' উত্তেজিত স্নোডগ্র্যাস বললেন।

তিনটি কণ্ঠ একত্রে বলল, 'হ্যাঁ। হ্যাঁ! হ্যাঁ!' 'বেশ বেশ! ভালো হোক তোমাদের! উইঙ্কল যেমন বিশিষ্ট প্রথায় বলেছেন 'সময়ের ঝুঁটি ধরে আনা,' তার মত যোগ্য কথা নেই। নূতন সদস্যকে আনার অনুমতি দিন।' ক্লাবের অন্যান্যদের ত্রাস ঘটিয়ে জো কাপড় রাখার খুপড়ির দোর খুলে দিল। দেখা গেল চাপা হাসিতে উজ্জ্বল ও আরক্ত লরি একটা কাপড়ের ব্যাগের ওপর বসে আছে।

মেয়ে তিনজন চেঁচিয়ে উঠল, 'দুষ্টু। বিশ্বাসঘাতক। জো, তুমি কেমন করে পারলে?' স্নোডগ্র্যাস বন্ধুকে বিজয়ী-ভঙ্গীতে এগিয়ে এনে একসঙ্গে একখানা চেয়ার ও ব্যাজ বের করে ওকে এক মুহূর্তে স্থাপন করল।

'তোমাদের দুই বজ্জাতের ঠাণ্ডাভাব আশ্চর্য' মিষ্টার পিকউইক বল্লেন। ভ্রূভঙ্গী করতে চাইলেন, কিন্তু প্রীতির হাসি আনতে সমর্থ হলেন মাত্র।

কিন্তু নূতন সদস্যটি প্রত্যুৎপন্নমতি, সভাপতির চেয়ারের দিকে কৃতজ্ঞ প্রণাম জানিয়ে উঠে সে খুব মনোহারী ভঙ্গিতে বলল, 'শ্রীযুক্ত সভাপতি ও ভদ্র মহিলাবৃন্দ—ক্ষমা চাইছি—ভদ্রমহোদয়বৃন্দ, আমাকে ক্লাবের বিনীত ভৃত্য স্যাম ওয়েলার নামে নিজেকে পরিচয় দেবার অনুমতি দিন।'

এক পুরাতন গরম করবার প্যানে ঠেস দিয়েছিল জো, হাতল দিয়ে ঘটাঘট্ করে বলল, 'ভালো ভালো!'

লরি হাত নেড়ে বলল, 'আমার বিশ্বস্ত বন্ধু ও তত্ত্বাবধায়ক, যিনি এত সগৌরব পরিচয় দিলেন আমার আজ এই নীচ ষড়যন্ত্রের জন্য তিনি অপরাধী

নন। আমারি পরিকল্পনা। বহু সাধ্যসাধনার পরে তিনি রাজী হয়েছিলেন।'

স্নোড্‌গ্র্যাস তামাসাটি পরম উপভোগ করতে করতে বলল, 'থাক থাক ; নিজের ঘাড়ে সমস্ত দোষ টেনো না। আমিই আলমারীর কথা বলেছিলাম, তুমি জানো।'

'ও যাই বলুক কানে তুলবেন না। স্যর, আমি অধমই করেছি,' নূতন সদস্য ওয়েলারসুলভভাবে মিষ্টার পিক্‌উইককের দিকে মাথা নেড়ে বল্লেন, 'আমি আমার সম্মানের সঙ্গে প্রতিজ্ঞা করছি—আর এমন করব না। এর পরে এই অমর ক্লাবের স্বার্থে নিজেকে সম্পূর্ণ নিয়োজিত করব।'

করতালের মত প্যানটার ঢাকা বাজিয়ে জো চিৎকার দিল, 'বা !'

সভাপতি সদয়ভাবে নমস্কার জানালে ইউঙ্কল্ এবং টাপ্‌ম্যান বলে দিল, 'বলো, বলো !'

'আমি শুধু বলতে চাই, যে, আমাকে এই সম্মানদানে কৃতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ, এবং প্রতিবেশী জাতিদের মধ্যে মৈত্রী বজায় রাখতে বাগানের পেছনের কোণায় বেড়ার মধ্যে আমি একটা ডাকঘর বসিয়েছি। চমৎকার প্রকাণ্ড বাড়ী, দরজায় তালা দিয়েছি ও মেলের (mail ডাক ; male পুরুষ) জন্য সমস্ত সুবিধা,—যদি আমার পক্ষে কথাটা ব্যবহার করা সম্ভব হয়, তবে বলব 'ফিমেলের' (স্ত্রী) জন্যও সুবিধা আছে। এটা পুরনো মার্টিনবাড়ী। কিন্তু আমি দরজাগুলোর ফাঁক বন্ধ করে চাল ফাঁক করেছি। সব রকম জিনিসই ধরবে ও আমাদের মূল্যবান সময় নষ্ট হবে না। চিঠি, পাণ্ডুলিপি, বই, পুলিন্দা ওর মধ্যে চালান দেওয়া যাবে। প্রত্যেকটি জাতির চাবি থাকবে, অসম্ভব ভাল হবে তাহলে মনে হয়। আমাকে ক্লাবের হাতে চাবি উপহার দিতে ও অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদসহ আসন নিতে অনুমতি দিন।'

মিষ্টার ওয়েলার ছোট চাবিটা টেবিলে রাখলে বেজায় হাততালি পড়ে থেমে গেল। প্যানটার আওয়াজ হল, বন্যভাবে নাড়া খেল। শৃঙ্খলা আসতে বেশ সময় লেগে গেল। একটা সুদীর্ঘ আলোচনা চলল, প্রত্যেকে বিস্ময়কর-ভাবে শ্রেষ্ঠরূপে দেখা দিল, কারণ প্রত্যেকে তার সর্বসাধ্য চেষ্টা করেছে। অতএব অভূতপূর্ব প্রাণবন্ত মিটিং হল, অনেক বিলম্বে ভাঙল নূতন সদস্যের জয়ধ্বনি তীক্ষ্ণ কণ্ঠে তিনবার দেবার পর।

কখনও স্যাম ওয়েলারের প্রবেশে কারুর দুঃখ করতে হয়নি। কোনও ক্লাবে এহেন অনুরাগী, কায়দাদুরস্ত ও প্রফুল্ল সদস্য নেই কিনা। সত্যই সে সভাগুলোয় দীপ্তি ও পত্রিকায় স্পষ্টতা দিল ওর বাগ্মিতা শ্রোতৃবৃন্দকে বিহ্বল করল, ওর অবদান চমৎকার—স্বাদেশিক, রক্ষণশীল, হাস্যকর বা নাটকীয়, কিন্তু কখনও ভাবপ্রবণ নয় জো বেকন, মিল্টন অথবা সেক্সপীয়রের সমপর্যায় সেগুলো মনে করত এবং তার ধারণামতে উৎকর্ষ সহ সেগুলোর ছাঁচে নিজের ছাঁচ গড়ত।

পি, ও, এক চমৎকার প্রতিষ্ঠান, দিব্যি বৃদ্ধি পেতে লাগল। প্রকৃত অফিসে যত বিচিত্র জিনিসপত্রের চালান যায়, এখানেও প্রায় তাই চলল। বিয়োগান্ত নাটক ও গলাবন্ধ, কাব্য ও আচার, বাগানের বীজ ও দীর্ঘ চিঠি, সঙ্গীত ও জিঞ্জারব্রেড, রবারের জুতো ও নিমন্ত্রণ, বকুনী ও ও কুকুরছানা। বৃদ্ধ ভদ্রলোক মজাটা পছন্দ করতেন, এবং আমোদের জন্য অদ্ভুত পুলিন্দা, রহস্যময় বার্তা, মজাদার তারের খবর পাঠাতেন। ওঁর মালী হ্যানার রূপে মুগ্ধ হয়েছিল সে জো-এর হেফাজতে সত্যি সত্যি একখানা প্রেমপত্র পাঠাল। যখন রহস্য প্রকাশিত হল তারা হেসেই অস্থির। তখন স্বপ্নেও তারা ভাবেনি যে ভাবীকালে ছোট্ট ডাকঘরটায় কত প্রেমপত্র আসবে।

এগারো

পরীক্ষা-নিরীক্ষা

'জুনের প্রথম। কাল কিঙেরা সমুদ্রধারে চলে যাবে, আমি মুক্ত হবো। তিন মাসের ছুটী,—কী উপভোগই না করব!' এক গরম দিনে বাড়ী ফিরে মেগ ঘোষণা করল। সে দেখতে পেল যে জো অস্বাভাবিক শ্রান্তিভরে সোফায় শায়িত, বেথ ওর ধুলোমাখা জুতো খুলে নিচ্ছে। এমি সকলের উপভোগের উদ্দেশ্যে লেমোনেড বানাচ্ছে।

জো বল্ল, 'মার্চপিসী আজ গেলেন, সেজন্যে আমার কত না আনন্দ! আমি দারুণ ভয় পেয়েছিলাম যে উনি আমাকে ওঁর সঙ্গে যেতে বলবেন। যদি বলতেন, আমার মনে হত আমার যাওয়া উচিত। কিন্তু, জানোই প্লামফিল্ডটা, সমাধিক্ষেত্রে যদি আনন্দ থাকে, তেমনি। আমি ছাড়া পেতে চাই। আমরা বৃদ্ধা মহিলাকে পাঠাবার জন্যে অস্থির হয়ে উঠেছিলাম। তাড়াতাড়ি মেটাবার জন্যে এতই ব্যস্ত হয়েছিলাম যে ফলে অস্বাভাবিকভাবে করিৎকর্মা ও সদয় হয়ে উঠেছিলাম। তাই ভয় হল যে উনি আমাকে ছেড়ে যাওয়া অসম্ভব মনে না করেন। গাড়ীতে ঠিকমত উনি উঠে বসবার আগে পর্যন্ত আমি কেঁপেছি। শেষবারে ভয়ও পেলাম, কারণ গাড়ীটা চলতে সুরু করলে উনি মাথা বের করে বললেন, 'জোসিফাইন, তুমি কি—?' আর শুনিনি, কারণ নীচের মত ফিরে পালালাম। সত্যি সত্যি দৌড়ে মোড় পেরোলাম চট করে, নিরাপদ বোধ করলাম।'

বেথ বোনের পা জননীসুলভ ভঙ্গীতে আদর করতে করতে বললো, 'বেচারী আমাদের জো! এমন ভাবে এল ও, যেন ওর পেছনে ভালুক তাড়া করেছে।'

এমি নিজের মিশ্রিত বস্তু সমালোচকের মত চেখে মত দিল, 'মার্চ পিসী একজন পুরোদস্তর 'পিশাক', নয় কি?'

জো অস্ফুটকণ্ঠে বলল, 'ও বলতে চায় পিশাচ, শাক নয় সমুদ্রজলের। কিছু আসে যায় না। এত গরমে একজনের শব্দপ্রয়োগ নিয়ে মাথা ঘামানো চলে না।'

বুদ্ধিপূর্বক বিষয়ান্তরে এসে এমি জিজ্ঞাসা করল, 'সারা ছুটী কি করবে?'

দোলানো-চেয়ারের অভ্যন্তর থেকে মেগ উত্তর দিল, আমি অনেক বেলা পর্যন্ত বিছানায় শুয়ে থাকব, কিচ্ছু করব'না। সারা শীত ভোরে আমাকে জোর করে টেনে ওঠানো হয়েছে, আর দিনভোর অন্য লোকের জন্যে খেটেছি। এখন তাই আমি বিশ্রাম ও মনের সাধ মিটিয়ে ফুর্তি করে নেব।'

জো বলল, 'না, ওই ঘুমন্ত ধরণ আমার পোষাবে না। আমি একগাদা বই জমিয়ে রেখেছি। আমি আমার উজ্জল প্রহরগুলো উন্নত করতে চাই পড়াশোনো করে, বুড়ো আপেলগাছে আমার বসবার জায়গাটায় বসে, যখন আমি ল—'

'লার্কপাখী বলে বোসনা যেন,—' এমি 'শাক' কথাটা সংশোধনের পরিবর্তে খোঁচা দিয়ে অনুরোধ করল।

'তবে আমি বলব, নাইটিঙ্গেল, লরির সঙ্গে; ঠিক যোগ্য বলাই হবে, কারণ লরি কলকণ্ঠ।'

এমি প্রস্তাব দিল, 'বেথ কিছুদিন আমরা কোন পড়া করব না, সর্বদা খেলা করব ও বিশ্রাম নেব, যেমন মেয়েরা করবে বলে ঠিক করেছে।'

'বেশতো, মা যদি আপত্তি না করেন তবে আমি রাজী। কয়েকটা নতুন গান শিখতে চাই। তাছাড়া আমার ছেলেমেয়েকে গরমের পোষাকে সাজানোর কাজ আছে। ওরা ভয়ানক অগোছালো হয়ে গেছে, জামা-কাপড়ের অভাবে সত্যি কষ্ট পাচ্ছে।'

ওরা 'মামণির কোনা' বলত যেখানটা, সেখানে মিসেস মার্চ বসে সেলাই করছিলেন। মেগ তাঁর দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করল, 'মা, আমরা এরকম করতে পারি?'

'এক সপ্তাহ তোমরা পরীক্ষা করে দেখতে পার কেমন লাগছে। আমার মনে হয়, শনিবার রাত্রের দিকে তোমাদের মনে হবে যে, 'খালি খেলা— কাজ নয়' সেটা 'খালি কাজ—খেলা নয়' তার মতই বিশ্রী।'

মেগ আত্মপ্রীত ভাবে বলল, 'না গো, না! আমি ঠিক জানি সেটা অপূর্ব লাগবে।'

জো উঠে গ্লাস হাতে ধরল, লেমোনেড সকলে পেল। গ্লাস হাতে জো বলল, 'আমি এখন একটা স্বাস্থ্যপানের প্রস্তাব দিচ্ছি, যেমন আমার 'বন্ধু ও

'অংশীদার সেয়ারি গাম্প' বলে, সর্বদা মজা, আর খাটাখাটুনী নয়।'

সকলে সানন্দে পান করল এবং বাকী দিনটা গড়িয়ে বসে নিল, পরীক্ষা সুরু করে। পরের প্রভাতে মেগ সকাল দশটার আগে দেখা দিল না। তার নিঃসঙ্গ প্রাতরাশ স্বাদ লাগল না, ঘরটা জনবিহীন অগোছালো বোধ হল। কারণ জো ফুলদানী ভরে রাখেনি, বেথ ধুলো ঝাড়েনি, এমির বই ছড়িয়ে আছে। 'মামণির কোনা' ভিন্ন কিছুই পরিচ্ছন্ন বা প্রীতিকর নয়। সেখানটাই নিত্যকার মত রয়েছে। সেখানে মেগ 'বিশ্রাম নিতে ও বই পড়তে' বসল মানে, হাই তুলতে ও কল্পনা করতে যে মাইনের টাকা দিয়ে সে কেমন সুন্দর গ্রাম্মকালীন পরিচ্ছদ কিনবে। জো সকালটা নদীর বুকে লরির সঙ্গে কাটাল। অপরাহ্ন কাটাল আপেল-গাছে দি ওয়াইড, ওয়াইড ওয়ার্লড' পড়ে কেঁদে কেঁদে, বেথ তার পরিবারের বাসস্থান বৃহৎ খোন্দলটা থেকে সব কিছু বার করে ছুটীর আমোদ সুরু করল কিন্তু অর্ধেক কাজের আগেই সে ওর গৃহস্থালি ওলটপালট রেখে সঙ্গীতে গেল আনন্দ করে যে ওর রেকাব ধুতে হবে না। এমি তার কুঞ্জবীথি সাজিয়ে, সব থেকে ভালো শাদা জামাটা পরে চুলের থোকা গুছিয়ে হনিসকল গাছের নীচে অঙ্কনে বসে গেল। আশাছিল, কেউ দেখে জিজ্ঞাসা করবে যে তরুণ শিল্পী কে? কেউ এল না, শুধু একজন কৌতুহলী 'লম্বা খুড়ো' শুধু ওর কাজ মন দিয়ে দেখল এসে। তখন এমি পাদচারণে গেল বৃষ্টির মধ্যে পড়ে চুপচুপে ভিজে অবস্থায় বাড়ী ফিরল।

চায়ের সময়ে ওরা তুলনামুলক আলোচনা করে একমত হল যে, যদিও অতিশয় দীর্ঘ তথাপি আনন্দময় দিন কেটেছে। অপরাহ্নে মেগ দোকানে গেল, একটা 'মিষ্টি নীল মসলিন' সে কিনে আনল। প্রস্থের দিকে কাটার পরে অবিষ্কার করল যে রং পাকা নয়। এই অঘটনে কিছু ক্রুদ্ধ হল সে। জো নৌকারোহণে নাকের চামড়া রোদে পুড়িয়ে ফেলেছে, বেশীক্ষণ পড়ার হেতু উগ্র মাথা ধরা জুটেছে। বেথ নিজের প্যাঁটরার অগোছালো অবস্থার দরুণ চিন্তান্বিত, এক সঙ্গে তিন-চারটি গান শেখার কৃচ্ছ্র হেতুও বটে। এমি জামা নষ্ট হওয়ায় অত্যন্ত দুঃখিত। কারণ কেটি ব্রাউনের পার্টি পরের দিন। এখন ফ্লরা ম্যাক্‌ফ্লিম্‌সের মত ওর 'পরবার কিছু নেই।' কিন্তু এগুলো সামান্য ব্যাপার মাত্র। ওরা মাকে বুঝিয়ে দিল যে পরীক্ষা-নীরীক্ষা

চমৎকারভাবে চলছে। তিনি হাসলেন, কিছু বললেন না। হানার সহায়তায় ওদের পরিত্যক্ত কাজকর্ম সেরে বাড়ীর শোভনতা ও সংসারের চাকার অনায়াস গতি বজায় রাখলেন। এই 'বিশ্রাম ও আনন্দের' প্রণালী হেতু কত বেখাপ্পা ও অস্বস্তিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হল, সেটা বিস্ময়জনক। দিন দীর্ঘ হতে দীর্ঘতর, আবহাওয়া সাতিশয় পরিবর্তনশীল, মেজাজও তাই, এক অনিশ্চিত মনোভাব সকলকে গ্রাস করল এবং অলস হস্তের উদ্দেশে শয়তান প্রচুর অসৎকর্ম খুঁজে পেল। বিলাসের চরম সীমা হিসাবে মেগ কিছু সীবনকার্য নিল। তারপর সময় কাটছে না দেখে সে নিজের পরিচ্ছদ কেটে কুটে নষ্ট করে ফেলল। ওর চেষ্টা ছিল সেগুলো মোফাটদের ঢংএ গুছিয়ে সাজানো। যতক্ষণ চোখে কুলোয় জো বই পড়ে গেল, ফলে সে বই দেখে বীতস্পৃহ। ও এত অস্থির হয়ে উঠল যে লরির মত ঠাণ্ডা মেজাজের লোকেরও ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়ে গেল। জো ভগ্নহৃদয় এতটাই যে, তার তীব্র ইচ্ছা হল যে, মার্চ্চ পিসীর সঙ্গে সে গেলে পারত। বেথের মোটামুটি ভালই কাটল। সে ক্রমাগত ভুলে যাচ্ছিল যে, 'এখন খালি খেলা, কাজ নয়ের যুগ'। মধ্যে মধ্যে সে ওর পুরাতন জীবনযাত্রায় ফিরে যাচ্ছিল তাই। কিন্তু হাওয়ার ধরণে ও প্রভাবান্বিত। একাধিকবার বেথের শান্তি ব্যাহত, এতই যে, এক সময়ে সে আদরের জোনা বেচারীকে সত্যই ঝাঁকুনী দিয়ে বলে উঠল যে, জোনা একটি 'ভয়াবহ চীজ'। এমির সব চেয়ে দুর্দশা, ওর সঞ্চয় কম কিনা। বোনেরা ওকে নিজে নিজের দেখাশোনা ও সময় কাটাতে দেওয়াতে এমির গুণে সমন্বিত বিশিষ্ট সত্তাটুকু 'ভারী' বোঝা হয়ে উঠল ওর কাছে। সে পুতুল ভালবাসে না, রূপকথা ছেলেমী, চায়ের আসর এমন কিছু নয়, সুপরিচালিত না হলে বনভোজনও তাই।

মিস মালাপ্রপ কতকগুলি দিন কেবল ফুর্তি ক্ষেদ প্রকাশ ও অবসাদে কাটাবার পরে অনুযোগ দিলেন, 'যদি ভালো ভালো মেয়ে ভর্তি সুন্দর বাড়ী থাকে অথবা দেশ ভ্রমণে যাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালটা আনন্দজনক হতে পারে। কিন্তু তিনটে স্বার্থপর বোন আর একটা বুড়ো ছেলের সঙ্গে বাড়ী বসে থাকা এক 'বোয়াজের' ধৈর্যচ্যুতি ঘটাবার পক্ষে যথেষ্ট।'

কেউ স্বীকার করে না যে, পরখ চালানোতে তারা ক্লান্ত। তবে শুক্রবার রাত্রে প্রত্যেকে নিজের কাছে স্বীকার করল যে সপ্তাহ প্রায় শেষ

হওয়াতে ওরা সুখী। মিসেস মার্চের হাস্যরস প্রচুর ছিল। তিনি শিক্ষাটা আরও সুস্পষ্ট ভাবে দেবার উদ্দেশে যথাযোগ্য ভাবে পরীক্ষাসমাপ্তি স্থির করলেন। তাই তিনি হ্যানাকে ছুটী দিয়ে দিলেন ও মেয়েদের খেলা-প্রণালীর পুরো ফল উপভোগ করতে দিলেন।

শনিবার সকালে উঠে ওরা দেখল রান্নাঘরে আগুন নেই, খাবার ঘরে সকলের খাদ্য নেই, মাকেও কোথাও দেখা যাচ্ছে না। জো বিপন্নভাবে চারদিকে চেয়ে বলে উঠল, 'রক্ষে কর! কি ঘটেছে?'

মেগ দোতলায় ছুটে গেল। শীঘ্রই নিশ্চিন্ত ভাবে ফিরে এল, কিন্তু ওকে হতভম্ব ও কিছু লজ্জিত মনে হল।

'মায়ের অসুখ করেনি, কেবল ক্লান্ত বোধ করেছেন খুব। মা বল্লেন যে সারাদিন উনি সরে নিরিবিলিতে থাকবেন। আমরা যতদূর যা পারি করতে বললেন। ওঁর পক্ষে এটা আশ্চর্য্য, নিজের ধরণে ব্যবহার উনি একটুও করছেন না। উনি বললেন যে, সপ্তাহটায় ওঁর খাটুনী গেছে; সুতরাং আমরা গজগজ্ না করে যেন নিজেদের কাজ চালাই।'

'বেশ সোজা কাজ, আমার পরিকল্পনাটা ভাল লাগছে। কিছু করবার জন্যে আমার হাত নিস্‌পিস করছে—মানে আর কি, বুঝতেই পারো, নতুন কোন মজা' জো অচিরাৎ কথাটুকু যোগ দিল।

প্রকৃতপক্ষে কিছু কাজ ওদের সকলেরই পক্ষে বিরাট পরিত্রাণ। সাগ্রহে ওরা কাজে নামল। কিন্তু শীঘ্রই হ্যানার মন্তব্যের সত্য উপলব্ধি করতে পারল 'গৃহস্থালী ঠাট্টা তামাসার বস্তু নয়।' খাবার ভাণ্ডারে প্রচুর খাদ্য আছে। বেথ ও এমি টেবল সাজাল, মেগ ও জো সকলের খাবার বানাল। কাজ করতে করতে ওরা অবাক হয়ে ভাবল কেন দাসদাসী কাজ করাটা কঠিন বলে।

চা-এর পাত্রের পাশে মেগ বেশ মাতৃসলভ ভাবে অনুভব করে সভানেত্রীত্ব করছে। সে বলল, 'মায়ের জন্যে কিছু খাবার নিয়ে যাই। তিনি অবশ্য বলেছেন যে ওঁর কথা ভাবতে হবে না, নিজেই নিজেরটা করে নেবেন।'

সকালের খাবার নিয়ে সাজান হল রাঁধুনির শুভেচ্ছা সহ পাঠান হল। ফোটানো চা খুব তেতো, ডিমের অমলেট পোড়া, বিস্কিট-ভরা সেঁকার গুঁড়ো। তবু মিসেস মার্চ খাদ্য

ধন্যবাদ সহ গ্রহণ করলেন। জো চলে গেলে প্রাণভরে হেসে নিলেন। উনি বললেন, 'আহা ছোট্ট বাচ্চারা' ওদের কষ্ট হবে, ভয় হচ্ছে। কিন্তু ক্ষতি নেই, এতে ওদের ভালই হবে।'

উনি অখাদ্যগুলো সরিয়ে ফেললেন, যাতে ওরা মনে কষ্ট না পায়, নিজের জন্য কিছু গ্রহণযোগ্য খাদ্য সরিয়ে রেখেছিলেন, সেগুলো বার করে নিলেন। ওঁর জননীসুলভ সামান্য ছলনাটুকুর জন্য ওরা কৃতজ্ঞ।

একতলায় বহু অভিযোগ, প্রধান রাঁধুনীর নিজের ব্যর্থতার জন্য আক্ষেপও বেশ। জো মেগের চেয়েও কম রান্নাবান্না জানে। সে বলল, 'যাক গে, আমি দুপুরের রান্না রাঁধব। আমি যেন চাকর তোমরা মনিব। হাত নোংরা কোরো না, অভ্যাগতের সঙ্গে দেখা করো, আর হুকুম চালাও।'

সহৃদয় প্রস্তাবটি সানন্দে গৃহীত হল। মার্গারেট বসবার ঘরে বিদায় নিল। সোফার তলায় আবর্জনা ঠেলে দিয়ে ধুলো ঝাড়ার পরিশ্রম লাঘব করতে জানালায় পর্দা টেনে অতি শীঘ্র সে ঘরখানা গুছিয়ে ফেলল। জো নিজের ক্ষমতায় পুরো বিশ্বাস রেখে ও ঝগড়া মিটিয়ে নেবার বন্ধুসুলভ আগ্রহে লরিকে মধ্যাহ্নভোজনের নিমন্ত্রণ করে পোস্ট্ অফিসে চিঠি ছেড়ে দিল।

মেগকে এই অতিথিবৎসল কিন্তু অপরিণামদর্শী কর্মের কথা জানালে সে বলল, 'বাইরের লোককে নেমন্তন্নের আগে কি আছে তোমার দেখে নেওয়া ভাল।'

'হ্যাঁ, লবণ মাখানো বীফ মাংস আছে, প্রচুর আলু আছে। আমি কয়েকটা অ্যাস্‌পারাগাস্, একটা গলদা চিংড়ী, স্থানার ভাষায় 'মুখ বদলানোর' জন্যে নিয়ে আসব। আমরা লেটুস শাক এনে স্যালাড বানাব। কেমন করে না জানলেও, বই থেকে পাব। দুধ-জেলী, ষ্ট্রবেরিফল হবে শেষ পাতের মিষ্টি। যদি আভিজাত্য চাও কফিও দেব।'

'বেশী নট্‌খটে রান্না করতে যেও না, জো, খাবার যোগ্য তুমি কেবল জিঞ্জার রুটি আর গুড়ের লাড্ডু ছাড়া কিছুই করতে পারো না। আমি ভোজের আসরের সংস্রব ত্যাগ করলাম। নিজের দায়িত্বে যখন লরিকে ডেকেছ, নিজেই চালিয়ে নিতে পারবে।'

জো ক্ষুব্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'যদি গোলমালে পড়ে যাই একটু শলাপরামর্শ দেবে তো? তোমাকে কিছুই করতে হবে না। শুধু লরির সঙ্গে ভদ্র ব্যবহার কোর।'

মেগ বিচক্ষণ উত্তর দিল, 'দেবো, কিন্তু আমি বিশেষ কিছু রাঁধতে জানি না, শুধু রুটী আর এটা-ওটা। ফরমাস দেওয়ার আগে মায়ের অনুমতি নেওয়া ভালো।'

ওর যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশে জো রাগের মাথায় চলে গেল এই বলে, 'নিশ্চয়, অনুমতি নেব। আমি বোকা হাবা নই।'

জো-এর কথায় মিসেস মার্চ বল্লেন, 'যা ইচ্ছা আনো। আমাকে বিরক্ত কোর না। আমি বাইরে খেতে যাচ্ছি, বাড়ীর খুঁটিনাটি নিয়ে মাথা ঘামাতে পারব না। আমি গৃহস্থালী কখনও পছন্দ করতাম না। আজকের দিনে ছুটি নেব। বই পড়ব, লিখব, লোকের বাড়ী যাব, যা ভাল লাগে করব।'

কর্মব্যস্ত জননীকে এত সকালে চেয়ারে আরামে দুলতে দুলতে ও বই পড়তে দেখার মত অস্বাভাবিক দৃশ্য দেখে জো-এর মনে হল যেন অস্বাভাবিক কোন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটেছে। গ্রহণ লাগা, ভূমিকম্প বা আগ্নেয়গিরির উদ্‌গারও অধিকতর বিচিত্র লাগত না।

নীচে নেমে যেতে যেতে জো নিজের মনে বলল, 'কেমন যেন সব কিছু অন্যরকম। বেথ ওখানে কাঁদছে, পরিবারের কোন অসুবিধা ঘটার চিহ্ন। যদি এমি উত্যক্ত করে ওকে ধরে ঝাঁকাব।

নিজেও বেশ অন্যরকম বোধ করে জো বসবার ঘরে তাড়াতাড়ি এল। দেখল ক্যানারী পাখী পিপ্‌কে নিয়ে বেথ ফুঁপিয়ে কাঁদছে। খাঁচায় পিপ্ মরে আছে। ছোট নখ করুণভাবে প্রসারিত যেন খাদ্য ভিক্ষা করছে, যে খাদ্যের অভাবে সে মারা গেল।

সমস্ত আমার দোষে—আমি ওর কথা ভুলে গিয়েছিলাম—একটা বীচি, এক ফোঁটা জল নেই। ও পিপ্! ও পিপ্। আমি কেমন করে এমন নিষ্ঠুর হলাম? বেথ দুহাতে বেচারীকে নিয়ে বাঁচাবার চেষ্টায় কাঁদতে লাগল।

জো পাখীটার অর্ধনিমীলিত চোখ দেখল, ক্ষুদ্র হৃৎপিণ্ড অনুভব করল। ঠাণ্ডা ও আড়ষ্ট হয়ে গেছে দেখে মাথা নেড়ে নিজের ডমিনো খেলার বাক্সটা

শবাধারের উদ্দেশে দিতে চাইল।

এমি আশাভরে বলল, 'উনুনে ওকে রেখে দাও, হয়তো গরম হয়ে বেঁচে উঠবে।'

'ও না খেয়ে মরেছে। মৃত্যুর পর ওকে সেদ্ধ করা কখনই চলবে না। আমি ওর জন্যে একটা শবাচ্ছাদন তৈরি করে দেব, বাগানে সমাধি দেওয়া হবে। পিপ্ আমার! আমি আর কখনও পাখী পুষব না, কখন না। কারণ আমি পাখী পুষবার পক্ষে বেজায় খারাপ লোক।' আদরের পাখীকে হাতে ঢেকে নিয়ে মেজেয় বসে মৃদুকণ্ঠে বেথ বলল।

'আজ অপরাহ্নে সমাধি দেওয়া হবে, আমরা সকলেই যোগ দেব।'

'বেথি, আর কেঁদো না। বড়ই কষ্টের কথা। কিন্তু এ সপ্তাহে কোন কিছু ঠিকঠাক হচ্ছে না। পিপ্ পরীক্ষার চরম ফল পেল! শবাচ্ছাদন তৈরি কর, আমার বাক্সে ওকে শোওয়াও। মধ্যাহ্নভোজের পরে বেশ একটা ছোট খাটো অন্ত্যেষ্টি করা হবে। সে অনেক ভার নিয়ে ফেলেছে ভাবতে সুরু করে জো বলল।

অন্যদের বেথের সান্ত্বনায় রেখে জো রান্নাঘরে গেল। দমিয়ে দেওয়ার মত সেটা বিশৃঙ্খল অবস্থায়। একটা প্রকাণ্ড এপ্রন লাগিয়ে ও কাজে লাগল। ধোবার জন্যে থালা জড়ো করে দেখে যে আগুন নিভে গেছে।

'চমৎকার অবস্থা দেখছি!' ষ্টোভের ঢাকনা ধড়াস করে তুলে পোড়া কয়লার গাদা খোঁচাতে খোঁচাতে জো বিড়বিড় করল।

আগুন ফের ধরিয়ে জো ভাবল জল গরম হতে হতে সে বাজারে যাবে। হাঁটায় ওর মন ভাল হয়ে গেল। একটা খুব অপরিণত চিংড়ি কয়েকটা খুব বুড়ো শতমূলী, দু বাক্স টক ষ্ট্রবেরি কেনার পরে খুব জিতে গেছে ভেবে জো বাড়ী এল। ধোওয়া-মোছার অন্তে খাবার সময়। উনুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। হ্যানা একপাত্র রুটি সেঁকার জন্যে রেখেছিল। মেগ কাল বেলায় সেটা ঠিকঠাক করে দ্বিতীয় দফায় সেঁকার উদ্দেশ্যে উনুনের ধারে রেখে ভুলে গিয়েছিল। বসার ঘরে মেগ স্যালি গার্ডিনারকে আদর যত্ন করছিল এহেন কালে দরজাটা খুলে গেল, এক ময়দা মাখা, অবসন্ন, রক্তবর্ণ বিশৃঙ্খল মূর্তি ঢুকে সোজা জানতে চাইল,—

'আমি বলছি, পাত্রের পাশ দিয়ে ফেঁপে উঠলে রুটি ঠিক 'সেঁক্যা' বলে

না কি ?'

স্যালি হাসতে লাগল কিন্তু মেঘ মাথা নেড়ে যতদূর সম্ভব ভুরুজোড়া টেনে তুলল। তাই দেখে মূর্তিটি অদৃশ্য হল, বিনা কালক্ষেপে সে বিস্বাদ রুটী উনুনে রাখল।

এখানে-ওখানে উঁকিঝুঁকি দিয়ে কেমন চলছে দেখে মিসেস মার্চ বেথকে সান্ত্বনা জানিয়ে বার হয়ে গেলেন। বেথ তখন বসে শবাচ্ছাদনী চাদর বানাচ্ছে, ডমিনোর বাক্সে বিগত প্রিয়জনসম মর্যাদায় ন্যস্ত। মায়ের ধূসর টুপীটা মোড়ে মিলিয়ে গেলে অসহায়তার এক বিচিত্র অনুভূতি মেয়েদের গ্রাস করল। কিছুপরে যখন মিস ক্রকার এসে জানালেন যে, তিনি দ্বিপ্রহরের ভোজনে যোগ দেবেন, তারা বিব্রত হয়ে পড়ল। মহিলাটি এক বিবর্ণ, শীর্ণ চির কুমারী, নাকটা চোখা, সন্ধানী চোখ দুটো দিয়ে তিনি প্রত্যেকটি বস্তু দেখতে পেতেন ও যা দেখতেন সে বিষয়ে গালগল্প করতেন। মেয়েরা ওঁকে অপছন্দ করত, কিন্তু তিনি বুড়ো, গরীব বলে, কম বন্ধুবান্ধবই আছে বলে ওঁর প্রতি সদয় ব্যবহারের শিক্ষা পেয়েছিল। তাই মেগ ওঁকে আরাম চেয়ার এগিয়ে দিয়ে যত্ন-আদরের চেষ্টা পেল। তিনি আবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, প্রত্যেকটা জিনিষ সমালোচনা করলেন ও চেনা লোকদের বিষয়ে গালগল্প চালালেন।

সেদিন সকালে জো-এর উদ্বেগ, অভিজ্ঞতা ও পরিশ্রম অবর্ণনীয়। যে ভোজ্যবস্তু সে সরবরাহ করল, তা এক স্থায়ী পরিহাসের বস্তু হয়ে রইল। আর পরামর্শ চাইতে ভয় পেয়ে একা একা জো যথাসাধ্য রাঁধল। সে আবিষ্কার করল যে উৎসাহ ও সদিচ্ছা ভিন্ন নিপুণ রাঁধুনীর আরও কিছু দরকার হয়। শতমূলীগুলো ঘণ্টাভোর সেদ্ধ করে দুঃখের সঙ্গে দেখল যে আগাগুলো খুলে গেছে, ডাঁটাগুলো আরও শক্ত হয়েছে। রুটি পুড়ে কালো, কারণ স্যালাড তৈরি ওর এত বিরক্তিজনক লেগেছিল যে আর কিছু দেখেনি সে। অবশেষে জো স্থির-নিশ্চয় হল যে স্যালাড আহারযোগ্য করা তার অসাধ্য। চিংড়ি ওর কাছে আরক্তিম রহস্য, তবু জো গুঁতো-খোঁচা দিয়ে দিয়ে খোলা ছাড়িয়ে লেটুস-পাতার কুঞ্জে সেটির যৎসামান্য অবশিষ্টাংশ সুগুপ্তভাবে সাজাল। শতমূলী ফেলে না রাখার উদ্দেশে আলু তাড়াতাড়ি রান্না দরকার, ফলে শেষ পর্যন্ত হলই না। দুধজেলী শক্ত শক্ত, ষ্ট্রবেরিগুলো

সযত্নে 'ছাড়িয়ে' দেখা গেল, সেগুলো যত সুপক্ক দেখা যাচ্ছিল, তা নয়।

'যাকগে, ওদের ক্ষিধে থাকলে মাংস, রুটী মাখন খেতে পারে। কিন্তু সারা সকালটা বিনা কারণে ব্যয় করা বিরক্তিজনক।'

অন্যদিনের চেয়ে আধঘণ্টা পরে খাবার ঘণ্টা দিয়ে জো ভাবল। গরম, ক্লান্ত, উৎসাহহীনভাবে সে দাঁড়িয়ে ভোজ্য দেখতে লাগল। লরি সব রকম চমৎকার বস্তুতে অভ্যস্ত। মিস ক্রকারের সন্ধিৎসু দৃষ্টি সকল ব্যর্থতা খুঁজে বার করতে পারে ও মুখর রসনা সমস্ত জায়গায় বর্ণনা দেবে। এঁদের জন্যে ভোজ্য!

বেচারী জো টেবিলের তলায় স্বেচ্ছায় পালাতে প্রস্তুত, যখন একটির পর একটি খাবার চেখে দেখার পরে ফেলে রাখা হল। এমি খুস্‌খুস্‌ করে হাসতে লাগল, মেগের বিপন্ন ভাব, মিস ক্রকার হাত গুটিয়ে রইলেন। ভোজনের দৃশ্যে আমোদ আনার জন্য লরি যথাসাধ্য কথা বলতে, হাসতে লাগল। জো-এর একমাত্র ভরসা ফল, কারণ ও আচ্ছা করে চিনি মেখেছে ও একপাত্র ঘন সরদুধ রেখেছে মেখে খাবার জন্য। ওর উত্তপ্ত মুখখানা একটু শীতল হল, সে জোরে নিঃশ্বাস নিল যখন সুন্দর কাচের রেকাবগুলো বিলি হচ্ছে। সকলেই প্রীতিভরে ঘনদুধের সাগরে ভাসমান ছোট ছোট গোলাপী দ্বীপখণ্ড চেয়ে দেখলেন। মিসেস ক্রকার প্রথমে মুখ তুললেন। মুখ বিকৃত করে তাড়াতাড়ি জল খেলেন। ছাড়াবার পরে দুঃখজনক প্রণালীতে ওগুলো উবে যাওয়াতে জো যথেষ্ট নেই ভেবে নিজে নেয়নি। জো লরির দিকে চাইল। পুরুষোচিত শৌর্যে খেয়ে চলেছে, যদিও অধরপ্রান্তে সামান্য কুঞ্চনরেখা, থালায় বদ্ধদৃষ্টি। এমি সুন্দর খাদ্য পছন্দ করে, সে এক চামচ ভর্তি মুখে তুলে বিষম খেল। টেবিলের ছোট তোয়ালেতে মুখ লুকিয়ে এমি দৃশ্যমান-ভাবে উঠে চলে গেল।

জো কম্পিত কলেবরে চেঁচিয়ে উঠল, 'অ্যাঁ, কি হয়েছে?' মেগ বিয়োগ-নাট্যের প্রথায় ইসারা সহ বল্ল, 'চিনির বদলে নুন। ঘন দুধটাও টক।'

জো আর্তনাদ করে চেয়ারে হেলে পড়ল। মনে হল ওর যে রান্নাঘরের টেবলের ওপরকার দুটো কোটো থেকেই সে ফলগুলোর গায়ে আর একবার তাড়াতাড়ি চূর্ণ ছিটিয়েছে ও দুধটা ঠাণ্ডা বাক্সে রাখেনি। জো লাল হয়ে উঠে ক্রন্দনের উপক্রমে হঠাৎ লরির চোখের দিকে চেয়ে দেখল! বীর-

অনোচিত প্রয়াস সত্ত্বেও চোখদুটো আমোদপূর্ণ দেখাবেই। ব্যাপারটার মজার দিক সহসা জো-এর চোখে পড়ল। যতক্ষণ না দু'গালে চোখের জল গড়িয়ে আসে সে হেসেই চলল। সকলেই তাই। মেয়েরা বৃদ্ধা মহিলাকে 'ঘ্যানঘ্যানী' বলে ডাকে, উনি পর্যন্ত হাসলেন। ভাগ্যহীন ভোজন মহানন্দে রুটী, মাখন, অলিভ ও মজায় সমাপ্তি পেল।

বেথের কারণে ওরা নিজেদের সামলে নিল। লরি কুঞ্জবিথীকার ফার্ণ গাছের তলায় কবর খুঁড়ে দিল। বাচ্চা পিপ্‌কে কোমলহৃদয়া মালিকানীর বহু নয়নাশ্রু সহ সমাধিস্থ করা হোল শ্যাওলায় ঢেকে। একটা ভায়োলেট ফুল ও চিকৃউডের মালা সমাধির ফলকে দেওয়া হল। শোকগাথাটি রান্না নিয়ে বকাবকি করতে করতে জো রচনা করেছে :—

'পিপ মার্চ শুয়েছে এখানে,
৭ই জুনেতে গেছে মারা ;
প্রিয় তার শোকে তীব্র অতি
মনে রাখা হবেনাকো সারা।'

অনুষ্ঠানের শেষে মনোবেদনা ও গলদা চিংড়ি দ্বারা অভিভূত বেথ ঘরে চলে গেল। কিন্তু বিশ্রাম সেখানে সম্ভব নয়, কারণ বিছানা করা হয়নি। বালিশ ঝাড়তে ঝাড়তে ও জিনিষপত্র গোছাতে গোছাতে সে দেখল শোক অনেকটা কমে গেছে। ভোজনের অবশিষ্টাংশ পরিষ্কার করতে মেগ জোকে সাহায্য করল। অপরাহ্নের অর্ধেক ভাগ চলে গেল। ওরাও এত শ্রান্ত হয়ে পড়ল যে সান্ধ্য-ভোজনে চা টোষ্ট নিয়ে তৃপ্ত রইল। লরি এমিকে দয়া-পরবশ হয়ে গাড়ীতে চড়ে বেড়াতে নিয়ে গেল। টক ক্ষীর ওর মেজাজকে খারাপ করে তুলেছে কিনা। মিসেস মার্চ বাড়ী ফিরে দেখলেন যে, বড় মেয়ে তিনজন অপরাহ্নের মধ্যভাগে কর্মে রত। কাপড়ের খুপরীটায় এক ঝলক তাকিয়ে তিনি পরীক্ষার একাংশের সাফল্য বুঝে নিলেন।

গৃহিণীরা বিশ্রাম নেবার পূর্বে বহু লোক দেখা সাক্ষাতে এলেন, তাঁদের সাক্ষাৎকারে প্রস্তুত হবার হই-চই পড়ে গেল। তারপর চা তৈরি আছে, খবরবার্তা পাঠানো আছে, শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত অনাদৃত একটা দুটো সেলাইয়ের টুকরো আছে। গোধূলি নেমে এলে এক এক করে ওরা বারান্দায় এল। সেখানে জুন মাসের গোলাপে সুন্দর কুঁড়ি এসেছে। পরিশ্রান্ত অথবা

বিপন্নভাবে বসার সময়ে প্রত্যেকে গুমরে উঠল বা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

প্রথমে কথা বলার অভ্যাসানুযায়ী জো শুরু করল, 'দিনটা কী ভয়াবহ কাটল!'

মেগ বলল, 'অন্য দিনের চেয়ে ছোট লাগলেও ভারী বিশ্রী।'

এমি যোগ দিল, 'একটুও বাড়ীর মত নয়।'

উর্ধ্বে শূন্য খাঁচার দিকে সাশ্রুনেত্রক্ষেপ করে বেথ দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'মা-মনি তার ছোট্ট পিপ না থাকলে বাড়ীর মত হতে পারে না'

'এই যে মা এসেছেন। সোনা, যদি চাও, কাল আর একটা পাখী তুমি পাবে।'

একথা বলে মিসেস মার্চ তাদের মধ্যে এসে বসলেন। দেখে মনে হয় ওঁর ছুটী যাপন ওদের থেকে বিশেষ প্রীতিজনক হয়নি। 'মেয়েরা তোমাদের পরখ করায় তৃপ্ত তো, না কি আর এক সপ্তাহ চাও?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন। বেথ তাঁর কোল ঘেঁষে বসল, ফুল যেমন সূর্যের দিকে ফেরে তেমনি দীপ্ত মুখে অন্যেরা তাঁর দিকে ফিরল।

জো নিশ্চিত সুরে বলল, 'আমি চাই না।'

অন্যেরা প্রতিধ্বনি তুলল 'আমরাও চাই না।'

'তাহলে কয়েকটা কর্তব্য কাজ থাকা ও পরের জন্যে একটু সময় দেওয়া বেশি ভালো বলে মনে কর তোমরা, না?'

জো মাথা ঝাঁকিয়ে মন্তব্য করল 'গড়ানো আর আমোদ-প্রমোদের পরিণাম ভাল নয়। আমি আর এমন দেখতে পারছি না। এক্ষুণি কি নিয়ে কাজ-কর্ম আরম্ভ করে দেব ভাবছি।'

'আচ্ছা, তুমি সাদাসিদে রান্নাবান্না শেখ, দরকারী গুণ একটা। কোন মেয়েরই না জানা উচিত নয়।' মিসেস্ মার্চ বলে নীরবে হাসতে লাগলেন। মিস ক্রকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ওঁর, এবং জো-এর ভোজসভার বর্ণনা তিনি পেয়েছিলেন, মনে পড়ে হাসি এল।

সারা দিন যাবৎ মেগের সন্দেহ ছিল, সে বলে উঠল, 'মা সব ছেড়ে তুমি চলে যেয়ে দেখতে চেয়েছিলে বুঝি আমরা কেমন চালাই?'

'হ্যাঁ। আমি চেয়েছিলাম তোমরা টের পাও যে সকলে নিজের কাজ একমনে করে যাওয়ার মধ্যে কেমন করে সকলের আরাম থাকে। হ্যানা

ও আমি তোমাদের কাজ করে গেলে তোমাদের বেশ চলত, যদিও আমি মনে করি তোমরা খুব সুখী বা সহজ ছিলে না। তাই ভাবলাম সামান্য শিক্ষাচ্ছলে আমি তোমাদের দেখিয়ে দেব যে, যদি প্রত্যেকে শুধু নিজের কথাই ভাবে, তাহলে কি হয়। তোমাদের মনে হয় না কি যে, পরস্পরকে সাহায্য করা বেশি আনন্দের? প্রত্যহ কর্তব্য কর্ম থাকা বিশ্রামকে আরও মধুর করে তোলে, সহ্য করা, ধৈর্য ধরা, গৃহ আমাদের সকলের পক্ষে সুখকর করে তোলা, বেশি ভাল নয় কি?'

মেয়েরা বলে উঠল, 'আমরা তাই মনে করি, মা, তাই মনে করি।'

'তাহলে তোমাদের ছোটখাটো বোঝা আবার তুলে নেবার বুদ্ধি দেই আমি। কখনও ভারী লাগলেও আমাদের পক্ষে উপকারজনক। বোঝা বয়ে চলার শিক্ষা পেলে হাল্কা হয়েও যায়। কাজ করা ভালো, প্রত্যেকের জন্যেই প্রচুর আছে। কাজ আমাদেরকে দুষ্ট বুদ্ধি ও অবসাদ থেকে দূরে রাখে। কাজ স্বাস্থ্য ও মনের পক্ষে ভাল, অর্থ বা কায়দার চেয়ে আমাদের শক্তি ও স্বাধীনতার স্বাদ দেয় বেশী।'

মেগ বলল, 'আমি বাবার জন্যে একপ্রস্থ সার্ট করে দেব, মাগো কেবল তোমার উপর ছেড়ে না দিয়ে। আমি পারব, করবও, যদিও সেলাই ভালবাসি না। আমার নিজের জিনিষপত্র যথেষ্ট চমৎকার, সেগুলো নিয়ে খুঁৎ-খুঁৎ করার চেয়ে ভাল।' 'রোজ আমি পড়া শিখব, গান আর পুতুল নিয়ে অতটা সময় নষ্ট করব না। আমি বোকা মানুষ, আমার পক্ষে খেলা না করে পড়াশোনা করা উচিত,' বেথের সংকল্প। এমি আবার ওদের উদাহরণ অনুসরণ করে বীরত্বের সঙ্গে বলল, 'আমি বোতামের ঘর কাটা আর শব্দ প্রয়োগ শিখব।'

'খুব ভালো! তবে তো পরীক্ষা নিরীক্ষায় আমি যথেষ্ট খুশী। মনে হয় পুনরুক্তির দরকার নেই বলেই। শুধু অন্যদিকে অতি কিছু কোর না, ক্রীতদাসের মত গর্ত খুঁড়ো না। নিয়মিত ঘণ্টা টেনে রেখো কাজে, খেলায়। প্রতিটি দিন প্রয়োজনীয় ও প্রীতিকর করে তুলো সময়কে সুষ্ঠু নিয়োগ করে প্রমাণ কোর যে তোমরা সময়ের মূল্য বোঝ। তাহলে যৌবন আনন্দময় হবে! বার্দ্ধক্য তেমন শোচনা আনবে না, আর দারিদ্র্য সত্ত্বেও জীবন সুন্দর সফল হয়ে উঠবে।'

লরেন্স শিবির

পোষ্ট-মিষ্ট্রেসের কাজ বেথের। বেশির ভাগ সময় বাড়িতে থাকার দরুন নিয়মিত দেখা-শোনা করা তার সম্ভব ছিল। ছোট দরজাখানি খুলে নিত্য ডাক বিলি করা খুব ভাল বাসত সে। জুলাই মাসে একদিন সে ভরা হাতে উপস্থিত হয়ে পেনীডাকের কায়দায় বাড়ির মধ্যে চিঠি ও পার্শেল বিলি করে বেড়াল।

'মা, এই যে তোমার ফুলের তোড়া। লরি কখনও ভোলে না।'

'মা-মণির কোণায়' রাখা ফুলদানীটাকে সর্বদা স্নেহপ্রবণ ছেলেটি ভরিয়ে দিত। সেখানে টাটকা তোড়া রেখে বেথ বলল।

'মিস মেগ মার্চ, একখানা চিঠি, একটা দস্তানা।' মায়ের পাশে বোন বসে মণিবন্ধনী সেলাই করছিল, বেথ তাকে জিনিষ দিয়ে বলে চলল।

ধূসর সূতী দস্তানার দিকে চেয়ে মেগ বলল, 'সে কি, আমি ওখানে এক জোড়া রেখে এসেছিলাম। মাত্র একটা এল ?'

'বাগানে অন্যটা ফেলে আসনি তো ?'

'না, আমি জানি ফেলে আসি নি। অফিসে একটা মাত্রই ছিল।'

'আমার জোড়ছুট দস্তানা বিশ্রী লাগে! যাকগে, অন্যটা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। আমার চিঠি হচ্ছে একটা জার্মান গানের অনুবাদ মাত্র, আমি তাই চেয়েছিলাম। মনে হচ্ছে, মিষ্টার ব্রুক এটা করেছেন, কারণ হাতের লেখা লরির নয়!'

শ্রীমতী মার্চ মেয়ের প্রতি চাইলেন। মেগকে গিনহামের প্রভাতী পোশাক ও কপালে উড়ে আসা চুলের গুচ্ছে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে। ছোট কাজকর্মের টেবল ভরা পরিচ্ছন্ন শুভ্র গুটোনো কাপড়ের পাক, সেখানে বসে কাজের সময়ে মেগকে খুব মেয়েলীও দেখাচ্ছে। মায়ের মনের ভাবনা বিষয়ে সে এতটা অজ্ঞ যে সেলাই করতে করতে গান গাইছে, দ্রুত আঙুল চলছে। কোমরবন্ধের প্যানজি ফুলের মত নির্দোষ তাজা কিশোরীসুলভ ধ্যান-ধারণায় নিমগ্ন চিন্তা তার। দেখে শ্রীমতী মার্চ হাসলেন, নিশ্চিন্ত হলেন।

জো পড়ার ঘরে বসে লিখছিল। হাসতে হাসতে বেথ যেয়ে বলল, 'ডক্টর জো-এর জন্যে দু'খানা চিঠি, একটা বই। আর এমন একটা মজাদার পুরণো টুপী আছে যে সারা ডাকঘর ঢেকে বাইরে ঝুলে ছিল।'

'কী চতুর লরি! আমি বলেছিলাম যে বড় টুপীর চল হলে ভাল হ'ত, গরমের দিনে মুখখানা পুড়িয়ে ফেলি কি না। লরি বলেছিল 'চল হওয়ার দরকার কি? বড় টুপী পরে আরামে থাকো।' আমি বলেছিলাম, 'থাকলে পরতাম।' তাই আমাকে জব্দ করতে লরি এটা পাঠিয়েছে। আমি আমোদের জন্যে টুপীটা পরে দেখাব আমি কায়দা-কানুন গ্রাহ্য করি না।'

প্লেটোর আবক্ষ মূর্তির উপর টুপীর প্রাচীন পন্থী চওড়া কোণাটা লটকিয়ে রেখে জো চিঠি পড়তে লাগল।

মায়ের চিঠিতে ওর কপোল আরক্ত ও চোখ অশ্রুপূর্ণ হয়ে উঠল। কারণ চিঠিতে আছে,—

'আমার সোনা :

তুমি মেজাজ সংবরণ করতে যে চেষ্টা পাচ্ছ, আমি তা কত আনন্দে দেখে যাচ্ছি, জানাতে দুটো ছোট কথা লিখলাম। তোমার প্রমাদ, ব্যর্থতা বা সাফল্যের বিষয় তুমি কিছু বল না। তুমি বোধ হয় ভাব কেউ দেখে না, তোমার নিত্য সাহায্যকারী বন্ধু ভিন্ন। তোমার নির্দেশিকা পুস্তকের বিশেষব্যবহৃত মলাটটির চেহারায় আমার তাই মনে হয়। আমিও সমস্ত দেখেছি। তোমার সদিচ্ছা ফল-প্রসবিণী হচ্ছে দেখে আন্তরিকতায় বিশ্বাস করি। সোনা, ধৈর্য ধরে সাহসের সঙ্গে চল। সর্বদা বিশ্বাস কর যে, তোমার স্নেহময়ী মায়ের থেকে অধিক মমতায় সহানুভূতি কেউ দেখাতে পারে না।'

'আমার কত না উপকার হল! লাখ লাখ টাকা আর অজস্র প্রশংসার সমান। মাগো, আমি চেষ্টা করি। আমি চেষ্টা করেই যাব। তুমি যখন পাশে আছ আমি ক্লান্ত হব না।'

বাহুর উপর মাথা রেখে জো সুখী চোখের জলে ওর ছোট রোমান্স লেখাটি ভিজিয়ে দিল। জো ভেবেছিল কেউ ওর ভাল হবার প্রচেষ্টা দেখে তারিফ করে না এই আশ্বাসবাণী 'জো'এর কাছে অনেক মূল্যবান, অনেক উৎসাহবর্দ্ধক কারণ যার প্রশংসায় জো সর্বপেক্ষা মূল্য দেয়, তাঁর কাছ থেকে অযাচিত ভাবে এসেছে।

ধ্বংসদেবকে সাক্ষাৎকারে পরাজিত করতে অধিকতর শক্তি অনুভব করল জো। যদি হঠাৎ ভুলে যায় ভেবে স্মারক ও কবচ হিসাবে জামার মধ্যের দিকে চিঠিটা আটকে নিল। অন্য চিঠিপত্র খুলল সে, ভালমন্দ যে-

কোন সংবাদের জন্য তৈরি হয়ে। প্রকাণ্ড, টানা অক্ষরে লরি লিখেছে,—

'ভাই জো,
হ'ল কি গো'।

আগামীকাল একদল ইংরেজ ছেলেমেয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে। আমি স্ফূর্তিতে কাটাতে চাই। যদি দিনটা পরিস্কার থাকে, লঙ্‌মেডোতে শিবির খাটাব। গোটা দলকে মধ্যাহ্নভোজনে ও ক্রোকে খেলায় টেনে আনব। আগুন জ্বালিয়ে একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া বেদুইনের ধরণের সবরকম মজা করা যাবে। ওরা চমৎকার লোক, এসব পছন্দ করে। ব্রুক যাচ্ছেন আমাদের ছেলেদের দলকে ঠিক রাখতে। মেয়েদের শোভনতার জন্য কেট ভন যাচ্ছেন। আমি চাই তোমরা সবাই আসবে। কোনমতেই বেথকে ছাড়বে না। কেউ ওকে উত্যক্ত করবে না। র‍্যাশন নিয়ে মাথা ঘামিও না, সেদিকে ও অন্যান্য দিকে আমি দেখব। ভায়া হে, এসো কিন্তু!

'ব্যস্ততায় পড়ি-মরি,
একান্ত তোমারি লরি।'

মেগকে সংবাদ দিতে ছুটতে ছুটতে জো বলে উঠলো, 'কী চমৎকার!'

'মা, নিশ্চয় আমরা যেতে পারি? লরিকে এতে সাহায্য করা হবে। কারণ আমি নৌকা বাইতে পারব, মেগ খাবার আয়োজনের দেখাশোনা করতে পারবে, ছোটরাও কোন না কোন না কোন কাজে লাগবে।

মেগ জিজ্ঞাসা করল, 'আশা করি ভনেরা বয়স্ক, চাকচিক্যশালী লোক নয়। জো, ওদের বিষয়ে তুমি কিছু জান?

'শুধু জানি ওরা চারজন। কেট তোমার চেয়ে বড়। যমজ ফ্রেড ও ফ্র্যাঙ্ক আমার বয়সী। ছোট মেয়েটি গ্রেস নয় বা দশ বছরের। লরির সঙ্গে বিদেশে আলাপ, ছেলেদের পছন্দ করে ও। কিন্তু কেটের বিষয়ে কথা বলার সময়ে মুখের চাপা ভাব দেখে মনে হয় বিশেষ পছন্দ করে না ওকে।

মেগ প্রসন্ন ভাবে বলল, 'আমার ভারি আনন্দ হচ্ছে যে আমার ফরাসী ছাপা জামাটা ধোওয়া আছে। ঠিক উপযুক্ত পোশাক এত মানানসই। জো, তোমার কোন পছন্দসই পোশাক আছে?'

'লালচে—ধূসর নৌকোবাওয়ার পোষাক আছে। আমার পক্ষে যথেষ্ট ভাল। আমি নৌকা বাইব, হুড়োহুড়ি করে বেড়াব। তাই কোন কেতা চাই না। বেটি, তুমি আসছ তো ?

'যদি ছেলেদের কাউকে আমার সঙ্গে কথা বলতে না দাও তবেই।'

'কোন ছেলেকেই না।'

'আমি লরিকে খুশী করতে চাই। মিষ্টার ব্রুক এত ভাল যে, আমি ওঁকেও ভয় পাই না। কিন্তু খেলা, গান করা বা কিছু বলা আমি চাই না। আমি দারুণ পরিশ্রম করব, কাউকে বেগ দেব না। জো, তুমি আমাকে দেখা-শোনা কোর। তবেই আমি যাব।

'এই তো আমার লক্ষ্মী মেয়ে। তুমি নিজের সঙ্কোচ জয় করতে চেষ্টা করছ। তাই তোমাকে ভালবাসি। দোষ শুধরে নেওয়া সোজা নয় জানি। উৎসাহবচন একটু সাহায্য করে। মা তোমাকে ধন্যবাদ।' জো বিশীর্ণ কপোলে এক সকৃতজ্ঞ চুমো দিল। যৌবনের গোলাপী পুষ্টতা ফিরে পাওয়ার চেয়েও শ্রীমতী মার্চ চুমোটা অধিক মূল্যবান মনে করলেন।

· এমি নিজের ডাক দেখিয়ে বলল, 'এক বাস্ক চকোলেটড্রপ ও যে ছবিটা নকল করতে চেয়েছিলাম, পেয়েছি আমি।'

'আমি মিষ্টার লরেন্সের চিঠি পেয়েছি। আলো জ্বালার আগে আজ রাত্রে উনি ওখানে যেয়ে আমাকে বাজিয়ে শোনাতে বলেছেন। আমি যাব' বেথ বলল। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব বেশ চলছে।

'এখন তাড়াতাড়ি করা যাক। কাল যাতে নিশ্চিন্ত মনে খেলা-ধূলো করতে পারি সেজন্য আজ দ্বিগুণ কাজ করা যাক।' জো কলম রেখে ঝাঁটা ধরতে উদ্যোগী হয়ে বলল।

পরের দিন খুব ভোরে উজ্জ্বল দিনের প্রতিশ্রুতিসহ সূর্য মেয়েদের ঘরে উঁকি দিয়ে এক হাস্যকর দৃশ্য দেখল। প্রত্যেকে উৎসবের পক্ষে প্রয়োজনীয় ও উপযুক্ত আয়োজন করেছে। মেগের কপালের ওপর দিয়ে একসারি অতিরিক্ত কেশ কুঞ্চনের ছোট কাগজের টুকরো, জো তার বিকৃত মুখে পুরু করে কোল্ড ক্রীম লাগিয়েছে। আসন্ন বিচ্ছেদ পুষিয়ে দিতে বেথ জোয়ানকে শয্যায় নিয়েছে সঙ্গে। এমি সর্বাপেক্ষা চরম পদ্ধতি নিয়েছে—নাকে একটা জামা-কাপড় আটকাবার পিন লাগিয়েছে সেই অপছন্দের বস্তুটি টেনে

তোলার আশায়। শিল্পীরা যে ধরণের পিন আঁকার বোর্ডে কাগজ ধরতে লাগায়, এটিও তাই। অতএব যে উদ্দেশে ব্যবহৃত সে ক্ষেত্রে বেশ শোভন। মজাদার দৃশ্য সূর্যকে যেন আমোদ দিল, সে এত দীপ্তি নিয়ে উদয় হল যে, জো জেগে উঠে এমির সজ্জা দেখে উচ্চ হাস্যে বোনেদের জাগাল।

আমোদের যাত্রায় সূর্যরশ্মি ও হাসি শুভলক্ষণ। শীঘ্রই দুই বাড়ীতে প্রাণচাঞ্চল্য জাগল। বেথের সর্বাগ্রে প্রস্তুতি হয়েছিল। পাশের বাড়ীর রিপোর্ট জানাতে লাগল সে। জানালা থেকে ক্রমাগত তারবার্তায় বোনেদের প্রসাধন-ব্যাপার সে উদ্দীপ্ত করে রাখল।

'ওই যে লোকটা তাঁবু নিয়ে চলেছে। মিসেস বারকার বড় বড় ঝুড়ি ভরে লাঞ্চ সাজাচ্ছেন, দেখতে পাচ্ছি। এখন মিষ্টার লরেন্স আকাশের দিকে, আবহাওয়ার যন্ত্রের দিকে দেখছেন। উনিও যদি যেতেন! ওই যে লরি নাবিকের সাজে—বেশ ছেলেটা। রক্ষে কর! এক গাড়ী লোক এল—লম্বা এক মহিলা, ছোট্ট একটা মেয়ে আর দুটো দারুণ ছেলে। আহা বেচারী, একজন খোঁড়া, ওর লাঠি আছে। লরি আমাদের একথা বলে নি। মেয়েরা জলদি কর, দেরী হয়ে যাচ্ছে। আরে, আমি ঠিক বলছি নেড মোফাট এসেছে। মেগ দেখ, একদিন বাজার করার সময়ে ওই লোকটি তোমাকে নমস্কার জানিয়েছিল না?'

মেগ চঞ্চলভাবে বলে উঠল, 'হ্যাঁ তাই। কি অদ্ভুত যে, ও এসেছে। পাহাড়ে গেছে ভেবেছিলাম। ওই যে স্যালি। ঠিক সময়ে ও ফিরেছে ভাল কথা। জো, আমি ঠিকঠাক আছিতো?' 'যেন একটি ডেইজি ফুল। পোশাক গুটিয়ে তোল, টুপিটা সোজা রাখো। ওভাবে বেঁকিয়ে রাখা ভাবপ্রবণতা মনে হয়। একটা ঝট্‌কা লাগা মাত্র উড়ে চলে যাবে। এসো এখন।'

'জো, ওই বিতিকিচ্ছিরি টুপিটা অবশ্যই তুমি পরবে না। এটা বড়ই বিকট! তুমি নিজেকে হাস্যজনক করে তুলবে না', মেগ বকুনি দিল, কারণ জো চওড়া কিনারার প্রাচীনপন্থী টুপিটা, লরি ঠাট্টা করে পাঠালেও, লাল ফিতে দিয়ে বেঁধে নিল।

'আমি পরবই—কারণ টুপিটা চমৎকার—এত ছায়াদার, হাল্কা, প্রকাণ্ড। মজা হবে এটায়। যদি আরামে থাকি, আমি হাস্যজনক হওয়ায় কিছু মনে

করি না। কথাটা বলে জো সোজা বার হয়ে গেল, অন্তেরাও পেছু নিল। ছোট একদল দীপ্ত বোনেরা। গরমকালের পোশাকে টুপীর নীচে আনন্দিত মুখে উৎকৃষ্ট দেখাচ্ছে।

লরি দৌড়ে এল তাদের সাক্ষাৎকারে, অতি আন্তরিক ভঙ্গিতে নিজের বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করে দিল। লনটা অভ্যর্থনা গৃহ, কিছুক্ষণ ধরে এক প্রাণবন্ত দৃশ্য দেখা গেল সেখানে। মিস কেটের বয়স বিশ হলেও তিনি এমন সাদাভাবে সজ্জিত যে, আমেরিকার মেয়েরা অনুকরণ করলে ভাল হয়। মেগ দেখে কৃতজ্ঞ বোধ করল। মিষ্টার নেড বিশেষ করে তাকে দেখতেই এসেছেন স্বীকারোক্তি করায় সে গর্ব বোধ করল। কেটের কথায় লরি কেন মুখখানা গুটিয়ে তোলে বুঝল জো। কারণ ওই তরুণী মহিলার একটা 'হটে-থাক—ছুঁয়োনা' ভাব আছে। অন্য মেয়েদের খোলামেলা সহজ হাবভাবের সঙ্গে প্রকাণ্ড পার্থক্য। বেথ নূতন ছেলেদের খুঁটিয়ে দেখল। স্থির করল সে যে খোঁড়া ছেলেটি 'দারুণ' নয়, বরঞ্চ শান্ত দুর্বল। তজ্জন্য বেথ ওর প্রতি সহৃদয় হবে। গ্রেস একটি আদবকায়দাদুরস্ত হাসিখুশী ক্ষুদে ব্যক্তি, এমি চেয়ে দেখল। কিছুক্ষণ পরস্পরের দিকে নীরবে একদৃষ্টে চেয়ে থেকে অবশেষে হঠাৎ তারা খুব বন্ধু হয়ে উঠল।

তাঁবু, খাদ্য, ক্রোকের সরঞ্জাম আগেই প্রেরিত হয়েছিল। শীঘ্রই দলটি যাত্রা করল। দুটো নৌকা এক সঙ্গে যাত্রা করল। তীরে মিষ্টার লরেন্স টুপী নাড়তে লাগলেন। লরি ও জো একটা নৌকা, মিষ্টার ব্রুক ও নেড আর একটা নৌকা বাইতে লাগলেন। এধারে দুরন্ত যমজ ছেলে ফ্রেডভন্ অশান্ত জলপোকার মত একটা ডিঙি বেয়ে যথাসাধ্য দুটোকেই বেসামাল করে ফেলল। জো-এর মজাদার টুপী অভিনন্দনের যোগ্য কারণ সর্বপ্রকার সুবিধার বস্তু এটি। গোড়াতেই হাস্য উদ্রেক করে অপরিচয়ের তুষার বিদীর্ণ করেছিল এটা। নৌকা বাওয়ার কালে এধার-ওধার আন্দোলিত হয়ে টুপীটা দিব্যি সুখকর বাতাস ব্যজন করছিল। যদি বৃষ্টি আসে, জো বলল যে, টুপীটা গোটা দলের চমৎকার ছাতা হবে। জো-এর ধরণ-ধারণ দেখে কেট কিছু বিস্মিত, বিশেষতঃ যখন জো 'ক্রিষ্টোফার কলম্বাস' বলে চেঁচিয়ে উঠল; তাছাড়া, লরি নিজের জায়গায় যেতে গিয়ে ওর পাটা মাড়িয়ে বলল, 'ভায়া হে, লাগিয়ে দিলাম নাকি?'

কিন্তু বহুবার বিচিত্র মেয়েটিকে চশমা এঁটে দেখার পরে মিস কেট স্থির করলেন বেখাপ্পা কিন্তু বেশ চতুর এবং দূর থেকে ওর দিকে চেয়ে হাসলেন।

অন্য তরণীতে মেগ নাবিকদের মুখোমুখি আনন্দে উপবিষ্ট, দুজনেই ব্যাপারটা পছন্দ করে অসাধারণ কৌশল ও দ্রুততায় বৈঠা চালাতে লাগল। মিষ্টার ব্রুক গম্ভীর, চুপচাপ তরুণ ; ওঁর চোখ সুন্দর বাদামী, কণ্ঠস্বর প্রীতি-জনক। মেগ ওঁর শান্ত ধরণ পছন্দ করল, প্রয়োজনীয় জ্ঞানের চলন্ত এনসাই-ক্লোপিডিয়া বলে ওঁকে মনে হল তার। তিনি ওর সঙ্গে বেশী কথা বললেন না, কিন্তু অনেকবার চেয়ে চেয়ে দেখলেন। মেগ স্থিরনিশ্চিত হল যে, উনি বিতৃষ্ণ নন। কলেজের ছাত্র হওয়ায় নেড অবশ্যই ফ্রেশম্যানদের পক্ষে উপযোগী, তারা যা অবশ্য করণীয় কর্তব্য ভাবে, সেইসব হাবভাব দেখাতে লাগল। সে বেশ বুদ্ধিমান নয়, কিন্তু বড় ভালো স্বভাবের, সব জড়িয়ে পিকনিকের পক্ষে চমৎকার লোক। স্যালি গার্ডিনার তার শাদা পিকের পোষাক পরিষ্কার রাখতে ব্যস্ত। সর্বত্রচারী ফ্রেড নিজের খেয়ালে বেথকে সর্বদা ভয়ে ভয়ে রাখছিল। স্যালি ওর সঙ্গে কলকূজনেও মগ্ন।

লঙমেডো দূর নয়। তবু ওরা উপস্থিত হবার আগেই তাঁবু খাটানো ও উইকেট প্রোথিত হয়ে গেছে। মধ্যে তিনটি বিস্তৃত ওক গাছ, এক সুদৃশ্য সবুজ মাঠ, ক্রোকে-খেলার উদ্দেশ্যে একখণ্ড সমতল তৃণভূমি।

আনন্দে মুখর ওরা নামল। তরুণ আমন্ত্রণকারী বলে উঠল, "লরেন্স—শিবিরে স্বাগত !"

"ব্রুক প্রধান সেনাপতি, আমি কমিসারি সেনাপতি, অন্যেরা অফিসার। মহিলা তোমরা অভ্যাগত অতিথি। তোমাদের জন্য বিশেষ করে শিবির, ওক গাছের তলা তোমাদের বসার ঘর, এটা খাবার ঘর, তৃতীয়টি শিবিরের রান্নাঘর। এখন গরম পড়বার আগে খেলা-ধুলো সেরে নেওয়া যাক। পরে খাবারের যোগাড় দেখা যাবে।"

ফ্রাঙ্ক, বেথ, এমি, গ্রেস্ অন্য আট জনের খেলা দেখার জন্য বসল। মিস্টার ব্রুক মেগ, কেট ও ফ্রেডকে বেছে নিলেন, লরি নিল স্যালি, জো ও নেডকে। ইংরেজ দল ভাল খেলল।

কিন্তু আমেরিকার দল আরও ভাল খেলল এবং '৭৬ খৃষ্টাব্দের আত্মায়

যেন উদ্বুদ্ধ হয়ে প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য সতেজে প্রতিদ্বন্দ্ব করল। জো ও ফ্রেডের বহু সংঘাত বাধল, এবং একবার চড়া কথা একটুর জন্য এড়িয়ে যাওয়া হোল। জো শেষ উইকেটের শেষ করছে ও বল প্রতিহত করতে বিফল হয়ে যথেষ্ট বিচলিত। ফ্রেড ওর পিছুতেই ছিল, ওর আগেই ফ্রেডের পালা এসে গেল। ফ্রেড একটা ঘা দিল, ওর বল উইকেটে ঘা পেয়ে ভুল দিকে এক ইঞ্চি যেয়ে থামল। কেউ কাছে ছিল না, পরীক্ষার হেতু ছুটে যেয়ে গোড়ালী দিয়ে চতুর ভাবে ঠেলে দিল ফ্রেড, যাতে ঠিক দিকে ঠিক এক ইঞ্চি বলটা সরে আসে।"

"আমার শেষ হয়ে গেছে! এখন মিস জো, আমি তোমাকে ঠিকঠাক করে নেব এবং প্রথমে যাব", নিজের ঘা দেবার হাতুড়ি দোলাতে দোলাতে তরুণ ভদ্রলোকটি বলে উঠল।

জো তীক্ষ্ণস্বরে বলল, "তুমি ঠেলে দিয়েছ বলটা, আমি দেখেছি। এবার আমার পালা।"

"দিব্যি করছি যে আমি ঠেলিনি, বোধ হয় বলটা একটু গড়িয়ে গেছে তা তো ধরা হয়। এখন দয়া করে সরে দাঁড়াও, আমাকে খুঁটির কাছে যেতে দাও।"

জো চটে বলল, "আমেরিকায় আমরা ঠকাই না, তবে ইচ্ছা হলে তুমি পারো।"

"সকলেই জানে যে ইয়াঙ্কিরা অত্যন্ত ঠকবাজ। এই নাও!" ফ্রেড ওর বলটা দূরে চালিয়ে দিয়ে উত্তর দিল।

শক্ত কিছু বলার জন্য জো মুখ খুলে যথাসময়ে সামলে নিল। ললাট পর্যন্ত লাল হয়ে উঠল ওর, এক মিনিট দাঁড়িয়ে সর্বশক্তি দিয়ে উইকেটে ঘা দিতে লাগল। এদিকে ফ্রেড খুঁটিতে ঘা দিয়ে উচ্ছ্বাসে নিজেকে 'আউট' বলে দিল। জো বল কুড়োতে গেল। ঝোপের মধ্যে খুঁজতে সময় লাগল তার। কিন্তু ফিরে এল যখন, ঠাণ্ডা ও শান্ত দেখাল ওকে। ধৈর্যভরে নিজের পালার জন্য অপেক্ষায় রইল। চ্যুত স্থান অধিকারে অনেকগুলি ব্যাট চালনার প্রয়োজন হল। যখন সে সুযোগ পেল, তখন অন্য দলটি প্রায় বিজেতা। শেষ-পূর্ব বলটি কেটের, খুঁটির কাছে।

শেষ দেখতে নিকটস্থ জনের মধ্য থেকে ফ্রেড উত্তেজনায় বলে দিল,

"ভগবানের নামে বলছি আমাদের খতম হয়েছে! বিদায় কেট, মিস জো আমাকে একটা ধারেন, কাজেই তোমার শেষ।"

জো-এর কটাক্ষে ছেলেটি লাল হয়ে উঠল। জো বলল, "ইয়াঙ্কিরা শত্রুদের প্রতি দয়ালু। বিশেষ করে, যখন তারা পরাস্ত করে।" কেটের বল না ছুঁয়ে সুকৌশলে জো খেলাটি জিতে নিল।

লরি মাথার টুপী ছুঁড়ে ফেলল। পরক্ষণেই মনে হল নিজের অতিথিদের পরাজয়ে আনন্দ প্রকাশ অসমীচীন। হর্ষধ্বনির মধ্যে থেমে যেয়ে বন্ধুর কানে ফিস্‌ফিসিয়ে লরি বলল,—

"বেশ করেছ, জো! আমি নিজে দেখেছি, ও সত্যই ঠকিয়েছে। আমরা বলতে পারি না ওকে। কিন্তু আমি হলফ করে বলছি ও আর করবে না।"

"কী দারুণ বিরক্তিজনক ব্যাপারটা ; কিন্তু তুমি মেজাজ ঠাণ্ডা রাখতে পেরেছ। জো, আমার ভারী আনন্দ হচ্ছে",—মেগ এলানো বেণী গুছিয়ে তোলার ছলে জো-কে আড়ালে নিয়ে তারিফ করে বলল। "মেগ, আমাকে তারিফ কোর না। এক্ষুণি ওকে এক ঘুঁষি বসিয়ে দিতে পারি! কাঁটা-ঝোপে অতক্ষণ না থাকলে আমি রাগ যথেষ্ট দমন করে মুখ সামলাতে পারতাম না, অবশ্যই ফেটে পড়তাম। এখনও রাগ টগ্‌বগ্‌ করছে। আশা করি ও দূরেই থাকবে।" নিজের প্রকাণ্ড টুপীর তলা থেকে ফ্রেডের দিকে কট্‌মট্‌ করে তাকিয়ে জো উত্তর দিল।

ঘড়ি দেখে মিষ্টার ব্রুক বললেন লাঞ্চের সময় হয়েছে। কমিসারি সেনাপতি আগুন জ্বালিয়ে জল আনো। মিস মার্চ, মিস স্যালি আর আমি টেবল সাজাই ততক্ষণ। কে ভালো কফি করেন?"

"জো পারে"—মেগ বোনকে অনুমোদন দিতে পেরে খুশী। জো নিজের সাম্প্রতিক রন্ধনশিক্ষার ফলে সুযশ আগত বুঝে কফি-পাত্রের নিয়ন্ত্রণে গেল। ছোটরা শুকনো কাঠ যোগাড় করল। ছেলেরা আগুন জ্বালিয়ে কাছের ঝরণা থেকে জল নিয়ে এল। মিস কেট স্কেচ্‌ করতে লাগলেন। বেথ বিনুনীগাঁথা গুল্মে চ্যাটাই বুনছে ছোট ছোট, খাবার রেকাব হবে। ফ্র্যাঙ্ক ওর সঙ্গে গল্প চালাল।

প্রধান সেনাপতি এবং তাঁর সাহায্যকারিবৃন্দ শীঘ্রই টেবলের ঢাকনী

পেতে তার ওপর সবুজ পত্রসম্ভারে সুদৃশ্য সজ্জিত লোভনীয় আহার্য ও পেয় বস্তুসামগ্রী দিয়ে ভরে তুললেন। জো সংবাদ দিল কফি তৈরি, প্রাণভরে খেতে বসল সকলে। যৌবনকালে অগ্নিমান্দ্য হয় কদাচিৎ, ব্যায়ামে দিব্য ক্ষুধা হয়। ভারী আনন্দময় মধ্যাহ্নভোজন, কারণ সমস্ত কিছুই নবীন ও মজাদার লাগছে। কাছে একটি সুগম্ভীর অশ্ব ভক্ষণরত ছিল, ক্রমাগত হাসির গিট্‌কারি তাকে চকিত করে তুলল। টেবলের প্রীতিকর অসমতার ফলে চা ও রেকাবের বহু দুর্দশা ঘটল, দুধে ডুবল এ্যাকর্ণ, বিনা নিমন্ত্রণে ক্ষুদে কালো পিঁপড়ে খাদ্যে ভাগ বসাল, কি ঘটছে দেখার উদ্দেশ্যে গাছ থেকে রোমশ শুঁয়োপোকা ঝুলে পড়ল। বেড়া ডিঙ্গিয়ে তিনটি সাদাচুলো বাচ্চা উঁকি দিল, নদীর অন্য তীর থেকে এক আপত্তিকর কুকুর চেয়ে চেয়ে সারা শক্তি দিয়ে ডেকে উঠল তাদের দিকে।

জোকে এক রেকাব বেরি এগিয়ে লরি বলল, যদি তুমি চাও তো, এখানে নুন রয়েছে।

"ধন্যবাদ, আমি মাকড়সা বেশী পছন্দ করি," দুইটি অসতর্ক ছোট মাকড়সাকে নবনীতমৃত্যু থেকে তুলে ধরে জো উত্তর দিল।

"তোমার নিজের ডিনারপার্টি এসব দিক এত ভালো যখন তখন তুমি সেই হতচ্ছিরি ডিনারের কথা কেন মনে করাচ্ছ?" যথেষ্ট কাঁচ পাত্রের অভাবে একটা থালা থেকে খেতে খেতে দুজনে হেসে উঠল জো-এর কথায়।

"ওইদিন আমার বিশেষ ভালো লেগেছিল, এখনও বিস্মরণ আসে নি। এই আয়োজন আমার কৃতিত্ব নয়, বুঝলে? আমি কিছুই করছি না। তুমি, মেগ, ও ব্রুক চালিয়ে নিচ্ছ। তোমাদের কাছে আমি খুব কৃতজ্ঞ। যখন আর খাওয়া সম্ভব হবে না, কি করব?" লাঞ্চ হয়ে গেলে নিজের তুরূপ খেলা শেষ হয়ে যাবে বুঝে লরি প্রশ্ন করল।

"রোদ পড়ে যাওয়া পর্যন্ত খেলাধুলো চালাও। আমি 'গ্রন্থকার' খেলাটা এনেছি। আমি বলছি, মিস কেট নতুন ও ভালো কিছু জানেন। যেয়ে ওঁকে জিজ্ঞাসা কর। উনি অতিথি, ওঁর কাছে তোমার আরও থাকা উচিত।"

"তুমিও অতিথি, নয় কি? ভেবেছিলাম ওঁর সঙ্গে ব্রুকের মিল হবে, কিন্তু সে খালি মেগের সঙ্গে কথা বলছে। কেট ওঁর মজাদার চশমার মধ্য থেকে

ওদের দেখছেন শুধু। আমি যাচ্ছি, তোমাকে শোভনতা বিষয়ে শিক্ষা দেবার চেষ্টা করতে হবে না, কারণ জো তুমি তা পারো না।"

মিস কেট বহু নতুন খেলা জানেন সত্যি। অতএব মেয়েরা যখন আর খাবে না, ছেলেরা আর পারবে না সকলে বসার ঘরে "রিগমারোল" খেলতে জমা হল।

"একজন একটা গল্প সুরু করবে যা খুশী মাথামুণ্ড যতক্ষণ খুশী বলে চলবে কেবল কোন উত্তেজনাপূর্ণ মুহূর্তে থেমে যেতে হবে। তখন অন্য কেউ খেই ধরে একভাবে গল্প চালাবে। ঠিকমত চালালে এটা ভারী মজার জিনিষ! হেসে খুন হবার মত বেশ ট্র্যাজিক কমিক মেলানো জিনিষ হয়। মিষ্টার ব্রুক আপনি সুরু করুন।" কেট আদেশের ভঙ্গিতে বলল। মেগ দেখে অবাক! সে শিক্ষকমশাইকে অন্য ভদ্রলোকের মত সমান সম্মানে দেখছে।

উভয় তরুণীর পদপ্রান্তে ঘাসে শুয়ে মিষ্টার ব্রুক বাধ্যভাবে গল্প আরম্ভ করলেন। সুন্দর বাদামী চোখ দুটি সূর্যোজ্জ্বল নদীর বুকে নিবদ্ধ।

"একদা একজন নাইট পৃথিবীর বুকে ভাগ্যান্বেষণে বার হয়েছিল। ঢাল-তলোয়ার ভিন্ন কিছুই ছিল না তার। সে বহুদিন ভ্রমণ করল, প্রায় আটশ বছর। খুবই কষ্ট করতে হয়েছিল তাকে। অবশেষে সে এক বৃদ্ধ ও ও ভালো রাজার প্রাসাদে এল। তিনি একটি অতিপ্রিয় চমৎকার কিন্তু অশান্ত বাচ্চা ঘোড়াকে পোষ মানানো ও শিক্ষার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করেছিলেন। নাইট রাজী হল, ও ধীর কিন্তু নিশ্চিতভাবে কাজ সুরু করল। ঘোড়াটি শীঘ্রই নূতন শিক্ষককে ভালবাসতে শিখে নিল। অবশ্য সে খেয়ালী ও পাগলাটে ছিল। প্রত্যহ যখন রাজার আদুরে ঘোড়াকে শিক্ষা দিত, তখন নাইট গোটা শহরে তাকে ঘোরাত। ঘোড়ায় চড়ার সময়ে নাইট সর্বত্র তার স্বপ্নে দেখা কিন্তু অনাবিষ্কৃত একটি সুন্দর মুখ সন্ধান করত। একদিন নির্জন রাস্তায় দ্রুতবেগে যেতে যেতে এক ভাঙা দুর্গ-বাতায়নে সেই অপরূপ মুখটি সে দেখতে পেল। সে আনন্দিত হয়ে খোঁজ করল, সেই প্রাচীন দুর্গে কে আছে। শুনতে পেল যে কয়েকটি বন্দিনী রাজকন্যা মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থায় ওখানে থাকে। নিজেদের মুক্তি ক্রয় করার অর্থসঞ্চয় হেতু সারাদিন তারা সূতো কাটে। নাইটের খুব ইচ্ছা হল তাদের মুক্তি দেবার জন্য। কিন্তু সে দরিদ্র। তাই কেবল নিত্য যেয়ে সুন্দর মুখখানা দেখত

আর কামনা করত সেই মুখ সূর্যালোকে দেখার। অবশেষে সে দুর্গে উপস্থিত হয়ে কতটা সহায়তা করা যায় শুনে নেওয়া স্থির করল। সে যেয়ে দরজায় ঘা দিল ; প্রকাণ্ড দরজাটা খুলে গেল, সে দেখল"—"অপূর্ব রূপসী এক মহিলা, তিনি আবেগজড়িত স্বরে বললেন, 'অবশেষে! অবশেষে!' কেট গল্প টেনে চলল। ও ফরাসী উপন্যাস পড়েছে, ওই লিখন ভঙ্গিটা পছন্দ করে। "কাউন্ট গুস্তাভ বলে উঠলেন, 'এই তো সে!' আনন্দের উচ্ছ্বাসে তিনি তাঁর পায়ে পড়লেন। মর্মরবিনিন্দিত শুভ্র একখানি হাত বাড়িয়ে মহিলা বললেন, 'ওঠো'। নতজানু নাইট শপথ করে বললেন, 'কখনই নয়! যতক্ষণ না তুমি আমাকে তোমার উদ্ধারের উপায় বলে দিচ্ছ।' 'হায়, আমার মন্দ ভাগ্য, যতক্ষণ না অত্যাচারীর ধ্বংস হয়, এখানে থাকা স্থির।' 'কোথায় নরাধম?' 'বেগুনী রংয়ের ঘরে। বীর, যাও, আমাকে হতাশা থেকে বাঁচাও।'

'আদেশ পালন করছি। জয়ী বা মৃত অবস্থায় প্রত্যাবৃত হব। উক্ত চমকপ্রদ বাক্যসহ নাইট ছুটে গেলেন, বেগুনী কক্ষের দ্বার খুলে ফেলে ঢুকতে উদ্যত হলেন—এহেন সময়ে তিনি পেলেন—"

"ভয়ানক আঘাত—এক কালো গাউন পরা বুড়ো একটা মোটা গ্রীক্ অভিধান ছুঁড়ে মারল তাঁকে," নেড বলতে লাগল।

"তৎক্ষণাৎ—সেই যে কি নামটা ওঁর,—তিনি সামলে নিলেন। অত্যাচারীটাকে জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিলেন। কপাল ফোলা নিয়ে বিজয়ী তিনি মহিলার সঙ্গে মিলিত হতে গেলেন। দেখলেন তিনি দরজা বন্ধ, পরদা ছিঁড়ে ফেলে দড়ির মই বানিয়ে অর্ধেক পথ নামতে মই ছিঁড়ে গেল, আর তিনি ষাট ফিট নীচের পরিখায় পড়লেন। উনি হাঁসের মত সাঁতারু। দুর্গের চারদিকে সাঁতরে ছোট একটা দরজায় এলেন! দুজন জওয়ান পাহারা দিচ্ছে সেটি। তিনি দুজনের মাথায় মাথায় ঠুকে এক জোড়া বাদামের মত ফাটিয়ে ফেললেন। তাঁর অলৌকিক শক্তির যৎসামান্য প্রয়োগদ্বারা দরজা ভেঙে এক জোড়া পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠলেন। সিঁড়ি একপাল্লা ধুলোয় ঢাকা হাতের মুঠোর মত প্রকাণ্ড ব্যাঙ সেখানে, আর মাকড়সা, যা দেখে মিস মার্চ, আপনাকে হিস্টেরিয়ায় ধরবে। সিঁড়ির ওপরে সে এমন একটা দৃশ্যে উপস্থিত হল, যা তার নিশ্বাস রোধ করে রক্ত হিম করে দিল—"

"একটা লম্বা মূর্তি, আগাগোড়া সাদা পোশাক, মুখ গুণ্ঠনে ঢাকা। শীর্ণ হাতে একটা প্রদীপ," মেগ বলে চলল, "মূর্তি ইসারা করে নিঃশব্দে তাঁর সম্মুখে তুলে অন্ধকার ও সমাধি-শাতল সুড়ঙ্গ বেয়ে চলল। দুদিকে ছায়াময় প্রতিমূর্তি, সাঁজোয়া পরা। অতি শুব্ধ রাজ্য: প্রদীপে নীল শিখা। প্রায়ই ভূতুড়ে মূর্তি তাঁর দিকে মাথা ফিরিয়ে সাদা গুণ্ঠনের ফাঁকে ভয়াবহ চোখের দীপ্তি দেখিয়ে দিতে লাগল। একটা পরদা ঢাকা দরজায় তাঁরা পৌঁছলেন। তার পশ্চাতে মধুর সঙ্গীত শ্রুত হচ্ছে। তিনি প্রবেশের জন্য ছুটে গেলেন, কিন্তু ভূতুড়ে মূর্তি তাঁকে টেনে ধরল, তাঁর সম্মুখে ভয় দেখিয়ে নাড়া দিল একটা—"

"নস্যদানী", জো গুরুগম্ভীর স্বরে বললো। ফলে শ্রোতারা হাস্যরত। 'ধন্যবাদ' নাইট ভদ্রতা করে বললেন। একটিপ নস্যি নিয়ে সাতবার এত জোরে তিনি হেঁচে উঠলেন যে তাঁর মুণ্ডুটা গড়িয়ে পড়ল। 'হা! হা!' ভূতটা হেসে উঠল। কুলুপের ফাঁক দিয়ে দেখল রাজকন্যারা প্রাণপণে সূতো কেটে চলেছেন। অশুভ প্রেত শিকারকে তুলে একটা প্রকাণ্ড টিনের বাক্সে ভরে ফেলল। সেখানে আরও মুণ্ড বিহীন এগারো জন নাইট এক সঙ্গে সার্ডিন মাছের মত আবদ্ধ। সকলে উঠে সুরু করে দিল—"

"হর্ণপাইপ নাচ", নিঃশ্বাসের জন্য থামলে ফ্রেড বলে চলল, "ওরা নাচতে নাচতে বাজে পুরনো দুর্গটা পুরো পাল তোলা যুদ্ধজাহাজে রূপান্তরিত হয়ে গেল। একটা পর্তুগাল জলদস্যু জাহাজ দৃষ্টিপথে এল, মাস্তুল থেকে কালির মত কালো নিশান উড়ছে। তখন কাপ্তেন গর্জে উঠলেন। 'পাল তোল মাস্তুলের পালের খোঁটা ছাড়, পাশে শক্ত করে হাল ঘোরাও, বন্দুক প্রস্তুত রাখ।'

কাপ্তেন বললেন, "মেরিজানেরা যাও, যুদ্ধ জেতো গে।' অবশ্যই ইংরেজরা হারিয়ে দিল, তারা সব সময়ে দেয়।"

"না, তারা দেয় না।" জনান্তিকে জো বলল।

"জলদস্যু কাপ্তেনকে বন্দী করে, ছোট জাহাজটির পাল খোলা হল। ওর পাটাতনে শব ছড়ানো, পাশের জল নির্গমনের ছিদ্র দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। কারণ হুকুম ছিল, "দা চালাও, খেটে মর।' ব্রিটিশ কাপ্তেন বললেন, "প্রাণের দোসরেরা, উড়ন্ত পালের দড়ি নাও। যদি এ ব্যাটা নিজের দোষ

তাড়াতাড়ি স্বীকার না করে ওকে ঠেলা দেখিয়ে দাও। পর্তুগীজ শক্তপোক্ত ভাবে মুখ চেপে রইল, পাটাতনে হাঁটা দিতে লাগল, তখন ফূর্তিবাজ মাল্লারা পাগলের মত হৈ-হল্লা করছে। কিন্তু ধূর্ত কুত্তা জলে ঝাঁপ দিল, যুদ্ধ জাহাজের তলায় ভেসে উঠে তলায় ছেঁদা করে দিল। জাহাজ ডুবে গেল পাল তোলা অবস্থায়। সাগরের তলায়, সাগর, সাগর, যেখানে—"

'ও বাবা আমি কি বলি "ফ্রেড ওর অসংলগ্ন গল্প শেষ করলে স্যালি বলে উঠল; ফ্রেড একখানা প্রিয় পুস্তক থেকে জাহাজী ভাষা ও ঘটনা এলোমেলোভাবে ওলটপালট জুড়েছে। 'যা হোক ওরা সমুদ্রের তলায় ডুবে গেল, একজন সুন্দরী মৎস্যকন্যা স্বাগত জানাল ওদের। মুণ্ডহীন নাইটদের বাক্স দেখে সে অতীব শোকাকুল। মহিলাজনিত কৌতূহলে সে সদয় হয়ে ওদের লোনা জলের দ্বারা আচার বানিয়ে ফেলল। আশা যে ওদের রহস্য জানবে। খানিকটা পরে একজন ডুবুরী নেমে এল। মৎস্যকন্যা বলল 'যদি ওপরে নিয়ে যেতে পার, তবে আমি তোমাকে মুক্তার বাক্সটা দেব।' কারণ সে বেচারীদের বাঁচাতে চাইছিল, কিন্তু ভারী বোঝা নিজে ওঠাতে পারছিল না। তখন ডুবুরী তুলে ফেলল এটা, কিন্তু খুলে মুক্তা না দেখে খুব হতাশ। একটা বৃহৎ নির্জন প্রান্তরে এটা ডুবুরী ফেলে গেল। সেখানে এটাকে খুঁজে পেল একজন'—

'ছোট হংস কন্যা। প্রান্তরে একশো মোটাসোটা হাঁস পালন করে সে', স্যালির সৃজনকর্ম শেষ হলে পর এমি ধরল। 'ছোট মেয়েটি ওদের জন্য দুঃখিত হয়ে একজন বৃদ্ধা মহিলাকে প্রশ্ন করল, 'ওদের জন্য কি করা যায়?' বৃদ্ধা মহিলা বললেন, 'তোমার হাঁসগুলোকে শুধোও; ওরা সমস্ত জানে।' তখন সে প্রশ্ন করল, যে, নূতন মুণ্ডুর জন্য কি ব্যবহার করবে, কারণ পুরোণোগুলো নষ্ট হয়ে গেছে। সব হাঁস একশো মুখ খুলে চেঁচাল'—

'বাঁধাকপি!' তৎক্ষণাৎ লরি সুরু করে দিল। 'ঠিক জিনিষ, মেয়েটি বলে উঠল। ছুটে গেল সে বাগান থেকে বারোটা চমৎকার বাঁধাকপির জন্য। সে ওগুলো লাগিয়ে দিলে তক্ষুণি নাইটেরা বেঁচে উঠল। মেয়েকে ধন্যবাদ জানিয়ে গন্তব্যস্থলে সানন্দে চলে গেল ওরা। কোনও তফাৎ টের পেল না, কারণ পৃথিবীতে ওদের মত মুণ্ডু এত অধিক সংখ্যক যে, কেউ কিছু মনে করল না। যে নাইটের বিষয়ে আমি আগ্রহী, তিনি সুন্দর মুখটি

খুঁজতে গেলেন। তিনি শুনলেন যে, অন্যান্য রাজকন্যারা সূতো কেটে কেটে মুক্তি পেয়ে চলে গেছে বিবাহ করতে, একজন বাদে। এ কথায় তিনি মনের ভয়ানক অবস্থায় পড়লেন। ঘোড়াটা আগাগোড়া বিপদ আপদে পাশে পাশে ছিল। ঘোড়ায় চড়ে কে বাদ আছে দেখতে প্রাসাদে গেলেন তিনি ছুটে। বেড়ার ওপর দিয়ে দেখলেন তাঁর হৃদয়রাণী বাগানে ফুল তুলছেন। তিনি বললেন, 'একটা গোলাপ আমায় দেবে?' মধুর স্বরে নারী বললেন, 'তুমি এসে নিয়ে যাও। আমি তোমার কাছে যেতে পারি না, উচিত নয়।' তিনি বেড়া ডিঙোতে গেলেন, কিন্তু যেন ক্রমেই উঁচু হয়ে বেড়া বাড়তে লাগল। তখন ভেদ করার প্রয়াস পেলেন, কিন্তু ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগল মোটা হয়ে। তিনি হতাশ হয়ে গেলেন। তখন তিনি ধৈর্য ভরে পল্লবগুলো ভেঙে ভেঙে ছোট রন্ধ্র বার করলেন। মধ্য দিয়ে উঁকি মেরে তিনি অনুনয় করে বললেন, 'আমাকে ভেতরে যেতে দাও! যেতে দাও!' কিন্তু রূপসী রাজকন্যা যেন বুঝতে পারলে না। কারণ কন্যা শান্তভাবে গোলাপ তুলে চললেন, তাঁকে পথের জন্য যুদ্ধে রেখে। তিনি ভেতরে যেতে পারলেন কি পারলেন না ফ্রাঙ্ক তোমাদের বলুক।'

"আমি পারি না আমি খেলছি না, কখনও খেলি না," ফাঙ্ক ভাবপ্রবণ বিঘ্ন থেকে কিম্ভুত যুগলকে উদ্ধারের প্রস্তাবে বিপর্যস্ত। জো-এর পশ্চাতে বেথ অদৃশ্য, গ্রেস নিদ্রাগতা। "তবে বেচারী নাইট বেড়ার ধারে পরিত্যক্ত থাকবে?" নদী দেখতে দেখতে, গলার বোতামের ঘরের বুনো গোলাপ নিয়ে খেলতে খেলতে, মিষ্টার ব্রুক প্রশ্ন পাঠালেন।

শিক্ষকের দিকে অ্যাকর্ণ ছুঁড়তে ছুঁড়তে লরি নিজের মনে হেসে বলল, 'আমার মনে হয়, রাজকন্যা তাকে ফুলের তোড়া দিয়ে কিছুক্ষণ পরে দরজা খুলে দিয়েছিলেন।'

'কেমন বাজে জিনিষ আমরা বানালাম! অভ্যাস করে গেলে আমরা বেশ কৃতিত্বসূচক কিছু করতে পারব। তোমরা 'সত্য' জানো?' গল্প নিয়ে হাসাহাসির পরে স্যালি প্রশ্ন করল।

মেগ গম্ভীর চালে বলল, 'আশা করি জানি।'

'আমি খেলাটার কথা বলছি।'

ফ্রেড বলল, 'সেটা কি?'

'কেন হাতের তাসগুলো জড়ো করে রাখ, একটা সংখ্যা মনে করো, পালা ক্রমে টেনে নাও। সংখ্যাটায় যে ব্যক্তি টান দেবে; অন্যান্য সকলে যা যা প্রশ্ন করবে, সে যথাসত্য উত্তর দিতে বাধ্য। ভারী মজার খেলা।'

জো নিত্য নূতন অভিজ্ঞতা ভালবাসে, সে বলল, 'চেষ্টা করে দেখা যাক।'

মিস কেট মিষ্টার ব্রুক, মেগ ও নেড অস্বীকার করল। কিন্তু ফ্রেড, স্যালি, জো ও লরি তাস জড়ো করে টেনে নিল। পালা পড়লো লরির।

জো প্রশ্ন করল, 'তোমার বীরের আদর্শ কে কে?'

'ঠাকুরদা আর নেপোলিয়ন।'

স্যালি বলল 'এখানে কোন্ মহিলা তোমার মতে শ্রেষ্ঠ সুন্দরী?'

'মার্গারেট।'

ফ্রেডের প্রশ্ন, 'কাকে তোমার সবচেয়ে ভালো লাগে?'

'জো-কে, নিশ্চয়।'

লরির সাদাসিধে গলার স্বরে সকলে হেসে উঠলে জো বিরক্তভাবে গা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, 'কি বাজে বাজে প্রশ্নই না তোমরা জিজ্ঞাসা করছ!'

ফ্রেড বলল 'ফের চেষ্টা কর; সত্য খুব খারাপ খেলা নয়।'

নিম্নস্বরে জো বলল, 'তোমার পক্ষে খুব ভালো খেলা।'

জো-এর পালা পরে এল।

নিজের যে গুণ নেই, সেইটা নিয়ে জো-কে পরীক্ষার আশায় ফ্রেড প্রশ্ন করল, 'তোমার সবচেয়ে বড় দোষ কি?'

'ক্ষণক্রোধ।'

লরি বলল, 'তুমি কি চাও?'

ওর উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে ওকে জব্দ করার জন্য জো উত্তর দিল, 'একজোড়া বুট জুতোর ফিতে।'

'ঠিক উত্তর নয়। সব থেকে যা সত্যি সত্যি চাও, তাই বলতে হবে।'

'প্রতিভা। লরি, তোমার ইচ্ছা করেনা আমাকে তুমি দিতে পারো এটা?' লরির নিরাশ মুখের দিকে চেয়ে জো দুষ্টু হাসি হাসল।

স্যালি জিজ্ঞাসা করল, 'একজন পুরুষের কোন গুণ তুমি সব থেকে শ্রদ্ধা কর।'

'সাহস ও সততা।'

ফ্রেডের পালা শেষে এলে সে বলল, 'এখন আমার পালা।'

'এবার একহাত নিই,' লরি জোকে বলল ফিস্‌ফিস্ করে।

জো মাথা হেলিয়ে, তক্ষুনি প্রশ্ন পাঠাল, 'ক্রোকে খেলায় তুমি জোচ্চোরি করনি ?'

'হ্যাঁ, একটু সামান্য।'

লরি, বলল, 'ভালো ! 'সমুদ্রসিংহ' থেকে তুমি কি তোমার গল্পটা নাওনি ?'

'কিছু কিছু।'

স্যালি প্রশ্ন করল, 'প্রতিদিকেই যে ইংরেজ জাতি নিখুঁত, এটা কি তুমি ভাবো ?'

'যদি না ভাবি আমি লজ্জা পাবো।'

'ও একজন খাঁটী জন বুল। এখন, মিস স্যালি, টেনে নেবার অপেক্ষাটুকু বাদেই তোমার পালা আসবে। সর্বপ্রথমে আমি তোমার বুদ্ধি চমকে দেব জিজ্ঞাসা করে যে, তুমি কি মনে করনা তুমি একজন ফ্লার্ট বা হাল্কাস্বভাব মহিলা ?' লরি বলল।

শান্তিস্থাপনা হয়েছে জানাতে জো ফ্রেডকে ইতিপূর্বে ইশারা দিয়েছে।

'অসভ্য ছেলে ! নিশ্চয়ই আমি তা নই,' স্যালি এমন একটা ভঙ্গি নিয়ে বলল, যার উল্টো অর্থ হয়।

ফ্রেড জিজ্ঞাসা করল 'সবচেয়ে অভক্তি তোমার কি ?'

'মাকড়সা আর রাইসপুডিং।'

জো জিজ্ঞাসা করল, 'কি সবচেয়ে পছন্দ কর ?'

'নৃত্য ও ফরাসী দস্তানা।'

জো প্রস্তাব দিল, 'আমার মতে সত্য একটা বাজে খেলা ; মনকে তাজা করতে যুক্তিপূর্ণ 'গ্রন্থকার', খেলাটা খেলা যাক।'

নেড, ফ্র্যাঙ্ক ও ছোট মেয়েরা এই খেলায় যোগ দিল। খেলার সময়ে তিনজন অপেক্ষাকৃত বড়রা সরে বসে গল্প করতে লাগল। মিস কেট ওঁর ছবি বার করলেন আবার, মার্গারেট দেখতে লাগল। মিষ্টার ব্রুক ঘাসের উপর একটা বই নিয়ে রইলেন। বইটা তিনি পড়লেন না যদিও।

প্রশংসা ও দুঃখমিশ্রিত কণ্ঠে মেগ বলল, 'কি চমৎকার আঁকেন আপনি।

আমি যদি আঁকতে পারতাম।'

মিস কেট সহৃদয়তায় উত্তর দিলেন, 'শেখো না কেন? আমার মনে হয়, তোমার রুচি ও ক্ষমতা আছে।'

'আমার সময় নেই।'

'বুঝেছি। তোমার মা অন্যান্য গুণাবলী পছন্দ করেন। আমার মাও তাই করতেন। কিন্তু গোপনে শিক্ষা নিয়ে আমি তাঁর কাছে প্রমাণ করে দিলাম যে, আমার ক্ষমতা আছে। তিনি শিখতে দিতে রাজী হলেন। তোমার গভর্ণেসের সাহায্যে তুমিও তাই করো।'

'আমার গভর্ণেস নেই।

'আমি ভুলে গিয়েছিলাম। আমেরিকার মেয়েরা আমাদের থেকে বেশী স্কুলে পড়ে। বাবা বলেন স্কুলগুলো বেজায় ভালো। বোধ হয় তুমি প্রাইভেট স্কুলে পড়ো?'

'আমি মোটেই পড়ি না। নিজেই গভর্ণেস।'

মিস কেট বললেন, 'সত্যি!' কিন্তু ওঁর কণ্ঠস্বরে মনে হল তিনি 'ওরে বাবা, কী ভয়ানক' বলতে পারতেন বেশ। ওঁর মুখের ভাবে মেগ লাল হয়ে ভাবল, এতটা সরল না হলেও চলত।

মিষ্টার ব্রুক চেয়ে দেখে তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন,—

'আমেরিকার মেয়েরা ওঁদের পূর্বপুরুষের মতই স্বাধীনতা ভালবাসেন। নিজেদের ভার নিজেরা নেওয়ায় তাঁদের সম্মান ও সুখ্যাতি করা হয়।'

'হ্যাঁ তাই তো। তাদের পক্ষে এ কাজ শোভন ও সঙ্গত। আমাদের মধ্যে অনেক সম্ভ্রান্ত ও যোগ্য, তরুণী এই কাজ করেন। ভদ্র পরিবারের কন্যা হওয়ার ফলে ওরা সুসভ্য ও সুশিক্ষিত হন, বুঝতেই পারছেন। তাই অভিজাত কুল ওঁদের নিযুক্ত করে থাকেন।' মিস কেট অনুগ্রহের ভাবে কথাগুলো বললেন। ফলে, মেগের নিজের কাজ আরও অরুচিদায়ক শুধু লাগল না, অধিকন্তু অপমানজনক লাগল।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা ভঙ্গ করে মিস্টার ব্রুক জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিস মার্চ, জার্মান গানটা ঠিক হয়েছে?'

'হ্যাঁ নিশ্চয়! ভারী মিষ্টি গানটা যিনি আমার জন্যে অনুবাদ করে দিয়েছেন, তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ।' কথা বলার কালে মেগের আনত

মুখখানি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মিস কেট বিস্ময়ভরা চোখে বললেন, 'তুমি জার্মান জানো না?'

'বিশেষ নয়। বাবা শেখাতেন, তিনি বিদেশে। একা একা আমি তাড়াতাড়ি শিখতে পারি না। উচ্চারণ সংশোধনের কেউ নেই।'

'একটু চেষ্টা করুন না। এই যে, শীলারের 'মেরি ষ্টুয়ার্ট' এবং একজন শিক্ষণপ্রিয় শিক্ষক উপস্থিত। মিস্টার ব্রুক আমন্ত্রণের হাস্যে বইখানা মেগের ক্রোড়ে রাখলেন।

একজন সুশিক্ষিতা তরুণী পার্শ্ববর্তিনী থাকায় মেগ লাজুক বোধ করল, কৃতজ্ঞতা সত্ত্বেও। সে বলল, 'এত শক্ত যে, চেষ্টা করতে ভয় হচ্ছে।'

মিস কেট বল্লেন, 'তোমাকে উৎসাহ দিতে একটু পড়ে শোনাচ্ছি।' একটি শ্রেষ্ঠ মধুর অংশ তিনি অতি নিখুঁত কিন্তু অতি নীরস ভঙ্গিতে পড়লেন।

মিষ্টার ব্রুক কোন মন্তব্য করলেন না। কেট মেগকে বই ফেরৎ দিতে সে সরলভাবে বলল, 'আমি ভেবেছিলাম এটি কাব্য।'

'কিছু অংশ। এই অংশ পড়তে চেষ্টা করুন।'

দুঃখিনী মেরীর বিলাপ খুলে ধরলেন মিস্টার ব্রুক, তাঁর মুখে বিচিত্র হাসি।

মেগের নূতন শিক্ষক লম্বা ঘাসের ডগা দিয়ে দেখাতে লাগলেন। সেই নির্দেশে মেগ বাধ্যভাবে ধীরে ধীরে ভয়ে ভয়ে পড়ে গেল। তার সুরেলা কণ্ঠের মৃদু উচ্চারণে অজ্ঞাতসারে শক্ত কথাগুলো কবিতা হয়ে উঠল। পৃষ্ঠার নীচে হরিৎ পথপ্রদর্শক চলে গেল। করুণ দৃশ্যের মাধুর্যে আত্মহারা মেগ শ্রোতাদের ভুলে একা পড়ে গেল, হতভাগিনী রাণীর কথাগুলো ঈষৎ ছোঁয়া পেল বিষাদের। যদি বাদামী চোখজোড়া চোখে পড়ত থেমে যেত মেগ কিন্তু চোখ তুলে না চাওয়াতে পঠনক্রিয়া তার নষ্ট হয়ে গেল না।

'সত্যি ভারী ভালো হয়েছে।' মিস্টার ব্রুক থেমে, মেগের বহু ভুল অগ্রাহ্য করে বললেন। দেখে মনে হল, সত্যি উনি শিক্ষা দিতে ভালবাসেন।

মিস কেট চশমা পরলেন। সম্মুখে ছোট মুক অভিনয়টি লক্ষ্য করার পরে ছবির খাতা বন্ধ করলেন। তিনি সদয়ভাবে বললেন—'তোমার

উচ্চারণ সুন্দর, সময়ে তুমি ভাল পাঠক হবে। আমি তোমাকে শেখার পরামর্শ দেই; কারণ শিক্ষয়িত্রীদের পক্ষে জার্মান একটা মূল্যবান গুণ। আমাকে গ্রেসের খোঁজ নিতে হচ্ছে, ও ঝাঁপাঝাঁপি করছে।'

মিস কেট চলে গেলেন। কাঁধ ঝাঁকিয়ে নিজের মনে বললেন, যদিও সুন্দরী ও তরুণী, তবু একজন গভর্ণেসকে সঙ্গ দিতে চাই না। ইয়াঙ্কিরা কী অদ্ভুত লোক; ভয় হয় লরি এদের সাহচর্যে একদম নষ্ট হয়ে যাবে।

অপস্রিয়মান মূর্তিটির দিকে বিরক্তভাবে তাকিয়ে মেগ বলল, 'আমি ভুলেই গিয়েছিলাম যে, ইংরেজরা গভর্ণেস দেখে নাক শিকায় তোলে। আমরা যেমনটা দেখি, তেমনটি দেখে না।'

'ওখানে গৃহশিক্ষকেরও বিপদ। দুঃখ পেয়ে শিখেছি আমি। মিস মার্গারেট, আমাদের মত খেটে খাওয়া মানুষের আমেরিকার মত স্থান আর নেই।' মিস্টার ব্রুককে এতই পরিতৃপ্ত ও আনন্দিত দেখাল যে, নিজের দুরদৃষ্টে শোচনার জন্য মেগ লজ্জা গেল।

'তাহলে এখানে বাস করার হেতু আমি সুখী। আমি নিজের কাজটা পছন্দ করি না। তবু যথেষ্ট তৃপ্তি পাই। আমি ঘ্যান-ঘ্যান করব না। শুধু ইচ্ছা হয় যে যদি আপনার মত পড়ানোটা ভালবাসতাম!'

তৃণাচ্ছাদিত মৃত্তিকায় ছিদ্র করতে ব্যস্ত মিষ্টার ব্রুক বল্লেন 'লরির মত ছাত্র পেলে আপনিও বাসতেন। সামনের বছরে ও চলে গেলে ভাল লাগবে না।'

'বোধ হয় কলেজে যাবে, না?' মেগের মুখ প্রশ্ন করলেও চোখ যোগ দিল 'তাহলে আপনার কি হবে?'

'হ্যাঁ, ওর যাবার সময় হয়েছে। ও তৈরী হয়েছে। ও চলে যাওয়ামাত্র আমি সৈন্য হয়ে যাব। আমাকে দরকার আছে।'

মেগ সোৎসাহে বলল 'শুনে খুশী হলাম। প্রত্যেক তরুণের যাওয়া উচিত। যদিও মা-বোন বাড়ী থাকলে খারাপ লাগে' মেগ সক্ষোভে যোগ দিল।

'আমার মা-বোন নেই। আমি মরি-বাঁচি কিনা গ্রাহ্য করার মত খুব অল্প বন্ধুই আছে।' মিষ্টার ব্রুক একটু তিক্ততার সঙ্গে বল্লেন। অন্য মনে খনিত

গর্তে গোলাপটা রেখে ক্ষুদ্র একটি সমাধির প্রথায় ঢেকে দিলেন তিনি।

'লরি আর ওর ঠাকুরদা যথেষ্ট গ্রাহ্য করবেন। আমরাও সকলে আপনার কোন ক্ষতি হলে খুব দুঃখিত হবো।' মেগ আন্তরিক সুরে বলল।

মিষ্টার ব্রুককে আবার প্রফুল্ল দেখাল তিনি বলতে সুরু করলেন 'ধন্যবাদ, আনন্দের কথা এটা।' কিন্তু তাঁর কথা শেষ হবার আগে বুড়ো ঘোড়াটায় চড়ে নেড খটাখট করে হাজির হল। উদ্দেশ্য তরুণীদের নিজের অশ্বারোহণ কৌশল দেখানো। সেদিনের শান্তি আর রইল না। নেডের পরিচালনায় মাঠ ব্যেপে অন্যদের সঙ্গে দৌড়ের পরে বিশ্রাম নিতে নিতে গ্রেস এমিকে জিজ্ঞাসা করল 'তুমি ঘোড়ায় চড়া ভালবাস না ?'

এমি সহাস্য উত্তর দিল 'আমি খুব পছন্দ করি। বাবার যখন টাকা ছিল, আমার বোন মেগ ঘোড়ায় চড়ত। এখন এলেনট্রি ছাড়া আমাদের কোন ঘোড়া নেই।' গ্রেস সকৌতূহলে প্রশ্ন করল 'এলেনট্রির কথা বলতো। গাধা না কি ?'

'জানো না ? জো ঘোড়ার জন্যে পাগল, আমিও তাই। কিন্তু আমাদের ঘোড়া নেই একটা জিন আছে মাত্র। বাগানে আমাদের একটা আপেল গাছ আছে। গাছটার একটা দিব্যি নীচু ডাল। জো জিনটা ডালটায় কষে দিয়ে যে অংশ নমনীয় সেদিকের ডালে বল্গা বেঁধে দিয়েছে। যখন খুসী আমরা এলেনট্রি বেয়ে কদমে চলি।'

গ্রেস হেসে উঠল 'দারুণ মজার তো ! আমার একটা টাট্টু ঘোড়া আছে। পার্কে ফ্রেড ও কেটের সঙ্গে প্রায় রোজই ঘোড়ায় চড়ি। বেশ লাগে কারণ আমার বন্ধুরাও আসেন। 'রো' ভরে যায় কাতারে কাতারে স্ত্রী-পুরুষে।'

'আহা কি চমৎকার। আশা আছে কোনদিন বাইরে যাব। কিন্তু আমি রো-তে না যেয়ে বরঞ্চ রোমে যাব' এমি বলল। ওর 'রো' কাকে বলে সে বিষয়ে কোন ধারণা নেই কিন্তু পৃথিবী উল্টে গেলেও জিজ্ঞাসা করা চলে না।

ফ্র্যাঙ্ক ছোট মেয়েদের পশ্চাদভাগে বসে কথা শুনছিল। সুস্থ সবল ছেলেদের মজাদার খেলাধুলা লক্ষ্য করতে করতে অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে সে নিজের ক্রাচ ঠেলে সরিয়ে দিল। বেথ ছড়ানো গ্রন্থকার তাস গুছিয়ে তুলতে

তুলতে চেয়ে দেখে লাজুক কিন্তু আন্তরিক সুরে 'বলল বোধ হয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। আমি কিছু করতে পারি?' নিজের বাড়ীতে ফ্র্যাঙ্ক প্রচুর সমাদর পেতে অভ্যস্থ সে উত্তর দিল 'একা বসে থাকাটা বিশ্রী। কথাবার্তা বলো।'

যদি ওকে ছেলেটি ল্যাটিন ভাষায় বক্তৃতা দিতে বলত, লাজুক বেথ সে কাজটাও কথাবার্তা বলার চেয়ে সহজ মনে করত। কিন্তু এখন পালাবার জায়গা নেই জো নেই, যে তার পেছনে বেথ লুকোবে। বেচারী এমন করুণ দৃষ্টি মেলে ওর দিকে তাকিয়ে যে বেথ সাহসভরে চেষ্টার সংকল্প নিল।

তাসগুলো নাড়তে নাড়তে গুছিয়ে বাঁধার চেষ্টায় অর্ধেক ফেলে দিয়ে বেথ জিজ্ঞাসা করল 'কোন বিষয়ে কথা বলতে চাও?'

নিজের সামর্থ অনুযায়ী আমোদে ফ্র্যাঙ্ক এখনও অভ্যস্থ হতে শেখে নি। সে বলল 'ক্রিকেট খেলা নৌকো বাওয়া আর শিকারের বিষয়ে আমি শুনতে চাই।'

বেথ ভাবল 'হা অদৃষ্ট। কি করব আমি? ওসব বিষয়ে আমি কিছুই জানি না।' নিজের অস্বস্তির মধ্যে ছেলেটির দুর্ভাগ্য ভুলে যেয়ে ওকে কথা বলবার আশায় বেথ বললে 'আমি কখনও শিকার দেখিনি।, কিন্তু বোধহয় তুমি সেই সম্পর্কে অনেক জানো'

'একদিন জানতাম। কিন্তু আর কখনও আমি শিকার করতে পারব না। এক অপয়া পাঁচখিলদার ফটক ডিঙোতে যেয়ে আমি আঘাত পেয়েছি। আমার আর ঘোড়া বা শিকারী কুকুরের দরকার নেই।' দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে ফ্র্যাঙ্ক কথাগুলো বলল। ফলে নিজের অজানত ভুলের জন্য বেথের নিজের ওপর ঘৃণা উদ্রেক হল।

সে প্রেয়ারির দিকে ফিরে সুযোগ খুঁজে বলল 'আমাদের কদাকার মোষগুলোর চেয়ে তোমাদের হরিণ অনেক সুন্দর।' জো ছেলেদের বই পড়ে সুখ পায়। তার একখানা পড়েছিল বলে বেথ প্রীত।

মহিষ-প্রসঙ্গ বেশ তৃপ্তিদায়ক ও প্রীতিদায়ক প্রমাণিত হল। অন্যকে আমোদ দেবার উৎসাহে বেথ নিজেকে ভুলেই গেল। বোনেরা অবাক ও পুলকিত অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখে। যে যাচ্ছেতাই ছেলেদের বিরুদ্ধে আশ্রয় প্রার্থনা করছিল বেথ তাদেরি একজনের সঙ্গে সে এখন প্রাণ খুলে কথা বলে চলেছে। ক্রোকেখেলার মাঠ থেকে জো বেথের দিকে হাসি পাঠিয়ে বহল

'বেথের জয় হোক! ওকে দেখে কষ্ট হয়েছে বলে বেথ সদয়।'

গ্রেস ও এমি বসে বসে পুতুলের আলোচনা করছিল এবং এ্যাকর্ণ পেয়ালা দিয়ে চায়ের প্রস্থ বানাচ্ছিল। গ্রেস বলল এমিকে 'কত দিন ফ্র্যাঙ্ককে এত হাসতে শুনি নি।' বেথের সাফল্যে পুলকিত এমি বলল। 'আমার বোন বেথ ভারী 'খুঁতখুঁতে' লোক, ইচ্ছা করলেই ও হতে পারে।'

সে 'চমৎকার' কথাটা বোঝাতে চেয়েছিল। কিন্তু গ্রেস দুটো কথারই সঠিক তাৎপর্য না জানায় 'খুঁতখুঁতে' কথাটা বেশ শোনাল ও ফলদায়ক হল।

একটা উপস্থিত মত সার্কাস, শেয়াল ও হাঁস খেলা, ও প্রীতিজনক ক্রোকে খেলায় অপরাহ্ন ফুরিয়ে গেল। ঝুড়ি প্যাক করা উইকেট ওপড়ানো নৌকায় মাল ওঠানো শেষ। গোটা দলটি যথাসাধ্য উচ্চকণ্ঠে গান গাইতে গাইতে নদীর বুকে ভেসে চলল। নেড ভাবপ্রবণ হয়ে পড়ে করুণ মূর্ছনায় একটি সেরিনেড গান গাইতে লাগল—

'একা, একা, আহা। কি বিষাদ, একা।' অন্য লাইনগুলো যথা—

'প্রত্যেক তরুণ আছি, হৃদয় রয়েছে হায়! তবু কেন হিমমগ্ন দূরেতে কাটিয়া যায়?'—

গাইবার সময়ে সে এমন উৎকট ভাবপ্রবণ ভঙ্গিসহ মেগের দিকে চাইল যে, মেগ সোজাসুজি হেসে ফেলে নেডের গানের মাথাটা খেল।

উদ্দীপ্ত সমবেত সঙ্গীতের অন্তরালে নেড ফিস-ফিসিয়ে বলল, 'কেন তুমি আমার ওপর এত অকরুণ? সারাদিন এই ধোপদস্ত ইংরেজ মহিলার কাছা কাছি কাটালে, আর এখন আমাকে ঝামটা দিচ্ছ।'

আমার হাসার ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু তোমাকে এতই মজাদার দেখাচ্ছিল যে, আমি সত্যই পারলাম না।' ওর তিরস্কারের প্রথম অংশ এড়িয়ে মেগ উত্তর দিল। মোফাট-পার্টি ও পরের কথাবার্তার ফলে সত্যই সে নেডকে এড়িয়ে চলেছে।

নেড চটে গেল। সান্ত্বনার আশায় স্যালির দিকে ফিরে সে একটু নীচ ভাবেই বলল 'ওই মেয়েটির মধ্যে কোন রঙ্গরস নেই, নয় কি?'

'একটুও না। কিন্তু ও ভারী ভালো।' বন্ধুর দোষ স্বীকার করা সত্ত্বেও তাকে সমর্থন করে স্যালি উত্তর দিল।

'যা হোক ও আহত হরিণী নয়।' চতুর হবার প্রয়াসে নেড বলল। অপ্রাপ্তবয়স্ক তরুণের মতই সফল হ'ল সে।

লনে জমায়েৎ ছোট দলটি আন্তরিক শুভরাত্রি জ্ঞাপনের পরে বিদায় নিল, কারণ ভন্‌রা ক্যানাডায় চলে যাচ্ছেন।

চার বোন বাগানের মধ্যে দিয়ে বাড়ী গেল। মিস কেট ওদের দিকে চেয়ে বললেন, 'যদিও সোচ্চার আচার ব্যবহার, তবু ভালো করে চিনে নিতে পারলে আমেরিকার মেয়েদের চমৎকার লাগে।' ও'র গলায় একটুও মুরুব্বিয়ানা নেই।

মিষ্টার ব্রুক বললেন, 'আপনার সঙ্গে আমি সম্পূর্ণ একমত।

আকাশ কুসুম

এক উষ্ণ শরৎ অপরাহ্নে লরি দোলানো আসনে এধার ওধার দুলতে দুলতে আরামমগ্ন অবস্থায় চিন্তা করছিল প্রতিবেশীরা করছে কি, কিন্তু যেয়ে দেখার মত আলস্য কাটছিল না।

দিনটা উভয়ত: অতৃপ্তিজনক ও নষ্ট হয়ে গিয়েছিল তাই লরি অভ্যস্থ বদ্‌-মেজাজী। আবার দিনটা ফিরে পেলে হত, তাই ভাবছিল সে। গরম আবহাওয়ায় লরি অকর্মণ্য হয়ে পড়েছিল। লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়েছে সে, মিষ্টার ব্রুকের ধৈর্যের পরীক্ষা হয়ে গেছে চরম। অপরাহ্নের অর্ধেক সময় বাজনা বাজানোর ফলে ঠাকুরদা অসন্তুষ্ট। দুষ্টুমী করে বলেছে সে যে, একটা কুকুর উন্মাদ হয়ে গেছে, ফলে দাসীর দল বুদ্ধিসুদ্ধি হারিয়ে ফেলার অবস্থায়। ঘোড়াটার অবহেলা কল্পনা করে নিয়ে আস্তাবলের লোকের সঙ্গে কথা কাটাকাটি করে, হ্যামকে ঝাঁপিয়ে পড়েছে লরি জগতের নির্বুদ্ধিতার বিষয়ে আক্রোশ প্রকাশ করার ইচ্ছায়। অবশেষে মনোহারী দিবসটি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে শান্ত করে ফেলল। মাথার ওপরের চেসনাট গাছগুলোর সবুজ অন্ধকারের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সে নানারূপ স্বপ্নে মগ্ন হল। সমুদ্রে উথাল-পাথাল পৃথিবী প্রদক্ষিণের জলযাত্রায় ভাসমান রূপে নিজেকে সবে কল্পনা করছে, এমন সময়ে কণ্ঠস্বরের ধ্বনি তাকে এক চমকে তীরে এনে ফেলল। হ্যামকের জালের ফাঁকে চেয়ে লরি দেখল যেন কোন অভিযানে যাওয়ার ঢং-এ মার্চ পরিবার বাইরে আসছে।

'মেয়েরা কি কাণ্ড করতে যাচ্ছে এখন?' তন্দ্রাচ্ছন্ন চোখ খুলে ভাল করে দেখতে প্রয়াস পেয়ে লরি ভাবল, কারণ প্রতিবেশীদের ধরণ-ধারণে একটু বিচিত্র ভাব ছিল। প্রত্যেকেই একটা ঢলঢলে প্রকাণ্ড টুপি পরেছিল, এক কাঁধে ঝোলানো বাদামী কাপড়ের থলে, হাতে ছিল লম্বা দণ্ড। মেগের কাছে ছিল কুশান, জোএর কাছে বই, বেথের কাছে ঝুড়ি এবং এমির কাছে চামড়ার ব্যাগ বা পোর্টফোলিও। তারা সবাই নিঃশব্দে বাগানের মধ্যে দিয়ে পেছনের ছোট ফটক দিয়ে বার হয়ে যেয়ে বাড়ী ও নদীটির মধ্যবর্তী

পাহাড়টায় আরোহণ আরম্ভ করে দিল।

লরি নিজের মনে বলল, "বেশ ব্যাপারটি। পিকনিক করতে যাচ্ছে ওরা, অথচ আমাকে বলল না। নৌকা করে ওরা যাবে না নিশ্চয়ই, চাবী ওদের কাছে নেই। বোধহয় চাবী ভুলে গেছে। আমি গিয়ে দিয়ে আসি চাবীটা, আর দেখে আসি কি হচ্ছে।"

যদিও একডজন টুপীর মালিক সে, একটা টুপী খুঁজে নিতে বেশ সময় লেগে গেল। চাবীটাও খুঁজতে হল, অবশেষে পকেট থেকে বার হল। ফলে যখন বেড়া টপকে সে ছুটল পেছু পেছু, মেয়েরা তখন নজরের বাইরে।

নৌকার ঘরে সংক্ষিপ্ত পথ ধরে যেয়ে ওদের দর্শনের অপেক্ষায় রইল সে, কিন্তু কেউ এল না। তখন সে লক্ষ্য করে দেখার উদ্দেশ্যে পাহাড় বেয়ে উঠল। একটা পাইনগাছের ঝাড় একাংশ ঢেকে রেখেছে, এবং এই সবুজ জায়গা থেকে পাইনের দীর্ঘনিঃশ্বাস.অথবা ঝিঁঝিঁর তন্দ্রালু ধ্বনি ছাড়াও সুস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছিল।

ঝোপের ফাঁকে উঁকি দিয়ে লরি ভাবল, 'এই যে এখানে প্রকৃতির শোভা বটে!' তাকে এতক্ষণে জাগ্রত ও প্রফুল্ল দেখাচ্ছিল।

সুন্দর ছোট একখানি ছবি বটে। ছায়াচ্ছন্ন কোণায় বোনেরা সকলে একত্রে বসেছে। তাদের ওপর দিয়ে আলোছায়ার খেলা। সুরভিত বাতাস চুল উড়িয়ে নিয়ে কপালে শীতল স্পর্শ বয়ে আনছে। আগন্তুক নয়, যেন তারা পুরাতন বান্ধব, এইভাবে সমস্ত ছোট ছোট আরণ্যকেরা নিজেদের কাজ করে চলেছে। মেগ সুশুভ্র হাত দুখানি দিয়ে পরিপাটী রূপে সেলাই করে চলেছে কুশানে বসে। সবুজের বুকে গোলাপের মতই তাজা ও মিষ্টি দেখাচ্ছে। হেমলক-লতার নীচে স্তূপীকৃত কোনগুলো বেথ বাছাই করেছে। কারণ ওগুলো দ্বারা সে সুন্দর জিনিষ তৈরী করে। এমি এক শ্রেণীর ফার্ণ আঁকছে, জো জোরে জোরে বই পড়তে পড়তে বুনে চলেছে। অনাহুত, সুতরাং তার চলে যাওয়া উচিত ভাবল ছেলেটি। ওদের দেখে মুখে ছায়া ভেসে এল। তবু সে বিলম্ব করতে লাগল, কারণ বাড়ী বড় একাকিত্বে ভরা, এই বনমধ্যের নিভৃত আসরটি তার অশান্ত মনের কাছে মনোহর। সে এত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে খাদ্যসঞ্চয়ে ব্যস্ত একটা কাঠবিড়াল নিকটবর্তী পাইনগাছ বেয়ে বেয়ে নেমে হঠাৎ ওকে দেখল, লাফিয়ে

ফিরে গেল। এমন তীক্ষ্ণভাবে কিচমিচ করে উঠল যে বেথ চোখ তুলে তাকিয়ে বার্চগাছের পেছনে উৎসুক মুখখানা দেখে আশ্বাসকর হাসির সঙ্গে ইশারায় ডাকল।

আস্তে এগিয়ে এসে লরি প্রশ্ন করল; "আসতে পারি কি? কিম্বা আমি উপদ্রব হব?"

মেগ ভ্রূকুঞ্চিত করল, কিন্তু জো মেগের দিকে উদ্ধতভাবে চোখ পাকিয়ে তৎক্ষণাৎ বলল, "নিশ্চয়, তুমি আসতে পার। আগেই আমরা তোমাকে ডাকতাম। কিন্তু ভেবেছিলাম এমন একটা মেয়েলী খেলা তোমার ভালো লাগবে না।"

"আমি সব সময় তোমাদের খেলাধুলো ভালবাসি, তবে মেগ যদি না চায়, আমি চলে যাচ্ছি।"

মেগ গম্ভীর কিন্তু মধুরভাবে বলল, "আমার কোন আপত্তি নেই, যদি তুমি কিছু কাজ করো। এখানে অলস থাকার নিয়ম নেই।"

"খুব কৃতার্থ হলাম। একটু থাকতে দিলে আমি সমস্ত কিছুই করব। ওখানে যেন সাহারা মরুর মত বিশ্রী। আমি সেলাই করব, না বই পড়ব, কোন তুলবো, ছবি আঁকবো, নাকি সবগুলোই একসঙ্গে করব?" লরি বাধ্য ভঙ্গিতে বসে পড়ল, দেখেও আনন্দ।

জো বইখানা দিয়ে বল্ল, "গোড়ালীটা আমি বুনতে বুনতে গল্পটা শেষ করে দাও।"

নিরীহ উত্তর এল, "হ্যাঁ, মহাশয়া।"

"ব্যস্ত মক্ষিকা সমাজে" প্রবেশের অনুগ্রহ পেয়ে সে কৃতজ্ঞতা জানাতে যথাসাধ্য চেষ্টা আরম্ভ করল।

গল্পটা দীর্ঘ ছিল না। শেষ হলে লরি সৎকর্মের পুরস্কার হিসাবে কিছু প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসায় সাহস পেল।

"মহাশয়া, শুনুন, এই উচ্চ শিক্ষাপ্রদ. চমৎকার প্রতিষ্ঠানটি কি নূতন?"

মেগ বোনেদের জিজ্ঞাসা করল, "ওকে বলবে না কি?"

এমি সাবধান করল, "ও হাসাহাসি করবে।"

জো বল্ল, "কি আসে যায় তাতে?"

বেথ যোগ দিল, "আমার মনে হয় ওর ভালো লাগবে।"

"নিশ্চয়ই আমার ভালো লাগবে। আমি তোমাদের কথা দিচ্ছি যে হাসব না। জো, বলেই ফেল, ভয় পেও না।"

"তোমাকে দেখে ভয় পাবো বইকি! আচ্ছা, জানো, আমরা 'তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি' বইখানার ভূমিকা করতাম। গোটা শীত ও গ্রীষ্মকাল ধরে আমরা মন দিয়ে এটা করে যাচ্ছি।"

লরি জ্ঞানীর মত মাথা নেড়ে বল্ল, "হ্যাঁ, আমি জানি।"

জো জানতে চাইল, "কে তোমাকে বলেছে?"

"অশরীরী আত্মা।"

বেথ শান্তভাবে বলল, "না, আমি বলেছি। একদিন তোমরা কেউ বাড়ী ছিলে না, ওর বেজায় মন খারাপ ছিল। আমি তাই ওকে আমোদ দিতে বলেছি। ওর ভালো লেগেছে। জো, বোক না আমাকে।"

"তুমি কিছু গোপন রাখতে পার না। যাকগে, এখন অসুবিধা রইল না।"

কিঞ্চিৎ অপ্রসন্নভাবে জো নিজের কাজে ডুবে গেলে পর লরি বলল, "বলো না।"

'ও, আমাদের এই নতুন পরিকল্পনার কথা সে তোমাকে বলেনি বুঝি? শোন, ছুটির দিনগুলি অপচয় না করার চেষ্টা করছি, প্রত্যেকে কোন কাজ নিয়ে স্বেচ্ছায় সমাপন করছি। এখন ছুটি প্রায় শেষ। কাজও সমাপ্ত, বৃথা সময় না কাটাবার জন্য আমরা খুশী।'

'হ্যাঁ, আমার তাই মনে হয়'—নিজের অলস দিনগুলি স্মরণ করে সখেদে বলল লরি।

'মা চান যে যথাসম্ভব বাইরে সময় কাটাই, তাই কাজগুলি এখানে এনে সানন্দে করি। আমোদের জন্য থলে আনি পুরাতন টুপি মাথায় দিই ও লাঠি হাতে পাহাড়ে চড়ে, বহুদিন আগেকার মতন, তীর্থযাত্রী খেলি। পাহাড়টাকে বলি মনোহরপর্বত কারণ বহুদূরে দেখা যায়, সেই দেশে যেখানে একদিন আমরা বাস করবার আশা রাখি।'

জোর নির্দেশে লরি উঠে বসে লক্ষ্য করে দেখল; বনের ফাঁক দিয়ে প্রশস্ত নদী পেরিয়ে ওপারের তৃণভূমি ও শহরগুলির সীমা ছাড়িয়ে সুদূর হরিৎ পর্বতশ্রেণী গগনসীমা পর্যন্ত উঠেছে। সূর্য নেমে এসেছে দিগন্তের কাছে। হেমন্ত

সূর্যাস্তের উজ্জ্বল আভায় সমস্ত আকাশ দীপ্ত, পর্বতশিখরে সোনালী ও বেগুনি মেঘরাশি ভেদ করে ঊর্ধ্বে শুভ্র তুষারশৃঙ্গ, রক্তিমালোকে যেন কোন স্বর্গ-নগরীর প্রাসাদচূড়া দীপ্যমান। 'কি সুন্দর!' মৃদুস্বরে বলল লরি, সকল প্রকার সৌন্দর্য সে সহজে উপলব্ধি করে!

'অনেক সময়েই এমন দেখা যায়। আমরা লক্ষ্য করি, নিত্য নূতন অথচ সব সময়েই চমৎকার!' এমির বাসনা সে যদি সেটা তুলির রঙে ফুটিয়ে তুলতে পারত! 'যে দেশে আমরা সবাই বাস করবার আশা রাখি তার কথা বলে জো। সত্যি পাড়াগাঁ, যেখানে শুয়োর মুরগী পালন আর চাষাবাদ হয়। খুব ভাল হবে। কিন্তু ঊর্ধ্বের ঐ মনোহর দেশ যদি সত্য হত! সেখানে যদি বাস করতে পারতাম!' গুঞ্জন করল বেথ।

'তার চেয়েও সুন্দর দেশ আছে, যদি ভাল হই আমরা সবাই একদিন সেখানে যাব।' মিষ্ট স্বরে বলল মেগ। 'অপেক্ষা করা কি কঠিন। এখনই সে দেশে পাখীর মতন উড়ে সেই উজ্জ্বল দ্বার প্রান্তে পৌঁছাতে ইচ্ছা হয়!'

'তুমি ঠিকই যাবে বেথ, আগে বা পরে, নিঃসন্দেহেই পৌঁছাবে। বলল জো 'কিন্তু আমাকে যুদ্ধ করে, খেটেখুটে পথ অতিক্রম করতে হবে, বহু প্রতীক্ষা করতে হবে, হয়ত বা কোনও দিন পৌঁছাব না।'

'আমাকে সঙ্গী পাবে, তাতে যদি সান্ত্বনা পাও। দীর্ঘপথ অতিক্রম করে স্বর্গদ্বারে যেতে হবে আমাকেও। যদি খুব বিলম্ব হয়, আমার জন্য একটু বলে কয়ে রাখবে না বেথ?'

ছেলেটির মুখের কি একটা ভাব তার ছোট বন্ধুটিকে ব্যথা দিল; পরিবর্তনশীল মেঘের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে সে প্রফুল্লভাবে উত্তর দিল। 'কেউ যদি যথার্থই যেতে চায় ও আজীবন চেষ্টা করে, অবশ্যই পৌঁছাবে। সেই তোরণে তালাচাবী বা প্রহরী আছে বলে বিশ্বাস হয় না। বইয়ের ছবির মতন বেচারী খৃশ্চানেরা যখন নদী পেরিয়ে আসে উজ্জ্বল আত্মারা তাদের হাত বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করে নেয়।'

'আমাদের সমস্ত আকাশকুসুম যদি সত্য হত! স্বপ্নের প্রাসাদে যদি সত্যি বাস করতে পারতাম, কি ভালই না হত!' বলল জো ক্ষণবিরতির পরে।

'আমি এত বেশি স্বপ্ন রচনা করি যে তার মধ্যে কোনটি চাই, নির্বাচন

করা কঠিন।' লরি মাটিতে শুয়ে সেই বিশ্বাসঘাতক কাঠ বিড়ালটির দিকে কোন ছুঁড়ে মারল।

'তোমার প্রিয়তম স্বপ্নটি নেবে। কি সেটা?' প্রশ্ন করল মেগ।

'যদি আমারটা বলি, তোমারটা বলবে?'

'হ্যাঁ, যদি মেয়েরাও বলে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমরা বলব। বল এখন লরি।'

'পৃথিবীর যা কিছু দেখবার সব দেখে নেবার পর আমি জার্মানীতে বাস করব এবং যত খুশী সঙ্গীত চর্চা করব। আমি হব একজন বিখ্যাত সঙ্গীত স্রষ্টা। বিশ্বশুদ্ধ সবাই আসবে আমার গান শুনতে। টাকা বা ব্যবসার বিষয়ে মাথা ঘামাব না কখনও, যা ভালবাসি তাই নিয়ে জীবন উপভোগ করব। এই আমার প্রিয়তম স্বপ্নপ্রাসাদ। তোমারটা কি?

মার্গারেট তারটা বলতে একটু বিব্রত বোধ করল। কল্পিত মশা তাড়াতে একটা ফার্ণ তার মুখের সামনে নেড়ে ধীরে বলল 'মনোরম গৃহপূর্ণ বিলাস সামগ্রী, তৃপ্তিকর খাদ্য, সুন্দর পোশাক, শোভন আসবাব, প্রীতিকর লোকজন ও অনেক টাকা। আমি হব গৃহকর্ত্রী বহু পরিচারকের সাহায্যে ইচ্ছামত সংসার চালাব। নিজে কাজ করতে হবে না। ওঃ কি, আনন্দই না করব। অবশ্য অলস হব না আমি, সব সময়ে ভাল কাজ করে যাব যাতে সবাই আমাকে ভালবাসে।'

'তোমার প্রাসাদে একটি গৃহকর্তা থাকবে নাকি?' লাজুক ভাবে প্রশ্ন করল লরি।

জুতোর ফিতে বাঁধার ছলে মুখ লুকিয়ে মেগ বল্ল—প্রীতিকর লোকজন বলেছি আমি।'

'তার চেয়ে সোজা বলনা কেন চমৎকার, জ্ঞানী ও ভাল স্বামী এবং কয়েকটি দেবদূতের মত ছেলেমেয়ে চাও? এদের বাদ দিয়ে তোমার প্রাসাদ সুন্দর হবে না!' বলল স্পষ্টবাদী জো, তার মনে কোন কমনীয় কল্পনার উদয় হয়নি এখনও, বইয়ের বাইরে রোমান্সের সে জগৎকে তামাশার দৃষ্টিতেই দেখে।

মেগ বিরক্ত হয়ে উত্তর দিল 'আর তোমার প্রাসাদে ত ঘোড়া, দোয়াত আর বই ছাড়া কিছুই থাকবে না।' 'দেখো না, কেমন! আস্তাবল ভর্তী

আরবী ঘোড়া, ঘরে ঘরে স্তূপীকৃত বই। ,এক যাদুর মসীদান থেকে লিখব আমি, লরির গানের মত বিখ্যাত হবে আমার লেখা। এই প্রাসাদে বাস করবার আগে আমি চমৎকার কিছু একটা করতে চাই। কিছু বীরত্ব ও মহত্ত্ব দেখাতে চাই, যাতে মৃত্যুর পরেও আমি বিস্মৃত না হই। কি করব তা জানি না, ভেবে দেখব, হঠাৎ একদিন তোমাদের অবাক করে দেব। হয়ত লিখেই ধনী ও বিখ্যাত হব। সেই ভাল হবে। এই হল আমার প্রিয়তম আকাশকুসুম।'

বেথ সন্তুষ্টচিত্তে বলল, "আমার প্রিয় স্বপ্ন হচ্ছে নিরাপদে বাড়ীর মধ্যে মা-বাবার সঙ্গে থাকা আর পরিবারের দায়িত্ব নেওয়া।"

লরির প্রশ্ন, "অন্য কিছু চাও না তুমি?"

"আমার ছোট্ট পিয়ানোটা পাওয়ার পর থেকে আমি পুরোপুরি পরিতৃপ্ত। আমি কেবল চাই যে, আমরা সকলে একত্রে সুস্থ থাকি, অন্য কিছু নয়।"

এমির যৎসামান্য কামনা, "আমার এতগুলো স্বপ্ন আছে! কিন্তু প্রিয় হচ্ছে শিল্পী হওয়া, রোমে যাওয়া, সুন্দর সুন্দর ছবি আঁকা, গোটা পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ শিল্পী হওয়া।"

চিন্তাশীল বৎসতরের প্রথায় ঘাস চর্বন করতে করতে লরি বলল, "আমরা একদল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তি, নয় কি? বেথ ছাড়া প্রত্যেকে সর্বদিকে ধনী, বিখ্যাত ও চমকদার হতে চাইছি। আমি ভাবি, কেউ কখনও মনের সাধ মেটাতে পাব কি না।"

জো রহস্যভরা ভঙ্গিতে বলল, "আমার কাছে স্বপ্নপ্রাসাদের চাবী আছে। কিন্তু দরজা খুলতে পারব কি না দেখা যাক।"

লরি অধৈর্য নিঃশ্বাসে বিড়্‌বিড়্‌ করল, "আমার কাছেও চাবী আছে আমার প্রাসাদের। কিন্তু খোলার অনুমতি নেই। কলেজ চুলোয় যাক!"

এমি পেন্সিল নেড়ে বলল, "এই যে আমারটা!"

মেগ বিপন্নভাবে বলল, "আমার কোন চাবী নেই।"

তৎক্ষণাৎ লরি বলে উঠল, "হ্যাঁ, আছে তো।"

"কোথায়?"

"তোমার মুখে।"

"বাজে কথা, কোন কাজেই লাগে না।"

"অপেক্ষা করে দেখ, পাবার মত কিছু আনে কি না।"

ছেলেটি উত্তর দিল। মধুর ছোট একটি গুপ্ত কথা সে জানে মনে করে হাসল সে।

মেগ পর্ণগাছার আড়ালে লাল হয়ে উঠল, কিন্তু প্রশ্ন করল না কোন। সে নদীর ওপারে চেয়ে রইল। মুখভাব মিষ্টার ব্রুক যখন নাইটের কাহিনী বলছিলেন, তাঁর মতই প্রত্যাশাপূর্ণ।

জো সর্বদা পরিকল্পনায় ব্যস্ত, সে বলল, "দশ বছর পরে যদি আমরা বেঁচে থাকি, দেখা করব সকলে। দেখা যাবে আমাদের মধ্যে কয়জনার ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছে, অথবা এখনকার থেকে মনোবাঞ্ছার কত কাছে এগিয়ে গেছি।"

সতের বছরে পদার্পণ করা মাত্র মেগ নিজেকে প্রাপ্তবয়স্কা মনে করে। সে বলে উঠল জোরে, "বাঁচাও! আমার কত বয়স হবে, সাতাশ!"

জো বলল, "টেডি, তোমার আমার হবে ছাব্বিশ, বেথের চব্বিশ, এমির বাইশ। কত শ্রদ্ধাভাজন দলটি!"

"আশা করি, সে সময়ে আমি গর্ববোধ করার যোগ্য কিছু করে উঠব। কিন্তু আমি এতই অলস যে, ভয় হয় আমি সময় নষ্ট করব, জো।"

"মা বলেন যে, তোমার একটা সঙ্কল্প নেওয়ার প্রয়োজন। যখন নেবে, তুমি দারুণ কাজ করবে, মা বলেছেন।"

"উনি জানেন? ভগবানের দিব্যি, আমি করব যদি কেবল সুযোগটা পাই!" সহসাগত উদ্দীপনায় লরি উঠে বসল।

"ঠাকুরদাকে খুশী করে তৃপ্ত থাকা আমার কর্তব্য। চেষ্টাও করি। কিন্তু রুচির বিরুদ্ধে করা হয়, বুঝতেই পার। কষ্ট হয়। তিনি আমাকে নিজের মত একজন ভারতবর্ষের সওদাগর বানাতে চান। ওর চেয়ে মরে যাওয়া ভাল। চা, রেশম, মশলা আমি দেখতে পারি না; ওঁর মান্ধাতা-কালের জাহাজগুলো যে-সব আবর্জনা বয়ে আনে, দেখতে পারি না। যখন আমি মালিক হব, কত শীঘ্র ওগুলো তলিয়ে যায় গ্রাহ্য করি না। কলেজে পড়ছি, এতে ওঁর খুশী থাকা উচিত। যদি চারটে বছর ওঁর কথায় মন দেই, ওঁরও ব্যবসা থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কিন্তু উনি দৃঢ়সঙ্কল্প, ফলে উনি যে কাজ করেছেন, আমাকেও তাই করতে হবে,

যদি না আমি বাবার মত পালিয়ে যেয়ে নিজের মনোমত চলি। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের কাছে থাকার একটা প্রাণী থাকলে কালই চলে যেতাম।"

লরি উত্তেজিতভাবে কথা বলল। সামান্য বিরক্তি ঘটলেই ভয় দেখানোটা কার্যে পরিণত করবে সে, বোঝা গেল। কারণ দ্রুত সে বেড়ে উঠেছে। অলস দিনযাপন সত্ত্বেও তার তরুণসুলভ ঘৃণা অধীনতা স্বীকারে, জগতকে নিজে যাচাই করে নেওয়ার তরুণসুলভ অশান্ত বাসনা তার।

"আমি পরামর্শ দেই, তোমাদের কোন একটা জাহাজে পালিয়ে যাও। নিজের মতে চলার আগে বাড়ী ফিরো না", জো বলল। এমন দুঃসাহসিক অভিযানের চিন্তায় জো-এর কল্পনা প্রদীপ্ত। তার মতে "টেডির দুঃখে" আবার তার সহানুভূতি উত্তেজিত।

অতি মমতাভরা কণ্ঠে মেগ বলল, 'জো, এটা ঠিক নয়। এভাবে কথা বোল না। তোমার কুপরামর্শ নেওয়া টেডির উচিত নয়। বাছা, ঠাকুরদা যা চান, তাই তোমাকে করতে হবে। কলেজে খেটে পড়ো। যখন তিনি দেখবেন যে তুমি ওঁকে সন্তুষ্ট করতে চাও, ঠিক জানি উনি তোমার প্রতি নির্দয় বা অবিচারী হবেন না। বল্লেই তো ওঁর কাছে থাকবার বা ওঁকে ভালবাসার কেউ নেই। যদি বিনা অনুমতিতে ওকে ছেড়ে যাও, কখনই নিজেকে ক্ষমা করতে পারবে না। মন খারাপ কোর না, গজগজ কোর না। শুধু কর্তব্য করে যাও। ভালো লোক মিষ্টার ব্রুক যেমন শ্রদ্ধা-প্রীতির পুরস্কার পেয়েছেন, তুমিও তোমার পুরস্কার পাবে।'

'কি জান ওঁর বিষয়ে তুমি?' সুপরামর্শে কৃতজ্ঞ লরি প্রশ্ন পাঠাল। হিতোপদেশে সে অনিচ্ছুক। তবে নিজের অনভ্যস্থ বিক্ষেপের পরে নিজের দিক থেকে কথার মোড় ফেবাতে পেরে সে সুখী।

'তোমার ঠাকুরদা যতটুকু বলেছেন, সেটুকু মাত্র। উনি কেমন নিজের মায়ের যত্ন নিয়েছিলেন আমৃত্যু। একজন উৎকৃষ্ট লোকের গৃহশিক্ষক হিসাবে দেশান্তরে যান নি, মাকে ছাড়তে হবে বলে। এখন উনি কেমন বৃদ্ধা শুশ্রূষাকারিণীর ভরণপোষণ করে চলেছেন, কাউকে সেকথা বলেন না। যথাসাধ্য তিনি দয়ালু ধৈর্যশীল ও সৎ।'

মেগ গল্প বলতে বলতে উদ্দীপ্ত ও আন্তরিক মুখে থেমে গেলে লরি প্রাণ খুলে বলল, 'হ্যাঁ, উনি তাই, ভারী ভাল লোক। ওঁকে না জানিয়ে ওঁর সম্বন্ধে

সন্ধান করে, ওঁর সদ্‌গুণ অন্যদের বলে দেওয়াটা ঠাকুরদার পক্ষে যোগ্য। তাহলে সকলে ব্রুককে পছন্দ করবে। কেন যে তোমাদের মা ওঁর প্রতি অত সদয় হয়ে, আমার সঙ্গে ওকে বাড়ীতে ডেকে নিয়ে, অমন মিষ্টি বন্ধুভাবে ব্যবহার করলেন, ব্রুক বুঝতে পারছেন না। তিনি ধরে নিলেন মা নিখুঁত মানুষ। দিনের পর দিন তিনি এ-বিষয়ে আলোচনা করে চললেন ও তোমাদের বিষয়ে উদ্দীপ্ত ভাবে বলতে লাগলেন। যদি কখনও আমার ইচ্ছা পূর্ণ হয়, দেখো, আমি ব্রুকের জন্যে কি করি।'

মেগ তীক্ষ্ণ স্বরে বলল, 'ওঁর জীবন জর্জরিত করে না তুলে সে কাজ এখনই সুরু কর।'

'মিস, কি করে জানলে তুমি যে, আমি জর্জরিত করি?'

'যখন উনি চলে যান, ওঁর মুখ দেখেই আমি বলতে পারি। যদি তুমি ভালো হও, পরিতৃপ্ত দেখায় ওঁকে, উনি ক্ষিপ্রগমনে চলেন। যদি জ্বালাতন কর, উনি গম্ভীর হয়ে ধীরে হাঁটেন, যেন ফিরে যেয়ে নিজের কাজ ভালভাবে সম্পাদন করার ইচ্ছা।'

'বেশ, ভালো দেখছি! তুমি তাহলে আমার ভাল বা মন্দ নাম্বার পাওয়ার হিসাব রাখ ব্রুকের মুখ থেকে, না? আমি তোমাদের জানালার ধার দিয়ে যাবার সময়ে ওঁকে হেসে নমস্কার করে যেতে দেখি, কিন্তু আমি জানতাম না যে, তোমাদের টেলিগ্রাফ আছে।'

'তা আমাদের নেই। রাগ কোর না। আর দেখো, আমি যে কিছু বলেছি, ওঁকে বোল না। তুমি কেমন কাজ করছ জানবার আগ্রহ দেখাতে একথা বললাম। এখানে যা বলা হল, জেনো গোপনে বলা হয়েছে।' মেগ বলে উঠল। ওর বুদ্ধিহীন কথার কি ফল হতে পারে ভেবে সে ভীত।

লরি উত্তর দিল, 'কথা লাগানো আমার অভ্যাস নয়।' লরির ভাব উচ্চাঙ্গ ও দৃঢ়, জো-এর কথায় ওর এই ধরণের ভাবকে তাই বলা হয়।

'যদি ব্রুক তাপনিয়ন্ত্রণের যন্ত্র হন, তবে আমি বিবেচনা করব, ও রিপোর্টের জন্যে ভালো আবহাওয়া রাখব।'

'রাগ কোর না তো। আমি হিতোপদেশ দেওয়া কথা লাগানো বা বোকামী করতে চাই নি। আমি কেবল ভেবেছিলাম যে, জো তোমাকে এমন একটা ভাবে উৎসাহ দিচ্ছে, সেজন্য পরে তুমি দুঃখিত হবে। তুমি

আমাদের প্রতি এত সদয় যে, আমরা অনুভব করি আমাদের নিজেরই ভাই, আমরা যা খুশী বলতে পারি। ক্ষমা করো আমাকে, আমি ভালো মনে বলেছিলাম।' মেগ স্নেহ ও ভয় মিশ্রিত ভঙ্গি নিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল।

ক্ষণবিরক্তিহেতু লজ্জিত লরি ছোট সহৃদয় হাতখানি পেষণ করে, সরল-ভাবে বলল, 'আমারই ক্ষমা চাওয়া উচিত। আমি সারাদিন উত্যক্ত ও বিরক্ত ছিলাম। আমি চাই আমাকে আমার দোষগুলো বলে দাও, বোনের মত হও। যদি কখনও আমি গোমড়া হই, কিছু মনে কোর না। আমি তোমাকে তাহলে ধন্যবাদ জানাব।'

সে যে রাগ করেনি দেখাতে স্থিরনিশ্চয় হয়ে লরি যথাসাধ্য নিজেকে উপযোগী করে তুলল। মেগের সুতো জড়িয়ে দিল, জোকে খুশী করতে কাব্য আবৃত্তি করল, বেথের জন্য 'কোন' ঝরিয়ে দিল এমিকে ফার্ণ বিষয়ে সহায়তা করল 'ব্যস্ত মক্ষিকাসমাজে' যোগ দেবার যোগ্যতা দেখাল সে। কচ্ছপের পারিবারিক অভ্যাসাদি নিয়ে প্রাণবন্ত আলোচনার মধ্যভাগে (একটি ওই সদাশয় জন্তু নদী থেকে উঠে বিচরণে এসেছে) ঘণ্টার ক্ষীণ ধ্বনি ওদের জানিয়ে দিল যে, হ্যানা চা 'ভিজোতে' দিয়েছে, সান্ধ্য-ভোজনের মধ্যে বাড়ী ফেরার সময় মাত্র হাতে আছে!

লরি জিজ্ঞাসা করল, 'আবার আমি আসতে পারি?'

মেগ হেসে বলল, 'হ্যাঁ, যদি তুমি ভালো হও, আর প্রাথমিক পাঠের বালকের প্রতি নির্দেশ মাফিক পড়ার বই ভালবাস।'

'আমি চেষ্টা করব।'

'তাহলে তুমি আসতে পার। স্কচ লোকেরা যেমন করে, তেমনি মোজা বুনুনি শিখিয়ে দেব। এখন মোজার চাহিদা আছে।' ফটকের কাছে বিচ্ছিন্ন হবার সময়ে জো প্রকাণ্ড নীল পশমী পতাকার মত ওর মোজাজোড়া নাড়া দিয়ে জানাল।

সেদিন যখন গোধূলিবেলায় বেথ মিষ্টার লরেন্সকে বাজিয়ে শোনাচ্ছিল, লরি পরদার ছায়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে 'ছোট ডেভিডের' বাজনা শুনছিল। লরির বিষণ্ণ মনে ওই সরল সুরলহরী সর্বদাই শান্তি এনে দেয়। বৃদ্ধ ভদ্রলোক হাতে পাকাচুলো মাথাটা রেখে অতি ভালবাসার মৃত শিশুটির বিষয়ে

সুকোমল চিন্তায় ডুবে ছিলেন। লরি তাঁকে লক্ষ্য করল। অপরাহ্নের কথাবার্তা মনে হয়ে, ছেলেটি নিজমনে ত্যাগস্বীকারটা সানন্দ করতে সঙ্কল্প নিয়ে বলে উঠল, 'আমার প্রাসাদ যাকগে। আমি প্রিয় বুড়ো লোকটির যতদিন আমাকে দরকার ততদিন ওঁর কাছেই থাকব। কারণ, আমি ছাড়া তাঁর কিছুই নেই।'

চোদ্দ

গুপ্ত কথা

জো চিলেকোঠায় মহা ব্যস্ত, কারণ অক্টোবর দিনে হিম ছুঁয়েছে, অপরাহ্ন সংক্ষিপ্ত হয়ে চলেছে। দুই-তিন ঘণ্টা যাবৎ সূর্যের সুউচ্চ বাতায়নে আলোক্ষেপে দেখা যায় যে, জো পুরনো সোফায় বসে ব্যস্ততায় লিখছে। সম্মুখে একটি বাক্সের ওপর কাগজপত্র মেলা। পোষা ইঁদুর স্ক্র্যাবল মাথার ওপর কড়িকাঠে হাঁটাহাঁটি করছে, সঙ্গে তার বড় বাচ্চাটি, বেশ তরুণ একটি। দেখেই বোঝা যায় তার গোঁফের জন্য খুবই গর্বিত। কাজে নিমগ্ন জো খুস্‌খস্‌ করে শেষ পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভরিয়ে লিখে, টান দিয়ে নাম সই-এর পরে কলম নামিয়ে বলে উঠল,—

'এই তো যথাসাধ্য করলাম যদি যোগ্য না হয়, যতদিন না আরও ভাল পারি, অপেক্ষায় থাকতে হবে।'

সোফায় শুয়ে পড়ে আগাগোড়া সযত্নে পাণ্ডুলিপিটি পড়ে দেখল জো, এখানে ওখানে টান দিল, অনেক ছোটখাটো বেলুনের মত দেখতে বিস্ময়চিহ্ন বসাল। অতঃপর সে একটা চকচকে লাল ফিতায় বেঁধে ফেলল ওটা, এক মিনিট গম্ভীর ব্যাকুল দৃষ্টি মেলে চেয়ে দেখল। বেশ বোঝা গেল কাজটা কত আন্তরিক। এখানে জো-এর ডেস্ক হচ্ছে একটা পুরনো টিনের রন্ধনস্থলী দেওয়ালে ঝোলানো। মধ্যে কাগজপত্র এবং কয়েকটি বই সে স্ক্র্যাবলের কাছ থেকে নিরাপদে সরিয়ে রাখে। ইঁদুরটি ওর মতই সাহিত্যিক-রুচিসম্পন্ন হওয়ায় যে-যে বই আয়ত্তে পায় তাদের নিয়ে ভ্রাম্যমান পুস্তকাগার বানায়। কিভাবে? না, পাতাগুলো ভক্ষণ করে। এই টিনের আধার থেকে জো আরও একটা পাণ্ডুলিপি বার করে দুটো পকেটে ফেলে নিঃশব্দে সিঁড়ি ধরে নেমে গেল। বন্ধুরা রইল ওর কলম ঠোকরাতে এবং কালি চেখে দেখতে।

যথাসাধ্য নিঃশব্দে সে টুপী ও জামা পরে পেছনের প্রবেশপথ বাতায়ন দিয়ে একটা নীচু-পর্চের ছাদে নামল। ঘাসে ঢাকা ভূমিতে ঝুলে নেমে পড়ল সে এবং রাজপথে যাবার ঘোরানো রাস্তা ধরল। সেখানে পৌঁছে জো

প্রকৃতিস্থ, চলন্ত বাস থামিয়ে উঠে, খুব প্রফুল্ল ও রহস্যময়ভাবে শহরের দিকে চলল।

যদি কেউ লক্ষ্য করে দেখত ওর ব্যবহার, রীতিমত অদ্ভুত লাগত। নামার পরে জো খুব জোরে হেঁটে কোনও কর্মব্যস্ত রাস্তায় কোনও নাম্বারে পৌঁছল অতিকষ্টে জায়গাটা খুঁজে বার করে সে দরজার যেয়ে নোংরা সিঁড়িগুলো চেয়ে দেখলো। পরে নিশ্চল হয়ে এক মিনিট দাঁড়িয়ে, হঠাৎ রাস্তায় ঝাঁপিয়ে পড়ে, যেমন দ্রুত এসেছিল তেমনি চলে গেল। বহুবার এমন ব্যাপারটি সে চালাল। উল্টোদিকের বাড়ীর জানালায় হেলে দাঁড়ানো একজন কালচোখ তরুণ দেখে দারুণ মজা পেল। তৃতীয় বার ফেরার পরে, জো গা-ঝাঁকুনী দিয়ে, চোখের ওপর টুপী টেনে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেল। দেখে মনে হয়, যেন সমস্ত দাঁতগুলো উৎপাটনে চলেছে।

প্রবেশপথে অন্যান্য চিহ্নের সঙ্গে একটা দন্তচিকিৎসকের চিহ্ন ছিল। একজোড়া কৃত্রিম চোয়াল ধীরে হাঁ করছে আর হাঁ বন্ধ করছে। উদ্দেশ্য, একসারি সুন্দর দাঁতের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা। তরুণটি সেদিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে, কোট গায়ে টুপী মাথায় দিয়ে নেমে গেল উল্টোদিকের দরজায় দাঁড়াতে। একটু হাসি ও গাত্রশিহরণের সঙ্গে বলল সে, 'ঠিক ওর নিজের ধরণেই একা এসেছে কিন্তু যদি বাড়াবাড়ি ঘটে বাড়ীতে নিয়ে যাবার জন্যে কাউকে লাগবে ওর।'

দশ মিনিটে জো অতি রক্তিম মুখে সিঁড়ি ধরে দৌড়ে নেমে এল, এক রকম কষ্টকর পরীক্ষায় সবে উত্তীর্ণ মানুষের মত হাবভাব ওর। তরুণটিকে দেখে সে প্রীত হল না। মাথা হেলিয়ে একবার, পাশ কাটিয়ে গেল ও কিন্তু সে অনুসরণ করে দরদভরা প্রশ্ন করল,—

'খুব অসুবিধা হয়েছে তোমার?'

'বেশী নয়।'

'বেশ তাড়াতাড়ি মিটিয়ে ফেল্লে।'

'হ্যাঁ, ভগবানকে ধন্যবাদ।'

'একা গেলে কেন?'

'কেউ জানুক চাইনি বলে।'

'তোমার মত অদ্ভুত ব্যক্তি দেখিনি। কতগুলো বার করে ফিরলে?'

জো বন্ধুকে যেন বুঝতে না পেরে চেয়ে রইল। তারপর হাসতে আরম্ভ করল, যেন ভারী আমোদ পেয়েছে।

'দুটো বার করতে চাই। কিন্তু এক সপ্তাহ অপেক্ষা করতে হবে।'

লরি বিভ্রান্ত হয়ে বলল, 'হাসছো কেন? জো, তুমি একটা দুষ্টুমীর তালে আছ।'

'তুমিও তাই। মহাশয়, ওই বিলিয়ার্ডঘরে কি করছিলেন আপনি?'

'মহাশয় মাপ করবেন, ওটা বিলিয়ার্ডঘর নয়, ব্যায়ামশালা। আমি তলোয়ারচালনার শিক্ষা নিচ্ছিলাম।'

'খুশী হলাম শুনে।'

'কেন?'

'তুমি আমাকে শেখাতে পারবে। যখন হ্যামলেট অভিনয় করব, তুমি লয়াটিস হতে পারবে। তরবারীখেলা দৃশ্যটা আমরা কেমন উৎরে দিতে পারব তাহলে!'

লরি উচ্চৈঃস্বরে প্রাণখোলা কিশোরহাসি হেসে উঠল। কয়েকজন পথচারী অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসল।

'হ্যামলেট অভিনয় করি, বা না করি, আমি তোমাকে শেখাব। ভারি মজাদার ব্যাপার; তোমাকে উত্তমরূপে শক্ত করে নেবে। কিন্তু বিশ্বাস হয় না যে, অমন হিসাবধরাভাবে 'আমি খুশী হলাম' বলার কারণ একমাত্র ওটা। বল, নয় কি?'

'না, আমি খুশী হলাম যে, তুমি খেলাঘরে যাও নি। কারণ আমি, আশা রাখি তুমি ওই ধরণের জায়গায় কখনই যাবে না। যাও না কি?'

'প্রায়ই না।'

'আমি চাই একেবারে যাবে না।'

'জো, এতে ক্ষতি নেই। বাড়ীতে বিলিয়ার্ড আছে, কিন্তু উপযুক্ত খেলুড়ী ভিন্ন আমোদ নেই। আমি খেলাটা ভালবাসি, তাই কখনও এসে নেড মোফাট বা অন্য ছেলেদের সঙ্গে খেলা করি।'

জো মাথা নেড়ে বলল, 'আচ্ছা, আমি দুঃখিত হলাম। তুমি ক্রমাগত এটাকে ভালবাসবে, টাকা ও সময় নষ্ট করবে, ওইসব নিদারুণ ছেলেদের

মত হয়ে যাবে। আমি আশা রেখেছিলাম যে, তুমি ভদ্র থেকে বন্ধুদের তৃপ্তি দেবে।'

লরি দমে যেয়ে প্রশ্ন করল, 'তবে কোন ব্যক্তি কি মধ্যে-সধ্যে একটু আমোদ, ভদ্রতা না খুইয়ে করতে পারেনা?'

'কোথায় ও কেমন করে অন্যদের ওপরে সেটা নির্ভরশীল। আমি নেড ও তার দলকে পছন্দ করি না। আমার ইচ্ছা তুমি ওই দলের বাইরে থাক। যদিও সে আসতে চায়, মা নেডকে বাড়ীতে আসতে দেন না। যদি তুমি ওর মতই হও, এখনকার মত এক সঙ্গে খেলাধূলো তিনি করতে দেবেন না।'

লরির উৎকণ্ঠ প্রশ্ন, 'উনি দেবেন না?'

'না, ফ্যাসানী যুবকদের মা সহ্য করতে পারেন না। আমাদের সকলকে উনি কাগজের বাক্সে বরঞ্চ বন্ধ রাখবেন, তবু এদের সঙ্গে মিশতে দেবেন না।'

'যাহোক, এখনও বাক্স বার করার দরকার হবে না ও'র। আমি ফ্যাসানী দল নয়, হতেও চাই না। কিন্তু মাঝে মাঝে আমি নির্দোষ মজা-টজা পছন্দ করে থাকি। তুমি কর না?'

'হ্যাঁ, কেউ ওসবে কিছু মনে করে না, সুতরাং মজা করে যাও। কিন্তু, দেখো যেন উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠ না। তাহলে আমাদের সুসময় শেষ হয়ে যাবে।'

'আমি ডবল-পরিশ্রুত সাধু হব।'

'আমার সাধু সহ্য হয় না! একজন সহজ, সৎ, ভদ্র ছেলে হলেই চলবে। আমরা তোমাকে তবে কখনও ছাড়ব না। যদি তুমি মিষ্টার কিং-এর ছেলের মত ব্যবহার করতে; তাহলে আমি কি যে করতাম জানি না। ওর প্রচুর টাকা, খরচ করতে জানে না। মাতাল হয়ে পড়ে, জুয়া খেলে পালিয়ে গেল। বাবার নাম জাল করল। তাই যেন শুনেছি। সব জড়িয়ে বিশ্রী।'

'তুমি ধরে নিয়েছ আমিও অমনি করব? আপ্যায়িত হলাম।'

'না, আমি ধরে নিইনি। কিন্তু শুনি লোকে বলে যে, টাকায় বেজায় প্রলোভন। কখনও আমার ইচ্ছা হয়, তুমি গরীব হলেও পারতে। তাহলে আমি চিন্তা করতাম না।'

'জো, তুমি আমার জন্যে চিন্তা কর?'

'একটু একটু। প্রায়ই যখন তোমাকে বিষণ্ণ বা অসুখী দেখায়। তোমার এতই জেদ যে, যদি ভুল পথ ধর কখনও, আমার ভয় হয়, তোমাকে থামানো যাবে না।'

লরি নীরবে কিছুক্ষণ পায়চারি করতে লাগল। জো চেয়ে চেয়ে দেখল। মনে হল, কথাগুলো না বললেই হত, কারণ লরির মুখে ওর সতর্ক বাণীতে হাসি থাকলেও চোখদুটি রোষারুণ দেখাচ্ছে।

শীঘ্রই লরি প্রশ্ন পাঠাল, 'বাড়ী ফেরার সারা পথটাই কি হিতোপদেশ দেবে?'

'নিশ্চয়ই নয়। কেন?'

'যদি দাও, তবে বাসে বাড়ী ফিরব। যদি না দাও, আমি তোমার সঙ্গে হেঁটে যেতে যেতে একটা খুব কৌতুহলপ্রদ কথা জানাতে চাই।'

'আমি আর উপদেশ দেব না, খবরটা শুনতে ভারী ইচ্ছা হচ্ছে।'

'বেশ, চল তাহলে। এটা গোপন কথা। যদি তোমাকে বলি, তোমার গোপনীয়টাও বলতে হবে।'

'আমার কিছু নেই—' আলাপ করে হঠাৎ মনে হল জো-এর আছে তো। চুপ করে গেল সে।

লরি চেঁচিয়ে উঠল, "আছে, ভালো করেই, আছে তোমার,—কিছু লুকোতে পারনা তুমি। অতএব এসো,—'উক্তি' (স্বীকারোক্তি) করে ফেল। নইলে আমিও বলব না।'

'তোমার গুপ্তকথা বেশ ভালো কথা কি?'

'ইস, নয় না কি! চেনা লোকের বিষয়ে, এত মজার! তোমার কথাটা শোনা উচিত, এতদিন আমিও, বলবার জন্যে মরে যাচ্ছি। এসো, তুমি আগে বলো।'

'বাড়ীতে কাউকে বলবে না তো?'

'একটুও নয়।'

'আড়ালে আমাকে ক্ষ্যাপাবে না?'

'আমি কখনও ক্ষ্যাপাই না।'

"হ্যাঁ, ক্ষ্যাপাও বৈকি। লোকের কাছে যা তোমার ইচ্ছা আদায় করে নাও তুমি। কেমন করে পারো জানি না আমি, কিন্তু তুমি জন্ম থেকেই বেশ

ফুসলিয়ে বার করতে পার।"

"ধন্যবাদ, আরম্ভ কর।"

'আচ্ছা, আমি দুটো গল্প একজন সাংবাদিকের কাছে রেখে এলাম। আগামী সপ্তাহে তিনি মতামত দেবেন', জো তার বিশ্বাসভাজন বন্ধুর কানে কানে বলল।

'মিস মার্চের জয় হোক—প্রসিদ্ধ আমেরিকার লেখিকা।' লরি সচীৎকারে মাথার টুপী ছুঁড়ে দিয়ে লুফে নিল। তারা এখন শহরের বাইরে এসেছে; তাই এ-হেন দৃশ্য দুইটি হাঁস, চারটি বেড়াল, পাঁচটি মুরগী ও আধ ডজন আইরিশ বাচ্চার পরম পুলকের কারণ হল।

'চুপ, চুপ! বলতে পারি কোন ফলই হবে না। কিন্তু চেষ্টা না করে থাকতে পারছিলাম না। এ-কথা কাউকে বলছি না, কারণ অন্য লোকও সঙ্গে সঙ্গে নিরাশ হয়, চাই না আমি।'

'বিফল হবে না। রোজ যে রাবিশ সব ছাপা হয়, তাদের তুলনায় জো, তোমার রচনা তো শেক্সপীয়রের সমতুল্য। ছাপার অক্ষরে দেখে কত না ফুর্তি হবে; আমাদের গ্রন্থকর্ত্রীর জন্যে আমরা কত না গর্ববোধ করব!'

'জো-এর চোখ সমুজ্জল হয়ে উঠল। কেউ আস্থা জানালে ভাল লাগে! তাছাড়া বন্ধুর প্রশংসাবাণী সর্বদাই এক ডজন সংবাদপত্রে বাজে প্রশংসার চেয়ে মধুরতর।

প্রশংসাবাক্যে উদ্দীপ্ত জ্বলন্ত আশা নির্বাপিত করার প্রয়াস পেয়ে জো বলল, 'এখন তোমার গুপ্তকথা? টেডি, ন্যায্য ব্যবহার কর, নইলে ভবিষ্যতে তোমাকে বিশ্বাস করব না।'

'বলে দেওয়ার ফলে আমার প্রমাদ ঘটাতে পারে। কিন্তু বলব না এই প্রতিশ্রুতি দেইনি। বলব তাই। তোমাকে আমার মুখরোচক খবরটুকু না দিলেও মনে শান্তি পাচ্ছি না। মেগের দস্তানাটা কোথায় আমি জানি।'

'মাত্র এই না কি?' জো জিজ্ঞাসা করল। রহস্যময় বুদ্ধিদীপ্ত মুখে লরি ঘাড় নেড়ে হাসল দেখে নিরাশ জো।

'বর্তমানের পক্ষে যথেষ্ট এটা। যখন কোথায় আছে বলব, তুমিও স্বীকার করবে।'

'বল তবে।'

লরি নীচু হয়ে জো-এর কানে তিনটি কথা চুপি চুপি বলল। ফলে. পরিবর্তন হাস্যকর। জো স্থির হয়ে এক মিনিট একদৃষ্টে চেয়ে রইল লরির দিকে—ওকে বিস্মিত ও অসন্তুষ্ট দেখাল। তার পরে হাঁটা আরম্ভ করে দিয়ে তীব্র স্বরে বলল, 'কিভাবে তুমি জানলে?'

'দেখেছি।'

'কোথায়?'

'পকেটে।'

'এতদিন ধরে?'

'হ্যাঁ, রোমান্টিক নয় কি?'

'না, বিশ্রী।'

'তোমার ভালো লাগছে না?'

'নিশ্চয় নয়। বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। অনুমোদন করা হবে না। ওরে বাবা! মেগ কি বলবে?'

'মনে রেখো তুমি কাউকে বলতে পারো না।'

'আমি তো শপথ করিনি।'

'ধরেই নেওয়া হয়েছিল, তোমাকে বিশ্বাস করেছিলাম।'

যাহোক, এখন কিছু বলে দেব না। কিন্তু আমার অভক্তি হল। মনে হয়, তুমি আমাকে না বল্লেই পারতে।

'ভেবেছিলাম তুমি খুশী হবে।'

'কেউ এসে মেগকে ছিনিয়ে নিয়ে যাবে, সেই কল্পনায়? না, ধন্যবাদ।'

'যখন কেউ তোমাকে নিতে আসবে, তখন তোমার ভাল লাগবে।'

জো ভয়ঙ্কর ভাবে সবেগে বলল, 'এই চেষ্টা কেউ করুক, দেখি না একবার।'

'আমিও দেখতে চাই।' চিন্তাটায় লরি খিলখিল করে হেসে উঠল।

জো অকৃতজ্ঞভাবে বলল, 'আমার মতে, গুপ্ত-কথা সহ্য হয় না। তুমি আমাকে বলবার পর থেকেই মনটা কুঁকড়ে গেছে।'

লরি পরামর্শ দিল, 'পাহাড় বেয়ে আমার সঙ্গে দৌড়ের পাল্লা দাও, ঠিক হয়ে যাবে।

দৃষ্টিগোচর কেউ ছিল না। সম্মুখে সরল রাস্তা আমন্ত্রণে বিস্তৃত।

প্রলোভন অদম্য দেখে জো দৌড় আরম্ভ করল।

টুপী, চিরুণী পেছনে ফেলে দৌড়ের বেগে চুলের কাঁটা ছিটিয়ে চলল জো। লরি প্রথমে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে গেল। তার অ্যাটালান্টা হাঁপাতে হাঁপাতে, খোলা চুলে উজ্জ্বল চোখ ও আরক্ত কপোল নিয়ে ছুটে এল, মুখে অসন্তুষ্টির চিহ্ন নেই। নিজের পদ্ধতির সাফল্যে লরি আনন্দিত।

নদীতীরে একটা মেপল্ গাছ লাল পাতার গালিচা বুনে দিয়েছে। তার নীচে ঝুপ করে বসে জো বলল, 'আহা যদি ঘোড়া হতাম!

তবে এই চমৎকার বাতাসে মাইলের পর মাইল ছুটতে পারতাম। একটুও হাঁপাতাম না। দিব্য লাগল। কিন্তু আমার অবস্থাটা দেখ তো। তুমি লক্ষ্মী ছেলে যাও আমার জিনিষপত্র কুড়িয়ে আনো।'

লরি হৃত সম্পত্তি পুনরুদ্ধারে ধীরেসুস্থে গেলে পরে জো চুলের বেণী গুছিয়ে বাঁধল। আশা ছিল পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন হবার পূর্বে কেউ এসে যাবে না। কেউ এল তো। কে আর ব্যক্তিটি, মেগ ছাড়া? বাইরের ও উৎসবের পোশাকে বিশেষ ভদ্র দেখাচ্ছে, কারণ দেখাসাক্ষাতে গিয়েছিল মেগ।

ভদ্রজনোচিত বিস্ময়সহ মেগ আলুথালু বেশ জোকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, 'কি করছ এখানে?'

মুঠোভরা লাল পাতা তৎক্ষণাৎ কুড়িয়ে গোছাতে গোছাতে জো বলল, 'পাতা কুড়োচ্ছি।'

জো-এর কোলে কতকগুলো চুলের কাঁটা ছুঁড়ে দিয়ে লরি যোগ দিল, 'চুলের কাঁটাও ওই সঙ্গে। মেগ, এই রাস্তায় ওগুলো গজায়, আর গজায় চিরুণী, বাদামী রঙের টুপী'

বাতাসে উড়ন্ত চুল সমান করে, জামার আস্তিন ঠিক বসিয়ে মেগ তিরস্কারচ্ছলে বলল, 'জো, তুমি দৌড়াচ্ছিলে! কি করে পারো? কবে এসব হুড়োহুড়ি ছেড়ে দেবে।'

'কখনও নয়, যতদিন না বুড়ো হয়ে, অথর্ব হয়ে, লাঠি ভর করে চলতে হয়। আমার সময় আসবার আগেই আমাকে বেড়ে উঠতে বোল না, মেগ। হঠাৎ তোমার পরিবর্তনটা মেনে নেওয়াই শক্ত, যতদিন পারি, আমাকে ছোট থাকতে দাও।'

কথা বলতে বলতে ঠোঁটের কম্পন লুকোতে জো পাতাগুলোর ওপরে ঝুঁকে পড়ল। কিছুদিন হল সে অনুভব করতে পেরেছে, মেগ নারীরূপে দ্রুত বেড়ে উঠেছে। লরির গুপ্তকথায় ভয় পেল সে বিচ্ছেদের আশঙ্কায়। বিচ্ছেদ একদিন, অবশ্যই আসত, এখন যেন ভারী কাছে।

লরি জো-এর মুখের বিপন্ন ভাব লক্ষ্য করে, মেগের মনোযোগ ফেরাবার উদ্দেশ্যে তাড়াতাড়ি প্রশ্ন করল, 'এত সাজসজ্জা করে তুমি কোথায় দেখা করতে গিয়েছিলে?'

'গার্ডিনারদের বাড়ী। বেল মোফাটের বিয়ের গল্প করছিল স্যালী। খুব জাঁকজমক হয়েছিল। প্যারিসে ওরা শীত কাটাতে গেছে। ভেবে দেখো, কত আনন্দ হবে।'

লরি বলল, 'মেগ, তোমার ওকে হিংসা হয়?'

'সত্যি বলতে, হয়।'

এক ঝাঁকুনি দিয়ে টুপি বাঁধতে বাঁধতে জো চাপা সুরে বলল,—'শুনে খুশী হলাম।'

মেগ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'কেন?'

লরি নীরবে জোকে ইসারা করছে, ভেবেচিন্তে কথা বলতে, তার দিকে ভ্রূকুটী করে জো বলল, 'কারণ যদি অতটাই ঐশ্বর্য ভালবাস তবে গরীবকে কখনই যেচে বিয়ে করবে না।'

মেগ মন্তব্য জানাল, 'আমি কখনই 'যেচে বিয়ে' কাউকেই করব না।'

সে যথেষ্ট গৌরবসহ অগ্রসর হল। ওরা পেছনে হাসছে, ফিস্ ফাস্ করছে, পাথর টপকাচ্ছে এবং মেগের মতে 'বাচ্চার মত ব্যবহার করছে।' অবশ্য সব থেকে ভালো পোশাকটি পরা না থাকলে হয়তো মেগও যোগ দিতে উৎসুক হত।

দু'-এক সপ্তাহ, তারপরে, জো-এর বিচিত্র ব্যবহারে বোনেরা হতবাক। পিয়নের শব্দ শোনামাত্র জো দোরে ছুটে যেতে, দেখা হওয়ামাত্র মিষ্টার ব্রুকের সঙ্গে, রুক্ষতা প্রকাশ করত, বিষণ্ণ মুখে মেগের দিকে চেয়ে থাকত বসে, মধ্যে মধ্যে লাফিয়ে উঠে গা-ঝাঁকি দিত, অতঃপর রহস্যজনকভাবে মেগকে চুম্বন করত। লরি এবং জো সর্বদা পরস্পরকে ইশারা করত ও

'প্রসারিত ঈগল' সম্বন্ধে কথা চালাত। মেয়েরা শেষে ঘোষণা করে দিল যে, দুজনের বুদ্ধি লোপ পেয়েছে। দ্বিতীয় শনিবার জো বাগানের দিকের জানালা দিয়ে বার হল। মেগ সেখানে সেলাই নিয়ে বসা, সে স্তম্ভিত হয়ে দেখল যে, লরি জোকে বাগানময় তাড়া করে এমির কুঞ্জে ধরে ফেলল। কি ঘটল মেগ দেখতে পেল না, কিন্তু গলার স্বরের ফিস্‌ফিসানি ও সংবাদ পত্রের বেজায় খসখসানির পরে উচ্চ হাস্যরোল শোনা গেল।

বিরক্তভাবে ছুটোছুটি লক্ষ্য করে মেগ নিঃশ্বাস ফেলল, 'মেয়েটাকে নিয়ে করি কি? ভদ্রমহিলার মত ব্যবহার ও কখনই করবে না।'

বেথ বলল, 'আশা করি ও কখনই যেন না করে। যেমন আছে এখন তাতে এত মজাদার যে ভালো লাগে ওকে।' বেথ সে নিজে ছাড়া অন্যের সঙ্গে জো-এর গোপনীয় ব্যাপার কিছু থাকায় একটু আঘাত পেলেও কখনই প্রকাশ করে নি। 'ভারী বিশ্রী, কিন্তু কখনই ওকে 'সুসংস্কার' করা যাবে না।' এমি বলল। বসে বসে নিজের জন্যে নূতন ফ্রিল বানাচ্ছে সে, কোঁকড়া চুলের গুচ্ছ ভারি সুশ্রী করে বাঁধা। দুটোই বেশ সুতরাং ও বিশেষ সংস্কৃত ও মহিলাজনোচিত ভাব পেয়েছে।

কয়েক মুহূর্ত পরে জো লাফিয়ে ঢুকে সোফায় শুয়ে পড়বার ভাণ করল।

মেগ সহৃদয়স্বরে প্রশ্ন করল 'কিছু কৌতুহলপ্রদ আছে?' 'না, একটা গল্প মাত্র। মনে হয়, তেমন ভালো হবে না।' সংবাদপত্রের নামটা দৃষ্টির আড়ালে সযত্নে রেখে জো উত্তর দিল।

এমি যথেষ্ট বয়স্কভাবে বলল, 'জোরে পড় না ওটা। আমাদের ভাল লাগবে, তোমারও হৈ-চে বন্ধ হবে।'

কেন জো কাগজটার আড়ালে মুখ লুকিয়ে আছে, ভাবতে ভাবতে বেথ প্রশ্ন করল, 'নামটা কি?'

'প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী।'

মেগ বলল, 'ভালোই শোনাচ্ছে। পড়।'

উচ্চে 'হে' শব্দে গলা ছেড়ে, লম্বা শ্বাস টেনে, জো অতি দ্রুত পড়ে চলল মেয়েরা মন দিয়ে শুনতে লাগল, কারণ গল্পটা রোমান্সে ভরা, শেষ দিকে প্রায় সব কয়েকটি চরিত্রের মৃত্যু ঘটায় একটু করুণও বটে।

জো দম নিলে, এমি সায় জানিয়ে বলল 'অপূর্ব ছবিখানার বিষয়ে ওটুকু বেশ লাগছে।'

'আমি ভালোবাসাবাসির অংশটুকু পছন্দ করি। ভায়োলা ও এঞ্জেলো নাম দুটো আমাদের পছন্দসই নাম, আশ্চর্য নয়?' মেগ বলল। চোখ মুছতে হল তাকে কারণ 'ভালোবাসাবাসির অংশটুকু বিয়োগান্ত।

জো-এর মুখখানা এক পলক দেখতে পেয়েছিল বেথ। সে জিজ্ঞাসা করল, 'গল্পটা লিখেছে কে!'

পাঠিকা সহসা উঠে দাঁড়িয়ে, কাগজখানা সরিয়ে রেখে, আরক্ত মুখভাবে, গাম্ভীর্য-উত্তেজনার হাস্যকর মিশ্রণসহ উচ্চকণ্ঠে উত্তর দিল, 'তোমার ভগ্নী।'

মেগ সেলাই ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'তুমি?'

এমি সমালোচনার সুরে বলল, 'বেজায় ভাল হয়েছে।'

'আমি জানতাম! আমি জানতাম! জো, আমার জো, আমার কত গর্ব হচ্ছে।' বেথ ছুটে বোনকে জড়িয়ে ধরল বৃহৎ সফলতার আনন্দে।

সত্যি, তারা সকলে কত আনন্দিত হল! কেমন সমস্ত ঘটল, বলছি। মেগ 'মিস জোসিফাইন মার্চ' শব্দগুলো যথার্থ ছাপা না দেখে বিশ্বাস করছিল না। গল্পের শিল্পবিষয়ক অংশ এমি সমালোচনা করেছিল এবং পরিশিষ্ট বিষয়ে আভাস-ইঙ্গিত প্রদান করেছিল। দুঃখের বিষয় কোনও পরিশিষ্ট সম্ভবপর নয়, নায়ক-নায়িকা উভয়েই মৃত কি না। বেথ উত্তেজিত হয়ে আনন্দে নাচ-গান করল। হ্যানা 'ওই জোএর কম্মে' মহা বিস্ময়ে বলে উঠল, 'বাঁচাও গো, জানতুম না।' মিসেস মার্চ ঘটনা জেনে খুব গৌরবান্বিত। হাসতে হাসতে চোখে জল এনে, জো ঘোষণা করল যে, সে একটা ময়ূর হলেও মিটে যায়। কাগজটা হাতে হাতে ঘুরতে থাকায়, বলা গেল যে, 'প্রসারিত ঈগলটি মার্চ-ভবনের উর্ধ্বে জয়োল্লাসে পাখা ঝাপটাচ্ছে।

'আমাদের খুলে বল।' 'কখন এল কাগজ? 'গল্পের বদলে কত পেলে!' 'বাবা কী-ই বলবেন?' 'লরি কেমন হাসবে, না?' গোটা পরিবার এক নিশ্বাসে জোকে ঘিরে বলে উঠল। প্রতিটি ছোটখাটো গৃহসুখ নিয়ে এই নির্বোধ, স্নেহশীল লোকগুলি বিরাট উৎসব করে তোলে।

'মেয়েরা, কিচমিচ্ বন্ধ কর তবে খুলে বলব সব।' জো বলল। ওর মনে হল 'প্রতিদ্বন্দ্বী শিল্পী' নিয়ে ওর যতটা হর্ষ, মিস বার্ণি কি ও'র 'এভেলিনা' নিয়ে এর বেশী পেয়েছিলেন? কেমন করে গল্প দিল জানিয়ে, জো বলল, যখন মতামত নিতে গেলাম, ভদ্রলোক বল্লেন, দুটোই ভাল লেগেছে, কিন্তু নূতন লেখকদের টাকা দেওয়া হয় না কেবল কাগজে ছাপিয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। তিনি বল্লেন, এ কাজ ভাল, নূতন লেখক উন্নতি করলে যে কোন লোক দক্ষিণা দেবে। তাই গল্প দুটো দিলাম। আজ এটা পাঠিয়ে দিয়েছে। লরি হাতেনাতে ধরে দেখতে চাওয়ায় দেখতে দিয়েছি। ও বলল—ভাল হয়েছে লেখাটা, আমি যেন আরও লিখি, ও টাকা আদায় করে দেবে এর পরে। আমার ভারী আনন্দ হয়েছে। কারণ, ভবিষ্যতে আমি হয়তো নিজের ভরণপোষণ করে বোনেদের সহায়তা করতে পারব।'

জো-এর দম ফুরিয়ে গেল। কাগজে মাথা ঢেকে ছোট কাহিনীটি অকৃত্রিম চোখের জলে পরিসিক্ত করে দিল সে। স্বাবলম্বী হওয়া, প্রিয়-জনের প্রশংসা পাওয়া জো-এর হৃদয়ের শ্রেষ্ঠ কামনা। সেই সুখস্বর্গে প্রয়াণের প্রথম সোপান বলে এই ঘটনাটি মনে হচ্ছে।

একখানা টেলিগ্রাম

এক বিরস অপরাহ্নে জানালায় দাঁড়িয়ে বাইরে তুষারাচ্ছন্ন বাগানের দিকে চেয়ে মেগ বলল, 'সারা বছরের মধ্যে নভেম্বর হচ্ছে সবচেয়ে অস্বস্তিদায়ক মাস।'

নাকের কাল ছাপ বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ জো বিষণ্ণচিত্তে বলে উঠল, 'সেই জন্যেই এ মাসে আমি জন্মেছি।'

বেথ সমস্ত কিছুর আশাবাদী রূপ দেখে, নভেম্বরেরও। সে বলল, 'যদি চমৎকার একটা কিছু ঘটে, তবে আমরা এ মাসটাকে চমৎকার ভাবব।'

মেগ বিক্ষিপ্ত বোধ করছিল, বলল, 'তা সত্যি। কিন্তু এই পরিবারটায় কখনও চমৎকার কিছু ঘটেই না। দিনের পর দিন আমরা একটুও নূতনত্ব ছাড়া, একটুও আমোদ ছাড়া খেটে চলি। যাঁতাকলে আটকা থাকার মতই।'

জো বলে উঠল, 'হা হতোস্মি, আমরা দারুণ মনমরা! অবাক হবার নয়। দেখি অন্য মেয়েরা মহা আনন্দে কাটাচ্ছে, তুমি কেবল বছরের পর বছর ধরে চাকা ঘুরিয়ে চলেছ। ইস্, আমার নায়িকাদের জীবনের মতই যদি তোমাদের জীবনেও সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করতে পারতাম। তোমরা দেখতে সুন্দর, সৎস্বভাব তো আছই। তাই কোনও বড়লোক আত্মীয় যেন ঐশ্বর্য দিয়ে গেল তোমাদেরকে, এমনটি আমি বানাব। তারপর তোমরা উত্তরাধিকারিণী হয়ে বেরোবে, যারা তাচ্ছিল্য করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দেবে, দেশ ভ্রমণে যাবে। বাড়ী ফিরে আসবে লেডি কেউকেটা রূপে, ঐশ্বর্য ও চাকচিক্যে সেরা অবস্থায়।'

মেগ তিক্তস্বরে বলল, 'আধুনিক যুগে ওভাবে সম্পদ কেউ কাউকে দিয়ে যায় না। পুরুষকে কাজ করে খেতে হয়, স্ত্রীলোককে বিবাহ করতে হয় টাকার জন্যে। পৃথিবীটায় দারুণ অবিচার।'

এমি এককোণে বসে মাটির ঢিবি (হানার মতে) বানাচ্ছিল, ওগুলো

ছোট ছোট পাখী, ফল ও মুখের ছাঁচ। সে বলল, 'জো আর আমি তোমাদের জন্যে সম্পদ আনব। বছর দশ অপেক্ষা করে দেখ, পারি কি না।'

'অপেক্ষা করতে পারি না। ভয় হচ্ছে। মাটি বা কালির ওপর বিশ্বাস নেই বেশী। তবু তোমাদের সদিচ্ছার জন্যে কৃতজ্ঞ।'

মেগ দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে তুষারাচ্ছন্ন বাগানের দিকে আবার চেয়ে রইল। জো গুমরে উঠে টেবলে হতাশভাবে দু'কনুইয়ের ভর রাখল। কিন্তু এমি সোৎসাহে কাদা ছিটিয়ে কাজ চালাতে লাগল। বেথ অন্য জানালায় বসা, সে হেসে বলল, 'দুটো আনন্দজনক জিনিষ এক্ষুণি ঘটতে যাচ্ছে। মা-মণি রাস্তায় আসছেন। লরি বাগান টপ্‌কে আসছে, যেন ভাল কিছু বলার আছে।'

দুজনেই ভিতরে এলেন। মিসেস মার্চ ওঁর অভ্যস্ত প্রশ্নের সঙ্গে,—'মেয়েরা, বাবার কোন চিঠি এসেছে?' লরি অতিশয় সাধ্যসাধনার সুরে,—'গাড়ী চড়ে বেড়াতে কেউ আসবে না? আমি অঙ্ক কষতে কষতে মাথা গুলিয়ে ফেলেছি। একটু চট করে বেড়িয়ে বুদ্ধিটা বাগিয়ে নিতে চাই। দিনটা চাপা, কিন্তু বাতাস মন্দ নয়। ব্রুককে বাড়ি পৌঁছতে চলেছি। বাইরে যা হোক, ভেতরে আমোদ থাকবে। জো, এস, তুমি আর বেথ যাবে তো?'

'নিশ্চয় আমরা যাব।'

'আপ্যায়িত হলাম, কিন্তু আমি ব্যস্ত।' মেগ ঝট্ করে কাজের ঝুড়িটি বার করে ফেলল। কারণ, মাতার কথায় সে সায় দিয়েছে যে, অন্ততঃ তার পক্ষে তরুণ ছেলেটির সঙ্গে বেশী বেড়ানো ভাল নয়।

এমি হাত ধোবার উদ্দেশ্যে দৌড়ে যেতে যেতে চেঁচিয়ে বলল, 'আমরা তিনজন একমিনিটে তৈরি হচ্ছি।'

লরি মিসেস মার্চের চেয়ারে হেলে প্রশ্ন করল, 'মহীয়সী মা, আপনার কোন কাজ করতে হবে?' তাঁকে সর্বদাই সে প্রীতিপূর্ণ স্বরে কথা বলে, অনুরূপ দৃষ্টিতে তাকায় তাঁর প্রতি।

'না, ধন্যবাদ। তবে যদি বাছা সময় করে অফিসে খোঁজ নিতে পারো। আজ আমাদের চিঠি পাবার দিন। পিয়ন আসেনি। ওদের বাবা সূর্যের মত নিয়মতান্ত্রিক। বোধহয় পথে দেরী হয়েছে।'

উচ্চ দরজায় ঘা ওঁর কথায় বাধা আনল। একটু পরে হ্যানা চিঠি নিয়ে এল।

যেন বিস্ফারিত হয়ে বিপদ ঘটাবে জিনিষটা, এমনই ভাবে সে হাতে ধরে বলল, 'মা, ওই বিদঘুটে টেলিগ্রাফ নামের জিনিষ এটা।'

'টেলিগ্রাফ' কথাটা শুনে মিসেস মার্চ ছিনিয়ে নিয়ে, পংক্তি দু'টি পড়ে, বিবর্ণ হয়ে চেয়ারে এলিয়ে পড়লেন, যেন কাগজের টুকরোটা ওঁর হৃদয়ে গুলি বিদ্ধ করেছে। মেগ ও হ্যানা ওঁকে ধরে রাখল, লরি জল আনতে সিঁড়ি বেয়ে ছুটে নেমে গেল। ভয়ভরা গলায় জো চেঁচিয়ে পড়ল,—

'মিসেস মার্চ্চ :

আপনার স্বামী গুরুতর অসুস্থ। এক্ষুণি চলে আসুন।

—এস, হেল, ব্ল্যাঙ্ক হাসপাতাল, ওয়াশিংটন।

রুদ্ধশ্বাসে তারা শুনল। ঘরটি কি স্তব্ধ! বিচিত্ররূপে বাইরে দিনটি কালো, হঠাৎ সমগ্র পৃথিবী পরিবর্তন-সাপেক্ষ। মেয়েরা মাকে ঘিরে ধরল, যেন তাদের সমস্ত সুখ ও জীবনের সহায় কেউ ছিনিয়ে নিতে উদ্যত। মিসেস মার্চ অচিরাৎ সামলে নিলেন, সংবাদটি পুনরায় পড়লেন। মেয়েদের দিকে দুবাহু প্রসারিত করে অবিস্মরণীয় কণ্ঠে বললেন, 'আমি এক্ষুণি যাব, কিন্তু একেবারে দেরী না হয়ে যায়। বাছারা আমাকে সইতে দাও।'

কিছুক্ষণ যাবৎ ঘরে কেবল গুমরে কান্নার আওয়াজ ছাড়া কিছু শোনা গেল না। সঙ্গে মিশ্রিত ভাঙা-ভাঙা সান্ত্বনার কথা, সহায়তার সুকোমল প্রতিশ্রুতি, আশাভরা গুঞ্জন, শেষ হচ্ছে চোখের জলে। হ্যানা বেচারী প্রথমে প্রকৃতিস্থ হল। অজ্ঞাতসারে নিজের বুদ্ধিবলে অন্যদেরও আদর্শ দেখাল সে। কারণ, তার কাছে কাজ হচ্ছে সর্ব দুঃখের মহৌষধ।

'ভগমান বাবুমশায়কে রক্ষে করুন। আমি হলে কাঁদুনীতে সময় নষ্ট করতুম না। মা, তাড়াতাড়ি জিনিষপত্তর গুছিয়ে নাও।' সে আবেগ ভরে বলে কোমরের ছোট তোয়ালেতে মুখ মুছে, শক্ত হাতে মনিবানীর হাত সাদরে নাড়া দিয়ে একা তিনটে হয়ে খাটাখাটুনীতে লেগে গেল।

'ঠিক বলেছে ও। চোখের জলের সময় নেই। মেয়েরা, শান্ত হও, আমাকে ভাবতে দাও।'

বেচারীরা শান্ত হবার চেষ্টা পেল। তাদের মা বিবর্ণ কিন্তু স্থির হয়ে, দুঃখ সরিয়ে রেখে, তাদের জন্য ভাবতে ও পরিকল্পনা করতে বসলেন।

তিনি একটু পরে চিন্তাধারা সংহত করে, প্রাথমিক কর্তব্য সম্পর্কে অবহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'লরি কোথায়?'

প্রথম ব্যথা বন্ধুর চোখে দেখার পক্ষেও বেশী পবিত্র, এই ধারণায় লরি পাশের ঘরে সরে গিয়েছিল। দ্রুত এসে বলল, 'এই যে, মা। আমাকে কোনও কাজ করতে দিন।'

'আমি এক্ষুণি আসছি জানিয়ে একখানা টেলিগ্রাম করে দাও। ভোর বেলায় পরের গাড়ীটায় যাব।'

'আর কি? ঘোড়া তৈরি। সর্বত্র যেতে পারি আমি, সব করতে পারি।' পৃথিবীর শেষ প্রান্তে ধাবনের প্রস্তুতিসহ লরি বলে উঠল।

'মার্চ পিসীর বাড়ী একখানা চিঠি ছেড়ে এসো। জো, সেই কলমটা আর কাগজ দাও।'

সদ্য কপিকরা পাতার খালি দিক ছিনিয়ে জো মায়ের সম্মুখে টেবলখানা টেনে দিল। বেশ বুঝল সে, দীর্ঘ-নিরানন্দ যাত্রার প্রয়োজনীয় অর্থ ঋণ করতে হবে। বাবার উদ্দেশে টাকার অঙ্কে কিছু যোগ দিতে, সে সব কিছু করতে পারে, মনে হল তার।

'যাও বাছা। মরি-বাঁচি করে চলে নিজেকে শেষ কোর না। দরকার নেই।'

দেখা গেল মিসেস মার্চের সতর্কবাণী ব্যর্থ, কারণ কয়েক মুহূর্ত পরে লরি নিজের ক্ষিপ্র ঘোড়া চালিয়ে জানালার কাছ দিয়ে মরি-বাঁচি করে ছুটল।

'জো, কর্মস্থলে যেয়ে মিসেস কিঙকে বলে এস, আমার আসা চলবে না। পথে থেকে যা যা লিখে দিচ্ছি, নিয়ে এসো। দরকারে লাগবে। শুশ্রূষার জন্যে, তৈরি হয়ে যেতে হবে আমাকে। হাসপাতালের দোকানপাট সর্বদা ভাল হয় না। বেথ, মিস্টার লরেন্সের কাছ থেকে দু' বোতল পুরনো মদ চেয়ে আনো। আমি তোমাদের বাবার জন্যে চাইতে কোনও গুমোর রাখব না। সব থেকে ভালো জিনিষটি তাঁকে দেব। এমি, হানাকে কালো বাক্সটা নামাতে বল। মেগ, আমার জিনিষপত্র খুঁজে দাও, আমার আধ-পাগল অবস্থা।'

চিঠি লেখা, নির্দেশ দেওয়া, চিন্তা করা এক সঙ্গে বেচারী মহিলাকে হতভম্ব করে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। মেগ অনুরোধ করল, যাতে উনি শান্ত হয়ে নিজের ঘরে একটু বসে থেকে ওদের কাজ করতে দেন। বাতাসের ঝাপটার সম্মুখে ছড়ানো পাতার মত প্রত্যেকে ছড়িয়ে পড়ল। কাগজের খণ্ডে যেন অশুভ মন্ত্র ছিল, সহসা শান্ত সুখী গৃহস্থালি ভেঙে গেল।

বেথের সঙ্গে মিষ্টার লরেন্স তাড়াতাড়ি এলেন। সঙ্গে রোগীর জন্যে বৃদ্ধ ভদ্রলোকের পক্ষে যা যা স্বস্তির জিনিষ ভেবে পাওয়া সম্ভব এনেছেন উনি। মায়ের অনুপস্থিতিকালে মেয়েদের দেখাশোনার মিত্রতাপূর্ণ প্রতিশ্রুতি দিলেন উনি। মায়ের মনে স্বস্তি এল। নিজের আলখাল্লা থেকে, ভ্রমণসঙ্গী হিসাবে নিজেকে দেওয়া, এবং হেন বস্তু নেই যে, উনি দিতে চাইলেন না। শেষোক্তটা অসম্ভব। বৃদ্ধ ভদ্রলোকের এমন দীর্ঘ ভ্রমণের প্রস্তাব শ্রীমতী মার্চ কানে তুললেন না। তবু কথাটায় স্বস্তির চিহ্ন ফুটে উঠল মুখে। ভ্রমণের কালে আশঙ্কায় লোকে অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে কিনা! উনি লক্ষ্য করলেন ভাবটা। ঘন ভ্রূ আকুঞ্চিত করে, হাতে হাত বুলিয়ে হঠাৎ চলে গেলেন। বলে গেলেন যে, এখনি আসছেন। ওঁর বিষয়ে কারুর ভাবনার সময় রইল না। মেগ পরে প্রবেশপথে, একহাতে একজোড়া রবারের জুতো ও অন্যহাতে চায়ের কাপ ধরে আসতে, হঠাৎ শ্রীযুক্ত ব্রুককে দেখল।

'মিস মার্চ, খবরটা শুনে বড় দুঃখিত হলাম।' ওঁর দয়াময়, শান্ত কণ্ঠস্বর মেগের বিভ্রান্ত মনে আরাম দিল। 'আমি আপনার মায়ের ভ্রমণসঙ্গী হ'তে এসেছি। ওয়াশিংটনে মিষ্টার লরেন্সের আমাকে দিয়ে কাজ করার আছে। ওখানে আপনার মায়ের কাজে লাগলে প্রকৃতই সুখী হব।'

রবার পড়ে গেল, চা'পাত্রও যায় যায়। এত কৃতজ্ঞমুখে মেগ হাত বাড়িয়ে ধরল যে, মিষ্টার ব্রুক যদি এই যৎসামান্য সময় ও সামান্য সুবিধা ত্যাগ করার পরিবর্তে অনেক বেশী ত্যাগ করতেন, তা'হলেও তিনি বিনিময় পেতেন যথাযোগ্য।

'আপনারা সকলেই কত সহৃদয়। মা রাজী হবেন, ঠিক জানি। কেউ তাঁকে দেখাশোনার আছে জেনে এত শান্তি পাবো। অনেক, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে।'

মেগ আন্তরিকভাবে কথাগুলো বলল ! নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলল সে। কিন্তু তার দিকে আনত বাদামী চোখে একটা কিছু শীতল চা সম্পর্কে অবহিত করল তাকে। মাকে ডাকছে, বলে সে বসার ঘরে নিয়ে এল ওঁকে।

লরি মার্চপিসীর চিঠি নিয়ে ফিরে আসার মধ্যে সমস্ত ঠিকঠাক। চিঠিতে প্রার্থিত টাকা মোড়া, কতকগুলি ছত্র ভরে পূর্বে মার্চ পিসী যা বলেছিলেন বারম্বার তারই পুনরাবৃত্তি। কি? না, তিনি সব সময় বলেছেন, মার্চের সৈন্যদলে যোগ দেওয়া অদ্ভুত। সর্বদা তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন যে, ভাল কিছু হবে না। তিনি আশা করেন, পরের বারে তারা ওঁর পরামর্শ নেবে। মিসেস মার্চ টাকাগুলো ব্যাগে রেখে চিঠিখানা দিলেন আগুনে। রূঢ়সম্বদ্ধ ওষ্ঠাধরে আয়োজনগুলো সম্পাদিত করতে লাগলেন ! জো দেখলে বুঝতে পারত।

ছোট অপরাহ্ন গড়িয়ে গেল। অন্যান্য কাজকর্ম মিটল। মেগ ও মা দরকারী সেলাই-এর কাজে ব্যস্ত, বেথ এবং এমি চা তৈরী করল। হ্যানা, তাঁর ভাষায় 'ধুড়ুম ধাক্কা' সহ ইস্ত্রি শেষ করল। তবু জো ফিরল না। ওরা উদ্বিগ্ন হয়ে উঠল, লরি খুঁজতে গেল। জো-এর মাথায় কখন কি খেয়াল গজায়, কেউ জানে না। লরি জো-কে পেল না। জো এক বিচিত্র মুখভাব সহ ফিরে এল; আমোদ ও আশঙ্কা, তৃপ্তি ও দুঃখ মেশানো মুখে। পরিবারবৃন্দ বিস্মিত হলেন দেখে, আরও বিস্মিত হলেন একগোছা নোট মায়ের সমুখে রাখা দেখে। ধরা গলায়, জো বলল, 'বাবাকে আরাম দেওয়া ও বাড়ী ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে এটুকু আমি দিলাম।'

'লক্ষ্মীটি, পেলে কোথায়? পঁচিশটা ডলার ! জো, আশা করি তুমি কিছু বেপরোয়া কাজ করো নি?'

'না, সত্যি আমারি টাকা। আমি ভিক্ষা বা কর্জ বা চুরি করিনি। আমি উপার্জন করেছি। মনে হয় না, তুমি আমাকে দোষ দেবে। যা আমার, তাই মাত্র আমি বিক্রী করেছি।'

কথা বলতে বলতে জো টুপী খুলে ফেলল। একটা সোরগোল উঠল, কারণ ওর সুপ্রচুর চুল সবটাই ছোট করে ছাঁটা।

'তোমার চুল ! তোমার সুন্দর চুল!' 'জো কি করে পারলে? তোমার একমাত্র সৌন্দর্য।' 'লক্ষ্মী মেয়ে, এর তো দরকার ছিল না।'

'আমার জো-এর মত দেখাচ্ছে না, কিন্তু আরো বেশী ভালবাসি ওকে।'

সকলের বিস্মিত উক্তির মধ্যে বেথ সস্নেহে কদম ছাঁট মাথাটি বুকে চেপে ধরল। জো ঔদাসীন্যের ভান করলে—কাউকে একবিন্দু ভোলাতে পারল না। জো বাদামী গুচ্ছটি হাতিয়ে দেখাল, যেন ওর বেশ লাগছে।

"বেথ জাতির ভাগ্য নির্ণয় করার মত ঘটনা নয়, সুতরাং কান্নাকাটি কোর না। আমার গুমোর ভেঙে দেওয়ার যোগ্য কাজই হয়েছে। চুল নিয়ে বেশী বেশী গর্বিত হতে শুরু করেছিলাম। চুলের বোঝা নামিয়ে আমার কাজ উন্নত হবে। মাথাটা এমন সুন্দর হাল্কা, ঠাণ্ডা লাগছে। নাপিত বলেছে, শীঘ্রই আমার এক গোছা কোঁকড়া চুল গজাবে। ছেলেদের মত দেখাবে, মানাবে, ঠিকঠাক রাখাও সহজ হবে। আমি খুশী হয়েছি। তাহলে টাকাটা ধরো, চল সান্ধ্য ভোজে বসি।' শ্রীমতী মার্চ বললেন, 'জো সব কথা খুলে বল। আমি পুরোপুরি খুশী হই নি। কিন্তু তোমাকে দোষ দিতে পারিনে, কারণ জানি কত সহজে তুমি তোমার মতে, গুমোরের বস্তু বিসর্জন দিয়েছ, তোমার ভালবাসার কাছে। কিন্তু সোনা, এর কোন দরকার ছিল না। কোন না কোন দিন তোমার দুঃখ হবে, ভয় হয় আমার।'

'না দুঃখ করব না।' জো দৃঢ় উত্তর দিল। ওর খেয়ালটি যে সর্বতো নিন্দনীয় হল না, এতেই তো সুখী।

এমি নিজের সুন্দর চুল কাটার চেয়ে মাথাটা কেটে ফেলা বাঞ্ছনীয় মনে করে। সে জিজ্ঞাসা করল, 'একাজ করলে কেন?'

'বাবার জন্যে কিছু করতে পাগল হয়ে উঠেছিলাম।' স্বাস্থ্যসম্পন্ন তরুণ ব্যক্তিরা অশান্তির মধ্যেও খেতে পারে। টেবল ঘিরে তারা এলে জো একথা বলল। 'মায়ের মতই আমি ধার করতে ঘেন্না পাই। একটা আধলা চাইলেও মার্চ পিসী খ্যাচ্ খ্যাচ্ করেন। তিনি খ্যাচ্‌খ্যাচ্ করবেন। মেগ তার সপ্তাহের বেতন বাড়ীভাড়ায় দিয়েছে। আমি আমার টাকায় পোশাক-আসাক কিনে ফেলেছি। খারাপ লাগছিল আমার। কিছু টাকা আমার পাওয়া দরকার ছিল, তাতে মুখখানা থেকে নাকটা খুলেও বিক্রী করতে রাজী ছিলাম।'

'বাছা আমার খারাপ লাগার কারণ নেই। তোমার শীতের কাপড় ছিল না! নিজের কষ্টের উপার্জন দিয়ে সাধাসিধে কিছু করেছ মাত্র।'

কথা বলার সময়ে মিসেস মার্চের দৃষ্টি জো-এর মনে উত্তাপ সঞ্চার করল।

'প্রথমে চুল বিক্রী করার কোন চিন্তা মাত্র মনে আসে নি। পথ চলতে চলতে কেবল ভাবছিলাম, কি করব আমি? মনে হচ্ছিল ছুটে বড় বড় দোকানে ঢুকে ছিনিয়ে নেই। এক নাপিতের দোকান দেখলাম, দাম লেখা চুলের গোছা ঝুলছে। আমার চেয়ে হাল্কা একটা কালো চুলের গোছার দাম চল্লিশ ডলার। হঠাৎ মনে হল, একটা টাকা করবার জিনিষ আমার আছে তো। ভাবনার সময় না দিয়ে চলে গেলাম ভিতরে, জিজ্ঞাসা করলাম ওরা চুল কিনবে কি না, আর আমার চুলের বদলে কত দেবে?

বেথ সম্ভ্রমভরা স্বরে বলল, 'কেমন করে তুমি সাহস পেলে, বুঝি না।

'লোকটি একটা বেঁটেখাটো লোক, দেখে মনে হয় চুলে তেল মাখানোই বুঝি ওর জীবনে বাঁচার উদ্দেশ্য। প্রথমে সে হাঁ করে চেয়ে রইল, মনে হল, যেন মেয়েরা চট করে ওর দোকানে ঢুকে চুল কিনে নিতে বলা শোনাটায় অভ্যাস নেই। সে বলল, আমার চুল তার পছন্দ নয়, রংটা ফ্যাসানী নয়; তাছাড়া প্রথম কথা যে, বেশী দাম দেবে না, চুলের পেছনে খাটুনীর জন্যে দাম পোষাবে না, এই ধরণের কথা। দেরী হয়ে যাচ্ছিল। আমার ভয় হল, এক্ষুনি কাজটা না সেরে ফেললে আমি করতে পারবই না। তোমরা জানো যে, আমি যখন কিছু সুরু করি, ছেড়ে দেওয়া অপছন্দ করি। তাই ওকে চুলটা নেবার জন্যে অনুনয় করলাম এবং বললাম কেন এত তাড়াতাড়ি। বলতে পারি বোকামি করেছি। কিন্তু তাতে ওর মনের ভাব বদলে গেল। আমি উত্তেজিত হয়ে, এলোমেলো ধরণে ব্যাপার খুলে বললাম। তার স্ত্রী শুনতে পেয়ে মিষ্টি করে বললেন, 'টমাস নিয়ে নাও, তরুণী মহিলার কাজটুকু কর। আমি আমাদের জিমির জন্যে, যে কোন সময়ে, এক গাছি বিক্রীর মত চুল থাকলেই এই কাজ করব।'

এমি সমস্ত কিছুর ব্যাখা চায়, সে বলল, 'জিমি কে?'

"সে বলল, সৈন্যদলে তার ছেলের নাম। অপরিচিত লোকেদের এ ধরণের ঘটনা কত কাছাকাছি আনে, নয় কি? লোকটি যতক্ষণ চুল কাটছিল, মহিলা কথা বলে যেতে লাগলেন। ফলে মনটা দিব্যি অন্য দিকে গেল।"

মেগ শিউরে উঠে বলল, "যখন প্রথম গোছা কাটা হল, তোমার খুব খারাপ লাগল না?"

'লোকটি জিনিষপত্র বার করতে করতে একবার শেষ দেখা দেখে নিলাম। ব্যস। অত ছোটখাটো ব্যাপারে আমি কখনও হা-হুতাশ-করি না। তবে স্বীকার করছি, অদ্ভুত লাগছিল, যখন দেখলাম যে, আমার আদরের চেনা চুল টেবলে রাখা আছে, হাতে পাচ্ছি মাথার ছোট খোঁচা-খোঁচা গোড়াগুলো। যেন মনে হল, একখানা হাত বা পা গেছে। মহিলা আমার দৃষ্টি লক্ষ্য করে, একটি লম্বা গুচ্ছ তুলে আমাকে রাখবার জন্য দিলেন! মাগো, তোমাকে দেব অতীত গৌরব মনে করার আশায়। কারণ, ছোট চুল আরামের, লম্বা চুল আর রাখব বলে মনে হয় না।'

শ্রীমতী মার্চ কোঁকড়া বাদামী গুচ্ছটি মুড়ে ওঁর ডেস্কে আর একটি ছোট ধূসর গুচ্ছের সঙ্গে রেখে দিলেন। তিনি শুধু বললেন 'তোমাকে ধন্যবাদ মণি।' কিন্তু তাঁর মুখভাবে কিছু দেখে মেয়েরা বিষয়ে বদলে, যতটুকু আনন্দে পারে মিষ্টার ব্রুকের সহৃদয়তা, কাল পরিষ্কার দিনের আশা, এবং বাবা শুশ্রূষার জন্যে বাড়ী এলে সুখময় অবস্থার বিষয়ে আলোচনা করতে লাগল।

কেউ শুতে চায় না। রাত্রি দশটায় মিসেস মার্চ শেষ পরিসমাপ্ত কাজটি সরিয়ে রেখে ডাকলেন, 'মেয়েরা এসো।' বেথ পিয়ানোয় বসল, বাবার প্রিয় স্তোত্রটা বাজাল। সকলে বুক বেঁধে আরম্ভ করল কিন্তু একে একে ভেঙে পড়ল। শেষ পর্যন্ত বেথ একা মন-প্রাণ দিয়ে গেয়ে যেতে লাগল। সঙ্গীত তার কাছে সর্বদাই মধুর সান্ত্বনা।

স্তোত্রটি শেষ হলে আর একটা ধরা কেউ পছন্দ করল না। মিসেস মার্চ বললেন, 'শুতে যাও, কথা বোল না। কাল ভোরবেলায় উঠতে হবে, তাই যতটা পারি ঘুমিয়ে নিই আমরা, সোনামণিরা।'

মেয়েরা নীরবে ওঁকে চুমো দিয়ে বিছানায় গেল, এতই নীরবে যেন প্রিয় রোগী মানুষটি পাশের ঘরে শুয়ে আছেন। এত বিপদ সত্ত্বেও বেথ ও এমি শীঘ্রই ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু তার ছোট জীবনে যে-সমস্ত, গুরু চিন্তা কখনই জাগেনি, এমনধারা চিন্তায় বিভোর মেগ জেগে শুয়ে রইল। জো নিশ্চল শায়িত। ভগ্নী ধরে নিল, সে নিদ্রিত। কিন্তু শেষে একটা চাপা কান্নায় জলে-ভেজা কপোল ছুঁয়ে বলে উঠল মেগ, 'জো, লক্ষ্মী, কি হয়েছে? বাবার জন্যে কাঁদছো!'

'না। এখন নয়।'

'তবে কি!'

'আমার—আমার চুল!' বেচারী জো বলে উঠল। বালিশে উচ্ছ্বাস-দমনের বৃথা চেষ্টা করছে সে।

মেগের কাছে ঘটনাটা মোটেই হাস্যকর লাগল না। বিপন্না নায়িকাকে সে অতি স্নেহপূর্ণ ধরণে আদর জানাল, চুমো খেল।

রুদ্ধ কণ্ঠে জো বলল, 'আমার দুঃখ নেই। যদি পারি আগামীকালই এ-কাজ আবার করতে পারি। আমার অহঙ্কারী স্বার্থপর সত্তার অংশটা বোকার মত এমনি করে কাঁদছে। কাউকে বোল না। মিটে গেল এখন। ভেবেছিলাম সবাই ঘুমিয়েছে, তাই আমার একমাত্র রূপটির শোকে একটু নিরবিলি কেঁদে নিলাম। তুমি জেগে আছ যে?'

মেগ বলল, 'ঘুমোতে পারছি না, এত উদ্বেগ বোধ হচ্ছে।'

'সুন্দর কিছুর কথা ভাবো, এক্ষুণি ঘুমিয়ে পড়বে।'

'চেষ্টা করেছি। আরো বেশী ঘুম চলে গেল।'

'কোন্ বিষয়ে ভেবেছিলে?'

'সুন্দর মুখ—বিশেষ করে চোখ,' মেগ উত্তর দিল, নিজের মনে অন্ধকারে মুচকি হেসে।

'কোন্ রঙ-এর চোখ পছন্দ?'

'বাদামী—মানে কখনও-সখনও নীলও সুন্দর।'

জো হেসে উঠল। মেগ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে ওকে নীরবতার নির্দেশ দিল। তারপর ওর চুল কুঞ্চিত করে দেবার প্রতিশ্রুতি ভাল মনে দিয়ে ঘুমিয়ে পড়ল নিজের আকাশপ্রাসাদে বাস করার স্বপ্ন নিয়ে।

ঘড়িতে মধ্যরাত্রি বাজল। ঘর নিস্তব্ধ। একটা মূর্তি নিঃশব্দে বিছানা থেকে বিছানার কাছে ঘুরতে লাগল। একটা ওয়াড় ঠিক করে, অন্যত্র বালিশ টেনে প্রতিটি নিদ্রিত মুখের দিকে সস্নেহে বিলম্বিত দৃষ্টিপাতের উদ্দেশ্যে থেমে, নীরব আশার্বাণী সহ ওষ্ঠাধরের চুমো প্রতি অধরে দিয়ে জননীর যোগ্য ব্যাকুল প্রার্থনা জানিয়ে, মূর্তি চলে বেড়াল। পর্দা তুলে অন্ধকার রাত্রির প্রতি চাইলেন তিনি। তখনি মেঘভাঙা চাঁদ হঠাৎ উজ্জ্বলকোমল মুখখানি নিয়ে তাঁকে জ্যোতির্ময় করে তুলল। যেন নৈশব্দের মধ্যে অস্ফুট গুঞ্জনে সে বলল, 'লক্ষ্মী মানুষ, সান্ত্বনা ধরো। মেঘের পশ্চাতে সর্বদা আলো জ্বলে।'

ষোল

চিঠিপত্র

শীতল—ধূসর ভোরবেলায় বোনেরা আলো জেলে অভূতপূর্ব্ব আন্তরিকতা সহ বইএর পরিচ্ছেদটা পড়ল। প্রকৃত বিপদের ছায়ায় এখন ছোট বইগুলো সহায়তা ও সান্ত্বনায় পরিপূর্ণ। জামাকাপড় পরার সময়ে তারা আনন্দ ও আশাসহ বিদায়জ্ঞাপনে স্বীকৃত হল। অশ্রু অথবা অনুযোগ না জানিয়ে মাতাকে উদ্বেগসঙ্কুল যাত্রায় পাঠাবে তারা। যখন নীচে নামল, তাদের চোখে প্রতিটি বস্তু বিচিত্র দেখাল—বাইরে খুব অস্পষ্টতা নীরবতা; ভিতরে খুব আলো ও ব্যস্ততা। অত ভোরে প্রাতঃরাশ বেখাপ্পা। হ্যানার সুপরিচিত মুখখানিও যেন অস্বাভাবিক। সে রান্নাঘরে ছুটে-ছুটে রাত্রির টুপী মাথায় কাজ করছে। হলে বড় বাক্স প্রস্তুত আছে, মায়ের ক্লোক আর টুপী সোফার ওপর। মা নিজে বসে খাবার চেষ্টা করছেন, কিন্তু এতই বিবর্ণ, পরিশ্রান্ত নিদ্রাহীনতায় এবং উদ্বেগে, যে, মেয়েদের পক্ষে সংকল্প রক্ষা কঠিন হল। চেষ্টা করা সত্ত্বেও মেগের চোখ জলে ভরে উঠতে লাগল। একাধিকবার জো রান্নাঘরের ডলনায় মুখ লুকতে বাধ্য হল। ছোট মেয়েদের তরুণ মুখে গম্ভীর, ব্যাকুল ভাব, যেন দুঃখ তাদের অভিনব অভিজ্ঞতা।

কেউ বিশেষ কথাবার্তা বলছে না। সময় খুব কাছে এগিয়ে এলে, ওরা যখন গাড়ীর প্রতীক্ষায় বসে আছে, মিসেস মার্চ কিছু বললেন। মেয়েরা ওঁকে নিয়ে ব্যস্ত, কেউ শাল ভাঁজ করে দেয়, কেউ টুপীর ফিতে টেনে দেয়, তৃতীয় জন ওঁর বাইরের জুতো পরায়, চতুর্থ জন ভ্রমণের ব্যাগ এঁটে বাঁধে।

'সন্তানেরা, হ্যানার হেফাজতে ও শ্রীযুক্ত লরেন্সের রক্ষণাবেক্ষণে তোমাদের আমি রেখে যাচ্ছি। হ্যানা বিশ্বস্ততার প্রতিমূর্তি। নিজের মত করে আমাদের সৎপ্রতিবেশী তোমাদের পাহারা দেবেন। তোমাদের জন্যে আমার আশঙ্কা নেই, তবু আমি চাই যে, তোমরা বিপদটাকে উপযুক্তভাবে নেবে। আমি চলে গেলে দুঃখ বা ক্ষোভ কোরনা! ভেবোনা অলস হয়ে ভোলার চেষ্টায় সান্ত্বনা পাবে। নিত্যকার মত কাজ করে যেও, কারণ

কাজেই পবিত্র শান্তি। আশা রেখো, কাজ কোর। যাই ঘটুক না কেন; মনে রেখো, তোমরা কখনই পিতৃহীনা হবে না।'

'হ্যাঁ, মা।'

'আমার মেগ, বুদ্ধিশুদ্ধি ধোর, বোনেদের চোখে চোখে রেখো, হানার পরামর্শ নিও, কোন সমস্যায় মিষ্টার লরেন্সের কাছে যেও। ধৈর্য্য রেখ, জো, হতাশ হয়ে পোড়না, বা বেপরোয়া কিছু কোরনা। প্রায়ই চিঠি লিখো আমাকে, আমার সাহসী মেয়ে হোয়ো, আমাদের সকলকে সাহায্য করতে, আনন্দ দিতে তৈরি থেকো। বেথ, গান নিয়ে ভুলে থেকো, ছোটখাটো গৃহস্থালির কর্তব্য বিশ্বস্তভাবে কোর। এমি, তুমি যা পার সাহায্য কোর, কথা শুনো বাড়ীতে সুখে ও নিরাপদে থেকো।'

'মা, আমরা থাকবো, ঠিক থাকবো।'

অগ্রসরমান একখানা গাড়ীর শব্দে ওরা চমকে উঠে কান পাতল। কঠিন মুহূর্ত সমাগত, কিন্তু মেয়েরা সহ্য করল দিব্যি। কেউ কাঁদল না, যদিও হৃদয় ভারাক্রান্ত, কেউ একটুও আক্ষেপ উচ্চারণ করল না, কেউ পালিয়ে গেল না। বাবাকে স্নেহপূর্ণ কথা জানিয়ে দিল, বলার সময়ে মনে হল, হয়তো কথা জানাবার পক্ষে একটু বেশী দেরী হয়ে যেতে পারে। আস্তে মাকে সস্নেহে আঁকড়ে ধরে চুমো দিল। তিনি গাড়ীতে চলে যাবার সময়ে আনন্দ দেখিয়ে হাত নাড়ার চেষ্টাও করল।

লরি ও ঠাকুরদা বিদায় জ্ঞাপনে এসেছিলেন। মিষ্টার ব্রুককে এতই সবল, বুদ্ধিসম্পন্ন, সহৃদয় দেখাল যে, সেখানেই মেয়েরা তাঁকে 'মিঃ মহৎ হৃদয়' নাম দিল।

মিসেস মার্চ ছোট মুখগুলিতে একের পর এক চুমো খেয়ে, তাড়াতাড়ি গাড়ীতে উঠে চাপাস্বরে বল্লেন, 'বিদায়, আমার সোনারা! ভগবান আমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, সবাইকে রেখে দিন।'

তিনি গাড়ীতে চড়লে পর সূর্য্য উদয় হল। পেছনে তাকিয়ে তিনি দেখলেন, ফটকে সমবেত দলটির ওপর রবিরশ্মি, যেন শুভ চিহ্ন। তারাও দেখল, হেসে হাত নাড়ল। মোড়ে বাঁক নেবার সময়ে শেষ তিনি দেখলেন চারটি প্রদীপ্ত মুখ, তাদের পেছনে রক্ষীর মত বৃদ্ধ মিষ্টার লরেন্স, বিশ্বস্ত হানা ও অনুগত লরি।

'প্রত্যেকে আমাদের প্রতি কত সদয়!' উনি একথা বলে, নূতন এক প্রমাণ তরুণ যুবকটির মুখের সসম্ভ্রম সহানুভূতি থেকে খুঁজে পেলেন।

মিষ্টার ব্রুক উত্তর দিলেন, 'কেমন করে তারা না পারে?' তাঁর হাসি এতটাই ছোঁয়াচে যে, মিসেস মার্চ না হেসে পারলেন না। অতঃপর দীর্ঘ যাত্রা সূর্য্যালোকে, হাস্য ও আনন্দপূর্ণ কথার শুভচিহ্নে সূচিত হল।

প্রতিবেশীরা প্রাতঃরাশে বাড়ী চলে গেলে, ওরা বিশ্রাম ও শ্রান্তিহরণের সুযোগ পেলে, জো বলল, 'আমার মনে হচ্ছে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে।'

মেগ নিঃসঙ্গ ভাবে বলল, 'যেন পরিবারের অর্দ্ধেক চলে গেছে।'

বেথ কিছু বলতে মুখ খুলল, কিন্তু মায়ের টেবলে রক্ষিত সুসংস্কৃত মোজার স্তূপের দিকে কেবল দেখিয়ে দিতে পারল। বোঝা গেল শেষ ক্ষিপ্র প্রহরটায়ও তিনি ওদের জন্য ভেবেছেন, কাজ করেছেন। ছোট ব্যাপার, কিন্তু একেবারে হৃদয়স্পর্শী। ওদের শক্ত সংকল্প সত্ত্বেও সকলে ভেঙে পড়ে খুব কান্নাকাটি করতে লাগল।

হ্যানা বিচক্ষণভাবে ওদের মনের ভার লাঘব করতে দিল। যখন বর্ষণ ক্ষান্ত হওয়ার পথে, সে কফিপাত্র হাতে ত্রাণকার্য্যে এল।

'ক্ষুদে দিদিরা, মনে রেখ তোমাদের মা কি বলেছেন। দুঃখু কোর না। এসো গো সব্বাই এক পাত্তর কফি খাও। তারপর সবাই কাজে লাগি, বাড়ীর গৌরব হই।'

কফি আমোদের বস্তু। ঐদিন সকালে তৈরি করে হ্যানা বিশেষ বুদ্ধির পরিচয় দিয়েছে। ওর মনগলানো ইশারা বা কফিপাত্রের মুখের সুরভিত আমন্ত্রণ কেউ এড়াতে পারল না। টেবলের ধারে জড়ো হয়ে তারা রুমালের বদলে ন্যাপকিন বা টেবলের তোয়ালে নিল। দশমিনিটে সব ঠিক।

পুনরাবৃত্ত মনোবলে পাত্রে ছোট ছোট চুমুক দিয়ে জো বলল, 'আশা রাখো, কাজ করো; এটাই আমাদের আদর্শ। দেখা যাক কে সব চেয়ে ভালো মনে রাখে। রোজকার মত আমি মার্চপিসীর বাড়ী যাব। ইস্, কি বক্তৃতাটাই না শোনাবেন উনি!'

চোখদুটো অত লাল করে না ফেললেও হত, ভাবতে ভাবতে মেগ বলল, 'আমি যাব আমার কিঙদের বাড়ী। এখানে থেকে কাজকর্ম দেখাই আমার ইচ্ছা ছিল।'

এমি হামবড়া ভঙ্গিতে বলে দিল, 'দরকার নেই। বেথ আর আমি নিখুঁত গৃহস্থালি চালাতে পারি।'

ঝাঁটা বালতি অবিলম্বে হাতে নিয়ে বেথ যোগ দিল, 'কি করা দরকার, হানা বলে দেবে। তোমরা যখন বাড়ী ফিরবে, আমরা সমস্ত গোছ করে ফেলব।

বিষণ্ণভাবে চিনি ভক্ষণরত এমি মন্তব্য ঝাড়ল, 'আমার মতে উদ্বেগ দিব্যি জিনিষ।'

মেয়েরা না হেসে পারল না, ফলে, মন ভাল হল কিছু। মেগ অবশ্য মাথা নাড়ল, তরুণীটি চিনির পাত্রে সান্ত্বনা পায়!

পিষ্টক দেখে জো পুনরায় গম্ভীর। যখন দুজনে নিত্যকার কাজে গেল, জানালার দিকে ভারী মনে ফিরে তাকাল তারা। ও খানে মায়ের মুখ দেখতে তারা অভ্যস্থ। সে মুখ নেই, কিন্তু; তুচ্ছ ঘরোয়া রীতি বেথের মনে আছে। ওখানে সে দাঁড়িয়ে, আরক্তিম আনন একজন প্রহরীর মত, ওদের দিকে চেয়ে মাথা ঝাঁকিয়ে দিল।

কৃতজ্ঞ মুখে জো টুপী দুলিয়ে বলল, 'ঠিক আমার বেথের যোগ্য কাজ! বিদায়, মেগী। আশা করি কিঙেরা আজ ফিকিরফন্দী করবে না। লক্ষ্মীটি, বাবার জন্যে মন খারাপ কোর না।' যাবার আগে জো বলে দিল!

'আর, আমি আশা করি, মার্চপিসী খ্যাচ্‌খ্যাচ্‌ করবেন না। তোমার চুল সত্যি শোভন হয়েছে, এত ছেলে-ছেলে ও চমৎকার দেখায়!'

মেগ লম্বা বোনটির মাথায় হাস্যজনক ছোট-কোঁকড়া চুল দেখে হাসি দমনের চেষ্টা করে বলল।

'আমার একমাত্র সান্ত্বনা এই', লরির ঢংএ টুপী স্পর্শ করে জো রওনা দিল। শীতকালে লোমছাঁটা ভেড়ার মত অনুভূতি হচ্ছিল ওর।

বাবার খবর মেয়েদের প্রচুর সান্ত্বনা যোগাত। যদিও তিনি মারাত্মক অসুস্থ, তথাপি একজন শ্রেষ্ঠ স্নেহময়ী শুশ্রূষাকারিণীর উপস্থিতি ইতিমধ্যে তাঁরা উন্নতি সম্পাদন করেছিল। মিষ্টার ব্রুক নিত্য একখানি সংবাদসংগ্রহ পাঠাতেন। বাড়ীর জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি হিসাবে মেগ চিঠিপত্র পড়তে চাইত। সপ্তাহের মধ্যেই অনেকটা প্রীতিজনক হল সেগুলো। প্রথমে প্রত্যেকে চিঠি লিখতে ব্যগ্র। মোটাসোটা খামগুলি সযত্নে বোনেদের কেউ ডাকবাক্সে ঢুকিয়ে দিত।

ওয়াশিংটনের চিঠিপত্র বিষয়ে তারা বেশ ওয়াকিবহাল। একটা পুলিন্দায় গোটা দলের প্রতিনিধিত্বমূলক চিঠি পাওয়া যাচ্ছে ; সুতরাং আমরা একটি কাল্পনিক ডাকগাড়ী লুট করে পড়ছি :—

'প্রিয়তমা মা,—

তোমার শেষ চিঠি যে কত আনন্দ দিয়েছে, বলা যায় না। সংবাদ এত উত্তম ছিল যে, আমরা না হেসে-কেঁদে থাকতে পারিনি। মিষ্টার ব্রুক কত সহৃদয়। এটা কত সৌভাগ্য যে, মিষ্টার লরেন্সের কাজ তোমাদের কাছে এতদিন ওঁকে আটকে রেখেছে ; তোমার বাবার এত কাজে উনি লাগছেন কিনা। মেয়েরা সকলে লক্ষ্মীসোনা। জো আমার সঙ্গে সেলাই করে, কঠিন কাজগুলো করতে চায়। আমি জানি ওর এই 'নৈতিক আবেগ' স্থায়ী নয়, নইলে তো ভয় হত যে, অতিরিক্ত পরিশ্রম করে ফেলবে। ঘড়ির কাঁটার মত বেথ নিয়মানুগ কর্তব্য বিষয়ে ; তুমি যা-যা বলেছ, কখনও ভোলেনা বেথ। সে বাবার জন্যে মন খারাপ করে। ওর ছোট্ট পিয়ানোটি বাজাবার সময় ভিন্ন গম্ভীর দেখায় ওকে। এমি বেশ আমাকে মেনে চলে, ওর যথেষ্ট যত্ন নিই আমি। ও নিজে চুল বাঁধে। ওকে বোতামের ঘর করা ও নিজের মোজা মেরামত শেখাচ্ছি। এমি খুব চেষ্টা করছে। যখন তোমরা ফিরবে ওর উন্নতি দেখে খুশী হবে, জানি। জো-এর মতে মিষ্টার লরেন্স আমাদের মাদী হাঁসের মত পাহারা দেন। লরি খুব সদয় ও প্রতিবেশীসুলভ অন্তরঙ্গ। তুমি দূরে, তাই কখনও আমরা অনাথ বোধ করে মন খারাপ করি। তখন লরি ও জো আনন্দ দেয়। হ্যানা মুনিঋষির মত হয়েছে, একটুও বকে না, সর্ব্বদা আমাকে মিস 'মার্গারেট' বলে ডাকে। জানোই তো, সেটাই উচিত। আমাকে সম্মান দেখায় হ্যানা। আমরা সকলে ভাল আছি, কর্মনিযুক্ত আছি। কিন্তু দিনরাত্রি তোমাকে ফিরে চাই। আমার সস্নেহ ভালবাসা বাবাকে দিও। মনে রেখো সর্বদা তোমারি

"মেগ"।

সুরভিত কাগজে সুন্দর করে লেখা চিঠিখানি পরের চিঠির একেবারে উল্টো। সেখানা প্রকাণ্ড একটা পাতলা বিদেশী কাগজে, কালির ছোপ, নানাবিধ অলঙ্করণ ও বাঁকানো অক্ষরে লেখা :—

'আমার আদরের মামণি,—

আমাদের বাবার জয় হোক! যে মুহূর্তে তিনি ভাল হয়ে উঠেছেন, টেলিগ্রাফ করে তক্ষুণি আমাদের জানিয়েছেন চমৎকার লোক ব্রুক। চিঠি এলে, চিলেকোঠায় ছুটে যেয়ে ঈশ্বরকে আমাদের প্রতি দয়ার জন্যে ধন্যবাদ দিতে চাইলাম। কিন্তু কেবল কেঁদে বলতে পারলাম, 'আমি খুশী, আমি খুশী!' নিয়মিত প্রার্থনার মতই কাজ করেনি কি? মনে অনেক প্রার্থনা অনুভব করেছি আমি। আমাদের দারুণ মজাদার সময় কেটেছে। সকলে মারাত্মক ভাল, এখন উপভোগ করছি! যেন এক ঘুঘুপাখীর বাসায় বসবাসের মত। মেগ টেবিলের মাথায় বসে মায়ের অনুকরণের চেষ্টা পায়, দেখে তুমি হাসবে। রোজই আরও রূপবতী হয়ে উঠছে সে, কখনও বা আমি তার প্রেমে পড়ি। বাচ্চারা যেন যথার্থ দেবদূত, আমি—তবে আমি তো জো, কখনও অন্য কেউ হব না। লরির সঙ্গে প্রায় ঝগড়ার উপক্রম হয়েছিল আমার, তোমাকে জানানো উচিত। একটা ছোট্ট বাজে কারণে আমি মন খুলে বলেছিলাম, ও চটে গেল। আমি ঠিক করেছিলাম, কিন্তু ওভাবে বলা উচিত হয় নি। ও বাড়ী চলে গেল, বলে গেল যে, আমি ক্ষমা না চাইলে আর আসবে না। আমি বললাম, চাইব না, ক্ষেপে গেলাম। সারাদিন কাটল। খারাপ লাগল, মা তোমাকে কাছে পেতে ভারী ইচ্ছা হল। লরির এবং আমার দুজনেরই এত গর্ব যে ক্ষমা চাওয়া শক্ত কিন্তু যেহেতু আমার কথা ঠিক ছিল, আমি ভাবলাম ওই আসবে। ও এলনা। এমি নদীতে ডোবার সময়ে তুমি যা বলেছিলে, ঠিক রাত্রে মনে পড়ল। ছোট বইখানি পড়লাম, বেশ লাগল। স্থির করলাম, ক্রোধের ওপরে সূর্য্যাস্ত হতে দেবনা। লরিকে বলতে ছুটলাম যে, আমি দুঃখিত। ফটকে দেখা হল, একই কারণে ও আসছে। আমরা হেসে উঠে পরস্পরের কাছে ক্ষমা চাইলাম। আবার দিব্যি আনন্দে কাটল।

গতকাল একটা 'কবিতে' লিখেছি, হানাকে ধোয়ামোছায় সহায়তার সময়ে। বাবা আমার ছোটখাটো বোকামীপূর্ণ রচনা পছন্দ করেন। ওঁর আমোদের উদ্দেশ্যে সঙ্গে দিচ্ছি। সব থেকে আদরের আলিঙ্গন ওঁকে দিও, নিজেকে আমার হয়ে এক ডজন চুমো খেও—তোমার 'এলোমেলো জো'।

'সাবানজলের গান'

'টবের আমার রানী, আমি হর্ষে গান গাই,
শাদা ফেনা ওঠে যখন উপর দিক পানে ;
আচ্ছা করে ধুয়ে ফেলে চিপে সে নিঙরাই,
ছড়িয়ে মেলি শুকিয়ে দেবার টানে ;
বাইরে খোলা মুক্ত হাওয়ায় তাদের দোলাই,
সূর্য্যজ্বলা আকাশ সেখানে ।

ইচ্ছা করে হৃদয়মন থেকে ধুয়ে ফেলি
সপ্তাহের গ্লানিকাদা যত ;
বাতাস আর জলের মন্ত্রে মেলি
আপনাকে শুদ্ধ ওদের মত ;
পৃথিবীতে আসবে পহেলি
প্রক্ষালনের দিনটি অনাদৃত ।

কর্মভরা জীবনের পথ ধরে
ফুটবে সদাই হৃদয়শান্তি ফুল ;
ব্যস্তমনের ভাবনা আসে পরে
দুঃখ অভাব বেদনারই মূল ;
আশঙ্কিত চিন্তা যায় সরে,
ঝাঁটা চালাই সাহসে অতুল ।

খুশী আমি কর্ম আমার আছে,
দিনের পর দিনের ধাপ বেয়ে ;
স্বাস্থ্য এবং শক্তি আনে কাছে,
ফূর্তিভরে বলতে পারি চেয়ে,—
'মাথার চিন্তা মনের ভাবের পাছে,
হাতটি কাজ করবে নিত্য ধেয়ে ।'

প্রিয় মা,—

শুধু আমার ভালবাসা জানাবার মত জায়গাটুকু আছে, আর বাবাকে দেখাবার জন্যে বাড়ীতে যত্ন করে রাখা শিকড়ের চাপা প্যানসি ফুল ক'টা। রোজ সকালে পড়াশোনা করি, সারা দিন ভাল হবার চেষ্টা পাই, বাবার সুরটা গেয়ে ঘুমোই। আমি এখন 'লিয়াল দেশ' গানটা গাইতে পারিনা, কান্না আসে। সকলে খুব সদয়, তোমাকে ছেড়ে যতটা সুখে থাকা সম্ভব, আমরা তাই আছি। এমি বাকী পাতাটা চাইছে, তাই বন্ধ করছি লেখা। আমি হাতলগুলো ঢেকে রাখতে ভুলিনি। রোজ ঘড়িতে দম চালাই, ঘরে বাতাস লাগাই।

যে গালটা আমার বলেন আদরের বাবা, সেখানে চুমো দিও।

শীগগির এসো ভালবাসার আমার কাছে,

'ছোট বেথ'

'আমার প্রিয় (ফরাসী শব্দে) মাতা,—

আমরা সকলে ভাল আছি, আমি সর্বদা পড়া তৈরি করি, এবং কখনও মেয়েদের কথায় 'প্রতিসাত' করি না—মেগ বলছে আমি 'প্রতিবাদ' বোঝাতে চাই। তাই দুটো কথাই বসিয়ে দিলাম, তুমি সব শ্রেষ্ঠটা বেছে নিও। মেগ আমার আনন্দের হেতু, প্রত্যেক রাত্রে চায়ের সঙ্গে জেলি খেতে দেয় আমাকে। আমার পক্ষে খুব ভাল কারণ জো বলে আমার মেজাজ মিষ্টি থাকে। লরি যতটা হওয়া উচিত ততটা 'শ্রেদ্ধা' দেখায় না কারণ এখন আমি প্রায় তেরতে পড়েছি। সে আমাকে বাচ্চা বলে ডাকে। হ্যাটি কিন্তু যেমন বলে তেমনি আমি ফরাসীতে 'ধন্যবাদ' বা 'শুভযাত্রা' বললে পরে সে আমাকে তখন হড়হড় করে ফরাসী বলে আমার মনে কষ্ট দেয়। আমার নীল পোশাকের আস্তিন দুটো একেবারে ছিঁড়ে গেছে, মেগ নূতন বসিয়ে দিয়েছে, কিন্তু ফোলা সামনেটা সুবিধার হল না, পোশাকের রঙের চেয়ে ওগুলো বেশী নীল। আমার বিশ্রী লাগে তবে ঘ্যান্‌ঘ্যান্ করি না আমার দুঃখ সহ্য করি কিন্তু হ্যানা আমার এপ্রনে বেশী মাড় দেয় ইচ্ছা করি আর রোজ যেন বাকহুইট তৈরি করে। পারে না ও? জিজ্ঞাসা চিহ্নটির আগা সুন্দর হল না? মেগ বলে যে আমার দাঁড়ি কোমা ও বানান লজ্জাজনক এবং আমার মনে 'ব্যেথা' হল। কিন্তু, ও বাবা, আমার কত কি

করবার আছে, থামতে পারি না। বিদায় বাবাকে গাদা গাদা ভালবাসা পাঠাচ্ছি।

তোমার স্নেহের কন্যা
'এমি কার্টিস মার্চ'

প্রিয় মিস মার্চ,—

এ্যাক নাইন লিখলুম জানাতে যে দিব্যি চলছে। মেয়েগুলো চালাক, চটপটে ভাবে চলাফেরা করে। মিস মেগ খুব ভাল গিন্নী হবেক। ওনার এদিকপানে মন আছে। আশ্চর্য্যি তাড়াতাড়ি তিনি সামলে নেন। আগে কম্মো করায় ওস্তাদ জো, কিন্তুক উনি ভাবনাচিন্তে আগে করে নেন না, কি করবেক উনি বলা যায় না। সোমবার তিনি এক টব কাপড় ধুয়েছিল। কিন্তু চেপার আগেই মাড় বসাল, এ্যকটা গোলাপী ক্যালিকোর জামায় নীল দিয়ে ফেলল। দেখে হেস্তে মরনু। বেথ হচ্ছেন সবচে'ভাল ছোট্ট মানুষের মধ্যে। আমায় সাহায্য করে, এ্যামন চটপটে আর দায়ীক। সে সব কিছু শিখে নিতে চায়। বয়সের চে' বড়লোকের মতন বাজার করে, আমি দেখিয়ে দিলে দিব্যি হিসেব পত্তর রাখে। এ্যাখন অব্দি হিসেব করে চলছি মোরা। আপনি যেমনটি বলেছেন সেই মতন মেয়েদের হপ্তায় এ্যাকদিন মাত্তর কফি দেই, সাদাসিধে খাবার খাওয়াই। এমি দিব্যি চলছে, ঘ্যানঘ্যান করে, পোশাকী জামা পরে, আর মিষ্টি খাবার খেয়ে। মিষ্টার লরি তেমনি দুষ্টুমীতে ভরা, প্রেয়ই বাড়ীখানা উল্টে পাল্টে দেয়। কিন্তুক মেয়েগুলো আমোদ পায় বলে হৈ হল্লা করতে দেই। বুড়ো মানুষটি অনেক জিনিষপত্তর পাঠান। একটুকু হাঁফধরানো নোক, কিন্তুক ভালো নোক। তাছাড়া আমার কিছু বলা সাজেনা। রুটিসেঁকা ফুলে উঠছে। এখন আর নয়। মিষ্টার মার্চকে আমার কর্ত্তব্য কম্মো সম্মান পাঠাচ্ছি। ওনার নেমোনিয়া যেন শেষ হয়।

আপনার বিনীত
"হানা ম্যুল্টে"

২ নং ওয়ার্ডের হেড নার্স,

র‍্যাপ্পানকে সব শান্ত, সৈন্যদল চমৎকার অবস্থায়, কমিশারি বিভাগ সুনিয়ন্ত্রিত, কর্ণেল টেডীর অধীনে হোম গার্ড সর্ব্বদা হাজির, প্রধান সেনাপতি

সেনানায়ক লরেন্স নিত্য সৈন্যদল পর্য্যবেক্ষণ করেন, কোয়ার্টার মাষ্টার ম্যুল্টে শিবিরে শান্তি রক্ষা করে, মেজর লায়ন রাত্রে পাহারার কাজ করেন ওয়াশিংটনের সুসংবাদে চব্বিশ বন্দুকের নিনাদে সম্মান প্রদর্শন হয় ও হেডকোয়ার্টারে একটি পোশাক প্রদর্শনী বসে। প্রধান সৈন্যাধক্ষ্য শুভেচ্ছা পাঠাচ্ছেন সঙ্গে যোগ দিচ্ছে,

"কর্ণেল টেডি"

'প্রিয় মহাশয়া,—

ছোট মেয়েরা সকলে ভাল আছে। বেথ ও আমার ছেলে নিত্য সংবাদ যোগায়। হানা আদর্শ দাসী, সুন্দরী মেগকে ড্রাগনের মত পাহারা দেয়। পরিষ্কার আবহাওয়া চলছে দেখে খুশী। ব্রুককে কাজে লাগাবেন। খরচপত্র গণনার বেশী হলে, আমার কাছ থেকে অর্থ নেবেন। আপনার স্বামীর যেন কোন কিছুর অভাব না হয়। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন।

আপনার বিশ্বস্ত বন্ধু ও ভৃত্য,

'জেম্‌স্ লরেন্স'।

সতেরো

ছোট্ট বিশ্বস্তহৃদয়

পুরণো বাড়ীখানায় সপ্তাহব্যাপি সৎগুণ গোটা এলাকায় ঢেলে দিতে পারা যেত। সত্যই বিস্ময়জনক কারণ প্রত্যেকে দিব্য মানসিকতায় উদ্দীপ্ত, স্বার্থত্যাগ রেওয়াজ বিশেষ। পিতার বিষয়ে প্রথম উদ্বেগমুক্ত কন্যারা তাদের প্রশংসীয় প্রচেষ্টাগুলি অজ্ঞাতসারে কিঞ্চিৎ শিথিল করে, পুরাতন পন্থায় ফিরে যেতে আরম্ভ করল। আদর্শ ভোলেনি তারা, কিন্তু আশা ও কর্মব্যস্ততা আরও সহজসাধ্য হয়ে গেল। অতিরিক্ত পরিশ্রমের পরে তারা অনুভব করল যে, পরিশ্রম একটি অবকাশ যাপন চায়, তাকে অনেকগুলো দেওয়া গেল।

কদমছাঁট মাথাটা উপযুক্তভাবে আবৃত না করায় জো-এর খুব সর্দি লাগল। ভাল না হওয়া পর্যন্ত বাড়ীতে থাকায় সে আদিষ্ট, কারণ মার্চ-পিসী সর্দিভরা মাথা নিয়ে কেউ পড়ে শোনালে পছন্দ করেন না। জো-এর ভালই হল। চিলেকোঠা থেকে আঁধারকুঠুরি পর্যন্ত সোৎসাহ সন্ধানের পরে সোফায় সে ঢলে পড়ল, সর্দির শুশ্রূষা আরসেনিকাম ও বই দিয়ে করার উদ্দেশ্যে। এমি দেখল যে, গৃহস্থালি ও শিল্প একত্রে ভাল চলেনা, অতঃপর সে মাটির ঢিবি বানাতে গেল। মেগ প্রত্যহ ছাত্রদের পড়াতে যেত; বাড়ীতে সেলাই করত, বা করছে ভেবে নিত। কিন্তু যথেষ্ট সময় যেত তার মায়ের নিকটে সুদীর্ঘ পত্ররচনায় অথবা বারম্বার ওয়াশিংটনের পত্রাদি পাঠনে। আলস্য অথবা আক্ষেপে শুধু সামান্য শৈথিল্য সহ বেথ কাজ চালিয়ে যেতো।

বিশ্বস্ততায় প্রত্যহ ছোটখাটো কর্তব্যগুলো সে করে যেত, বোনেদের অনেকগুলো করণীয় কাজ সুদ্ধ, কারণ তারা বিস্মৃত হয়ে পড়ে। বাড়ীটা মনে হয় যেন একটা ঘড়ি, যার পেণ্ডুলামটি বেড়াতে গেছে। যখন মায়ের জন্য ব্যাকুলতায় বা বাবার জন্য আশঙ্কায় মন ভারী হয়ে উঠত, বেথ একটা বিশেষ কোণায় যেয়ে কোন প্রিয় পুরাতন পোশাকের ভাঁজে মুখ লুকোত, এবং সামান্য বিলাপের পর, নিজের মনে শান্তভাবে ছোট প্রার্থনাটুকু করত।

মন-খারাপ করে থাকার পরে, কোন বস্তু তাকে পুলকিত করে তুলত, জানত না কেউ। তবে প্রত্যেকে বুঝত, বেথ কত মধুর ও সহানুভূতিশীল। নিজেদের ক্ষুদ্র ব্যাপারগুলোয় পরামর্শ বা সান্ত্বনার আশায় বেথের কাছে যাওয়া অভ্যাসে দাঁড়াল সকলের।

এই অভিজ্ঞতা যে চারিত্রিক পরীক্ষা, কেউ বোঝেনি। প্রথম উত্তেজনার অবসানে তারা ভেবে নিল, খুব করেছে তারা এবং প্রশংসার যোগ্যতা রাখে। তাই তারা কাজ করে চলল, কিন্তু ভুল হল, ভালো করে না করায়। বহু উৎকণ্ঠা ও অনুশোচনার মধ্য দিয়ে শিক্ষা নিতে হল।

মিসেস মার্চের যাত্রার দশদিন পরে বেথ বলল, 'মেগ, তুমি যেয়ে হামেলদের দেখে এসোনা। জানোই তো, মা ওদের মনে রাখতে বলেছেন।'

সেলাই হাতে মেগ আরামে দুলতে দুলতে বলল, 'আজ বিকেলে যাওয়ায় ক্লান্তি লাগছে।'

বেথ জিজ্ঞাসা করল, 'জো, তুমি পারবে না ?'

'সর্দির পক্ষে ভয়ানক বাতাস।'

'ভেবেছিলাম সেরে গেছে।'

জো নিজের অস্থিরতায় একটু লজ্জিত হলেও হেসে বলল, 'লরির সঙ্গে বেড়ানোর পক্ষে সেরেছে, কিন্তু হামেলদের ওখানে যাবার পক্ষে নয়।'

মেগ প্রশ্ন করল, 'তুমি নিজেই যাওনা কেন ?'

'আমি রোজই গেছি, কিন্তু বাচ্চাটার অসুখ করেছে। কি করা উচিত, আমি জানিনা। মিসেস হামেল কাজে চলে যান, লচেন বাচ্চাকে দেখে। কিত বাচ্চাটা ক্রমেই আরও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। তোমাদের বা হানার যাওয়া উচিত।'

বেথ আন্তরিকস্বরে কথা বলায় মেগ প্রতিশ্রুতি দিল, আগামী কাল সে যাবে 'হানাকে কিছু ভালো খাবার করে দিতে বল। বেথ, তুমি নিয়ে যাও, বাতাসে তোমার পক্ষে উপকার হবে।' জো ক্ষমা চাওয়ার ভাবে বলল, 'আমি যেতাম, কিন্তু লেখাটা শেষ করতে চাই।'

বেথ বলল, 'আমার মাথা ধরেছে, ক্লান্ত বোধ করছি। ভেবেছিলাম তোমরা কেউ যাবে।'

মেগ বুদ্ধি দিল, 'এমি এক্ষুণি আসবে। ও আমাদের হয়ে যাবে।'

'বেশ, আমি একটু বিশ্রাম নিয়ে ওর অপেক্ষায় থাকি।'

বেথ সোফায় শুয়ে রইল, অন্যেরা নিজের কাজে চলে গেল। হামেলদের বিষয় আর মনে রইল না কারুর। এক ঘণ্টা কেটে গেল, এমি ফিরলনা। মেগ নিজের ঘরে নতুন পোশাক পরে দেখতে গেল। জো তার গল্পে নিমগ্ন। রান্নাঘরে আসনের সম্মুখে হ্যানা গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। বেথ তখন টুপী পরে, ছোট, বাচ্চাদের জন্য এটা-ওটায় ঝুড়ি ভরিয়ে, হিমেল বাতাসে বা'র হয়ে পড়ল। মাথাটা ভারী হয়ে উঠেছে, সহিষ্ণু দুটি চোখে বেদনা।

দেরীতে ফিরল সে। উপরে মায়ের ঘরে দোর দিয়ে রইল, কারুর চোখে পড়ল না। আধঘণ্টা বাদে জো 'মা-মণির কোণায় কিছু খুঁজতে যেয়ে দেখে যে বেথ ঔষধের বাক্সের ওপর গম্ভীর হয়ে ব'সে আছে। চোখ লাল, হাতে কর্পূরের শিশি।

'ক্রিষ্টোফার কলাম্বাস! কী ব্যাপার?' জো চেঁচিয়ে উঠল, কারণ, বেথ ওকে যেন সতর্ক করতে হাত বাড়িয়ে তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করছে, 'তোমার স্কারলেট ফিভার হয়েছিল, না?'

'মেগের সঙ্গে, অনেক বছর আগে। কেন?'

'তবে তোমাকে বলি। জো, বাচ্চাটি মারা গেছে।'

'কোন বাচ্চা?'

'মিসেস হামেলের। উনি বাড়ী ফেরার আগেই বাচ্চাটা আমারি কোলে মারা গেল,' বেথ ফুঁপিয়ে বলল।

অনুতপ্ত মুখে মায়ের প্রকাণ্ড চেয়ারটায় বসে জো বোনকে বুকে জড়িয়ে বলল, 'আহা, বেচারী আমার, কত খারাপ লেগেছে তোমার! আমার যাওয়া উচিত ছিল!'

'খারাপ নয় জো, বড় কষ্টের। দেখামাত্র তক্ষুণি বুঝলাম, ওর অবস্থার আরও অবনতি হয়েছে। লচেন বল্ল, ওর মা ডাক্তার ডাকতে গেছেন। তাই আমি বাচ্চাকে নিয়ে লটিকে জিরোতে দিলাম। বাচ্চাটা ঘুমন্ত, হঠাৎ একটু কেঁদে উঠল, কাঁপতে লাগল, তারপর নিশ্চুপ। আমি ওর পা দুখানা গরম করার চেষ্টা পেলাম, লটি একটু দুধ খেতে দিল, কিন্তু ও নড়ল না। বুঝলাম মরে গেছে।'

'কেঁদনা, সোনা ! তুমি কি করলে ?'

'মিসেস হামেল ডাক্তার নিয়ে আসা পর্য্যন্ত আমি ওকে আলতো করে ধরে রইলাম। তিনি বল্লেন বাচ্চা মারা গেছে।—

হেনরিস্ ও মিনার গলায় ব্যথা, ওদের দিকে চাইলেন। তিনি রাগতঃ হয়ে বল্লেন, 'লাল জ্বর', ম্যাডাম। আমাকে আগে ভাগে ডাকা উচিত ছিল।' মিসেস হামেল জানালেন, তিনি গরীব,নিজেই বাচ্চাটার চিকিৎসার চেষ্টা পেয়েছেন, কিন্তু বড় দেরী হয়ে গেল। অন্য গুলোকে দেখার অনুরোধ মাত্র তিনি করতে পারেন, দানের উপর পারিশ্রমিক প্রদান নির্ভর করে। ডাক্তার হাসলেন, সদয়ও হলেন। এতই কষ্টের ব্যাপার, আমি ওদের সঙ্গে কাঁদলাম। ডাক্তার হঠাৎ ফিরে আমাকে বাড়ী এসে এক্ষুণি বেলাডোনা খেতে বল্লেন। নয়তো আমারও জ্বর হবে ”

ভীত জো বেথকে আরো জড়িয়ে ধরে বল্ল, 'না, তোমার হবে না ! বেথ, যদি তোমার অসুখ করে আমি নিজেকে মাপ করতে কখনও পারব না ! ইস্, কি করি আমরা ?'

'ভয় পেও না। মনে হয় আমার জ্বর বেশী হবে না। আমি মায়ের বইতে দেখলাম, জ্বরটা সুরু হয় মাথাধরা, গলাব্যথা ও আমার মত অদ্ভুত ধরণ নিয়ে। তাই বেলাডোনা খেলাম। এখন ভালো আছি।' ভালো দেখাবার চেষ্টায় বেথ উত্তপ্ত কপালে নিজের ঠাণ্ডা হাত রেখে বলল।

'মা যদি এখানে থাকতেন !' জো বলে উঠল। বইখানা নিল সে ; মনে হল, ওয়াশিংটন অনেক, অনেক দূরে। একটা পাতা পড়ে বেথের দিকে চাইল জো, ওর মাথায় হাত দিল, গলার মধ্যে উঁকি মেরে দেখে গম্ভীর হয়ে বলল, 'এক সপ্তাহেরও বেশী তুমি রোজ বাচ্চাটাকে দেখতে গেছ। যাদের জ্বর হবে, ভয় হচ্ছে, তুমিও তার মধ্যে, বেথ। হ্যানাকে ডাকছি, ও অসুখের বিষয়ে সমস্ত জানে।'

বেথ উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন করল, 'এমিকে আসতে দিও না। ওর আগে হয়নি, ওকে ছোঁয়াচ দিতে চাইনা। তুমি ও মেগ আবার কি ছোঁয়াচ পেতে পার ?'

জো বিড়বিড় করে বলল, 'মনে হয় না। আমার হলেও গ্রাহ্য

করি না। স্বার্থপর জানোয়ার আমি, হলে ঠিক হয়। রাবিশ লেখার জন্যে তোমাকে আমি যেতে দিলাম!' জো হ্যানার সঙ্গে পরামর্শ করতে গেল।

ভালমানুষ হ্যানা তক্ষুণি জেগে উঠল এবং নেতৃত্ব নিয়ে নিল। সে জো-কে আশ্বাস দিল, চিন্তার কারণ নেই, সকলেরি লালজ্বর হয়, ঠিকমত চিকিৎসা হলে কেউ মরে না। জো বিশ্বাস করে আশ্বস্ত মনে মেগের সন্ধানে গেল।

বেথকে পরীক্ষা ও প্রশ্নাদি করার পরে হ্যানা বলল, 'কি করা দরকার, বলছি। লক্ষ্মী, তোমাকে একবার দেখার জন্যে ডাক্তার ব্যাঙ্গস্‌কে ডাকছি, আমরা ঠিক বলছি কি না। তারপর, এমিকে কয়েকদিনের মত মার্চ পিসার ওখানে পাঠিয়ে দিই, যাতে ওর ক্ষতি না হয়। তোমরা একজন বাড়ী থেকে দু'একদিন বেথকে ভুলিয়ে রাখতে পারবে।'

উৎকণ্ঠিত ও আত্মধিকৃত মেগ বলল, 'আমি বড়, আমিই থাকব।' জো জোরের সঙ্গে বলল, 'আমার দোষে বেথের অসুখ করেছে। ছোটাছুটির কাজ আমি করব, মাকে বলেছিলাম, আমিই থাকব।' হ্যানা বলল, 'বেথ, কাকে চাও? একজনকে মাত্র দরকার।' 'জো', বেথ বোনের গায়ে তৃপ্তিপূর্ণ ধরণে মাথা হেলিয়ে বলল। ব্যাপারটার মীমাংসা হয়ে গেল।

মেগ বলল, 'এমিকে খবর দিই গে।' একটু আহত বোধ করলেও মেগ সব জড়িয়ে বেঁচে গেল। সে শুশ্রূষা ভালবাসে না, জো বাসে।

এমি সোজাসুজি বিদ্রোহ জানাল। সতেজে জাহির করল যে, মার্চপিসীর বাড়ী যাওয়ার চেয়ে জ্বর হওয়া ভাল। মেগ বৃথাই যুক্তি, আদেশ, অনুনয় দিয়ে বোঝানোর প্রয়াস পেল। এমি অস্বীকৃতি জানাল যেতে। মেগ হতাশ হয়ে হ্যানাকে জিজ্ঞাসা করতে গেল, কি করা যায়। মেগ ফেরার আগে লরি বসবার ঘরে ঢুকে দেখল, সোফার কুশানে মুখ গুঁজে এমি কাঁদছে। সান্ত্বনার ভরসায় এমি ঘটনাটি লরিকে বলে দিল। কিন্তু লরি পকেটে হাত পুরে, আস্তে শীষ দিতে দিতে ঘরে পাইচারি করতে লাগল। গভীর চিন্তায় ভ্রূকুঞ্চিত তার।

একটু পরে এমির পাশে বসে, ওর সর্বাপেক্ষা তোয়াজের স্বরে লরি বলল, 'বুঝদার মহিলা হও, যা বলে ওরা শোন। কেঁদনা, শোন, আমার

প্ল্যানটা। মার্চপিসীর বাড়ী চলে যাও, রোজ আমি যেয়ে তোমাকে বেড়াতে নিয়ে যাব, গাড়ী চড়ে বা হেঁটে। আমরা দিব্যি মজা মারব। এখানে বসে গোঁজগোঁজ করার চেয়ে ভাল নয়?'

এমি অনুযোগের স্বরে, 'আমি যেন আপদ এভাবে আমাকে সরানো আমি চাই না।'

'বাচ্চা, কি মুস্কিল, তোমার ভালোর জন্যেই। তুমি অসুখটা চাওনা তো?'

'না, নিশ্চয় নয়। কিন্তু, জানি আমার হবে, বেথের সঙ্গে সারাক্ষণ আমি ছিলাম।'

'সেইজন্যেই তোমার এক্ষুনি সরে যাওয়া কর্তব্য তাহলে রোগ হবে না। হাওয়া বদলে, যত্নে তোমার শরীর ভাল থাকবে, জানি। যদি না-ও থাকে, জ্বরটার প্রকোপ কম হবে। যত তাড়াতাড়ি পার, চলে যাওয়ার পরামর্শ দিই তোমাকে। মিস্. লালজ্বর ঠাট্টা তামাসার ব্যাপার নয়।'

এমি ভীত হয়ে বলল, 'মার্চপিসীর ওখানে বিশ্রী লাগে, উনি বেজায় রাগী।'

আমি রোজ বেথের খবর দিতে বা তোমাকে ফূর্তি করতে নিয়ে যাবার জন্যে যাব। তাহলে বিশ্রী লাগবে না। বৃদ্ধা মহিলা আমাকে পছন্দ করেন। ওঁর সঙ্গে যতদূর সম্ভব মধুর ব্যবহার করব। তাহলে আমরা যা খুশী করি না, উনি ঠোক্কর মারবেন না।'

'তুমি আমাকে পাকের দোলা দেওয়া গাড়ীটায় বেড়াতে নিয়ে যাবে?

'ভদ্রলোকের সম্মানে শপথ করে বলছি।'

'রোজ আসবে?'

'দেখে নিও, আসি কি না।'

'যক্ষুনি বেথ ভাল হয়ে উঠবে, সেই মিনিটে আমাকে ফিরিয়ে আনবে?'

'ঠিক সেই মিনিটে।'

'সত্যি, থিয়েটারে নিয়ে যাবে?'

'যদি আমাদের পক্ষে সম্ভব হয়, এক ডজন থিয়েটার দেখব।'

'বেশ—মনে হয়—আমি যাব।' এমি ধীরে ধীরে বলল।

'লক্ষী মেয়ে! মেগকে ডেকে বলি, তুমি রাজী হয়েছ।' লরি তারিফে

পিঠ চাপড়ে বলল। 'রাজী হওয়ার' চেয়ে এমি এটায় আরও বিরক্ত।

তাজ্জব দেখার উদ্দেশ্যে মেগ, জো ছুটে এল। অতিশয় সম্মানী ও স্বার্থত্যাগীর ভাবে, ডাক্তার বেথের অসুখ জানালে, এমি চলে যেতে মত দিল।

লরি প্রশ্ন করল, "আমাদের খুকু কেমন আছে?" বেথ ওর বিশেষ প্রিয়, দেখাতে ভাল না বাসলেও বেথের জন্য সে বিশেষ উদ্বিগ্ন।

মেগ উত্তর দিল, "মায়ের বিছানায় শুয়েছে বেথ, ভাল বোধ করছে। বাচ্চাটার মৃত্যুতে আঘাত পেয়েছে, কিন্তু বলতে পারি ওর শুধু সর্দি হয়েছে। হানারও সেই মত। কিন্তু হানা খুব মুষড়ে গেছে। তাই দেখে আমি চঞ্চল।"

আক্ষেপসহ চুলগুলো আলুথালু করে জো বলল, "পৃথিবীটা কী পরীক্ষার স্থান! একটা বিপদ থেকে মুক্তি পাওয়ামাত্র আর একটা এল। মা নেই, কিছু আঁকড়ে ধরার মত দেখা যাচ্ছেনা। আমি অগাধ জলে পড়েছি।"

'নিজেকে সজারু বানিয়ে তুলো না, ভাল দেখায় না। চুলগুলো গুছিয়ে নামাও, জো। বলতো, তোমার মাকে তার করব; কিম্বা অন্য কিছু করব?' লরি বলল। বন্ধুর একমাত্র সৌন্দর্যহানি সে মেনে নিতে পারেনি।

মেগ বলল, 'সেটাই মুস্কিলে ফেলেছে। আমার মনে হয়, সত্যি বেথের অসুখ করলে, মাকে জানানো উচিত। কিন্তু হানা বলছে 'না'। মা বাবাকে ছেড়ে আসতে পারবেনা; শুধু ওঁদের উৎকণ্ঠিত করা হবে। বেথের অসুখ বেশীদিন থাকবেনা, কি করা দরকার, হানা ঠিকমত জানে। মা বলে গেছেন আমাদের, ওর কথা শুনে চলতে হবে। তাহলে শোনাই উচিত। কিন্তু আমার কাছে এটা ঠিক মনে হচ্ছেনা।'

'হুঁ, আমি বলতে পারিনা। ডাক্তারবাবু দেখে যাওয়ার পরে ঠাকুরদাকে জিজ্ঞাসা করো।'

'কোরব। জো, যেয়ে ডাক্তার ব্যাঙ্গস্‌কে এক্ষুণি নিয়ে এসো' মেগ আদেশ দিল, 'উনি দেখে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা কিছু স্থির করতে পারছি না।'

—লরি টুপী উঠিয়ে বলল, 'জো, যেখানে আছে, থাক। এই প্রতিষ্ঠানের আমি সংবাদবহ।'

মেগ বলল, 'ভয় হয়, তোমার কাজ আছে।'

'না। দিনের পড়া শেষ করে ফেলেছি।'

জো জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি ছুটির সময়ে পড়াশোনা কর ?'

'আমার প্রতিবেশীদের সদুদাহরণ অনুসরণ করি'—ঘর থেকে তুলে বেরিয়ে যেতে যেতে লরির উত্তর।

বেড়া-টপ্কানো লরিকে লক্ষ্য করে, সমর্থনসূচক হাস্যে জো বলল, 'আমার ছেলের বিষয়ে খুব আশা আছে।'

মেগের বিষয়বস্তুতে মনোযোগ না থাকায় নীরস উত্তর দিল সে, 'একজন ছেলের পক্ষে—ও বেশ চালাচ্ছে।'

ডক্টর্ ব্যাঙ্গস্ এলেন, বল্লেন বেথের জ্বর হবার লক্ষণগুলি রয়েছে, কিন্তু হয়তো কম হবে। তিনি কিন্তু হামেল-কাহিনী শুনে চিন্তিত। এমিকে তৎক্ষণাৎ সরিয়ে ফেলার হুকুম এল, বিপদমুক্তির মত কিছু দেওয়া হল তাকে। জো এবং লরির হেফাজতে সে অতি শোভনভাবে যাত্রা করল।

তাঁর চিরাভ্যস্ত আতিথ্যে মার্চপিসী ওদের গ্রহণ করলেন। তিনি চশমার ওপর দিয়ে তীব্র দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন, "এখন আবার কি চাও তোমরা ?" ওঁর চেয়ারের পিঠে-বসা টিয়া চেঁচিয়ে উঠল,—

'চলে যাও। ছেলেদের এখানে আসা চলবে না।'

লরি জানালার কাছে সরে গেলে জো ঘটনা বলল।

'গরীবগুবুরো লোকের মধ্যে ছোঁক-ছোঁক করতে গেলে এমনটা হবেই, আমি আশা করেছিলাম। তার চেয়ে বেশী কিছু নয়। এমি থাকতে পারে। যদি ওর অসুখ না করে, নিঃসন্দেহে করবেই, দেখে মনে হচ্ছে তাই, ও তবে কাজে লাগতে পারে। কেঁদ না বাছা, কাউকে ফোঁসফোঁসাতে দেখতে আমার জ্বালাতন লাগে।'

এমি কাঁদ-কাঁদ; কিন্তু লরি ধূর্তভাবে টিয়ার ল্যাজে একটা টান দিল। পলি তাতে বিস্ময়ে আওয়াজ করে বলে উঠল, 'আমার বুটযোড়া রক্ষা কর।' এমনি মজার ঢংএ বলল যে, এমি কান্নার বদলে হেসে দিল।

বৃদ্ধা মহিলা গম্ভীর চালে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মায়ের কাছ থেকে কি খবর পেলে ?'

গাম্ভীর্যরক্ষার প্রয়াসসহ জো উত্তর দিল, 'বাবা অনেকটা ভালো।'

সুখকর উত্তর এল, 'তাই না কি? আচ্ছা, আমার মনে হয়, সেটা বেশীদিন থাকবে না। মার্চের কোন সহনশীলতা কখনও ছিল না।'

আসনে নেচে নেচে পলি খল্‌খল্‌ করে উঠল, 'হা, হা! বলোনা মরার কথায়, একটিপ নস্যি নাও, বিদায়, বিদায়!' সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা মহিলার টুপী আঁচড়াতে লাগল। লরি ওর ল্যাজ মলে দিয়েছে কি না।

'বুড়ো অভদ্র পাখী, মুখ সামলাও!' পলি চেয়ার থেকে ঝাঁপিয়ে গড়িয়ে পড়ে চেঁচাল। 'ফাঁপা মগজ' ছেলেকে ঠোকরাতে গেল ও। সে শেষ কথায় হাসতে হাসতে গড়িয়ে পড়ছে।

মার্চপিসীর সাহচর্যে একা এমি চিন্তা করল, 'মনে হয় না আমি সহ্য করতে পারব, কিন্তু চেষ্টা কোরব।'

পলি চীৎকার দিল, 'বিকট মূর্তি, দূর হও তুমি!' এই অভদ্র কথায় এমি একবার ফোঁপানি আর দমন করতে পারল না।

আঠারো

বিষণ্ণ দিন

বেথের জ্বর হল। ডাক্তার ও হ্যানা ছাড়া কেউ জানল না, সে আরও কত অসুস্থ। মেয়েরা রোগের কিছুই জানে না, শ্রীযুক্ত লরেন্সের কাছে আসা মানা। নিজের ধরণে হ্যানার সমস্ত কিছু চলল। কর্মব্যস্ত ডাক্তার ব্যাঙ্গস্ যথাসাধ্য করলেন, অনেকটা ছেড়ে দিলেন তিনি নিপুণা শুশ্রূষাকারিণীর ওপর। কিঙদের ছোঁয়াচ দেবার ভয়ে মেগ বাড়ীতে থেকে ঘরকন্না দেখা-শোনা করতে লাগল। চিঠি লেখার সময়ে, বেথের অসুস্থতার বিষয়ে না লেখার ফলে, সে একটু অপরাধী বোধ করত। উৎকণ্ঠও খুব। মাকে ছলনা করা উচিত মনে করে না সে। কিন্তু হ্যানার কথা শুনতে আদিষ্ট। হ্যানা আবার 'মিসেস মার্চকে বলে কয়ে ওনাকে এতটুকুনের জন্যে ভাবনা করানো'-র কথা কানেও তুলছে না।

দিনরাত জো বেথের সেবারত। কাজটা কঠিন নয়, কারণ বেথ খুবই সহিষ্ণু,যতক্ষণ নিজেকে সংবরণ করতে পারে সে, নীরবে ব্যথা সহ্য করত। কিন্তু এমন সময়ও এল,যখন জ্বরের ধমকে বেথ ভাঙা মোটা গলায় কথা বলতে সুরু করল। বিছানার আচ্ছাদনীর উপরে যেন তার প্রিয় ছোট পিয়ানোটা বাজাচ্ছে, এমন ভাবে সে হাত চালাল। স্ফীতকণ্ঠে কোন সুর নেই, তথাপি সে গান গাইতে চেষ্টা করল। এমন সময় এল, যখন চারদিকের পরিচিত মুখগুলি না চিনে, সে ভুল নামে তাদের ডাকল, করুণ কণ্ঠে জননীকে ডাকল, তখন জো ভয় পেল, মেগ সত্য কথা লেখার জন্য অনুনয় করল, হ্যানা পর্যন্ত বলল যে, 'যদিচ এখনও বিপদ নেই, তবু ভেবে দেখবে এ বিষয়ে।' ওয়াশিংটনের এক চিঠি ওদের আরও ব্যস্ত করে তুলল, কারণ শ্রীযুক্ত মার্চের আবার অসুখ করেছে এবং দীর্ঘদিন তিনি বাড়ী আসতে পারবেন না।

কী বিষণ্ণ দিনগুলি এখন, কী দুঃখভরা নির্জন গৃহ! মেয়েরা কাজ করে যাচ্ছে, অপেক্ষা করছে, আর একদা সুখী গৃহখানির ওপর মৃত্যুর ছায়া ভাসছে। কী ভারাক্রান্ত মন বোনগুলির! তখনি মার্গারেট প্রায়ই হাতের কাজে চোখের জল ফেলতে ফেলতে, একা বসে অনুভব করত, যে-সকল

বস্তু টাকায় কেনা যায় না, তাদের দ্বারা কত সুখী ছিল সে—প্রেমে, আশ্রয়ে শান্তি ও স্বাস্থ্যে। সেগুলোই জীবনের যথার্থ সম্পদ। অন্ধকার ঘরে বসে, রুগ্ন ছোট বোনটিকে সর্বদা চোখের সামনে রেখে, তার করুণ স্বর কানে শুনে, জো তখন বেথের স্বভাবজ সৌন্দর্য ও মাধুর্য দেখার শিক্ষা পেল। বেথের স্বার্থশূন্য আকাঙ্খা অন্যের জন্য বাঁচা, গৃহকে সার্বজনীন সহজ মূল্য-বোধে সুখদায়ক করে তোলার মূল্য দিল জো। ওই ঘটনাগুলোকে সকলের প্রতিভা, রূপ বা ঐশ্বর্যের চেয়ে অধিক মূল্য দেওয়া উচিত।

নির্বাসিত এ্যমি বাড়ী ফিরতে ব্যগ্র, তাহলে বেথের কাজ করে দিতে সে পারবে। মনে হল, কোন কাজই কঠিন বা বিরক্তিজনক হবে না। অনুতপ্ত শোচনায় সে মনে করল, কত অবহেলিত কর্তব্যকর্ম বেথের সহৃদয় হাত দু'খানি ওর জন্য করে দিয়েছে। লরি অশান্ত প্রেতাত্মার মত বাড়ীর মধ্যে ফিরতে লাগল। মিষ্টার লরেন্স গ্র্যাণ্ড পিয়ানোটায় চাবী দিলেন। যে ছোট্ট প্রতিবেশিনী ওঁর গোধূলিবেলা আনন্দময় করে তুলত, তার কথা মনে করার সহনশীলতা ছিল না ওঁর। প্রত্যেকে বেথের অভাব অনুভব করে। গোয়ালা, রুটীওলা, মুদি, মাংসওলা সে কেমন আছে খোঁজ নেয়। বেচারী মিসেস হামেল তাঁর অনবধানতার জন্য ক্ষমা চাইতে এলেন, সঙ্গে মিনার জন্য শবাচ্ছদনী বস্ত্রের প্রার্থনা। প্রতিবেশিবৃন্দ নানারূপ আরামের বস্তু এবং শুভেচ্ছা পাঠায়। যারা বেথের বিশেষ অন্তরঙ্গ, তাঁরাও লাজুক ছোট বেথের অত বন্ধু দেখে বিস্মিত।

এদিকে সে বিছানায় শুয়ে, পাশে পুরণো জোয়ানো। তার বিভ্রান্তির মধ্যেও বেথ তার সঙ্গীহীন আশ্রিতাকে ভোলেনি। সে বেড়ালগুলোর সঙ্গ চাইলেও ছোঁয়াচ দেবার ভয়ে কাছে আনেনি। জো-এর কারণে সে উৎকণ্ঠ। এমিকে স্নেহপূর্ণ খবর পাঠিয়ে, সে মাকে চিঠি লিখবে শীঘ্রই, বলতে বলে সবাইকে। বাবা মনে না করেন, বেথ তাঁকে অবহেলা করছে, তাই প্রায়ই সে পেন্সিল-কাগজ চায় একটা কথা লেখার উদ্দেশে। কিন্তু শীঘই এই জ্ঞানের মুহূর্তগুলো পর্যন্ত শেষ হয়ে গেল। ঘণ্টার পর ঘণ্টা সে এপাশ ওপাশ ছটফট করতে করতে শুয়ে পড়ে রইল। কথা অসংলগ্ন, কখনও গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। সেই নিদ্রা স্বস্তি আনত না। ডাক্তার ব্যাঙ্গস্ দিনে দু'বার আসতেন। হ্যানা রাত্রে বসে থাকত। মেগ ডেস্কে, যে কোন সময়ে

পাঠাবার উদ্দেশে, তারবার্তা তৈরি রাখত। জো বেথের পাশ থেকে কখনই নড়ত না।

তাদের কাছে পয়লা ডিসেম্বর শীতার্তরূপে এল। তীব্র বায়ু বইতে লাগল, তুষার দ্রুত ঝরতে লাগল। মৃত্যুর জন্য যেন বৎসর প্রস্তুত হচ্ছে। সকালে ডকটর ব্যাঙ্গস্ এসে বেথের প্রতি দীর্ঘকাল চেয়ে রইলেন, নিজের দুহাতে উত্তপ্ত হাতখানা চেপে রাখলেন এক মিনিট, আস্তে নামিয়ে দিয়ে হ্যানাকে নিম্নস্বরে বললেন, 'যদি মিসেস মার্চ স্বামীকে রেখে আসতে পারেন, ওঁকে আসতে বললে ভাল হয়।'

হ্যানার ঠোঁট অশান্তিভরে কেঁপে ওঠায় সে কথা না বলে মাথা নাড়ল। ওই কথাগুলোয় যেন মেগের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ থেকে শক্তি চলে গেল, সে একটা চেয়ারে ধপ্ করে বসে পড়ল।

একটু শাদা মুখে দাঁড়িয়ে থেকে জো বসার ঘরে ছুটল। তারটা তুলে নিয়ে, জামাকাপড় পরে ঝড়ের মুখে বেগে বার হয়ে গেল। সে তক্ষুণি ফিরে এল, ক্লোকটা নিঃশব্দে খোলার সময়ে, লরি চিঠিহাতে এসে বলল যে, শ্রীযুক্ত মার্চ পুনরায় সেরে উঠছেন। জো কৃতজ্ঞতা ভরে চিঠিখানা পড়ল বটে কিন্তু মনের ভার নড়ল না। মুখখানা এত দুঃখভরা যে লরি দ্রুত জিজ্ঞাসা করল—'কি ব্যাপার? বেথের অবস্থা বেশী খারাপ?'

জো রবারের জুতো টেনে খুলতে খুলতে করুণভাবে বলল, 'মাকে খবর দিয়েছি।'

'জো, বেশ করেছ! তুমি নিজের দায়িত্বে করলে নাকি? লরি প্রশ্ন করল। জো-এর হাত কাঁপছে দেখে, হলের চেয়ারে ওকে বসিয়ে, লরি বিদ্রোহী জুতোযোড়া খুলে নিল।

'না, ডাক্তার বাবু বলেছেন।'

লরি চকিত হয়ে বলল, 'জো, এতই খারাপ না কি অবস্থা?'

'হ্যাঁ, -তাই। ও আমাদের চিনছে না। দেওয়ালের আঙুরপাতা-গুলোকে সে সবুজ ঘুঘুর ঝাঁক বলত। ওদের কথাও বলছে না। আমার বেথের মত বোধ হচ্ছেনা ওকে। সহ্য করায় শক্তি দেবার কেউ নেই। মা—বাবা দুজনেই দূরে; ঈশ্বর এত দূরে যে, তাঁকে খুঁজে পাচ্ছি না।''

বেচারী জো-এর গাল বেয়ে চোখের জল ঝরছে। অন্ধকারে হাতড়াবার অসহায় ভঙ্গিতে হাত বাড়িয়েছে ও। লরি হাতখানা ধরে, গলার রুদ্ধবেগ সত্ত্বেও যথাসাধ্যভাবে, চাপা গলায় বলল, 'আমি এখানে আছি। আমার ওপর নির্ভর করো, ভাই জো!'

কথা বলতে পারল না জো, কিন্তু নির্ভর করল। বন্ধুর মানুষী হাতের তপ্ত করাগ্রাস ওর বিক্ষত হৃদয়ে আরাম দিল। যেন তাঁরি কাছাকাছি আরও টেনে নিল হাতখানি।

লরির কিছু সস্নেহ সান্ত্বনাপ্রদ কথা বলার বাসনা জাগল। কিন্তু উপযুক্ত কথার অভাবে, সে নীরবে জো-এর মায়ের প্রণালীতে, অবনত মাথায় আস্তে হাত বুলোতে লাগল। ভালো কাজই সর্বোত্তম বাগ্মিতার চেয়ে অনেক জ্বালাজুড়নো। জো অকথিত সহানুভূতিটি অনুভব করল। নীরবে যে-স্নেহ দুঃখে মধুর প্রলেপ লাগায়, তাকে চিনে নিল জো। অশ্রুজলে ব্যথা উপশমের পরে, চোখ মুছে, কৃতজ্ঞতায় সে বলল, 'ধন্যবাদ, টেডি। আমি অনেকটা ভাল। আমি এখন তত একা বোধ করছিনা। যদি অঘটন ঘটে, সয়ে নেবার চেষ্টা পাব।'

'ভালোর আশা রেখো তাতে সাহায্য হয়; জো শিগ্‌গিরি তোমার মা চলে আসছেন। তখন সমস্ত ঠিক হয়ে যাবে।'

জানুর ওপর ভিজে রুমাল শুকোতে বিছিয়ে জো নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'বাবা একটু ভালো জেনে ভারি খুশী লাগছে। এখন মায়ের ওঁকে রেখে আসতে তেমন খারাপ লাগবে না। বাবাগো, মনে হচ্ছে, যেন দল বেঁধে সব বিপদ-আপদ আসছে। আমারি ঘাড়ে সব থেকে ভারী বোঝাটা।'

লরি বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'মেগ সমানভাবে সাহায্য করছে না?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয়। সে চেষ্টা করে, কিন্তু আমার মত বেথিকে সে তো ভালবাসতে পারে না। আমার মতো সে তো অভাব অনুভব করবে না। বেথ আমার বিবেক। তাকে ছাড়তে পারিনা। পারিনা, আমি পারিনা।'

ভিজে রুমালে মুখ লুকিয়ে জো দারুণ কাঁদতে লাগল। এতক্ষণ সাহসে বুক বেঁধে ছিল সে, এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলেনি। লরি চোখের

উপর হাত বোলাল, কিন্তু গলার দমবন্ধ ভাব ও ঠোঁটের কম্পন দমন না করে কথা বলতে পারল না। পুরুষালী নয়, কিন্তু ওর উপায় ছিলনা। আমি এতে খুশী হলাম। খানিকটা পরে জো এর কান্না কমে গেলে, লরি আশাভরে বলল, 'মনে হয় না ও মারা যাবে। ও এত ভালো, আমরা ওকে এতই ভালবাসি, ভগবান এখনি ওকে নেবেন, বিশ্বাস হয় না!'

'ভালো ও প্রিয় লোকেরা সর্বদা মরে যায়' জো গুমরে বলল কিন্তু কান্না থামাল। নিজের সংশয় ও ভয় সত্ত্বেও বন্ধুর কথায় মন ভাল হয়ে গেছে।

'বেচারী! একেবারে ভেঙে পড়েছে। এমন হতাশা তোমার উপযুক্ত নয়। থামো, এক লহমায় তোমাকে খুশী করে তুলছি।'

লরি ছুটো করে সিঁড়ি লাফিয়ে ওঠে গেল। টেবলের ওপর বেথের ছোট বাদামী টুপিটা যেমন রেখেছিল, তেমনি আছে। কেউ সরায়নি। জো শ্রান্ত মস্তক নামাল সেখানে। নিশ্চয় যাদু জানে টুপীটা। মালিকানীর নম্র সত্তা জো-এর মধ্যে নিহিত হয়ে গেল যেন। যখন লরি একগ্লাস সুরা নিয়ে ছুটে নেমে এল, জো সহাস্যে গ্রহণ করে, নির্ভীকসুরে বলল, 'আমি আমার বেথের স্বাস্থ্য কামনায় পান করেছি। টেডি, তুমি দিব্যি চিকিৎসক, আর এত স্বস্তিদায়ক বন্ধু! কি করে তোমার ঋণ শোধ করি?' জো বলল। সুরাসারে ওর দেহ সতেজ হল, বিপন্ন মন যেমন সতেজ হয়েছিল সহৃদয় বাক্যে।

কোন কারণে নিরুদ্ধ তৃপ্তিপূর্ণ মুখে, হেসে হেসে লরি জো-কে বলল, 'ক্রমে বিল পাঠিয়ে দেব আমার। আজ রাত্রে এমন একটা কিছু দেব তোমাকে, যাতে তোমার মনের রন্ধ্র পর্য্যন্ত পরিপূর্ণ হয়ে উঠবে, গাদা-গাদা পানীয়েও তা হবে না।'

কৌতূহলে জো নিজের দুঃখ একটুক্ষণের জন্য ভুলে যেয়ে জিজ্ঞাসা করল, "সেটা কি?"

"আমি গত রাত্রে তোমার মাকে তার করে দিয়েছি। ব্রুক উত্তর পাঠিয়েছেন যে, মা এখনি চলে আসছেন। আজই রাত্রে উনি এখানে পৌঁছে যাবেন, সব ঠিক হয়ে যাবে। আমি এ কাজ করায় তুমি খুশী হয়েছ?"

লরি এক মিনিটের মধ্যে আরক্ত ও উত্তেজিত হয়ে খুব দ্রুত কথা বলতে লাগল। সে মেয়েদের পাছে হতাশ করে, বা বেথের ক্ষতি করে ভেবে, পরিকল্পনাটি গোপন রেখেছিল। জো শাদা হয়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠল। যে-মুহূর্তে লরির কথা শেষ, জো তার গলা জড়িয়ে, বিদ্যুৎ সঞ্চারিত করে, সানন্দে চেঁচিয়ে উঠল, 'লরি। মা। আমি কী খুশী হয়েছি!'

জো ফের কাঁদল না, কিন্তু হিষ্টেরিয়ার ঢং-এ হাসতে লাগল।

যেন আকস্মিক সংবাদে অভিভূত, জো কেঁপে উঠে বন্ধুকে আঁকড়ে রইল।

যদিও বিশেষ বিস্মিত, তথাপি লরি খুব প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব দেখাল। সে জো-এর-পিঠে সান্ত্বনাচ্ছলে চাপড়ে দিল। সে সামলে উঠছে দেখে লরি একটা-দুটো লাজুক চুমো দিল, ফলে জো তৎক্ষণাৎ সুস্থির। রেলিং ধরে জো আস্তে আস্তে লরিকে সরিয়ে বলল, 'না, না। আমি কিন্তু এমনধারা করব ভাবিনি। ভারী অদ্ভুত হয়েছে। কিন্তু হানা থাকা সত্ত্বেও তুমি এমন লক্ষ্মীর মত নিজে থেকে এ ব্যবস্থা করেছ যে, তোমাকে ঝাঁপিয়ে না ধরে থাকতে পারিনি। খুলে বলো আমাকে। মদ আর দিও না। তাতেই এমনধারা করেছি।'

টাই গুছিয়ে লরি হেসে উঠল, 'আমি কিন্তু কিছু মনে করিনি। জানো, আমি অস্বস্তি বোধ করছিলাম, ঠাকুরদাও তাই। আমরা ধরে নিলাম যে, হানা সর্দারী বেশী বেশী করছে, তোমার মায়ের জানা উচিত। যদি বেথ,— ধরো কিছু যদি হয়েই যায়, বুঝেছ, তিনি কখনও আমাদের মাপ করবেন না। তাই ঠাকুরদাকে গিয়ে বললাম যে, এখন আমাদের কিছু করবার সময় এসে গেছে। গতকাল আমি ডাকঘরে ছুটলাম, কারণ, ডাক্তারবাবুকে চিন্তিত দেখাল। আর, যখন তার পাঠাবার কথা বললাম, হানা আমার মাথা কেটে ফেলে আর কি। আমার ওপর 'খবরদারী করা' আমার সহ্য হয় না। কাজেই মন স্থির হয়ে গেল। আমি কাজটা করলাম। জানি, তোমার মা আসবেন। শেষ ট্রেন রাত্রি দুটোয়। আমি ওঁকে আনতে যাব। যতক্ষণ না মহিয়সী মহিলা এখানে পৌঁছন, তোমার উত্তেজনা চেপে রাখো ছিপি এঁটে, বেথকে ঠাণ্ডা রাখো।'

'লরি, তুমি দেবদূত। কি করে তোমাকে ধন্যবাদ জানাই।'

প্রায় একপক্ষ বাদে লরি দুষ্টভঙ্গিতে বলল, 'আমাকে ঝাঁপিয়ে ধরো। আমার ভালই লাগে।'

'না, ধন্যবাদ। যখন তোমার ঠাকুরদা আসবেন, তাঁকেই বদলে ধরবো। ঠাট্টা কোর না। বাড়ী যেয়ে বিশ্রাম নাও। কারণ, অর্দ্ধেক রাত তোমাকে জাগতে হবে। কল্যাণ হোক, টেডি, তোমার কল্যাণ হোক।'

জো কোনঘেঁষা হয়ে ছিল। কথার শেষে দ্রুত সে রান্নাঘরে অদৃশ্য। সেখানে ড্রেসারের ওপর বসে সমবেত মার্জারকুলকে খবর দিল যে, সে 'সুখী বড় সুখী!' জিনিষটা ভাল ভাবে করেছে ভেবে লরি চলে গেল।

জো সুসংবাদ দিলে হ্যানা স্বস্তিভরে বলল, 'এমনটি নাকগলানো ছোকরা দেখিনি। তবে ওকে মাপ করলাম। ভরসা করি, তাড়াতাড়ি মিসেস মার্চ চলে আসবেন।'

মেগ শান্ত উচ্ছ্বাসে প্লাবিত, তারপর চিঠি নিয়ে ভাবনা চিন্তা; জো রোগীর ঘরখানা গুছিয়ে ফেলল। অপ্রত্যাশিত অতিথির সম্ভাবনায় হ্যানা খাড়া করে ফেলল একযোড়া পাই।

তাজা বাতাসের নিঃশ্বাস যেন বাড়ীর মধ্যে চলল। রবিরশ্মির চেয়ে উজ্জ্বলতর কিন্তু নিশ্চুপ ঘরগুলো উজ্জ্বল করে তুলল।

প্রত্যেকটি বস্তু আশাময় পরিবর্তনে স্পন্দিত; বেথের পাখী আবার গান গেয়ে উঠল; একটা আধফোটা গোলাপ জানালার কাছে এমির ঝাড়ে ফুটেছে; অগ্নি অভূতপূর্ব পুলকে প্রজ্জ্বলিত। প্রতিবার পরস্পরের সঙ্গে দেখা মাত্র মেয়েদের রক্তশূন্য মুখ হাসিতে ভরে যাচ্ছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে ওরা উৎসাহ দিচ্ছে, 'ভাই, মা আসছেন! মা আসছেন!'

বেথ ভিন্ন সকলের আনন্দ। সে অবসাদনিদ্রায় আচ্ছন্ন পড়ে আছে। আশা, আনন্দ, সংশয়, বিপদে সমান অজ্ঞান। বড়ই দুঃখজনক দৃশ্যটি, —একদা লালচে মুখখানি এতই ভাবশূন্য ও পরিবর্তিত; একদা কর্মব্যস্ত হাত দুখানি এতই দুর্বল ও জীর্ণ; একদা হাস্যরত ঠোঁট দুখানি একেবারে শুষ্ক; একদা মনোজ্ঞ, সুবিন্যস্ত চুলগুলো বালিশে জটাবদ্ধ রুক্ষ হয়ে লুটোচ্ছে। সারাদিন অমনি রইল সে, কখনও কখনও জেগে কেবল অস্ফুট স্বরে 'জল' বলতে লাগল। ঠোঁট এত শুষ্ক যে, কথা বলা প্রায় অসাধ্য। সারাদিন জো ও মেগ ওর মুখের ওপর পাহারা, প্রতীক্ষা, আশা, ঈশ্বরে ও মাতায়

বিশ্বাস নিয়ে পড়ে রইল। সারাদিন বরফ ঝরল, তীক্ষ্ণ বাতাস আস্ফালন করল, অতি ধীরে গড়িয়ে গড়িয়ে প্রহর চলল। অবশেষে রাত হ'ল। প্রত্যেকবার ঘড়িতে ঘণ্টা বাজার সময়ে, বোনেরা আগাগোড়া বিছানার ধারে বসে, প্রদীপ্ত চোখে পরস্পরের প্রতি চাইল, কারণ, প্রতিটি প্রহর সহায়তার আশা নিকটে এনে দিচ্ছে। ডাক্তার বলে গেলেন যে, ভাল বা মন্দ কোন পরিবর্তন মধ্যরাত্রির কাছাকাছি দেখা দেবে। সেই সময়ে তিনি ফিরে আসবেন।

একান্ত পরিশ্রান্ত হ্যানা বিছানার পায়ের কাছে সোফায় শুয়ে গভীর ঘুমে ডুবে গেল। বসার ঘরে শ্রীযুক্ত লরেন্স ইতস্ততঃ পায়চারি করছেন। মনের ভাব যে, শ্রীমতী মার্চের প্রবেশের সময়ে উদ্বিগ্ন মুখচ্ছবির সম্মুখে দাঁড়ানোর চেয়ে তিনি বরঞ্চ বিদ্রোহী সৈন্যদলের সম্মুখীন হতে পারেন। লরি বিশ্রামের অজুহাতে রাগের উপর শায়িত। কিন্তু সে চিন্তামগ্ন দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চেয়ে ছিল—তার কাল চোখদুটি সুশোভন, কোমল ও স্বচ্ছ লাগছিল।

সেই রাত্রি মেয়েরা কখনও ভোলেনি। নিঃসহায়তার ভয়াবহ অনুভূতিসহ তারা প্রহর জাগিয়ে চলল, ঘুম হল না। সেই ধরণের মুহূর্তগুলোয় অমন ভাব হয়।

মেগ আন্তরিকভাবে চাপাস্বরে বলল, 'যদি ভগবান বেথকে বাঁচিয়ে দেন, আমি আর কখনও অভিযোগ করব না।'

জো সমান আবেগে উত্তর দিল দিল, 'যদি ভগবান বেথকে বাঁচিয়ে দেন, সারা জীবন আমি তাঁর সেবা করব।'

একটু পরে মেগ নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'আমার হৃদয় না থাকলেই ভাল হত। এত ব্যথা করছে।'

তার বোন সক্ষোভে যোগ দিল, 'জীবন যদি প্রায়ই এমন কঠিন হয়, বুঝতে পারছি না, কি করে জীবন পাড়ি দেব।'

ঘড়িতে বারটা বাজল। বেথকে লক্ষ্য করে দেখার জন্য নিজেদের বিষয় ভুলে গেল তারা। মনে হল, ওর বিশীর্ণ মুখের পরিবর্তন হল একটা। মৃত্যুর মত নিথর বাড়ী, বাতাসের বিলাপ ভিন্ন অন্য কিছু গভীর নিস্তব্ধিকে ব্যাহত করছে না। ক্লান্ত হ্যানা ঘুমোতে লাগল। বোনেরা

ভিন্ন কেউ দেখল না যে, ছোট বিছানাখানির বুকে যেন বিবর্ণ ছায়াপাত হল। একঘণ্টা অতিবাহিত, নিঃশব্দে লরির ষ্টেশনে যাওয়া ভিন্ন কিছুই ঘটল না। আর এক ঘণ্টা—তথাপি কেউ এল না। ঝড়ে বিলম্বের আশঙ্কা, পথের বিপদ, সর্বাপেক্ষা খারাপ, ওয়াশিংটনের গভীর শোকের আতঙ্ক, বেচারী মেয়েগুলিকে, জ্বালাতন করে তুলল।

দুটো বেজে গেল। বরফের আচ্ছাদনী-উত্তরীয়ে পৃথিবীটা কেমন বিষণ্ণ দেখাচ্ছে, জানালায় দাঁড়িয়ে জো ভাবছে। বিছানার দিকে একটা আওয়াজ শুনে জো চট করে ফিরে দেখে যে. মায়ের আরাম-কেদারার সম্মুখে মেগ নতজানু, মুখ লুকনো। একটা ভয়ানক ভয় শীতলছোঁওয়া বুলিয়ে দিল জো-এর শরীরে, সে ভাবল; 'বেথের মৃত্যু হয়েছে, মেগ আমাকে জানাতে ভয় পাচ্ছে।'

তৎক্ষণাৎ নিজের স্থানে ফিরে তার উত্তেজিত দৃষ্টিপাতে মনে হল. যেন প্রকাণ্ড একটা পরিবর্তন সম্পাদিত। জ্বরের উত্তাপ, বেদনার ভঙ্গি চলে গেছে। প্রিয় ছোট মুখখানি একান্ত বিশ্রামে এত বিবর্ণ ও শান্তিপূর্ণ যে, কান্না অথবা শোকপ্রকাশে জো-এর বাসনা হল না। সর্বাপেক্ষা প্রিয় বোনটির ওপর নীচু হয়ে ঝুঁকে, সে সমগ্র মন অধরে সংহত করে, ঘর্মসিক্ত ললাটে চুমো দিয়ে, অস্পষ্ট স্বরে বলল, 'বিদায়, আমার বেথ, বিদায়।'

চলাফেরায় জেগে উঠে, হ্যানা ঘুম থেকে তাড়াতাড়ি বিছানার ধারে গেল। বেথের দিকে চেয়ে, ওর হাত দেখে ঠোঁটে কান পেতে শুনল। তারপর মাথায় এপ্রন ঢেকে বসে' এপাশ-ওপাশ দুলতে লাগল এবং চাপাস্বরে বলতে লাগল, 'জ্বর ছেড়ে গেছে; স্বাভাবিক ভাবে ঘুমোচ্ছে ও! গা ঘামে ভেজা, নিঃশ্বাসও সহজ। জয় হোক। আঃ, আমার ভাগ্য!'

মেয়েরা মুখের সংবাদে বিশ্বাস করার আগে, ডাক্তার স্থির করে বলে দিতে এলেন। তিনি সাধারণচেহারার লোক, কিন্তু ওদের মনে হল, মুখখানা একেবারে দিব্য। তিনি সহাস্যে পিতৃসুলভ দৃষ্টি সহ বললেন, 'হ্যাঁ, বাছারা। মনে হয় ছোট মেয়েটি এবার সেরে উঠবে। বাড়ীটা চুপচাপ রাখো, ঘুমোতে দাও ওকে, যখন ও জেগে ওঠে, ওকে দিও—'

কি যে দিতে হবে, কেউ শুনল না। দুজনেই অন্ধকার হলঘরে পালিয়ে গেল। সিঁড়িতে বসে পরস্পরকে আঁকড়ে ধরে আনন্দ করতে লাগল।

কথার পক্ষে মন বেশী ভরা।

ফিরে গেলে বিশ্বস্ত হ্যানা ওদের চুমো খেল, আদর করল। ওরা দেখল, যেমন ভাবে অভ্যস্থ, তেমনি পূর্বের মত, বেথ হাতে মাথা রেখে শুয়ে আছে। দারুণ শাদাভাব নেই, নিঃশ্বাস শান্ত। যেন এক্ষুণি ঘুমিয়েছে।

শীতের রাত্রি অবসানের মুখে। জো বলল, 'যদি এখন মা আসতেন!'

মেগ একটি শাদা অর্দ্ধ-উন্মুক্ত গোলাপ হাতে এসে বলল, 'দেখ। ভেবেছিলাম যদি—যদি বেথ আমাদের কাছ থেকে চলে যায়, ওর হাতে আগামী কাল দেওয়ার মত হবেনা গোলাপটা। কিন্তু রাত্রে ফুটে গেছে। আমি এখন আমার ফুলদানীতে ভরে এখানে রাখতে চাই। যখন সোনামণি জেগে উঠবে, প্রথমে দেখবে সে, ছোট্ট গোলাপটা আর মায়ের মুখ '

দীর্ঘ, বিষাদময় প্রহরার অন্তে প্রত্যূষে মেগ ও জোএর ভারাক্রান্ত চোখে সূর্য যেন এমন সুন্দর হয়ে আগে ওঠেনি, পৃথিবী যেন কখনই এমন রূপবতী লাগেনি।

পরদার পেছনে দাঁড়িয়ে ঝলমলো দৃশ্যটি দেখতে দেখতে নিজের মনে হেসে মেগ বল্ল, 'যেন, পরীরাজ্যের মত দেখাচ্ছে।'

চমকে দাঁড়িয়ে জো বল্ল, 'শোন!'

হ্যাঁ, নীচে দরজার ঘন্টার শব্দ, হ্যানার উচ্চ অভিব্যক্তি, তারপর লরির কণ্ঠে সানন্দ গুঞ্জন, 'মেয়েরা, উনি এসেছেন! উনি এসেছেন!'

উনিশ

এমির উইল

বাড়ীতে যখন উক্ত ঘটনা ঘটেছে, মার্চপিসীর বাড়ী এমি কখন সুকঠিন সময়ের মুখোমুখি। নির্বাসনে গভীর ব্যথিত সে, জীবনে প্রথম সে বুঝেছে কিনা, বাড়ীতে সে কত আদরিণী ও প্রিয় ছিল। মার্চপিসী কখনও কাউকে আদর দেননি, উনি পছন্দ করেন না। কিন্তু উনি স্নেহশীল হতে চেয়েছিলেন, কারণ ভদ্রস্বভাব ছোট মেয়েটিকে ওঁর ভাল লেগেছিল : তাছাড়া, স্বীকার করা উচিত মনে না করলেও, তাঁর ভাইপোর সন্তানের জন্য প্রাচীন মনটায় একটু নরম স্থান ছিল। তিনি সত্যই এমিকে সুখী করার যথাসাধ্য চেষ্টা পেলেন, কিন্তু ইস্, কত না ভুল তিনি করলেন! কোন কোন প্রাচীন মানুষ বলিরেখা ও শাদা চুল সত্ত্বেও মনে তরুণ থাকেন, ছোটদের ছোটখাটো ঝঞ্ঝাট ও আনন্দে সহানুভূতি দেখাতে পারেন, তাদের সহজ বোধ দিতে পারেন, মধুর প্রণালীতে জ্ঞানগর্ভ উপদেশ লুকিয়ে রাখতে পারেন। মধুরতম ভঙ্গিতে তারা পারেন বন্ধুভাব গ্রহণে ও প্রদানে।

কিন্তু মার্চপিসীর এরূপ ক্ষমতা ছিল না। অতএব তিনি তাঁর নিয়মকানুন, আদেশ তাঁর আড়ষ্ট ধরণধারণ দীর্ঘ-নীরস ব্যাকালাপে এমিকে বিশেষ অতিষ্ঠ করে তুললেন। বোনের চেয়ে ছোট মেয়েটি অধিক বাধ্য ও মিশুকে দেখে, বৃদ্ধা মহিলা যথাসাধ্য বাড়ীর স্বাধীনতা ও প্রশ্রয়ের কুফল চেষ্টা করে তাড়ানো কর্তব্য মনে করলেন। সুতরাং তিনি এমির ভার নিয়ে, ষাট বৎসর পূর্বে তিনি যেরূপ শিক্ষা পেয়েছিলেন, সেভাবে শিক্ষা দিলেন। সেই প্রণালীর ফলে এমির মন ভেঙে গেল. একটা কড়া মাকড়সার জালে আবদ্ধ মাছির মত নিজেকে মনে হল।

প্রত্যেক দিন প্রভাতে তাকে পেয়ালা ধুতে হত, পুরণোধরণের চামচে-গুলো পালিশ করতে হত; বড়সড়ো রূপোর চায়ের পাত্র ও গ্লাসগুলো ঝক্‌ঝকে না হয়ে ওঠা পর্য্যন্ত ঘষতে হত। তারপরে ঘরের ধুলো ঝাড়া, কি হাঙ্গামের কাজ। এক ফোঁটা ধুলো মার্চপিসীর চোখ এড়াত না। সমস্ত আসবাবের আবার বাঁকানো পায়া, ক্ষোদাই কাজে ভর্তি, মনোমত ধুলো

ঝাড়া হতই না। তারপরে, পলিকে খাওয়ানো আছে, ল্যাপ্‌ডগটার লোম আঁচড়ানো আছে। ওপর নীচে সাত-সতেরো-বার জিনিষপত্র নিতে বা নির্দেশ দিতে ওঠা-নামা আছে। বৃদ্ধা মহিলা বেশ খঞ্জ, কদাচিৎ বড় চেয়ারখানা ছেড়ে উঠতেন। এইসব মেহনতী কাজের পরে লেখাপড়া করতে হত, নিত্য সৎগুণের পরীক্ষা। পরে একঘন্টা সে ব্যায়াম অথবা খেলার জন্য পেত। কী ভালো তখন লাগত, না? প্রত্যহ লরি এসে মার্চপিসীকে তোয়াজ করত, যাতে এমি ওর সঙ্গে বেড়াতে যাবার অনুমতি পায়। তারা হেঁটে বা গাড়ী চড়ে বেড়িয়ে দিব্যি কাটাত। ভোজনের পরে এমিকে পড়ে শোনাতে হত। যতক্ষণ বৃদ্ধা মহিলা ঘুমোন, চুপ করে থাকতে হত। ঘণ্টাখানিক পড়তে হত, প্রথম পাতায়ই মহিলা কাৎ। তারপর টুকরো সেলাই বা তোয়ালে বার হত। বাইরে নিরীহ, অন্তরে বিদ্রোহী এমি গোধূলি পর্যন্ত পড়ে চলত। তারপরে চায়ের আগে পর্যন্ত, সে যেমন চায়, তেমনি আমোদে কাটাতে পারত। সন্ধ্যাগুলো সর্বাপেক্ষা বিশ্রী, কারণ মার্চপিসী নিজের যৌবন-কালের দীর্ঘ গল্প বলতে থাকতেন। সে সব এতই নীরস যে, এমি শুতে যেতে চাইত; ইচ্ছা, নিজের দুর্ভাগ্যে কান্না। কিন্তু দু-এক ফোঁটা জলের বেশী ফেলবার আগেই সে ঘুমে ঢুলে পড়ত।

লরি বা দাসী বৃদ্ধা এসথার না থাকলে অমন মারাত্মক কাল অতিবাহন করা তার সাধ্য ছিল না বলে মনে হয়। টিয়া একাই ওকে পাগল করে দিত। শীঘ্রই পাখীটা বুঝতে পারল যে, এমি ওকে পছন্দ করে না! যতদূর সম্ভব বজ্জাত হয়ে পাখী প্রতিশোধ নিল। কাছে গেলেই এমির চুল ধরে টানত; সদ্য এমির পরিষ্কার করা খাঁচায় দুধরুটি উল্টে ফেলে ওকে নাজেহাল করত। মহিলার তন্দ্রাকালে মস্তকে ঠোকর দিয়ে আওয়াজ করাত। লোকজনের সামনে এমিকে গালাগালি দিত: এবং সর্বপ্রকারে অন্যায়কারী বুড়োপাখীর মতই ব্যবহার করত। এমি আবার কুকুরটাকে সহ্য করতে পারত না,—একটা মোটা, রাগী জানোয়ার। এমি ওকে সাজাত, সে গাঁ-গা করে ওকে তেড়ে ডাকত। কিছু খাদ্য চাওয়ার কালে চার হাত পা শূন্যে মেলে চিৎ হয়ে, দারুণ বোকার ভাব নিয়ে শুয়ে পড়ত। দিনে বার বার ঘটত সেটা। রাঁধুনী বদমেজাজী, বুড়ো কচুয়ান কালা। মেয়েটির খবর নিত কেবলমাত্র এস্‌থার।

এস্‌থার জাতে ফরাসী। "ম্যাডামের" কাছে সে বহুদিন আছে। মনি-বানীকে "ম্যাডাম" বলে ডাকে সে। সে বৃদ্ধা মহিলার উপর আধিপত্য চালায়, কারণ তাঁর ওকে ছাড়া চলে না। ওর আসল নাম এস্টেলে। কিন্তু মার্চপিসী নামটা কথা বদলাতে হুকুম দেন। ধর্ম বদলাবার অনুরোধ চলবে না, এই সর্তে ও রাজী হ'ল। ম্যাডমোজেলের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে সে ওর ফ্রান্সের জীবনের অদ্ভুত গল্প বলে এমিকে আমোদ দিত। ম্যাডামের লেস গুছিয়ে তোলার সময়ে এমি বসে থাকত কিনা। মার্চপিসী হাঁড়ীচাচাপাখীর মত সঞ্চয়শীল। প্রকাণ্ড আলমারী ও প্রাচীন সিন্দুকে ভরা নানা বিচিত্র ও মনোজ্ঞ বস্তুগুলি এষ্টেলে এমিকে দেখতে দিত, বিরাট বাড়ীটাতে ঘুরে ফিরে বেড়াতে দিত। এমির প্রধান সুখ ছিল ভারতবর্ষীয় আলমারীটি, অদ্ভুত—ছোট পায়রার খোপের মত ড্রয়ার ও গোপনস্থানে ভরা। সে সমস্ত জায়গায় নানাবিধ অলংকার থাকে, কিছু মূল্যবান, কিছু কেবল বিচিত্র, কমবেশী প্রাচীন সবই। দেখেশুনে এগুলো গুছিয়ে রাখায় এমির বিশেষ তৃপ্তি ; বিশেষ করে গয়নার বাক্সটা, যেখানে ভেলভেটের গদির ওপর চল্লিশবৎসর পূর্বের কোন সুন্দরীর সজ্জার অলঙ্কারগুলো সাজানো। যখন মার্চপিসী সমাজে বা'র হলেন, তখনকার পরা গারনেটের সেটটি আছে, বিবাহের দিনে বাবার উপহার মুক্তার গয়না, প্রেমিকের উপহার, হীরার গয়না, জেট্‌-পাথরের শোকসূচক অঙ্গুরীয় ও পিন, বিচিত্র দোলকে মৃত বন্ধুদের ছবি, চুলে গাঁথা কাঁদুনেউইলো লকেটের মধ্যে। একমাত্র শিশুকন্যা একদিন যে-সব ব্রেসলেট পরেছিল, মার্চপিসের বড় ট্যাকঘড়ি লালসীলসহ, বহু শিশুর হাত খেলা করেছিল ওটা নিয়ে, সে সব আছে। একটা বাক্সে একটা পৃথক রাখা, মার্চপিসীর বিয়ের আংটি, ওর মোটা আঙুলের পক্ষে বেশী ছোট, কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ অলঙ্কারের মত সযত্নে রাখা।

এষ্টেলে সর্বদা কাছে বসে পাহারা দিত, দামী জিনিষগুলো চাবী বন্ধ রাখতে আসত। সে বলল, 'যদি বেছে নিতে দেওয়া হয়, ম্যাড্‌মোজেল কোনটা নেবেন ?'

'আমি হীরে পছন্দ করি সবচেয়ে। তবে আমি নেকলেস ভালবাসি এত মানানসই নেকলেস নেই সেটায়। যদি পারি এটাই পছন্দ করব।' এমি উত্তর দিয়ে এক ছড়া সোনা ও এবনির বল-বসানো হার দেখাল,

সেটায় একটা একই রকম ভারী লকেট।

এসথার সতৃষ্ণ ভাবে সুন্দর বস্তুটা দেখে বলল, 'আমিও ওটা চাই। কিন্তু নেকলেস হিসাবে নয়, মোটেই নয়! আমার চোখে এটি জপমালা। প্রকৃত ক্যাথলিকধর্মীর মত আমি এটা ব্যবহার করব।' এমি প্রশ্ন করল, 'তোমার আয়নার ওপরে ঝোলানো সুগন্ধি কাঠের মালার মত এটা ব্যবহারে লাগে?'

'নিশ্চয়, হ্যাঁ, প্রার্থনা করায়। অসার সজ্জার মত গায়ে না পরে যদি এত সুন্দর জপমালা ব্যবহার করা যায়, সাধুসন্ত খুশী হন।'

'এস্থার, তোমার প্রার্থনা থেকে তুমি প্রচুর আনন্দ পাও। সর্বদা নেমে আসার পরে, তোমাকে শান্ত, পরিতৃপ্ত দেখায়। আমি যদি পারতাম!'

'ম্যাডমোজেল যদি ক্যাথলিক হতেন, তবে যথার্থ আনন্দ পেতেন। কিন্তু তা যখন হবার নয়, আপনি রোজ একটু নিরিবিলিতে যেয়ে প্রার্থনা ও চিন্তা করতে পারেন। ম্যাডামের আগে যেখানে কাজ করেছি, সেই সৎ মহিলা তাই করতেন। ওঁর একটি ছোট প্রার্থনাগার ছিল, সেখানে বহু দুঃখে তিনি সান্ত্বনা পেতেন।

এমি জিজ্ঞাসা করল, 'অমনটি করা আমার পক্ষে উচিত হবে কি?' নিঃসঙ্গতার মধ্যে সে কোন প্রকার সাহায্য খুঁজছিল। বেথ মনে করিয়ে দেওয়ার জন্য না থাকায়, সে দেখল যে, সে ছোট্ট বইখানির কথা ভুলে যায়।

'চমৎকার হবে, সুন্দর হবে। আমি খুশী হয়ে ছোট কাপড় ছাড়ার ঘরটি আপনার জন্যে গুছিয়ে দেব, যদি চান। ম্যাডামকে বলবেন না। তিনি ঘুমোলে, আপনি একা যেয়ে, একটু সৎচিন্তা করতে বসবেন। প্রিয় ঈশ্বরের কাছে আপনার বোনের রক্ষার জন্য প্রার্থনা জানাবেন।'

এস্থার সত্যই ধর্মশীলা, উপদেশপ্রদানে যথেষ্ট আন্তরিক। ওর হৃদয় স্নেহশীল, বিপদে বোনদের কষ্ট বোঝে সে। এমির পরিকল্পনাটি ভাল লাগল। ওর ঘরের পাশে আলো যাবার খুপরিটি প্রস্তুত করার মত দিল সে। আশা করল ওর উন্নতি হবে।

ধীরে ধীরে উজ্জ্বল জপমালাটি রেখে দিয়ে, এবং একের পর এক গয়নার বাক্স বন্ধ করে, সে বলল, জানতে 'ইচ্ছা হয় যে, মার্চপিসী মরার পরে কে এসব সুন্দর জিনিষ পাবে।'

এস্থার হেসে চাপাসুরে বলল, 'আপনি আর আপনার বোনেরা। ম্যাডাম আমাকে সব বলেন, আমি ওঁর উইলের সাক্ষী। তাই হবে।'

হীরাগুলোর দিকে শেষবারের মত তাকিয়ে এমি মন্তব্য কাটল, 'কী চমৎকার! কিন্তু এখনই আমাদের দিলে খুশী হই। দীর্ঘসূত্রতা ভালো লাগে না।'

'এত তাড়াতাড়ি ছোট মেয়েদের এগুলো পরা শোভন নয়। প্রথম যাঁর বিয়ে ঠিক হবে, ম্যাডাম বলেছেন, তিনি মুক্তোর গয়না পাবেন। আমার মনে হয়, ছোট টার্কুইসের আংটিটা যাবার সময়ে আপনাকে দেওয়া হবে। ম্যাডাম আপনার সভ্য ব্যবহার ও মধুর আদবকায়দা ভাল চক্ষে দেখেন।'

'তোমার মনে তাই হয়? এই চমৎকার আংটিটা পাবার আশায় আমি মেষশাবক হবো! কিটি ব্রায়াণ্টের আংটির চেয়ে এটা কত সুন্দর। না, মার্চপিসীকে আমি পছন্দই করি।' এমি নীল আংটিটা পরে দেখল আনন্দিত মুখে, অর্জন করার দৃঢ় সংকল্প নিয়ে। সেদিন থেকে সে বাধ্যতার আদর্শ মূর্তি, বৃদ্ধা মহিলা আত্মপ্রীতির সঙ্গে নিজের শিক্ষার সাফল্যের তারিফ করলেন।

এস্থার খুপরিটায় ছোট একখানি টেবল রেখে, সামনে একটা পাদানী দিল। ওপরে বন্ধ ঘরগুলোর থেকে এনে একখানা ছবি সাজাল। সে ধরে নিয়েছিল, ছবিখানার তেমন মূল্য নেই। উপযুক্ত বোধ করায় সে নিয়ে এসেছিল। বেশ জানত, ম্যাডাম টের পাবেন না, পেলেও গ্রাহ্য করবেন না। সেটা কিন্তু বিশ্বের প্রসিদ্ধ ছবিগুলোর একটার অতি মূল্যবান কপি। এমির সৌন্দর্যপিপাসু চোখে স্বর্গীয় জননীর মধুময় মুখখানির দর্শনে শ্রান্তি ছিল না, নিজের সুকোমল ইচ্ছাগুলি তখন হৃদয়ে তৎপর হয়ে উঠত। টেবিলে নিজের ছোট বাইবেলখানি ও স্তবপুস্তক রেখে, বাছা বাছা ফুলে সর্বদা ফুলদানী সাজিয়ে ওখানে রেখে দিত। ফুলগুলো লরির আনা। প্রত্যহ সে 'একা বসে সৎচিন্তা ও প্রিয় ঈশ্বরকে বোনের রক্ষায় প্রার্থনা জানানো' সম্পাদিত করতে আসত। এস্থার ওকে একটা রূপোর ক্রুশসহ কালো বলের জপমালা দিয়েছিল। এমি ওটা ঝুলিয়ে রেখেছিল, প্রটেষ্ট্যাণ্ট প্রার্থনায় সেটির উপযোগিতা বিষয়ে সন্দেহ ছিল।

এই সকল বিষয়ে ছোট মেয়েটি খুব আন্তরিক। নিরাপদ গৃহনীড়ের

বাইরে একা পড়ে, কোন দয়ার্দ্র হাত আঁকড়ে ধরার বাসনা ওর এতই তীব্র যে, স্বতঃই সে সেই শক্তিমান ও দয়ালু বন্ধুর দিকে প্রসারিত। তাঁর পিতৃ-সুলভ স্নেহ তাঁর ক্ষুদ্র সন্তানদের নিবিড় করে ঘিরে রাখে। সে মায়ের সহায়তা পেল না বুঝে নিতে এবং নিজেকে চালাতে। কিন্তু কোথায় চাইতে হবে, শিক্ষা পাওয়ার পরে, যথাসাধ্য পথ চলার চেষ্টা পেল। কিন্তু এমি একজন নবীন তীর্থযাত্রী, এখন আবার ওর বোঝা বড় ভারী লাগছে। নিজেকে ভুলে, হাসিখুশী, যথাযোগ্য কর্মে প্রীত থাকার চেষ্টা পেল সে, যদিও কেউ এহেতু ওকে লক্ষ্য করা বা প্রশংসা করার নেই। প্রথমে খুব ভালো হবার চেষ্টায় এমি স্থির করল, মার্চপিসীর মত উইল করবে, যদি সত্যই ও রোগে ভুগে মরে, ওর সম্পত্তি যথাযোগ্য এবং সহৃদয়ভাবে বণ্টন করা হবে। বৃদ্ধা মহিলার অলঙ্কারের মত তার চোখে তার ছোট সম্পত্তি-গুলো মূল্যবান, দিয়ে দেবার চিন্তায় পর্যন্ত ওর বেদনা।

এক ক্রীড়ার প্রহরে সে যথাসাধ্য ঠিক করে, দরকারী দলিলখানি লিখে ফেলল। কতকগুলো আইনগত সংজ্ঞার জন্য এস্থারের সাহায্য নিতে হল। ভালমানুষ এস্থার নাম সই করলে এমি শান্তি পেল। লরিকে দ্বিতীয় সাক্ষী সে চায়, কাগজটা ওকে দেখাতে রেখে দিল। বৃষ্টির দিন। এমি দোতালার একটা বড় ঘরে পলিকে সাথী করে সময় কাটাতে গেল। ওঘরে একটা পোশাকের আলমারী ভর্তি প্রাচীনপন্থী পোশাক, সেগুলো নিয়ে এসথার ওকে খেলতে দেয়। বিবর্ণ কিংখাবের সাজে, লম্বা আয়নার সম্মুখে এধার-ওধার পায়চারির সময়ে আভিজাত্যপূর্ণ নমস্কার করে, পেছনের কাপড় লুটিয়ে আনন্দ পাওয়া তার প্রিয় রীতি। কাপড়ের খসখসানি কর্ণসুখকর ওর। সেদিন ও এত তৎপর ছিল যে, লরির কড়ানাড়া শোনেনি, লরি উঁকি দিচ্ছে দেখেওনি। এমি তখন গম্ভীরভাবে ইতস্তত ভ্রাম্যমান। হাতপাখা দুলিয়ে মাথা নাড়ছে, মাথায় পরেছে প্রকাণ্ড গোলাপী পাগড়ি। সেটা আবার নীল কিংখাবের পোশাক এবং ফোঁড়তোলা হলদে পেটীকোটের পাশে খুব বেমানান। সে উঁচুগোড়ালীর জুতো পরার হেতু সাবধানে চলতে বাধ্য। পরে, লরি জো-কে বলছে যে, একটা হাস্যজনক দৃশ্য। ঝকমকে পোশাকে ওর মেপে মেপে হাঁটা, ঠিক পেছনে পলি তির্যক ভাবে ঘাড়

বেঁকিয়ে যথাসম্ভব এমির অনুকরণে চলছে, মাঝে মাঝে হাসার জন্য বা চেঁচাবার জন্য থামছে,—'আমরা কেমন সুসজ্জিত, না? কিম্ভুত, দূর হও! মুখ সামলাও! ভাই আমাকে চুমো দাও! হাঃ! হাঃ!'

পাছে মহিয়সী চটে যান, ভয়ে অতিকষ্টে কৌতুকের উচ্ছল হাস্য দমন করে, লরি দরজায় ঘা দিল। সাগ্রহ অভ্যর্থনা পেল।

এমি নিজের জাঁকজমক দেখানো ও পলিকে কোণঠাসা করার পরে বলল, 'বসে জিরোও। জিনিষগুলো তুলে ফেলি তারপর একটা গুরুতর বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই।'

মাথার গোলাপী পর্বত সরিয়ে সে বলল, 'পাখীটা আমার জীবনের অশান্তি।' লরি পা ছড়িয়ে চেয়ারে বসল।

এমি কথা চালাল, 'গতকাল পিসী ঘুমোলে আমি ইঁদুরের মত চুপচাপ থাকার চেষ্টা করছিলাম! পলি খাঁচার মধ্যে চীৎকার ও পাখা আছড়াতে সুরু করল। খুলে নিতে যেয়ে দেখি না, প্রকাণ্ড মাকড়সা। আমি খুঁচিয়ে বের করে দিলে একটা বইএর আলমারীর নীচে পালাল। পলি সোজা ওটার পেছনে গেল, নীচু হয়ে বইএর আলমারীর তলায় উঁকি মেরে, চোখ মট্‌কে, ওর মজাদার ভঙ্গিতে বলল, 'ভাইগো, এসো, বেড়াতে যাই।' আমি না হেসে পারলাম না, তাতে পলি দিব্যি গালতে লাগিল। পিসী উঠে আমাদের দুজনকেই বকলেন।'

লরি হাই তুলে জিজ্ঞাসা করল, 'বুড়োমদ্দর নেমন্তন্ন মাকড়সা নিল না?'

'হ্যাঁ, ওটা বেরিয়ে এল। ভয়ে মরোমরো পলি ছুটে পালাল। পিসীর চেয়ার বেয়ে উঠে হেঁকে বলতে লাগল, 'ধরো ওকে! ধরো ওকে! ধরো ওকে!' আমি তখন মাকড়সাটাকে তাড়া দিচ্ছি।'

'মিথ্যা কথা! হা ভগবান!' লরির গোড়ালীতে ঠোকর বসিয়ে টিয়াপাখী বলে উঠল।

'যদি আমার পাখী হতে তুমি, তোমার গলা মুচড়ে দিতাম, বুড়ো বেহদ্দ কোথাকার,' লরি পাখীটাকে ঘুঁষি দেখাল। ওটা একধারে ঘাড় হেলিয়ে গম্ভীর ভাবে ডাকল, 'ভগবানের জয়! ভাই, তোমাকে আশীর্বাদ!'

এমি আলমারী বন্ধ করে, পকেট থেকে একটা কাগজ বা'র করে বলল,

'আমি এখন তৈরি। এইটা পড়ে দয়া করে বলো, আইনসম্মত ও ঠিক হয়েছে কিনা। জীবন অনিশ্চিত, আমি তাই এ জিনিষটা করা উচিত বোধ করলাম। আমার সমাধির বুকে কোন অসন্তুষ্টি চাইনা আমি।'

লরি ঠোঁট কামড়ে, বিষণ্ণ বক্তার দিক থেকে একটু ফিরে, প্রশংসনীয় গাম্ভীর্যে,—বানান সত্ত্বেও ;—নিম্নলিখিত দলিলটি পড়ল :—

'আমার শেষ উইল এবং চরমপত্র

'আমি, এমি কার্টিস মার্চ, প্রকৃতিস্থ মনে আমার জাগতিক সম্পদ দান করছি, যথা, নাম ও :

'বাবাকে আমার শ্রেষ্ঠ ছবিগুলো নক্সা, মানচিত্র ও শিল্পকাজ ফ্রেমসমেত। আমার ১০০ পাউণ্ডও দিচ্ছি, যা ইচ্ছা তিনি যেন করেন।

'মাকে আমার সমস্ত কাপড়চোপড় কেবল পকেটদার নীল এপ্রনটি বাদে,—তাছাড়া গভীর ভালবাসায় আমার ফটো ও মডেল দিলাম।'

'আমার প্রিয় ভগ্নী মার্গারেটকে—আমার টার্কুইস আংটি, (যদি পাই) আর আমার ঘুঘু-আঁকা সবুজ বাক্সটা, আর ওর গলার জন্য আমার খাঁটী লেসের টুকরো, তার 'ছোট বাচ্চারা' স্মৃতিচিহ্ন হিসাবে আমার করা তার ছবি।

'জোকে—আমার বুকে লাগাবার পিন, সেটা শীলকরার মোমে সংস্কৃত, আমার ব্রঞ্জের দোয়াতদান—ঢাকনী সেই হারিয়েছে—এবং আমার আদরের প্ল্যাষ্টারের খরগোশ, কারণ আমি ওর গল্প পুড়িয়ে দুঃখিত।

'বেথকে—(যদি সে আমার পরে বাঁচে) আমি সমস্ত পুতুল দিচ্ছি, আমার লেখার টেবিল, আমার হাতপাখা, সূতী কলারগুলো এবং আমার নূতন চটীযোড়া, যদি ভাল হবার পরে রোগা হয়ে যেয়ে সে পরতে পারে। পুরণো জোয়ানাকে ঠাট্টাবিদ্রূপ করার জন্যে আমি এই সংগে দুঃখপ্রকাশ রেখে গেলাম।

'আমার বন্ধু ও প্রতিবেশী থিওডোর লরেন্সকে দিলাম আমার পেপার-ম্যাসের তৈরি পোর্টফোলিও, আমার ঘোড়ার মাটিগড়া ছাঁচ, যদিও সে বলেছে গলাটা নেই। তাছাড়া বিপদের সময়ে তার যথেষ্ট সহৃদয়তার জন্য তার পছন্দসই আমার কোন শিল্পকর্ম। নোট্রডেম সর্বশ্রেষ্ঠ।

আমাদের শ্রদ্ধেয় উপকারী শ্রীযুক্ত লরেন্সের জন্য—আমার ডালায়

আয়নাদার বেগুনি বাক্সটা। ওঁর কলমের পক্ষে উপযোগী হবে, মৃতা মেয়েটির কথাও মনে করাবে। সে তার পরিবারের, বিশেষতঃ বেথের প্রতি তাঁর অনুগ্রহের জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছে।

'আমার প্রিয় খেলার সঙ্গী কিটি ব্রায়ান্টকে—নীল সিল্কের এপ্রন, ও চুম্বনসহ আমার সোনালী আংটি।

'হানাকে—আমার ব্যাগুবাক্সটা, ও চেয়েছিল, আর আমার সমস্ত টুকরো কাজ দিচ্ছি আশা করে যে 'সে আমাকে মনে রাখবে যখন এটা দেখবে'।

এখন আমার শ্রেষ্ঠ মূল্যবান সম্পত্তি বিলিয়ে দেবার পরে আশাকরি সবাই সন্তুষ্ট হবেন ও মৃতকে দোষারোপ করবেন না। আমি সবাইকে ক্ষমা করি, বিশ্বাস রাখি যে, যখন তূর্যনিনাদ হবে আমরা সকলে একত্রে মিলব। আমেন।

এই উইল এবং চরমপত্রে আমি ২০শে নভেম্বর, অ্যানি ডোমিনো, ১৮৬১তে হাতের ছাপ ও সীলচিহ্ন দিচ্ছি।

'এমি কার্টিস মার্চ

'সাক্ষী : { এষ্টেলে ভাল্নর
থিওডোর লরেন্স।

শেষ নামটা পেন্সিলে লেখা। এমি বুঝিয়ে দিল যে, তাকে কালী দিয়ে ওটা পুনরায় লিখে এমির হয়ে ঠিকমত সীল করে দিতে হবে।

এমি একটুকরো লাল ফিতে, মোম, মোমবাতি ও আধার সম্মুখে রাখায় লরি চিন্তিত প্রশ্ন পাঠাল, 'এমন বুদ্ধি হল কেন? বেথ নিজের জিনিষপত্র দান করছে, কেউ বলেছে নাকি?'

এমি নিজেরটা ব্যাখা করে উদ্বিগ্নভাবে জিজ্ঞাসা করল, 'বেথের ঘটনাটা কি?'

'বলে ফেলে দুঃখিত। কিন্তু একদিন বেথ এতই অসুস্থ বোধ করল যে, জো-কে বলল, সে পিয়ানো মেগকে দেবে, তোমাকে বেড়াল। জো-কে দেবে বেচারী পুরণো পুতুলটা, জো ওর কথা মনে রেখে সেটাকে ভালবাসবে। দেবার জিনিষ কম থাকায় বেথ দুঃখিত হয়ে আমাদের সকলকে চুলের গোছা দিল। সকলের শ্রেষ্ঠ ভালবাসা দিল ঠাকুরদাকে।

বেথ অবশ্য উইলের কথা ভাবেনি।'

লরি কথা বলতে বলতে সই-সাবুদ ও সীলকরার কাজ করছিল। বড় একফোঁটা চোখের জল কাগজে না পড়া পর্যন্ত সে চোখ তুলে দেখেনি। এমির মুখে রাজ্যের দুশ্চিন্তা, সে কেবল বলল, 'কখনও লোকেরা উইলে পুনশ্চএর মত কিছু বসায় না?'

'হ্যাঁ, এগুলোকে 'কডিসিল' বলে।'

'তাহ'লে আমারটায় একটা বসাও—আমি চাই, আমার সমস্ত চুলের গুচ্ছ কেটে বন্ধুদের বিলিয়ে দেওয়া হবে। ভুলে গিয়েছিলাম, কিন্তু এটা হোক, চাই, যদিও এতে আমার চেহারা বিশ্রী দেখাবে।'

এমির শেষ ও কঠিন ত্যাগস্বীকারে লরি হেসে এটা যোগ দিল। তারপর ঘণ্টাখানিক ওকে—আমোদ দিল। এমির অশান্তির ব্যাপারটায় মনোযোগ দেখাল সে। যাবার মুখে এমি ওকে টেনে ধরে, কাঁপা ঠোঁটে, চাপাগলায় জিজ্ঞাসা করল, 'বেথের বিষয়ে সত্যিই কোন ভয় আছে না কি?'

'ভয় হয়, তাই। কিন্তু আমরা ভালো কিছুর আশা রাখব। লক্ষ্মী, তাহ'লে কেঁদ না।' লরি ভ্রাতৃসুলভ ভাবে এমিকে জড়িয়ে ধরল। বেশ সান্ত্বনাপ্রদ।

লরি চলে গেলে এমি নিজের ছোট প্রার্থনাগারে যেয়ে গোধূলির আলোয় বসে, প্রবাহিত অশ্রুজলে ও ব্যথাক্রান্ত অন্তরে বেথের জন্য প্রার্থনা করল। মনে হল তার, লক্ষ লক্ষ টাকু´ইস আংটি পেলেও তার শান্ত তরুণ বোনটির অভাবে সান্ত্বনা মিলবে না।

বিশ

গোপনীয়

মা ও কন্যাদের মিলন বর্ণনার ভাষা নেই আমার। ও সময়ে যতটা সুন্দর লাগে, কথা দিয়ে বর্ণনা ততটাই শক্ত। কাজেই আমি পাঠকদের কল্পনার ওপরে ছেড়ে দিলাম। শুধু বলছি যে, বাড়ী ভরে গেল অকৃত্রিম আনন্দে! মেগের সুকোমল বাসনা পরিপূর্ণ হল কারণ বেথ দীর্ঘ নিরাময় নিদ্রণ থেকে জেগে উঠেই প্রথম দেখল মায়ের মুখ আর ছোট্ট গোলাপটি। কোন ব্যাপারে বিস্মিত হওয়ার পক্ষে বেথ দুর্বল। কেবল হেসে সে জড়ানো স্নেহময় মায়ের বাহুবেষ্টনে আরও সন্নিহিত হল। বুভুক্ষু পিপাসা অবশেষে নিবৃত্ত। আবার ঘুমিয়ে পড়ল বেথ। মেয়েদের মায়ের কাজকর্ম করে দিতে হল, কারণ ঘুমের মধ্যেও শীর্ণ হাতখানির করগ্রাস থেকে মা নিজের হাত মুক্ত করলেন না।

হ্যানা পথিকের জন্য অদ্ভুত ভালো প্রাতঃরাশ বানিয়েছে, ওর উত্তেজনা অন্যভাবে প্রকাশ করা সম্ভবপর নয়। কর্তব্যনিষ্ঠ সারসপাখীর মত মেগ ও জো মাকে খাওয়াল। পিতার কথা অস্ফুটস্বরে মায়ের মুখে তারা শুনল। শ্রীযুক্ত ব্রুকের ওখানে থেকে সেবা করার প্রতিশ্রুতি; প্রত্যাবর্তনের মুখে পথে ঝড়ের হেতু বিলম্ব; ক্লান্তি-উদ্বেগ শীতে অবসন্ন অবস্থায় ফেরার পরে লরির আশাভরা মুখের অবর্ণনীয় স্বস্তি; সবই শুনল।

দিনটা কত বিস্ময়কর, তথাপি প্রীতিকর। বাহির উজ্জ্বল সহর্ষ, সমগ্র পৃথিবী যেন প্রথম তুষারকে অভিনন্দনে আগত। ভিতরে শান্ত শান্তিপূর্ণ, কারণ প্রহরায় ক্লান্ত প্রত্যেকেই নিদ্রাগত, গৃহের মধ্যে বিশ্রামদিনের স্তব্ধতা বিরাজমান। দরজায় পাহারা দিচ্ছে, ঘুমে ঝিমুতে ঝিমুতে, হ্যানা। শান্ত বন্দরে নোঙরফেলা, ঝটিকাক্ষুব্ধ নৌকার ন্যায় মেগ ও জো তাদের বোঝা খসে যাওয়ার পুলকিত অনুভূতি নিয়ে পরিশ্রান্ত চক্ষু মুদ্রিত করে বিশ্রাম নিচ্ছে। শ্রীমতি মার্চ মেয়েকে ছাড়বেন না বলে বড় চেয়ারটায় বিশ্রাম নিতে লাগলেন, প্রায়ই জেগে উঠে কৃপণের উদ্ধারকরা রত্নের মত সন্তানের দিকে তাকানো ছোঁয়া ও চিন্তার ধারায় তিনি ব্যস্ত।

ইতিমধ্যে লরি দ্রুত মার্চপিসীর বাড়ী এমিকে সান্ত্বনা দিয়ে এল। কাহিনী এত চমৎকার বর্ণিত যে, মার্চপিসী সত্যি সত্যি 'ফোঁপালেন' নিজেই, একবারও 'আগেই বলেছিলাম' কথাটা জাহির করলেন না। এই ঘটনার সময় এমি দৃঢ়তা এতটা দেখাল যে আমার মনে হল, ছোট ভজনশালার সৎচিন্তার অভ্যাস সত্যই ফলপ্রসূ। সে দ্রুত চোখের জল মুছে, মাকে দেখার বাসনার অধীরতা শান্তভাবে দমন করল। বৃদ্ধা মহিলা লরির মতে আন্তরিক সায় দিয়ে বললেন যে, সে 'একজন উত্তম ক্ষুদে মহিলার' যোগ্য ব্যবহার করেছে। তখনও সে টার্কুইস্ আংটির কথা ভাবল না। পলি পর্যন্ত অভিভূত কারণ সে এমিকে 'লক্ষ্মীমেয়ে' ডাকল, তার আগাগোড়া আশীর্বাদ করল, এবং তাকে ওর সর্বোত্তমভাবে অনুরোধ জানাল, 'এসো ভাই বেড়াতে চলো।' এমি উজ্জ্বল শীতঋতু উপভোগে মহানন্দে বেড়াতে যেত, কিন্তু দেখল যে, লরি পুরুষোচিত চেষ্টায় গোপন করার ইচ্ছা সত্ত্বেও ঘুমে ঢুলে পড়ছে।

এমি মাকে একখানা পত্র লিখল। অনেকটা সময় নিল সে। ফিরে এসে দেখে যে, লরি দুহাত মাথার নীচে রেখে, প্রসারিতদেহ, গভীর নিদ্রাচ্ছন্ন। মার্চপিসী পরদাগুলো নামিয়ে দিয়েছেন। করুণতার এক অনভ্যস্ত আবেগে বিনাকাজে বসে রইলেন তিনি।

কিছুক্ষণ কেটে গেল ওঁরা ভাবতে লাগলেন রাত্রি পর্যন্ত ঘুমটা চলবে। আমিও ঠিক বলতে পারি না কি হত, যদিনা মায়ের দর্শনে এমির আনন্দের চীৎকার ভালভাবে লরিকে জাগিয়ে দিত। শহরে ওদিন বহু সুখী বালিকা ছিল, কিন্তু আমার নিজস্ব ধারণায়, মায়ের কোলে-বসা এমির মত সুখী কেউ নয়। সেখানে বসে সে তার অসুবিধা বলছে প্রশ্রয়ভরা হাসি ও স্নেহভরা আদর পাচ্ছে সান্ত্বনা ও ক্ষতিপূরণের আকারে। ভজনশালায় তারা একত্রে নিরিবিলি এল। উদ্দেশ্য ব্যাখ্যার পরে মাতা সেটা নিয়ে আপত্তি জানালেন না।

ধুলোমাখা জপমালা, ক্ষয়ে যাওয়া ক্ষুদ্র বইখানি এভারগ্রীণের মালাপরা মনোরম ছবিটি দেখে তিনি, বল্লেন 'খারাপ লাগার ঠিক উল্টোটি, সোনা, বেশ লাগছে আমার। যখন সব কিছুতে আমরা বিরক্ত বা দুঃখিত হই কোন একটা জায়গায় শান্ত হবার উদ্দেশে যাওয়া বেশ ভালো ব্যবস্থা।

আমাদের জীবনে অনেক কঠিন প্রহর, যদি যথার্থভাবে সাহায্য চাই আমরা, সর্বদা সহ্য করতে পারি। মনে হয়, আমার ক্ষুদ্র মেয়েটি এটাই বুঝি শিখেছে ?'

'হ্যাঁ, মা। বাড়ী গেলে বড় কাপড়ের খুপরির একটা কোনা আমি চাই, বইগুলো রাখব। ছবিটা কপি করার চেষ্টা পেয়েছি, ওটাও রাখব। মহিলার মুখখানি সুন্দর হয়নি, আমার আঁকার পক্ষে বেশী সুন্দর মুখ,—কিন্তু বাচ্চাটা বেশী ভাল হয়েছে, আমি ওকে ভালবাসি। ঈশ্বর একদা ছোট শিশু ছিলেন ভাবতে আমার ভাল লাগে। তাহ'লে আমি সুদূর বোধ করিনা। আমি বল পাই।'

মায়ের জানুতে বসে সহাস্য খৃষ্টশিশুর দিকে এমি আঙুল দেখানোতে উত্তোলিত হাতে একটা কিছু দেখে শ্রীমতী মার্চ হাসলেন। তিনি কথা বললেন না ; তবে এমি বুঝে নিয়ে, একটু চিন্তার পরে, গম্ভীরভাবে বলল,' 'এই বিষয়ে তোমাকে বলব ভেবে ভুলে গেছি। পিসী আজ আংটিটা দিয়েছেন আমাকে। কাছে ডেকে, চুমো খেয়ে, হাতে এটি পরিয়ে তিনি বল্লেন যে, আমি তাঁর গৌরব, আমাকে সর্বদা উনি কাছে রাখতে চান। টাকুইস-আংটি ধরে রাখার জন্যে এই মজাদার বেড়টি তিনি দিলেন, আংটিটা বেজায় ঢিলে। আমি পরে থাকব, মা, কেমন না ?'

'চমৎকার সুন্দর এগুলো। কিন্তু এমি, আমার মনে হয় এমন গয়না-গাঁটির পক্ষে তুমি বেশী ছোট।' সুপুষ্ট-ছোট হাতখানার আঙুলে নভোনীল পাথরের সারি, দুইটি ছোট সোনালী হাত-যোড়করা বিচিত্র বেড়টা,—চেয়ে দেখে শ্রীমতী মার্চ বললেন।

এমি বলল, 'আমি অহংকার করব না। সুন্দর বলেই শুধু এটা আমার ভাল লাগেনা। গল্পের মেয়েটি যেমন ব্রেসলেট পরেছিল, তেমনি আমি কিছু মনে রাখার উদ্দেশে আংটি পরে থাকতে চাই।'

'মার্চপিসীকে না কি ?' মা হেসে প্রশ্ন করলেন।

'না, স্বার্থপর না হতে মনে করিয়ে দেওয়ার জন্যে,' এমিকে এতই আন্তরিক দেখাল যে, মা হাসি বাদ দিয়ে ছোট পরিকল্পনাটি সশ্রদ্ধায় শুনলেন।

'ইদানীং আমার দুষ্টুমীর বোঝার বিষয়ে যথেষ্ট ভেবেছি। স্বার্থপর হওয়া

সবচেয়ে ভারী বোঝা আমার, তাই খুব চেষ্টা করেছিলুম ধরে নিতে, যদি পারি। বেথ স্বার্থপর নয়, তাই সকলে ওকে ভালবাসে, ওকে হারাবার চিন্তায় তাই সকলে পাগল। আমার অসুখ করলে কেউ এর অর্দ্ধেকও ভাববে না। আমি অবশ্য যোগ্য নই। কিন্তু আমি চাই অনেক বন্ধু আমাকে ভালবাসুক, আমার অভাব অনুভব করুক। তাই যতদূর পারি চেষ্টা করে বেথের মত হব। আমি সংকল্প ভুলে যাই; কিন্তু মনে করিয়ে দেবার মত কিছু থাকলে সর্বদা, মনে হয়, ভাল হবে। এভাবে চেষ্টা করতে পারি?

'হ্যাঁ; কিন্তু পোশাকের খুপরির কোনায় আমার বেশী বিশ্বাস। সোনা, আংটি পরে থাক, যথাসাধ্য চেষ্টা করো। মনে হয় পারবে। যথার্থ ইচ্ছা ভাল হওয়ার জন্যে মানেই অর্দ্ধেক লড়াই জেতা। এখন বেথের কাছে ফিরতে হবে আমাকে। ছোট মেয়ে মনে জোর রাখ। শিগগিরই তোমাকে বাড়ী নিয়ে যাব।'

সেই সন্ধ্যায় পথিকের নিরাপদ পেঁছনোর সংবাদ দিয়ে মেগ বাবাকে চিঠি লিখতে ব্যস্ত। জো নিঃশব্দে দোতলায় বেথের ঘরে গেল। মা চিরাভ্যস্ত স্থানে। একটু দাঁড়িয়ে রইল সে অনিশ্চিত ভঙ্গিতে চুলে হাতের আঙুল ঘোরাতে ঘোরাতে।

গুপ্তকথার আমন্ত্রণভরা মুখে, হাত বাড়িয়ে শ্রীমতী মার্চ প্রশ্ন করলেন,

'কি হয়েছে, লক্ষ্মীমণি?'

'মা, একটা কথা তোমাকে বলতে চাই।' 'মেগের বিষয়ে?'

'কেমন চট করে তুমি বুঝে নিলে! হ্যাঁ, ওরি বিষয়ে। যদিও সামান্য ব্যাপার, আমার বিশ্রী লাগছে।'

শ্রীমতী মার্চ একটু তীব্র কণ্ঠে বললেন, 'বেথ ঘুমিয়েছে। আস্তে কথা বল। আশা করি সেই মোফাট এখানে আসেনি?'

মায়ের পায়ের কাছে মেজেয় বসে জো বলল, 'না, এলে আমি ওর মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিতাম। গতবছর গরমের সময়ে মেগ লরেন্সদের ওখানে একযোড়া দস্তানা ফেলে এসেছিল। একটা মাত্র ফেরৎ এল। ভুলেই গেছি আমরা। কিন্তু টেডি জানাল যে, মিষ্টার ব্রুকের কাছে ওটা রয়েছে। ওয়েষ্টকোটের পকেটে উনি রেখেছিলেন, একদিন

পড়ে গেল। টেডি ঠাট্টা করায় মিষ্টার ব্রুক স্বীকার পেলেন সে, মেগকে তাঁর ভালো লাগে। কিন্তু মেগ এত ছোট ও উনি এত গরীব বলে প্রকাশের সাহস পান না।' উদ্বিগ্নতার সঙ্গে শ্রীমতী মার্চ প্রশ্ন পাঠালেন, 'মেগ ওঁকে পছন্দ করে নাকি?'

'রক্ষে কর। প্রেম ও অমনধারা পাগলামির বিষয়ে আমি কিছু জানি না!' কৌতুহল ও অশ্রদ্ধার হাস্যকর মিশ্রণে জো বলে উঠল, 'উপন্যাসের মেয়েরা চমকে-চমকে উঠে, লাল হয়ে, মূর্ছা যেয়ে, রোগা হয়ে, বোকার হালচাল দিয়ে, বুঝিয়ে দেয় প্রেম। মেগ এ সমস্ত করে না। সে খায়, পান করে, ঘুম যায় বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের মত। যখন লোকটার বিষয়ে কথা বলি, মেগ সোজা আমার মুখে তাকায়। টেডি প্রেমিক নিয়ে পরিহাস চালালে একটু রাঙা হয়ে ওঠে মাত্র। আমি ওকে নিষেধ করলেও টেডি, যেমন করে আমার কথা শোনা উচিত, তা শোনে না।'

'তবে তোমার মনে হয় মেগের জনের দিকে টান নেই?'

জো হাঁ-করে চেয়ে বলে উঠল, 'কে?'

'মিষ্টার ব্রুক, এখন তাঁকে আমি 'জন' বলে ডাকি। হাসপাতালে ডাকতে সুরু করার পরে তাই চলছে। উনি পছন্দ করেন।'

'আরে বাবা! বুঝেছি, তুমি ওর পক্ষ নেবে। বাবার সেবা করেছে ও, তুমি ওকে ফিরিয়ে দেবেনা। মেগের ইচ্ছা হলে ওকে বিয়ে করতেও দেবে তুমি। নীচাশয় লোকটা! তোমাদের তোয়াজ করে করে নিজেকে তোমাদের প্রিয় করে তোলার আশায় বাবাকে যত্ন করেছে, তোমার কাজ করেছে।' জো একথা বলে নিজের চুল ধরে আবার রাগের মাথায় টান দিল।

'লক্ষ্মীটি, রাগ কোরনা এ নিয়ে। কি ভাবে ঘটল, বলছি। জন মিষ্টার লরেন্সের অনুরোধে আমার সঙ্গে গেল। বেচারী তোমাদের বাবার প্রতি এত বিশ্বস্ত যে, ওকে আমরা ভাল না বেসে পারিনি। মেগের বিষয়ে সে আগাগোড়া সরল ও সৎ। সে মেগকে ভালবাসে একথা আমাদের বলেছে, কিন্তু বিবাহপ্রস্তাবের আগে উপযুক্ত বাড়ীঘরের ব্যবস্থা করবে। মেগকে ভালবাসার, তার জন্যে কাজ করে যাবার, ও মেগের প্রতিদান পাবার অধিকার নেবার অনুমতি কেবল চেয়েছে জন। সে সত্যই চমৎকার যুবক।

তার কথা না শুনে আমরা পারিনি। কিন্তু এত অল্প বয়সে মেগের বাগ্দানের অনুমতি আমি দেব না।'

'নিশ্চয় নয়, অত্যন্ত বোকামী হবে! বুঝেছিলাম, অনিষ্ট কিছু ঘটছে, অনুভব করেছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি আমার কল্পনার চেয়েও বেশী বিশ্রী। আমি কেবল চাই যে, আমি যদি নিজে মেগকে বিয়ে করতে পারতাম তবে পরিবারের গণ্ডির মধ্যে ওকে নিরাপদে রাখতে পারতাম।'

অদ্ভুত ব্যবস্থার কথায় শ্রীমতী মার্চের হাসি পেল, কিন্তু তিনি গাম্ভীর্যের সঙ্গে বললেন, 'জো, আমি তোমাকে বিশ্বাস করে বলছি। মেগকে এখনি কিছু বলা হোক আমি চাইনা। জন ফিরে এলে, দুজনকে একত্রে দেখে, আমি মেগের জনের প্রতি মনোভাব ভাল বুঝব।'

'আর লোকটার মনোভাব মেগ ওই সুন্দর চোখে দেখতে পাবে। চোখের কথাই মেগ বলে। তাহলেই সমস্ত খতম। মেগের মনটা এতই নরম যে, কেউ ন্যাকামি করে ওর দিকে তাকালেই রোদে মাখনের মত গলে যাবে। তোমাদের চিঠির চেয়ে বেশীবার মেগ লোকটার পাঠানো সংবাদগুলো পড়ত। আমি কিছু বললে আমাকে চিমটি কাটত। সে আবার বাদামী রংয়ের চোখ পছন্দ করে, জন নামটা কুশ্রী ভাবে না। ও নির্ঘাৎ প্রেমে পড়বে। তারপরে শান্তি, আনন্দ একসঙ্গে মজায় কাটানো, সব শেষ হয়ে যাবে। সমস্ত বুঝতে পারছি। ওরা বাড়ীময় ভালবাসাবাসি করে বেড়াবে, আমাদের সরে যেতে হবে। মেগ একদম ডুবে যাবে, আমার পক্ষে আর কোন কাজে লাগবে না! যেমন করে হোক ব্রুক হ্যাঁচোর-প্যাঁচোর করে টাকাকড়ি বানাবে, ওকে ছিনিয়ে নিয়ে পরিবারে একটা ফাঁক করে দেবে! আমার মন ভেঙে যাবে, সব কিছু দারুণ খারাপ রূপ নেবে। কী কপাল! কেন আমরা সবাই ছেলে হলাম না, তবে তো কোন ঝঞ্ঝাট ঘটত না।'

জো অশান্ত ভাবে জানুতে চিবুক রেখে নিন্দনীয় জনের উদ্দেশে ঘুঁসি দেখাল। শ্রীমতী মার্চ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন। স্বস্তির ভাবে জো চোখ তুলে বলল, 'মা, তোমারও ব্যাপারটা ভাল লাগছে না। আমি খুশী হলাম। ওকে নিজের কাজে সরিয়ে দিয়ে, মেগকে কিছু না বলে, আমরা যেমন সর্বদা ছিলাম, তেমনি একসঙ্গে সুখে থাকা যাক, এসো।

'জো, নিঃশ্বাস ফেলা আমার অন্যায় হয়েছে। যথাকালে তোমরা যে,

সকলে নিজের নিজের ঘরে যাবে, এটাই ঠিক। কিন্তু যতদিন পারি আমি আমার মেয়েদের কাছে রাখতে চাই। এত তাড়াতাড়ি এই ব্যাপার ঘটায় আমার দুঃখ হচ্ছে, মেগের বয়স মাত্র সতেরো। ওর একটা আস্তানা গড়ে তুলতে জনের এখনও বেশ কয়েকটি বছর যাবে। তোমার বাবা ও আমি স্থির করেছি, কুড়ি বছর বয়সের আগে কোনমতে মেগ নিজেকে আবদ্ধ বা বিয়ে করবে না। যদি জন ও সে পরস্পরকে ভালবাসে, তারা অপেক্ষা করতে পারে, ফলে, ভালবাসার পরীক্ষা নেওয়া হবে। মেগ ন্যায়নিষ্ঠ, জনের প্রতি ওর দুর্ব্যবহারের ভয় নেই আমার। আমার সুন্দরী কোমল মনের মেয়েটি! আশা রাখি, জীবন ওর সুখের হবে।'

মায়ের কণ্ঠস্বর শেষদিকে একটু ভেঙে গেল দেখে জো প্রশ্ন করল, 'একজন ধনীলোকের সঙ্গে ওর বিয়ে হোক, এর চেয়ে তাই তুমি চাওনি?'

'জো, টাকা প্রয়োজনীয়, দিব্য বস্তু। আশা করি আমার মেয়েরা টাকার তিক্ত অভাব কখনও বুঝবে না, বা বেশী টাকার প্রলোভনও জানবে না! জন একটা ভালো প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী কাজ করছে, তাই চাই। ও তাহলে দেনায় জড়াবে না, মেগকেও সুখী করবে। আমার মেয়েদের জন্যে অনেক ঐশ্বর্য, কেতাদোরস্ত প্রতিষ্ঠা, বা বিরাট নাম আমি চাইনা। যদি বংশমর্যাদা এবং অর্থ, ভালবাসা এবং সৎগুণের সঙ্গে থাকে, কৃতজ্ঞ হয়ে মেনে নেব; তোমাদের সৌভাগ্যে আনন্দ পাব। কিন্তু অভিজ্ঞতার ফলে জানি, একটা সাধারণ ছোট্ট গৃহে কত নির্ভেজাল সুখ। সেখানে প্রাত্যহিক খাদ্য অর্জন করে নিতে হয়। কিছু অভাব অনটন অল্পসংখ্যক আনন্দ মধুর করে তোলে। মেগ সামান্যভাবে জীবন আরম্ভ করুক, আমি চাই। যদি ভুল না করে থাকি একজন যোগ্য লোকের মনের সম্পদ পাবে সে। ঐশ্বর্যের চেয়ে অনেক কাম্য।'

'বুঝতে পারি, মা, সমর্থনও করি। কিন্তু মেগের ক্ষেত্রে হতাশ হয়েছি আমি। আমার প্ল্যান ছিল, কোনদিন সে টেডিকে বিয়ে করবে ও সারা-জীবন সম্পদে কাটাবে। কেমন, বেশ হত, না?' উজ্জ্বলতর মুখে জো জিজ্ঞাসা করল, মুখ তুলে। 'জানোই তো, সে মেগের চেয়ে বয়সে ছোট'—শ্রীমতী মার্চ আরম্ভ করায় জো বাধা দিল—

'সামান্য একটু। বয়সের পক্ষে টেডির পরিণতি বেশী, লম্বাও। ইচ্ছা

করলে, চালচলনে সে বেশ বয়স্ক সাজতে পারে। তারপর সে পয়সার লোক, হাতখোলা, সৎ লোক ; আমাদের সবাইকে ভালবাসে। আমার মতে, আমার ধারণা নষ্ট হয়ে যাওয়াতে খারাপ হল।'

'আমি মনে করি, মেগের পক্ষে লরি যথেষ্ট বয়স্ক হয়নি এখনও। বর্তমানে সে অত্যন্ত বেশী অস্থির, নির্ভর করার যোগ্য নয়। জো, প্ল্যান কোরনা। সময় ও মন তোমার বন্ধুদের সাথী নির্বাচনে লাগুক। এ সমস্ত ব্যাপারে আমাদের হস্তক্ষেপ নিরাপদ নয়। তুমি যেমন বল, তেমন 'রোমান্টিক রাবিশ', মাথায় আমাদের ঢোকান উচিত নয়। বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যেতে পারে।' 'বেশ, আমি প্ল্যান করব না। কিন্তু যখন এখানে একটি টান ওখানে একটি কর্তন বস্তুটা সোজা করে দেয়, তখন সবটা ওলট-পালট ও জটপাকানো দেখতে আমার বিশ্রী লাগে। মাথায় লোহার চাঙর বসিয়ে আমাদের বেড়ে ওঠা বন্ধ হোক, চাই আমি। কিন্তু কি পরিতাপ যে, কুঁড়িটা গোলাপ হয়ে ওঠে, বাচ্চাটা ধাড়ী বিড়াল হয়।'

হাতে সমাপ্ত চিঠি নিয়ে মেগ নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করল, 'লোহার চাঙর বা বিড়ালের কথা কি বলছো ?'

জাবন্ত প্রহেলিকার মত জো ঝেড়ে উঠে বলল, 'আমার একটা বোকা কথা মাত্র। শুতে যাচ্ছি। পেগী, আয়।'

শ্রীমতী মার্চ চিঠিটায় চোখ বুলিয়ে, ফেরৎ দিয়ে বল্লেন, 'ঠিক, সুন্দর ভাবে লেখা হয়েছে। জনকে স্নেহ পাঠাচ্ছি ; লিখে দাও।'

নিষ্পাপ চোখ দুটি মেলে মায়ের দিকে চেয়ে, মেগ হেসে বলল, 'ওকে 'জন' বলে ডাক বুঝি ?'

শ্রীমতী মার্চ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চোখে চেয়ে বল্লেন, 'হ্যাঁ। সে আমাদের ছেলের মত ব্যবহার করেছে। আমরা ওকে বিশেষ স্নেহ করি।

মেগের শান্ত উত্তর, 'শুনে খুশী হলাম। ভদ্রলোক এত নিঃসঙ্গ ! লক্ষ্মী মা, শুভরাত্রি ! তুমি এখানে আসায় যা ভরসা পাচ্ছি, বলা যায় না।'

মায়ের চুম্বনটি অতিশয় স্নেহশীল, যাবার আগে মেগ পেল। শ্রীমতী মার্চ পরিতৃপ্তি ও বিষাদ নিয়ে, মেগ চলে গেলে বল্লেন 'ও এখনও জনকে ভালবাসে না। কিন্তু শীঘ্রই ভালবাসতে শিখবে।'

লরি করে অনর্থ এবং জো আনে শান্তি

পরদিন জো-এর মুখখানা দর্শনীয়, কারণ গোপনীয়তা ভারবোঝা হয়ে বসেছে ওর ঘাড়ে। রহস্যময় এবং জাঁদরেল না দেখানো কষ্টকর। মেগের চোখে পড়ল, কিন্তু জিজ্ঞাসাবাদের ঝঞ্ঝাটে গেল না সে। মেগ জানে জোকে ঠিক রাখার প্রকৃষ্ট পথ উল্টো আচরণ করা। সে স্থিরনিশ্চিত যে, প্রশ্ন না করলেই সমস্ত জানা যাবে। কিন্তু নীরবতা অখণ্ড দেখে মেগ বিস্মিত। জো মুরুব্বি ভাব ধারণ করে মেগকে চটিয়ে দিল। সে আবার উল্লসিত সংযমের ভাব নিয়ে রইল, মায়ের কাজে আত্মনিয়োগ করল। ফলে জো নিজের মতলবে লিপ্ত, কারণ, শ্রীমতী মার্চ শুশ্রূষাকারিণীর স্থান জো-এর পরিবর্তে নিলেন, তাকে দীর্ঘ বন্দিত্বের পরে বিশ্রাম, ব্যায়াম বা যা খুশী নিয়ে থাকতে বললেন। এমি নেই, লরি একমাত্র আশ্রয়; কিন্তু লরির সঙ্গ যথেষ্ট পছন্দ করলেও তখন জো লরিকে ভয় পাচ্ছিল। কারণ, লরি হচ্ছে একটি নাছোড়বান্দা। ভয় হচ্ছিল, গুপ্ত তথ্যটি বের করে না নেয় সে।

জো ঠিকই ধরেছিল। একটা রহস্যের সন্ধান পাওয়া মাত্র দুষ্টুমীপ্রিয় ছেলেটি উদ্‌ঘাটনের উদ্যোগে থাকত। জো-এর দিনযাত্রা দুর্বহ করে তুলল। সে তোয়াজ করল, উৎকোচ দিল, ঠাট্টা করল, ভয় দেখাল, বকুনী দিল। অতঃপর ঔদাসীন্যের ভানে রইল, যাতে সত্যটি সহসা জোর কাছ থেকে বের করে নিতে পারে। ঘোষণা করল সে জানে, এবং গ্রাহ্য করে না। অবশেষে অধ্যবসায়ের ফলে সে এটুকু জেনে নিল যে, মেগ ও ব্রুকের বিষয় এটা। গৃহশিক্ষকের গোপন ব্যাপারে তাকে না জড়িত করায় লরি লুব্ধ। মাথা খাটাতে লাগল সে, যাতে এমন তাচ্ছিল্যের শোধ দেওয়া যায়।

মেগ ইতিমধ্যে স্পষ্টতঃ ভুলে গেছে ঘটনা। বাবার আগমনের তোড়জোড় নিয়ে সে ব্যস্ত। কিন্তু হঠাৎ একটা পরিবর্তন যেন দেখা গেল তার। দু'একদিন সে একেবারে অন্যরূপ হয়ে গেল। কথা বললে চমকে উঠতে লাগল, তাকালে রাঙা হয়ে উঠল, বেজায় শান্ত হয়ে গেল। ভীরু

উত্যক্ত মুখভাবে সে সেলাই নিয়ে বসে থাকত। মায়ের প্রশ্নের উত্তরে জানাল, সে বেশ ভাল আছে; জো-এর প্রশ্নে তার রাশ ছাড়ার অনুরোধ দ্বারা জোকে নীরব করে দিল।

'বাতাসে টের পাচ্ছে ও,—মানে প্রেম, খুব তাড়াতাড়ি গড়িয়ে চলেছে ও। অধিকাংশ লক্ষণই দেখা দিয়েছে, অসংলগ্ন ও রাগী, খেতে পারছে না, জেগে থাকছে, কোণে বসে হাহুতাশ করছে। যে গানটি লোকটা ওকে দিয়েছে, সেটাই গাইতে শুনেছি। একদিন তোমাদের মত 'জন' বলে ফেলে আফিম ফুলের মত রাঙা হয়ে উঠল। কি করি আমরা?' জো কথাটা বলে, যে কোন ভয়ানক কাজ করার প্রস্তুতি দেখাল।

'কিছুনা, অপেক্ষা ছাড়া। ওকে নিজের মনে থাকতে দাও। সদয় হও, ধৈর্য ধরো। তোমাদের বাবা এলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।' মা উত্তর দিলেন।

পরের দিন ছোট ডাকঘরটির জিনিষপত্র বিলি করতে করতে জো বলল, 'মেগ, তোমার একখানা সীলকরা চিঠি আছে। কি অদ্ভুত! টেডি আমার চিঠি কিন্তু কখনও সীল করে না।'

শ্রীমতী মার্চ এবং জো নিজের কাজে মগ্ন ছিলেন। মেগের গলার শব্দে চোখ তুলে তাঁরা দেখলেন. আতঙ্কিত ভাবে মেগ চিঠিখানার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে।

মা কাছে ছুটে গেলেন, 'কি হয়েছে, বাছা?' জো অনিষ্টকর কাগজখানা নেবার চেষ্টা পেল।

'সবটাই ভুল—তিনি এটা পাঠাননি। জো, তুমি কেমন করে এ কাজ করতে পারলে?' বলার সঙ্গে সঙ্গে মেগ দুহাতে মুখ ঢেকে কাঁদতে লাগল। মনে হল ওর মনটা একেবারে ভেঙে গেছে। বিস্মিত জো চীৎকার করে করে উঠল,, 'আমি! আমি কিছু করিনি! কি বলছে ও?'

মেগের কোমল চোখ দুটো রাগে জ্বলে উঠল, পকেট থেকে একটা কোঁচকানো চিঠি বার করে জোর দিকে ছুঁড়ে, তিরস্কারের সঙ্গে সে বলল,

'তুমি এখানা লিখেছ, ওই অসভ্য ছেলেটা সাহায্য করেছে। আমাদের দুজনের সঙ্গে এমন কর্কশ, নীচ ও নিষ্ঠুর ব্যবহার তমি কেমন

করে করতে পারলে ?'

জো ভাল করে মেগের কথা শুনল না, সে ও মা তখন কিম্ভূত ছাঁদে—লেখা চিঠিখানি পড়ছেন।

'আমার প্রিয়তমা মার্গারেট,—

আর আবেগ সংযত করতে পারছি না। ফিরে যাবার আগে আমার ভাগ্যটা জানতেই হবে আমাকে। আমি তোমার মাতাপিতাকে এখনও বলতে সাহসী হইনি। কিন্তু যদি তাঁরা জানেন যে, আমরা পরস্পরকে অত্যন্ত ভালবাসি, তাঁরা সম্মতি দেবেন, মনে হয়। মিষ্টার লরেন্স আমাকে ভাল কোনও চাকুরি পেতে সাহায্য করবেন। তখন, আমার মাধুরিমা, আমাকে সৌভাগ্যবান তুমি কোর। তোমার পরিবারের লোকদের এখনও কিছু না বলার জন্য অনুনয় করছি। তবে একটা আশার কথা লরির মাধ্যমে জানাও। 'তোমার চিরবিশ্বস্ত জন'

"ইস, ক্ষুদে শয়তানটা। আমি মাকে দেওয়া কথারাখার জন্যে এমনি করে ও শোধ নিচ্ছে। আমি গালাগালি করে ওকে ঝেড়ে দিচ্ছি, ক্ষমা চাইতে টেনে নিয়ে আসছি।" অচিরাৎ ন্যায়গত কাজ সম্পাদনের আগ্রহে জলন্ত জো চেঁচিয়ে বলল। কিন্তু মা জো-কে ধরে থামালেন। তাঁর মুখে এমন ভাব কদাচিৎ দেখা যায়। তিনি বললেন,—

'জো, থামো, প্রথমে নিজের দোষ মোচন করতে হবে। তুমি এত সব দুষ্টুমী করেছ যে, আমার সন্দেহ হয়, এতেও তোমার হাত আছে।'

জো এত আন্তরিক ভঙ্গিতে কথা বলল যে, ওকে তাঁরা বিশ্বাস করলেন।

'শপথ করে বলছি; আমি কিছু করিনি, মা। আগে চিঠিটা কখনও দেখিনি! এ বিষয়ে কিছু জানিও না। যেমন বেঁচে আছি, তেমনি সত্যি কথা এটা। যদি আমার হাতই থাকত, এর চেয়ে ভালভাবে কাজটা করতাম, একটা বুদ্ধিসঙ্গত চিঠি লিখতাম।'

কাগজটা তাচ্ছিল্যে ফেলে দিয়ে বলল জো, 'মিষ্টার ব্রুক এমন ছাইপাঁশ লিখতে পারেন না, তোমার জানা উচিত।'

হাতের চিঠির সঙ্গে মিলিয়ে দেখে মেগ দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল, 'ওঁর হাতের লেখার মতই।'

শ্রীমতী মার্চ সবেগে বলে উঠলেন, 'মেগ, তুমি নিশ্চয় চিঠিখানার উত্তর দাওনি?'

'হ্যাঁ দিয়েছি।' লজ্জায় অভিভূত মেঘ পুনরায় মুখ ঢাকল।

'একটা প্রমাদ উপস্থিত! সেই দুষ্টু ছেলেটাকে ধরে এনে জবাবদিহি করতে দাও. বকুনী দিতে দাও। ওকে না ধরা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই।' জো দরজার দিকে আবার প্রধাবিত। শ্রীমতী মার্চ মেগের পাশে বসলেন, অথচ ছুটে বেরিয়ে যাবে ভয়ে, জো-কেও ধরে রাখলেন। তিনি আদেশ জানালেন, 'চুপ! এটার ব্যবস্থা আমাকে করতে দাও। যা ভেবেছিলাম তার চেয়ে গুরুতর অবস্থা দেখছি। মার্গারেট আমাকে আগাগোড়া খুলে বলো।'

চোখ নামিয়ে মেগ বলল, 'প্রথম চিঠিখানা লরি এনে দেয়। দেখে মনে হয়েছিল. ও কিছু জানে না চিঠির বিষয়ে। প্রথমে আমি চিন্তিত হয়েছিলাম, তোমাকে বলতে চেয়েছিলাম। তারপর মনে পড়ে গেল, তোমরা মিষ্টার ব্রুককে কত পছন্দ কর। তাই ভাবলাম, আমার এই সামান্য গোপন কথাটা কয়েকদিন গোপন রাখলে তুমি কিছু মনে করবে না। আমি এতই বোকা যে, কেউ জানে না ভাবতে ভাল লাগল আমার। কি বলব স্থির করছি, আর নভেলের নায়িকারা এমন ক্ষেত্রে যেমন করে, তেমনটি অনুভব করছি। আমার বোকামির সাজা পেয়েছি। ওঁর দিকে আর চাইতে পারব না।'

শ্রীমতী মার্চের প্রশ্ন, 'কি জানিয়েছ ওঁকে?'

'আমি শুধু জানিয়েছি, এখনও এসব ঘটনার পক্ষে আমি বেশী ছোট, আমি তোমার অজানা কোন গোপনতা চাই না, আর উনি বাবাকে অবশ্যই বলুন! ওঁর সহৃদয়তায় আমি কৃতজ্ঞ, ওঁর বন্ধু থাকব, কিন্তু দীর্ঘদিন অন্য কিছু নয়।'

শ্রীমতী মার্চ যেন প্রীত হয়ে হাসলেন! জো উচ্চহাসির সঙ্গে করতালি দিয়ে বলে উঠল, 'ক্যারোলিন পার্সি বিচক্ষণতার আদর্শ, তুমি প্রায় তাঁরই সমতুল্য। বলে যাও মেগ, উনি পড়ে কি বললেন?'

'একেবারে অন্য স্বরে উনি উত্তর দিলেন। জানালেন যে, উনি কোন প্রেমপত্র লেখেননি। আমার দুষ্টবুদ্ধি বোন জো আমাদের নাম নিয়ে এমন

যা-তা করেছে বলে উনি দুঃখিত। চিঠিটা খুব সদয় ও সম্ভ্রমপূর্ণ। কিন্তু, ভাবো তো আমার দারুণ অবস্থাটা!'

মেগ আকুলতার প্রতিমূর্তির মত মায়ের গায়ে হেলে পড়ল। জো লরিকে গালমন্দ দিতে আর ঘরে দাপিয়ে বেড়াতে প্রবৃত্ত। হঠাৎ থেমে, সে দু'খানা চিঠি তুলে, ভাল করে দেখে, স্থির নিশ্চিত হয়ে বলল, 'আমি বিশ্বাস করি না যে, ব্রুক একখানা চিঠিও দেখেছেন। টেডি দুটোই লিখেছে। আমি ওকে গোপন কথা বলিনি বলে ও তোমার চিঠিখানা আমাকে দেখিয়ে দেবার উদ্দেশে রেখেছে।'

মেগ সাবধান করে দিল, 'কোন গোপনতা রেখোনা, জো, মাকে বলে দিয়ে ঝঞ্ঝাট এড়াও। আমার যা করা উচিত ছিল।' 'বাছা, তোমার জয় হোক। মা-ই আমাকে বলেছেন।'

'জো, যথেষ্ট হয়েছে। লরিরে ধরে আনো, আমি মেগকে শান্ত করি। শেষ পর্যন্ত খোঁজ করে দেখব ঘটনা। এমন নষ্টামির এক্ষুণি শেষ করছি।'

জো ছুটে চলে গেলে শ্রীমতী মার্চ আস্তে আস্তে মেগকে মিষ্টার ব্রুকের প্রকৃত মনোভাব জানালেন।

'মণি, তোমার মনোভাব কেমন? যতদিন পর্যন্ত উনি তোমার ভরণ-পোষণের যোগাড় না করে ওঠেন, তুমি অপেক্ষা করে থাকার মত ওঁকে ভালবাস কি? কিম্বা, এখনকার মত, নিজেকে স্বাধীন রাখবে?'

মেগ সানুযোগে উত্তর দিল, 'এতই উত্যক্ত, চিন্তিত হয়েছি যে, অনেক দিনের মত প্রেমিকা নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না—হয়তো কখনই চাইব না। যদি এই বোকামির কথা জন না জানেন, তবে ওঁকে বোল না। লরি ও জোকে মুখ সামলে চলতে বোল। আমাকে জব্দ করা, জ্বালাতন করা, বোকাবোঝানো চলবে না। লজ্জার বিষয়!'

এই অসঙ্গত পরিহাসে মেগের স্বভাবতঃ শান্ত মেজাজ উদ্দীপ্ত এবং মর্যাদা আহত দেখে, শ্রীমতী মার্চ পূর্ণনীরবতা ও ভবিষ্যতে যথেষ্ট বিচক্ষণতার প্রতিশ্রুতি দিয়ে, তাকে ঠাণ্ডা করলেন। যে মুহূর্তে হলে লরির পায়ের শব্দ শোনা গেল, মেগ পড়ার ঘরে পালাল। শ্রীমতী মার্চ একা অপরাধীর সাক্ষাৎকারে রইলেন। লরি আসবে না আশঙ্কায় জো কেন ডাকা হয়েছে বলেনি। কিন্তু শ্রীমতী মার্চের মুখ দেখামাত্র সে তৎক্ষণাৎ বুঝে ফেলল।

অপরাধী ভাবে টুপি ঘোরাতে ঘোরাতে দাঁড়ানো দেখেই ওর দোষ তৎক্ষণাৎ ধরা পড়ল। জো-কে সরিয়ে দেওয়া হল তক্ষুণি। কিন্তু বন্দী পালাবে ভয়ে জো হলের মধ্যে এধার ওধার পায়চারী সুরু করে দিল, পাহারাদারের প্রথায়। বসার ঘরে কণ্ঠস্বর আধঘণ্টা ধরে ওঠানামা করল, কিন্তু সাক্ষাৎকারে কি ঘটল মেয়েরা কখনও জানল না।

ওদের ডাকা হ'লে দেখা গেল, এমন অনুতপ্ত মুখে লরি মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে যে, জো সেখানেই ওকে ক্ষমা করে ফেলল, কিন্তু জানানো উচিত মনে করল না। মেগ লরির বিনীত ক্ষমা প্রার্থনা মেনে নিল, ব্রুক রসিকতার বিষয়ে জানে না, এই নিশ্চয়তা পেল।

নিজের জন্যে নিজে খুব লজ্জা পেয়ে লরি পুনশ্চ বলল, 'আমৃত্যু ওঁকে বলব না। বুনো ঘোড়াও আমার কথা টেনে বার করতে পারবে না। তবে মেগ, আমাকে মাপ করো আমি আগাগোড়া কত দুঃখিত বোঝাবার জন্যে যে কোন কাজ করতে পারি।' 'মাপ করতে চেষ্টা করব। কিন্তু একেবারে অভদ্র কাজ করা হয়েছে। লরি তুমি এমন ধূর্ত ও বিদ্বেষপরায়ণ হতে পার, ভাবিনি।' কুমারীসুলভ ব্যাকুলতা গম্ভীর তিরস্কারের হাওয়ায় ঢাকার চেষ্টায় মেগ উত্তর দিল।

'সমস্ত জড়িয়ে কদর্য ব্যাপার একমাস আমার সঙ্গে কথা বন্ধ থাকা উচিত। কিন্তু তবু তুমি কথা বলবে, নয় কি?'

ওর অন্যায় আচরণ সত্ত্বেও লরি এমন অনুনয়ের ভঙ্গিতে দু'হাত যোড় করে এতই মনগলানো ঢংএ কথা বলল যে, ওকে ধমক দেওয়া অসম্ভব। মেগ ক্ষমা করল। রাশভারী থাকার চেষ্টা সত্ত্বেও শ্রীমতী মার্চের গম্ভীর মুখ নমনীয়; কারণ লরি ঘোষণা করল যে, নানাবিধ কঠোরতা দ্বারা সে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করবে, এবং ক্ষতিগ্রস্থ মেয়েটির সামনে সে নিজেকে একটা বোকার মত গালাগালি দিল।

জো সরে দাঁড়িয়ে ইতিমধ্যে ওর বিরুদ্ধে মনকে শক্ত করে তুলছে। মুখটা পূর্ণ অপছন্দের ভাবে গুটিয়ে তোলায় মাত্র সফল হল জো সেদিকে। লরি এক-দুইবার ওর দিকে চাইল, কিন্তু নরম হবার লক্ষণ না দেখে অস্বস্তি বোধ করল। অন্যেদের কথা না মেটা পর্যন্ত জো-এর দিকে পেছন ফিরে রইল। তারপর নীচু হয়ে তাকে এক নমস্কার জানিয়ে, একটিও কথা না

বলে বিদায় হল।

লরি চলে গেলেই জো-এর মনে হল, আর একটু ক্ষমার পরিচয় দেখালে পারত। মেগ ও মা ওপরে উঠে গেলে সে একা বোধ করে লরির সঙ্গের আশায় উৎসুক। কিয়ৎক্ষণ সংযমের পরে, ইচ্ছায় গা ভাসিয়ে, ফেরৎ দেবার একখানি বই হাতে বড় বাড়ীটায় সে ঢুকল।

একজন দাসী নীচে নামছিল, জো জিজ্ঞাসা করল 'মিষ্টার লরেন্স বাড়ী আছেন?'

'হ্যাঁ, মিস। কিন্তু দেখা শোনা করার যোগ্য বলে এখন মনে করি না।'

'কেন নয়? অসুখ করেছে?'

'ও না মিস্, কিন্তু মিষ্টার লরির সঙ্গে একটা গোলমাল হয়ে গেছে তাঁর। মিষ্টার লরি কি যেন একটা নিয়ে মেজাজ করেছেন, বৃদ্ধ ভদ্রলোক চটে গেছেন। আমি ওঁর কাছে যাবার ভরসা পাচ্ছি না'

'লরি কোথায়?'

'ঘর বন্ধ করে আছেন। দোরে আমি ধাক্কা দিয়েছিলুম, সাড়া পেলুম না। ডিনারটার কি গতি হবে, জানি না। তৈরি হয়ে গেছে, খাবার লোক নেই।'

'আমি দেখছি, কি ব্যাপার। দু'জনের একজনকেও আমি ভয় পাই না।' ওপরে যেয়ে লরির ছোট্ট পড়ার ঘরের দরজায় জো তক্ষুণি করাঘাত করল।

তরুণ যুবকটি ভয়-দেখানো স্বরে বলল, 'বন্ধ করো, নইলে দরজা খুলে তোমাকে বাধ্য করব।'

জো তৎক্ষণাৎ আবার ধাক্কা দিল, বেগে দরজা খুলে গেল। লরি বিস্ময়ের চমক কাটিয়ে ওঠার আগেই জো ভেতরে ঢুকে পড়ল। সত্যই লরি বদমেজাজে আছে। জো ওকে ঠাণ্ডা করার পথ জানে। সে সঙ্গে সঙ্গে মুখের অনুতপ্ত ভাব দেখিয়ে, মনোজ্ঞ ঢং-এ নতজানু হয়ে, ভালমানুষের স্বরে বলল, 'আমাকে, অতটা রাগ করার জন্যে, ক্ষমা করো। আমি জিনিষটা শুধরে নিতে এলাম। না হওয়া পর্যন্ত যেতে পারছি না।'

'ঠিক আছে। ওঠো এখন, ন্যাকামি কোর না, জো।' জোএর অনুনয়ে বীরপুরুষের উক্তি।

'ধন্যবাদ, করছি না। কি হয়েছে, প্রশ্ন করতে পারি? তোমাকে ঠিক সহজ দেখাচ্ছে না।'

লরি রাগে গর্জন করে উঠল, 'আমাকে ঝাঁকুনী দেওয়া হয়েছে, আমি সহ্য করে যাব না।'

জো জানতে চাইল, 'কে দিল?

'ঠাকুরদা। যদি আর কেউ হতেন, তাহলে আমি,'—অসুখী ছেলেটি দক্ষিণ হাতের সঙ্গে আন্দোলন দ্বারা কথা শেষ করল। জো মিষ্টি করে বলল, 'ওটা কিছুই নয়। আমি প্রায়ই তোমাকে ঝাঁকুনী দেই, তুমি কিছু তো মনে করো না।'

'ফুঃ! তুমি একটা মেয়ে, সেটা মজা করে। কিন্তু কোনও পুরুষকে আমি ঝাঁকুনী দিতে দেব না।'

'এখন যেমন বাজেভরা মেঘের মত দেখাচ্ছে তোমাকে, তেমনটি হলে কেউ চেষ্টা করতে চাইবে না। এমন করা হল কেন?'

'কারণ, তোমার মা কেন আমাকে ডেকেছিলেন, সেই কথা বলিনি বলে। আমি কথা দিয়েছি বলব না, নিশ্চয়ই আমি আমার কথা ভাঙব না।'

'অন্য কোন উপায়ে তোমার ঠাকুরদাকে তুষ্ট করতে পারতে না?'

'না। উনি সত্য চান, গোটা সত্য, সত্য ছাড়া অন্য কিছু নয়। মেগকে টেনে না এনে যদি প্রমাদে আমার অংশটুকু শুধু বলতে পারতাম, আমি বলে দিতাম। যখন পারি না, তখন মুখ বুঁজে রইলাম, বকুনী সহ্য করে গেলাম, যতক্ষণ না বৃদ্ধ ভদ্রলোক আমার গলা চেপে ধরলেন। তখন রাগ হয়ে গেল। পাছে নিজেকে ভুলে যাই, সেই ভয়ে পালিয়ে এলাম।'

'ভালো না, কিন্তু জানি, উনি দুঃখিত হয়েছেন। নীচে যেয়ে মিটিয়ে ফেল। আমি তোমাকে সাহায্য করব।'

'গলায় দড়ি আমার, যদি আমি মিটোই! একটু মজা করার জন্যে প্রত্যেকের উপদেশ, ঠেলাঠেলি আমি সহ্য করব না। মেগের বিষয়ে দুঃখিত হয়ে পুরুষমানুষের মত মাপ চেয়েছি। কিন্তু যেখানে অন্যায় করিনি, আর রাজী নই।'

'উনি তা জানেন না।'

'ওঁর আমাকে বিশ্বাস করা উচিত ছিল, যেন আমি শিশুটি, এমনধারা আচরণ উচিত হয়নি। জো, কোন ফল হবে না। ওঁর শিক্ষা পাওয়া দরকার যে. আমি নিজের দায়িত্ব নিতে পারি, আর কারুর আঁচল ধরে থাকা আমার দরকার নেই।'

জো নিঃশ্বাস ফেলল, 'ধানীলঙ্কার বীচি তোমরা! কেমন করে ঘটনাটার মীমাংসা করবে?'

'বেশ. ওঁর ক্ষমা চাওয়া উচিত। যখন আমি সোরগোল কেন খুলে বলতে পারছি না বলছি, আমাকে বিশ্বাস করা উচিত।'

'বাপ্‌রে! উনি তা চাইবেন না।'

'উনি না চাওয়া পর্যন্ত আমি নীচে নামব না।'

'টেডি, বুঝমান হও, যেতে দাও। আমি কি করতে পারি, বলছি। এখানে তুমি চিরকাল থাকতে পার না। তাহ'লে, নাটকীয় ভাব ধরে কোন লাভ?'

'বেশীক্ষণ এখানে থাকতে চাইনা কোনমতে। আমি চট করে বেরিয়ে কোথাও যাত্রা করব। যখন ঠাকুরদা আমার অভাব বুঝবেন, বেশ চট করে তিনি বাগ মানবেন।'

'মনে হয়। কিন্তু পালিয়ে যেয়ে ওঁকে ত্যক্ত করা উচিত নয়।'

'উপদেশ ঝেড় না। আমি ওয়াশিংটনে ব্রুকের কাছে যাব। মজাদার জায়গা. এইসব ঝামেলার পরে আনন্দ পাব।'

'কত ফূর্তি করতে পারবে তুমি! আমার ইচ্ছে করছে, আমিও যদি পালাতে পারতাম!' জো রাজধানীর সামরিক জীবনের প্রাণবন্ত স্বপ্নে, নিজের উপদেষ্টার ভূমিকা ভুলে, বলে উঠল।

'চলো, তাহলে! নয় কেন? তুমি যেয়ে তোমার বাবাকে চমকে দাও, আমি ব্রুকভায়াকে নাড়া দেব। চমৎকার মজা হবে এটা. জো, এসো. আমরা করে ফেলি। আমরা ঠিকঠাক আছি, এই মর্মে একটা চিঠি রেখে এক্ষুণি রওনা হই। আমার কাছে ঢের টাকা আছে। তোমার ভাল লাগবে, কোন দোষ নেই, কারণ বাবার কাছে যাচ্ছ।'

একমিনিট জোকে দেখে মনে হল, সে স্বীকৃত হবে। তাজ্জব পরিকল্পনা হলেও তার মনোমত। দায়িত্ব ও বন্দিত্বে হাঁপিয়ে উঠেছে জো,

একটা পরিবর্তন চাইছে। শিবির, হাসপাতালের, স্বাধীনতা ও ফূর্তির অভিনব আকর্ষণ. বাবার বিষয়ে চিন্তায় লোভনীয় মিশ্রণ ঘটাল। জানালার দিকে তৃষিত দৃষ্টি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু বিপরীতদিকের প্রাচীন বাড়ীটির দিকে সেই দৃষ্টি পড়ায় সে বিষাদভরা সংকল্পে মাথা নাড়ল।

'যদি ছেলে হতাম, একসঙ্গে পালিয়ে যেয়ে আমরা তোফা সময় কাটাতাম। কিন্তু আমি একটা সামান্য মেয়ে, তাই সমঝে চলা উচিত, বাড়ীতে থাকা উচিত। টেডি. লোভ দেখিও না, পাগলের মতলব এটা।'

'সেইজন্যেই মজা!' লরি বলতে সুরু করল। তার একটা উদ্দাম ভাব এসেছে, কোনমতে সীমা লঙ্ঘনের নেশায় সে মত্ত।

কান ঢাকা দিয়ে জো চেঁচিয়ে উঠল, 'মুখ সামলাও! 'কাটছাঁট ও বাধাবাধি' আমার ভাগ্য: কাজেই তাই মন স্থির রাখা উচিত। এখানে নীতি শেখাতে এসেছিলাম, যা শুনে লাফাতে ইচ্ছা হয়, তাতে শুনতে আসিনি।' লরি প্ররোচনার স্বরে বলল. 'জানি, মেগ এমন প্রস্তাবটায় ধামা চাপা দেবে; কিন্তু আমি ভেবেছিলাম, তোমার একটু তেজ আছে আরও।'

'দুষ্টু ছেলে, চুপ করো! বসে নিজের পাপকর্মের চিন্তা করো। আমার পাপ বাড়াতে চেষ্টা কোরনা।' জো উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল, 'যদি তোমার ঠাকুরদাকে ক্ষমা চাওয়াতে পারি, পালিয়ে যাওয়া বাদ দেবে?'

'হ্যাঁ, কিন্তু পারবে না তুমি একাজ', লরি উত্তর দিল। সে মিটিয়ে নিতে চায়, কিন্তু নিজের প্রতিহত সম্মানবোধ আগে তৃপ্ত হোক, ইচ্ছা তার।

'যদি ছোট মানুষটিকে বাগ মানাতে পারি, বুড়ো মানুষটিকেও পারব।'

জো চাপাস্বরে বলে চলে গেল। দু'হাতে মাথা রেখে, লরি একখানা রেলগাড়ীর মানচিত্রের ওপর ঝুঁকে পড়েছে।

জো ঘরের দরজার ঘা দিলে, শ্রীযুক্ত লরেন্সের মোটা গলা আরও মোটা শোনাল, 'ভেতরে এসো।'

ঘরে ঢুকে সে মিষ্টভাবে বলল, 'স্যর, আমি। একখানা বই ফেরৎ দিতে এলাম।'

বৃদ্ধ ভদ্রলোককে গুরুগম্ভীর ও বিরক্ত দেখালেও, চেপে থাকার চেষ্টা

করে, জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর চাও ?'

'হ্যাঁ, দিননা। আমার বুড়ো স্যাম এতই ভাল লেগেছে যে, দ্বিতীয় খণ্ড নেব ভাবছি।' জো উত্তর দিল। আশা ছিল যে, ভদ্রলোক যখন ওহেন সরস বই পড়তে দিয়েছেন, তখন দ্বিতীয় মাত্রায় বস্‌ওয়েলের 'জন্‌সন্' নিলে ওঁকে সন্তুষ্ট করা হবে।

ঝাঁপালো ভুরুজোড়া কিছু সরল হল। তিনি জন্‌সনীয় সাহিত্যের তাকের কাছে মই গড়িয়ে নিয়ে গেলেন। জো লাফিয়ে উঠে ওপরের ধাপে বসে, বই খোঁজার ভান দেখাল। প্রকৃতপক্ষে, সে নিজের মারাত্মক উদ্দেশের হেতু কেমন করে জানাবে, চিন্তা করছিল।

শ্রীযুক্ত লরেন্স ওর মনের মধ্যে কিছু পাকাচ্ছে সন্দেহ করতে পেরেছেন মনে হল। কারণ ঘরের মধ্যে দ্রুত ঘোরাফেরা বেশ খানিকক্ষণ করার পরে, তার দিকে ফিরে কথা বললেন, এতই দ্রুত যে, 'রাসেলাস' মেজের বুকে খসে উল্টো হয়ে পড়ল।

'ছেলেটা কি করছিল ? ওকে আড়াল দেওয়ার চেষ্টা কোরনা। বাড়ী ফেরার পরে ওর ভাবভঙ্গি দেখে বুঝেছি, কোন কুকীর্তি করে ফিরেছে। একটা কথাও বার করতে পারলাম না। যখন ভয়, দেখালাম যে, ঝাঁকুনী দিয়ে সত্য বার করে নেব ওর কাছ থেকে. ও দোতলায় দৌড়ে যেয়ে নিজের ঘরে খিল দিয়ে রয়েছে।'

'ও অন্যায় করেছিল, কিন্তু আমরা ক্ষমা করেছি ওকে। সবাই কাউকে কিছু না বলার প্রতিজ্ঞা নিয়েছি,' জো অনিচ্ছায় বলতে সুরু করল। 'তা হবেনা। তোমাদের মত নরমমনের মেয়েদের প্রতিজ্ঞার আড়ালে আশ্রয় নেওয়া ওর চলবে না। যদি অন্যায় কিছু করে, সে স্বীকার করবে, ক্ষমা চাইবে, শাস্তি মেনে নেবে। জো, খুলে বলে ফেল, আমি অন্ধকারে থাকব না।'

শ্রীযুক্ত লরেন্সকে এমন ভীতিজনক দেখাল, এবং তিনি এত তীব্রস্বরে কথা বল্লেন যে, জো সানন্দে ছুটে পালিয়ে যেত, যদি সে পারত। কিন্তু মইএর ওপর সে বসেছে, তিনি শেষ ধাপের পাশে দাঁড়িয়ে—পথের মাথায় যেন সিংহ একটা। সুতরাং জোকে থেকে যেয়ে সাহসভরে বলতে হল,—

'সত্যি, স্যর, আমার বলা চলে না! মা নিষেধ দিয়েছেন। লরি স্বীকার করেছে, ক্ষমা চেয়েছে, যথেষ্ট শাস্তি পেয়েছে। আমরা ওকেই আড়াল দিতে চুপ করে নেই, অন্য কাউকে। যদি হস্তক্ষেপ করেন, আরও গণ্ডগোল ঘটবে। দয়া করে করবেন না। কিছুটা আমারি দোষ। এখন ঠিক হয়ে গেছে। ভুলে যাওয়া যাক তাই। 'র‍্যাম্বলার' বা অন্য কোন ভালো বিষয়ে কথা বলা যাক।'

' 'র‍্যাম্বলার' চুলোয় যাক। নেমে এসে সত্যি কথা বলো তো, এই আমার বিদঘুটে ছেলেটা কোন অকৃতজ্ঞ বা উদ্ধত কাজ করেনি। যদি তাই করে, তোমাদের এত ভালো ব্যবহারের পরেও, নিজের হাতে ওকে আমি চাবকাব।'

শাসানিটা দারুণ শোনাল। কিন্তু জো ভয় পেল না। সে জানে, ক্ষণক্রোধী বৃদ্ধ ভদ্রলোক উল্টো করে যাই বলুন না কেন, তাঁর পৌত্রের বিরুদ্ধে আঙুলটিও তুলবেন না। জো বাধ্যভাবে নেমে এসে, মেগকে অনাবৃত না করে, সত্য না ভুলে, যথাসম্ভব হাল্কা করে তুলল দুষ্টুমিটা।

'হুঁ—হাঁ—বেশ, যদি ছেলেটা শপথ নিয়েছে বলে মুখ বুজে থাকে, অবাধ্যতায় নয়; তবে তাকে মাপ করছি। ও একটা জেদী মানুষ, বাগ মানানো শক্ত।' শ্রীযুক্ত লরেন্স ঝড়ে ভ্রমণের মত চুলগুলোকে ঘষাঘষি করে ঠেলে তুললেন, ভ্রূভঙ্গি থেকে মুক্তির ভঙ্গিতে ভ্রূকুটী বিদূরিত করলেন। 'আমিও তাই। কিন্তু একটা মিষ্টি কথা আমাকে সায়েস্তা করে। রাজার সবগুলো ঘোড়া, রাজার সবগুলো লোক পারে না।'

বন্ধুকে বাঁচানর ছলে জো ভাল কিছু বলার চেষ্টা পেল। বন্ধুটি এক প্রমাদে পরিত্রাণ পেয়ে অন্য একটায় পড়ছে।

তীক্ষ্ণ উত্তর এল, 'তুমি মনে করো, আমি ওর প্রতি নরম নয়, অ্যাঁ।'

'আহা, না স্যর। কখনও বা আপনি বেশী নরম। কিন্তু যখন ও আপনাকে অধৈর্য করে তোলে, তখন কিছু কঠোর। আপনি তাই, মনে হয় না কি।'

জো বোঝাপড়ায় এখনি স্থিরসংকল্প। তার সাহসিক বচনবিন্যাসের পরে কম্পমান একটু বোধ করলেও, স্থির ভাব দেখাল সে। অত্যন্ত পরিত্রাণ এবং বিস্ময়ে সে দেখল, বৃদ্ধ ভদ্রলোক টেবলের ওপর ঝন্‌ঝনিয়ে চশমাযোড়া

ছুঁড়ে ফেলে দিলেন শুধু। অতঃপর সরলভাবে বলে উঠলেন,—

'ঠিকই তুমি, মেয়ে। আমি তাই। আমি ছেলেটাকে ভালবাসি, কিন্তু বড় জ্বালায় আমাকে, সহ্যের মাত্রা ছেড়ে যায়। এভাবে চললে কোন পরিণতি, জানি না।'

'আমি আপনাকে বলে দিতে পারি। ও পালিয়ে যাবে।' বলা মাত্র জো অনুতপ্ত। সে ওঁকে সতর্ক করে দিতে চেয়েছিল যে, লরি বেশী শাসন সহ্য করবে না! আশা ছিল তার, উনি ছেলেটির বিষয়ে আরও সহনশীল হবেন।

শ্রীযুক্ত লরেন্সের স্বাস্থ্যদীপ্ত লালচে মুখখানি হঠাৎ বদলে গেল। টেবলের ওপর ঝোলানো সুপুরুষ এক ব্যক্তির আলেখ্যের দিকে বিভ্রান্ত দৃষ্টিক্ষেপ করে উনি বসে পড়লেন। লরির পিতার চিত্র, সেই যিনি যৌবনে পালিয়ে যেয়ে অনমনীয় বৃদ্ধের মতবিরুদ্ধ বিবাহ করেছিলেন। জো-এর মনে হল, উনি মনে পড়ে, অতীতের জন্য শোচনা করছেন।

রসনা সংযম করলেই ভাল হত, মনে ভাবল জো।

'যদি না অতিরিক্ত উত্যক্ত হয়, সে পালাবে না। পড়াশোনায় ক্লান্ত হয়ে মাঝে মাঝে ভয় দেখায়। আমি প্রায়ই ভাবি আমি পালাব, চুলকাটার পরে বিশেষ ভাবে মনে হয়। তাই যদি কখনও আপনি আমাদের খুঁজে না পান, আপনি ভারতবর্ষগামী জাহাজের যাত্রী দুটি ছেলের জন্যে বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।'

কথা বলতে বলতে জো হাসছিল, শ্রীযুক্ত লরেন্স স্বস্তি বোধ করলেন, স্পষ্টতঃ ধরে নিলেন সবটাই পরিহাস।

'বেহায়া মেয়ে, এমনধারা কথা বলার সাহস পাও! আমার প্রতি তোমার শ্রদ্ধা বা তোমার যথাযথ মানুষ হওয়ার ফল কোথায় গেল। ছেলে-মেয়েদের ধন্য বলি। কত জ্বালায় তারা, কিন্তু ওদের ছাড়া আমাদের চলে না।' জো-এর গালে সপরিহাসে চিম্‌টি কেটে তিনি বল্লেন, 'যাও, ছেলেটাকে খেতে ডেকে আন। ওকে বোল, ঠিক আছে। ওকে পরামর্শ দিও যে ঠাকুরদার কাছে বিয়োগ নাটিকার হাবভাব যেন না দেখায়। আমি সহ্য করব না।'

'স্যর, ও নামবে না। সে যখন বলেছিল যে, বলতে পারে না, তখন

আপনি তাকে অবিশ্বাস করায় ওর খারাপ লাগছে। মনে হয়, ঝাঁকুনী দেওয়ায় ওর মনে খুব আঘাত লেগেছে।'

জো সকরুণ ভাব দেখাতে চাইল, কিন্তু অবশ্যই সে বিফল, কারণ শ্রীযুক্ত লরেন্স উচ্চহাস্য সুরু করলেন। জো বুঝল কিস্তি মাৎ।

"আমি সেজন্যে দুঃখিত, আমাকে ঝাঁকুনি না দেবার জন্যে ওকে আমার ধন্যবাদ জানানো উচিত, কি বল? ছেলেটা কি মাথামুণ্ডু আশা করে?' বৃদ্ধ নিজের খিটখিটে মেজাজ হেতু কিঞ্চিৎ লজ্জিত।

"স্যর, আমি হলে, ওকে ক্ষমা চেয়ে চিঠি লিখতাম। ও বলেছে, না হলে নামবে না। ওয়াশিংটনের বিষয়ে কথা বলছে সে, বেখাপ্পা ভাবে চলছে। একটা যথারীতি ক্ষমাপ্রার্থনা দেখলে বুঝবে ও কত বোকা। খুশীমনে নেমে আসবে। লিখে দেখুন, ও আমোদ ভালবাসে। কথাবলার চেয়ে উত্তম। আমি চিঠি ওপরে নিয়ে ওকে কর্তব্য শেখাব।'

শ্রীযুক্ত লরেন্স তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে লক্ষ্য করে, চোখে চশমা এঁটে, ধীরে বললেন, "তুমি একটি ধূর্ত বাচ্চা, কিন্তু তোমার কিম্বা বেথের কথা শুনে চলার আমার আপত্তি নেই। দাও তো, একটুকরো কাগজ দাও। বোকামীটা শেষ করে ফেলা যাক।"

একজন ভদ্রমহোদয় অপরকে গভীর অবমাননা করার পরে যে ভাষায় চিঠি লেখা হয়, তেমনি চিঠি লেখা হল। জো শ্রীযুক্ত লরেন্সের টাকে চুমো দিয়ে, লরির দ্বারের নীচে চিঠিখানা ঢুকিয়ে দিতে ছুটে গেল ওপারে। চাবীর ছিদ্র দিয়ে তাকে উপদেশ পাঠাল জো, বাধ্য হতে, শোভন হতে এবং আরও কয়েকটা মনোজ্ঞ অসম্ভব বস্তু হতে। দরজা আবার বন্ধ দেখে, জো চিঠিখানা কাজ করার উদ্দেশ্যে রেখে, আস্তে চলে আসছিল, এমন সময়ে ছেলেটি রেলিং বেয়ে নেমে এসে নীচে ওর অপেক্ষায়। সর্বাপেক্ষা সৎ মুখভাব নিয়ে লরি বলল, "জো, তুমি কী ভালো লোক।"

হাসতে হাসতে সে যোগ দিল, "তুমি খুব বকুনী খেয়েছিলে?"

"না, উনি সব জড়িয়ে দিব্যি চতুর ছিলেন।"

'ওহো। আমার চারধারে যথেষ্ট প্রাপ্তি হয়েছে। তুমি পর্যন্ত ওখানে আমাকে ত্যাগ করলে। আমি জাহান্নমে যেতে তৈরি ছিলাম সোজা,' সে অপরাধী ভাবে বলতে লাগল।

"ওভাবে কথা বোল না। নতুন পাতা খোল, আবার আরম্ভ করো, আমার ছেলে টেডি।"

লরি সক্ষোভে বলল, "নূতন পাতা খুলতে থাকি, নষ্ট করে ফেলি, যেমন আমার কপিবুক নষ্ট করতাম। এত রকম আরম্ভ করি যে, শেষ কখনও হবে না।

"যাও, খেয়ে এসো। তারপর ভাল বোধ করবে। পুরুষ মানুষ ক্ষিধে পেলেই গ্যাঁক গ্যাঁক করে থাকে।" জো কথাটা বলে সদর দরজা দিয়ে সরে পড়ল।

'আমার 'জাতে'র এটা 'অববাননা,' এমির ভাষা উদ্ধৃত করে লরি উত্তর দিল। ঠাকুরদার সঙ্গে কর্তব্যোচিত ভাবে বিনয়ের পিষ্টক খেতে বসল সে। তিনি মেজাজে সাধুসন্ত একেবারে, বাকী দিনটি যাবৎ অতিশয় সশ্রদ্ধ।

প্রত্যেকে ধরে নিল যে, ঘটনার নিবৃত্তি হয়েছে, মেঘখণ্ড উড়ে গেছে। কিন্তু ক্ষতি হয়ে গেল। সকলে ভুলে গেলেও মেগ মনে রাখল। কোনও একটি বিশেষ ব্যক্তির কথা কখনও সে বলত না, কিন্তু তাঁর বিষয়ে অনেক ভাবত। আগের চেয়ে বেশী স্বপ্ন দেখত সে। একদিন জো বোনের ডেস্কে টিকেট খুঁজতে ওলটপালট করে দেখল, একটুকরো কাগজে 'মিসেস জন ব্রুক' কথাটা লেখা। দেখে জো গুমরে উঠল নাটকীয় ভাবে, কাগজখানা আগুনে ফেলে দিল। জো অনুভব করল, লরির তামাসা অশুভ দিনটি তার আরও নিকটস্থ করে দিয়েছে।

বাইশ

রমণীয় প্রান্তর

ঝটিকার পরবর্তী সূর্যরশ্মির মত পরবর্তী সপ্তাহগুলি শান্তিকর। রোগীরা দ্রুত আরোগ্যের পথে। নূতন বৎসরের প্রথমদিকে মিষ্টার মার্চ ফিরে আসার কথা বলেছেন। শীঘ্রই বেথ পড়ার ঘরে সোফায় সারাদিন শুয়ে থাকতে পারল। প্রথমে আদরের বিড়ালগুলো নিয়ে ভুলে থাকত, যথা সময়ে অত্যন্ত পিছিয়ে পড়া, পুতুলের সেলাই নিয়ে রইল। তার আগের সক্ষম হাতপা এতই আড়ষ্ট ও দুর্বল যে, প্রত্যহ বাতাস খাওয়ার উদ্দেশ্যে, জো সবল বাহুপাশে ওকে তুলে বাড়ীর মধ্যে ঘুরিয়ে আনত। মেগ সানন্দে নিজের শুভ্র হাতদু'খানি পুড়িয়ে কালো করে 'সোনাটির' জন্যে সুস্বাদু খাদ্য বানাত। আংটির আদর্শে বিশ্বস্ত এমি ফিরে এসে বেথকে যতদূর সম্মত করতে পারে, ততদূর নিজের বাছা-বাছা জিনিষপত্র দিয়ে দিল।

বড়দিনের উপক্রমে যথানিয়মিত রহস্যে গৃহ ভরপুর। এবারকার অভূতপূর্ব আনন্দময় বড়দিনের সম্মানার্থে জো প্রায়ই একেবারে অসম্ভব অথবা চমকপ্রদ অদ্ভুত সব অনুষ্ঠানের প্রস্তাব দিয়ে পরিবারের লোকেদের হতবুদ্ধি করে দিতে লাগল। লরিও অনুরূপ অবাস্তবপন্থী। ওর মতে চললে বনফায়ার, তুবড়ি, বিজয়পটকা ইত্যাদি জ্বালানো হত। অনেক সংঘর্ষ, দমিয়ে দেওয়ার পরে, উচ্চাকাঙ্খী বন্ধুযুগলকে মনে হল বেশ নির্বাপিত। বিরস বদনে চলাফেরা করতে লাগল তারা। কিন্তু দুজনে একত্র হলে উচ্চহাস্যের নিনাদে ভানটা ধরা পড়ত।

অস্বাভাবিক শান্ত আবহাওয়ার দিনগুলির পরে এক জমকালো বড়দিন যোগ্যভাবে উদয় হল। হ্যানা 'হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারল' যে এটা অসাধারণ পরিষ্কার দিন হবে। সে যথার্থ ভবিষ্যদ্বক্তা প্রমাণিত, কারণ প্রতিটি মানুষ ও জিনিষ বিশেষ সাফল্য আনবে, মনে হয়। প্রথমেই বলা যাক, শ্রীযুক্ত মার্চ চিঠি দিয়ে জানালেন যে, তিনি অচিরাৎ তাদের কাছে ফিরে আসছেন। তারপর, বেথ অতিশয় সুস্থ বোধ করল সকালে।

মায়ের উপহার নরম টুকটুকে লাল মেরিনোর চাদরে সেজে, সোল্লাসে জানালায় বহিত হল বেথ। লরি এবং জো-এর উপহার দেখতে এল। দুই অনির্বাণ সত্তা নামের যোগ্য কাজ প্রাণপণে সম্পাদন করেছে। নিশাচরের মত রাত্রে কাজ করে গেছে ওরা, আমোদজনক বিস্ময় একটা যাদুমন্ত্রে গড়ে তুলেছে।

বাইরে বাগানে এক মহিয়সী তুষারকন্যা দণ্ডায়মান। মাথায় হলি-স্তবকের মুকুট, একহাতে ফলফুলের সাজি, অন্যহাতে নূতন স্বরলিপির প্রকাণ্ড তাড়া; শীতার্ত স্কন্ধ ঘিরে ঠিক রামধনুর মত আফ্‌গান জড়ানো। মুখ থেকে গোলাপী কাগজের খণ্ড বার হয়ে আসছে, তাতে বড়দিনের ক্যারোল গান লেখা :—

'বেথকে জাঙ্গফ্রাউ'

'মহারাণী প্রিয় বেস, আশীষ পড়ুক,
কখনও বিপদ পেয়ো না,
সদানন্দ-স্বাস্থ্য শান্তি একত্রে ঝরুক,
বড়দিনে সবই হোক না।
আমাদের ব্যস্ত মৌমাছির এ ফল,
কুসুম ঘ্রাণের জন্যে দেই,
'পিয়ানির' জন্যে গানদল,
পা ঢাকতে আফগান এই।
জোয়ানের ছবি দেখো পেয়ে
দোসরা সে র‍্যাফাইল দিল,
সুশ্রী আর যথাযথ চেয়ে
অনেক শ্রমের ঘণ্টা নিল।
ধরো এই ফিতে ধরো লাল,
ম্যাডাম পারের ল্যাজশোভা;
আইসক্রীম পেগ্‌ যে বানালো
বালতিতে মঁ ব্ল্যাঁ মনোলোভা।
শ্রেষ্ঠ প্রণয় গাঁথা বুকে
তুষারেই ঢাকা সে আমার,

অ্যাল্প্‌সের মেয়ে নাও সুখে,
লরি আর জো—নির্মেতার।'

বেথ দেখে হেসে কুটিপাটি, লরি ওপরনীচে ঘনঘন ছুটোছুটি করে উপহার বইছে, উপহার প্রদানকালে জো বিষম হাস্যকর বক্তৃতা দিচ্ছে।

জো বেথকে উত্তেজনাঅন্তে বিশ্রামার্থ পড়ার ঘরে বয়ে নিয়ে গেল, 'জাঙ্গফ্রাউ'যে রসাল আঙুর পাঠিয়েছে, ভাষণান্তে সজীব করাও লক্ষ্য ছিল। বেথ শান্ত নিঃশ্বাসে বলল,'এতই আনন্দ হচ্ছে আমার, শুধু বাবা যদি এখানে থাকতেন, আর তিলধারণের জায়গা থাকত না।

'আমারও তাই,' জো বলে পকেট চাপড়াল। পকেটে দীর্ঘ প্রার্থিত 'উন্‌ডিন্‌ ও সিণ্টরাম' অবস্থিত।

'আমি ঠিক তাই,' এমির প্রতিধ্বনি। মা শোভন ফ্রেমে বাঁধানো ম্যাডোনা ও শিশুর ক্ষোদিত প্রতিলিপি ওকে দিয়েছেন।

ঝুঁকে পড়ে আছে সে ছবির ওপর।

'অবশ্যই আমি তাই!' মেগ জীবনের প্রথম রেশমী পোষাকের রূপালী ভাঁজ সমান করে দিতে দিতে বলে উঠল। শ্রীযুক্ত লরেন্স জোর করে এটা দিয়েছেন।

'আমিই বা অন্য কিছু হই কি করে?' সকৃতজ্ঞ শ্রীমতী মার্চ বলেন।

স্বামীর চিঠি থেকে বেথের হাসিমুখে চোখ তাঁর সঞ্চরণশীল। মেয়েরা এইমাত্র বুকে ধূসর সোনালী বাদামী গাঢ়-বাদামী চুলের গুচ্ছভরা ব্রুচ পরিয়ে দিয়েছে। হাত সেখানে আদরে ন্যস্ত।

কখনও কখনও এই নিত্যকর্মের পৃথিবীর বুকে মনোরম কথাকাহিনীর মত ভঙ্গিতে ঘটনা ঘটে। কত তৃপ্তির সেটা। আরও তিলমাত্রই সুখ ধরতে পারা যায়, একথা বলার আধঘণ্টা বাদে তিলবিন্দু পাওয়া গেল। লরি বসবার ঘরের দরজা খুলে অতি নীরবে উঁকি দিল, ডিগবাজি খাওয়া বা ভারতীয় যুদ্ধনিনাদ করলে যথার্থ সঙ্গতই হত, কারণ ওর মুখখানা চাপা উত্তেজনায় ভরা, কণ্ঠস্বর ধরিয়ে দেওয়ার মত আনন্দপূর্ণ। যদিও সে বিচিত্র রুদ্ধশ্বাস ভঙ্গিতে কেবল মাত্র বলল, 'মার্চ পরিবারের আরও একটি বড়দিনের উপহার এইযে', তবুও সবাই লাফিয়ে উঠল।

মুখের কথা ফুরাবার আগেই সে, কোনপ্রকারে অপসারিত। লরির

জায়গায় দেখা দিলেন, চোখ পর্যন্ত জড়িয়ে ঢাকা এক দীর্ঘ পুরুষ। আর একজন দীর্ঘদেহীর বাহুতে ভর রেখেছেন উনি, সে ব্যক্তি কিছু বলতে চেয়ে ব্যর্থ হলেন।

অবশ্য হৈহৈ-রৈরৈ বেধে গেল। কিছুক্ষণ সকলেরি যেন বুদ্ধি হরে গেল। অসম্ভব ঘটনা ঘটলেও কেউ কথা বলল না। চারযোড়া স্নেহশীল বাহুর বন্ধনে অদৃশ্য শ্রীযুক্ত মার্চ, মূর্চ্ছাপন্ন হয়ে জো কেলেঙ্কারি বাধাল। লরি ওকে চীনামাটির জিনিষ রাখার খুপরির মধ্যে নিয়ে চিকিৎসা করতে লাগল। মিষ্টার ব্রুক একদম ভুলবশতঃ মেগকে চুম্বন করে ফেলে, পরে অসংলগ্ন ভাবে ব্যাখ্যা দিলেন ভুলের! মহিয়সী এমি টুল বেধে পড়ে, ওঠার বিনা চেষ্টায়, বাবার বুটজুতো জড়িয়ে সকরুণ ভাবে কাঁদতে লাগল। শ্রীমতী মার্চ সকলের আগে প্রকৃতিস্থ হয়ে হাত তুলে সাবধান করলেন, 'চুপ! বেথের কথা মনে রেখো।'

কিন্তু বিলম্ব হয়ে গেছে তখন। পড়ার ঘরের দ্বার সবেগে খুলে গেল। চৌকাঠে ছোট্ট লালচাদর উপস্থিত। আনন্দে দুর্বল হাতপায়ে বল এসেছে। বেথ সোজা বাবার কোলে ছুটে গেল।

তারপরে যা হয় হোক। পরিপূর্ণ হৃদয়গুলি উপচে উঠে অতীত তিক্ততা ধুয়ে দিল, রইল শুধু বর্তমানের মাধুর্য।

রোমান্সগন্ধী দৃশ্য নয়। প্রফুল্ল হাস্যরোলে সকলে প্রকৃতিস্থ। দেখা গেল দরজার আড়ালে হ্যানা মোটা মোরগটার শোকে কাঁদছে। রান্নাঘর থেকে ধেয়ে বেরিয়ে আসার সময়ে উনুন থেকে নামাতে ভুলে গিয়েছিল। হাসির রোল থামার পরে, শ্রীমতী মার্চ স্বামীর সযত্ন তত্ত্বাবধান হেতু শ্রীযুক্ত ব্রুককে ধন্যবাদ সুরু করলেন। ফলে, শ্রীব্রুকের হঠাৎ মনে পড়ল যে, শ্রীযুক্ত মার্চের বিশ্রাম প্রয়োজন। লরিকে চেপে ধরে শীঘ্র বিদায় নিলেন তিনি। রোগী দুজনকে বিশ্রামের নির্দেশ দেওয়া হলে, একটা বড় চেয়ারে বসে, প্রাণপণে কথা বলে নির্দেশ পালনে রত হলেন।

শ্রীযুক্ত মার্চ বলে চললেন, তিনি ওদের কেমন চমকে দিতে চাইলেন, পরিস্কার আহাওয়া এলে ডাক্তার সুযোগ নিতে কেমন অনুমতি দিলেন, ব্রুক কেমন বিশ্বস্ত, সে সর্বসমেত এক শ্রদ্ধার্হ, সৎ যুবক। শ্রীযুক্ত মার্চ এখানে কেন যে এক মিনিট বিরতি দিলেন, মেগের দিকে কটাক্ষে চেয়ে,—মেগ

সবেগে আগুন খোঁচাচ্ছিল,—স্ত্রীর দিকে সপ্রশ্ন ভুরু তুলে চাইলেন; কেন যে, শ্রীমতী মার্চ আস্তে মাথা নেড়ে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি এখন কিছু খাবেন কিনা ;—এ সমস্ত কথা তোমাদের কল্পনার ওপর ছেড়ে দিলাম আমি। জো দেখল, এবং বুঝল সে দৃষ্টির অর্থ। সে কঠোর ভঙ্গিতে বীফ-চা সুরা আনতে দুম্‌দাম্ করে চলে গেল, নিজের মনে বিড়বিড় করল, 'বাদামী চোখের শ্রদ্ধার্হ-তরুণযুবকদের আমি ঘেন্না করি।'

সেদিনকার মত বড়দিনের ভোজ আর কখনও তারা খায়নি। হ্যানা যখন বাদামী, সজ্জিত মোটা মুরগীর তন্দুরটা পাঠিয়ে দিল, দেখার মত সেটা। প্লাম-পুডিং-ও তাই, মুখে তুললে গলে যায়। জেলিও তদ্রুপ, মধুপাত্রে মৌমাছির মত এমির তাতে আনন্দ। প্রত্যেকটা রান্না উৎরে গেছে। হ্যানার মতে সেটা ভগবানের দয়ায়, সে বলল, 'মা, আমার মন এত উথাল-পাথাল হয়েছে যে, তাজ্জব কাণ্ড যে, আমি পুডিংটা তাতাইনি, মুরগীটার মধ্যে কিসমিস ভরে ফেলিনি, কাপড়মোড়াই করে ওটা ফুট্‌ফুট্‌নোয় কথা ছেড়েই দিচ্ছি গো।'

শ্রীযুক্ত লরেন্স ও তাঁর পৌত্র ওদের সঙ্গে আহার করলেন। শ্রীব্রুকও ছিলেন। লরি দেখে দারুণ কৌতুক পেল যে, জো তাঁর দিকে অন্ধকার মুখে ভ্রূকুটি হানছে। পাশাপাশি দু'খানা আরাম-চেয়ার। সেখানে বেথ ও তার বাবা বসে মুরগীর মাংস ও সামান্য ফল দিয়ে স্বল্পাহার করছেন। তাঁরা সকলে স্বাস্থ্যপান করলেন, গল্প বললেন, গান গাইলেন, বুড়োরা যেমনধারা বলেন, তেমনি 'স্মরণ' করলেন। চমৎকার সময় কাটল। স্লে-চালানোর মতলব করা হলেও মেয়েরা তাদের বাবাকে ছেড়ে গেল না। তাই অতিথিবৃন্দ তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেন। গোধূলির ঘন ছায়ায় সুখী পরিবার আগুনের চারপাশে একত্রে বসে রইলেন। 'ঠিক একবছর আগে আসন্ন নিরানন্দ বহুদিনের দুঃখে আমরা হাহাকার করছিলাম। মনে আছে?' অনেক বস্তুর বিষয়ে দীর্ঘ কথাবার্তার পরে, স্বল্প বিরতিক্ষণে জো জিজ্ঞাসা করল।

'সব জড়িয়ে বেশ প্রীতিকর বছরটি!' আগুনের দিকে চেয়ে মেগ সহাস্যে বলল। শ্রীব্রুকের সঙ্গে নিজের মান রেখে ব্যবহার করার জন্য সে নিজেকে অভিনন্দন জানাচ্ছিল।

চিন্তিত দৃষ্টি ফেলে আংটির ওপর আলোর খেলা দেখতে দেখতে এমি মন্তব্য কাটল,' আমি মনে করি বছরটা খুব দুর্বৎসর।'

বাবার কোলে বসা বেথ ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, 'বছরটা শেষ হওয়ায় আমি খুশী, তোমাকে আমরা ফিরে পেলাম কিনা।'

চারপাশে ঘিরে থাকা চারটি কচি মুখের দিকে পিতৃসুলভ পরিতৃপ্তির দৃষ্টিক্ষেপ করে, শ্রীযুক্ত মার্চ বললেন, 'ক্ষুদে তীর্থযাত্রীর দল, তোমাদের বিচরণের পক্ষে বন্ধুর রাস্তা, বিশেষতঃ শেষের দিকে' কিন্তু খুব সাহস-ভরে চলেছ তোমরা। মনে হয় আমার, বোঝাগুলো শীঘ্রই খসে পড়ার মুখে।'

জো প্রশ্ন করল, 'কেমন করে জানলে তুমি? মা বলেছেন বুঝি?'

'বেশী নয়। খড়ের কুটো দেখে বাতাসের গতি বোঝা যায়। আজকে অনেককিছু আবিষ্কার করলাম।'

ওঁর পাশে বসে মেগ বলল, 'ইস্, বলো আমাদের; সেগুলো কি?'

চেয়ারের হাতলে রাখা হাতখানা ধরে, তিনি কর্কশ তর্জনী, হাতের পিঠে পোড়াদাগ, তালুর ওপর দু-তিনটে শক্ত চিহ্ন দেখিয়ে বল্লেন, 'এই যে এখানে একটি। এই হাত, আমার মনে আছে, আগে শাদা আর পালিস করা ছিল, তোমার গোড়াগুড়ি চেষ্টা, কেমন করে সেভাবে রাখবে। তখন হাতখানা অতি সুন্দর লাগত, কিন্তু আমার কাছে এখন আরো সুন্দর। এইসব দাগের মধ্যে আমি একটা ছোট ইতিহাস পড়ছি। গুমোরকে দগ্ধ উপহার করা হয়েছে। ক্ষতচিহ্ন ছাড়া হাতখানি আরো যোগ্য কিছু অর্জন করেছে। এই সছিদ্র আঙুলগুলোর সেলাইকাজ দীর্ঘ স্থায়ী হবে, কারণ সেলাইফোঁড় ভরে উঠেছে অনেক সদিচ্ছায়। লক্ষী মেগ, বাড়ীঘর সুখী করে তোলে যে মেয়েলী নৈপুণ্য, তাকেই আমি শুভ্র হাত-পা কায়দা-মাফিক গুণাবলীর চেয়ে বেশী ভালবাসি। এই সৎ-পরিশ্রমী কর-মর্দনে আমি গর্ব বোধ করছি। আশাকরি, শীঘ্রই সম্প্রদান করার ডাক আসবে না।'

পিতার স্নেহভরা করমর্দন এবং তার দিকে বর্ষিত তারিফের হাসি, মেগের ধৈর্যপূর্ণ প্রহরের পর প্রহর পরিশ্রমের প্রার্থিত পুরস্কার এনে দিল।

বেথ বাবার কানে কানে বলছে, 'জো-এর কথাটা? জো এত পরিশ্রম

করেছে, আমাকে এত যত্ন করেছে যে, ওকে ভাল কিছু বোল তুমি।'

অনভ্যস্থ প্রশান্ত বাদামী রংয়ের মুখে লম্বা মেয়েটি উল্টোদিকে বসে আছে। তার দিকে চেয়ে তিনি হাসলেন।

শ্রীযুক্ত মার্চ বল্লেন, 'কোঁকড়া-খাটো চুল সত্ত্বেও একবছর আগে সে 'জো-ছেলেকে' রেখে গিয়েছিলাম, তাকে দেখছি না। আমি একজন তরুণী মহিলাকে দেখছি, সে সোজা করে কলার আঁটে, পরিস্কার জুতোর ফিতে বাঁধে, শীষও কাটেনা, বিকৃত ভাষা বলেনা, মেজের র‍্যাগে শুয়ে থাকে না। আগে সে এসব করত। রাতজাগা ও উদ্বেগে এখন একটু শীর্ণ ও বিবর্ণ মুখটি কিন্তু আমার দেখতে ভাল লাগছে। কারণ, মুখখানি আগের চেয়ে কোমল হয়েছে। গলার স্বর নীচু; সে লাফিয়ে হাঁটেনা, ধীরেসুস্থে চলে। আর, একজন ছোট মানুষকে মায়ের মত যত্ন করে। দেখে আমার আনন্দ হয়। আমি আমার বুনো মেয়েটির জন্যে খানিকটা অভাব বোধ করলেও; যদি শক্তিমতী, কর্মঠ, কোমলমনা নারীকে তার জায়গায় পাই, বেশ তৃপ্ত হবো। জানিনা, লোমছাঁটাই আমার কালো ভেড়াটিকে গম্ভীর করেছে, কিনা। কিন্তু এইটুকু জানি যে, গোটা ওয়াশিংটনে আমার মেয়েটির পাঠানো পঁচিশটা ডলার দিয়ে কেনার যোগ্য সুন্দর কিছুই পাইনি।'

জো-এর ধারালো চোখ দুটি এক মিনিট ঝাপসা হয়ে উঠেছে, ওর শীর্ণ মুখ আগুনের আভায় রাঙা হয়েছে। বাবার প্রশংসা শুনে মনে হয়, একটু নিশ্চয় পাওনা তার।

এমি নিজের পালার আশা করলেও, অপেক্ষায় রাজী। সে বলল,

'এবার বেথ।'

'এতটুকু বেথের আছে যে, বেশী কিছু বলার ভরসা পাইনা। ভয় হয়, একেবারে মিলিয়ে যাবে। আগের মত যদিও লাজুক নেই ও।'

হাসিমুখে সুরু করে, বাবার মনে পড়ে গেল, প্রায় হারিয়েছিলেন ওকে। তাই নিবিড় করে জড়িয়ে, গালে গাল রেখে, সস্নেহে তিনি বললেন,

'বেথ আমার, তোমাকে নিরাপদে পেয়েছি। ঈশ্বর দয়া করুন, তোমাকে আমি নিরাপদ রাখব।'

একমিনিটের নীরবতার পারে, এমির দিকে তিনি চাইলেন। সে ওঁর পায়ের কাছে নীচু টুলের ওপরে বসে আছে। উজ্জ্বল চুলে আদরে হাত

বুলিয়ে তিনি বললেন,—

'দেখলাম, এমি খাবার সময়ে সরু হাড়গুলো নিজে নিল, মায়ের ফরমাসে গোটা বিকেল দৌড়োদৌড়ি করল, রাত্রে মেগকে নিজের জায়গা ছেড়ে দিল, সকলকে ধৈর্য ও খোসমেজাজে পরিবেশন করল। আরও দেখলাম ও বেশী অভিযোগ করলনা, আয়নায় বেশী চাইল না, হাতের অতি সুন্দর আংটিটিরও উল্লেখ করল না। তাই ধরে নিলাম যে, অন্যদের কথা বেশী ভাবতে ও নিজের কথা কম ভাবতে শিখেছে। সে স্থির করেছে, মনে হয়, নিজের গড়া ছোট ছোট মাটির মূর্তির মত নিজের চরিত্র গড়ে নেবে। আমি এতে খুশী হলাম। যদিও একটা সুশ্রী মূর্তি সে গড়লে আমি খুব গৌরব পেতাম। কিন্তু যে স্নেহশীলা মেয়ে নিজের বা অন্যের জীবন সুন্দর করে তোলার গুণ জানে, তার জন্যে আমি অপরিসীম গৌরব বোধ করব।'

এমি বাবাকে ধন্যবাদ জানিয়ে আংটিটার বিষয় শোনাবার পর, জো জিজ্ঞাসা করল, 'বেথ, তুমি কি ভাবছ?'

'আজ তীর্থযাত্রীর অগ্রগতি' বা 'পিল্‌গ্রিম্‌স্‌ প্রোগ্রেস' বইটিতে পড়লাম খৃষ্টান ও আশাবাদী একটা সবুজ সুন্দর প্রান্তরে এল। সেখানে সারা বছর ধরে পদ্মফুল ফোটে। ভ্রমণের শেষে যাবার আগে তারা ওখানে আনন্দে বিশ্রাম করেছিল, এই যেমন আমরা এখন করছি।'

বেথ উত্তর দিয়ে, বাবার কোল থেকে নেমে আবার যোগ করে দিল 'এখন গান গাইবার সময়। আমি আমার পুরণো জায়গাটায় বসতে চাই। তীর্থযাত্রীদের শোনা রাখালছেলের গানটা গাইতে চেষ্টা করব। বাবা কবিতাটা ভাল বলায় আমি সুর বসিয়েছি।'

প্রিয় ছোট পিয়ানোতে বসে বেথ চাবীগুলোয় লঘু স্পর্শ দিল। যে মধুর কণ্ঠ আর কখনই শুনবে না ভেবেছিল তারা, সেই কণ্ঠে নিজের বাজনার সঙ্গে বেথ প্রাচীন স্তোত্রটি গাইল। গানটি বেথের পক্ষে বিশেষভাবে উপযুক্ত :—

'পতিত যে-জন সে-ও পতনে নির্ভয়,
অবনত জন কভু গর্ব নাহি চায় ;
যে-জন অধম—দীন সতত সে পায়
ঈশ্বরী দিশারী তার পথের অভয়।

যেটুকু পেয়েছি নিয়ে পরিতৃপ্ত আমি,
অল্প হোক বেশী হোক তাই ;
প্রভু ! তুমি তৃপ্তি শুধু দাও দিবাযামি,
এমন জনেরে তুমি বাঁচাও সদাই
'পূর্ণতার উপাদান বোঝা তার লাগে,
যে চলে তীর্থের পথপার ;
এখানের তুচ্ছ সুখে অন্যতীরে জাগে,
যুগে যুগে এই শ্রেষ্ঠসার !'

তেইশ

মার্চপিসী মীমাংসা করলেন।

মক্ষীরাণীর কাছে মৌমাছির মত কন্যারা পরদিন শ্রীযুক্ত মার্চের চারিধারে সঞ্চরণশীল। নূতন রোগীটিকে দেখাশোনা, সেবাযত্ন ও কথাশোনার উদ্দেশ্যে অন্য সমস্ত কাজ তাঁরা ভাসিয়ে দিলেন। করুণাদ্বারা হত্যাকরার অবস্থা হল রোগীটির, বেথের সোফার ধারে একটা বড় চেয়ারে ঠেস দিয়ে বসলেন তিনি, অন্যেরা কাছে, হানা 'আদরের লোকটিকে উঁকিঝুকি মেরে' দেখতে ঘন ঘন মাথা ঢোকাচ্ছে। তাঁদের মুখ পরিপূর্ণ প্রতীয়মান। কিন্তু তবু সুখপূর্ণ হওয়ার পক্ষে আর কিছু দরকার, বড়রা অনুভব করলেও খুলে বললেন না। মেগকে অনুসারী শ্রীযুক্ত ও শ্রীমতী মার্চের দৃষ্টি পরস্পরের প্রতি উদ্বিগ্নভাবে পতিত।

জো সহসা গাম্ভীর্যের ধমকে আবিষ্ট। তাকে আবার শ্রীব্রুকের ছাতার দিকে ঘুষি দেখাতে দেখা গেছে। ছাতাটা হলে ছিল। মেগ আনমনা, লজ্জাশীলা ও নীরব। দরজার ঘণ্টা বাজলে সে চমকিতা, জনের নাম উল্লেখে আরক্ত। এমি বলল, 'সকলে যেন কিছুর প্রতীক্ষা করছে, যেন শান্ত হয়ে বসতে পারছে না। বাবা বাড়ী ফিরে এসেছেন, এখন এমন ধারা আশ্চর্য।'

বেথ সরলভাবে অবাক হল, যে কেন নিত্যকার মত প্রতিবেশীরা আসছে না!

লরি অপরাহ্নের দিকে এল। জানালায় মেগকে দেখে সহসা যেন নাটকীয় উচ্ছ্বাসে অভিভূত ; কারণ সে বরফের বুকে এক হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে, বুক চাপড়ে, চুল ছিঁড়ে দুহাত অনুনয়ে যোড় করল, যেন কোন দয়া ভিক্ষা করছে। মেগ ওকে সভ্য ব্যবহার করতে এবং চলে যেতে বলায় সে রুমাল নিঙড়ে কাল্পনিক অশ্রুমোচন করল, এবং যেন মহা হতাশায় টলতে টলতে মোড়ে অদৃশ্য হল।

মেগ হাসতে হাসতে অনবহিত দেখবার প্রয়াসে বলে উঠল, 'কি বলতে চায় বোকারাম?'

জো অবজ্ঞাভরে উত্তর দিল 'শীঘ্রই তোমার জন কেমন করবে, ও তাই

দেখাচ্ছে। হৃদয়স্পর্শী, নয় কি।'

'আমার জন বোল না, সত্যি নয়, উচিতও নয়', কিন্তু শব্দগুলি মেগের বিলম্বিত, যেন ধ্বনি প্রীতিদায়ক তার কাছে।

'জো, দয়া করে আমাকে উত্যক্ত কোর না। আমি তোমাকে বলে দিয়েছি যে, ওঁকে আমি খুব বেশি গ্রাহ্য করি না, কিছু বলার মত নেই। তবে আমরা সকলে বন্ধুভাবে থাকব, আগের মতই চলব।'

জো বিরক্তভাবে বলল, 'আমরা আর পারি না, কারণ কিছু বলা হয়ে গেছে। লরির নষ্টামি আমার পক্ষে তোমার দফারফা করে দিয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি, মা-ও দেখতে পাচ্ছেন। তুমি তোমার পূর্বসত্তায় নেই, আমার কাছ থেকে অনেক দূরে চলে গেছ। আমি তোমাকে উত্যক্ত করতে চাই না, পুরুষের মত সহ্য করব। কিন্তু মীমাংসা হয়ে যাক, চাই। আমি অপেক্ষাকরা পছন্দ করি না। যদি এ কাজ কখনও করতে ইচ্ছা থাকে তোমার, তাড়াতাড়ি কর, জিনিষটা শিগগির করে ফেল।'

'উনি না-বলা পর্যন্ত আমি কিছু বলতে বা করতে পারি না। উনি কথা বলবেন না, কারণ, বাবা বলেছেন, আমি বেশি ছোট।' মেগ কথা বলতে সুরু করে হাতের কাজের ওপর নত হল। মুখে বিচিত্র ঈষৎ হাসি, দেখে মনে হয়, সে বিষয়ে মেগ তার বাবার সঙ্গে ঠিক একমত নয়।

'যদি উনি বলেন, তবে উত্তর কি দেবে বুঝতে না পেরে, তুমি কাঁদবে বা রাঙা হয়ে উঠবে। অথবা স্থির স্পষ্ট 'না' বলার বদলে ওঁকেই নিজের সুবিধা নিতে দেবে।'

'তুমি যা ভাবো, আমি তেমন বোকা বা দুর্বল নই। ঠিক কি বলতে হবে আমি জানি, কারণ আমি ভেবে-চিন্তে আগেই সবটা ঠিক করে রেখেছি। হঠাৎ অসতর্ক হয়ে পড়ব না। কি ঘটতে পারে, কোন ঠিক নেই। তৈরি থাকতে চাই আমি।'

কপোলে পরিবর্তনশীল সুন্দর রক্তিমার মত শোভন এক মুরুব্বিভঙ্গি মেগের অজ্ঞাতসারেই এসেছে। দেখে জো না হেসে পারল না।

এবার অধিক শ্রদ্ধায় জো জিজ্ঞাসা করল, 'কি বলবে, আমাকে জানাতে আপত্তি, আছে?'

'মোটেই না। আমার কথাবার্তা জানার পক্ষে তুমি যথেষ্ট বড়, ষোল

বছর বয়স হয়েছে তোমার। ভবিষ্যতে আমার অভিজ্ঞতা তোমার কাজে লাগবে, হয়তো তোমার নিজেরি এরকম কোন ব্যাপারে।'

উক্ত সম্ভাবনার চিন্তায় ভীত হয়ে জো বলল, 'এরকম হওয়ার কোন ইচ্ছা নেই। অন্যদের প্রণয়খেলা লক্ষ্য করতে মজা লাগে, কিন্তু নিজে অমনটি করতে গেলে গাধামার্কা লাগবে।'

"আমার তা মনে হয় না, যদি কাউকে তোমার বিশেষ ভালো লাগে এবং সেও তোমাকে চায়।' নিজের মনে মেগ বলল, বাইরের গলিপথের দিকে কটাক্ষে চাইল সে। নিদাঘ গোধূলিকায় ওখানে প্রায়ই সে প্রেমিকদের বিচরণশীল দেখেছে।

বোনের ক্ষণস্থায়ী স্বপ্নচিন্তা রূঢ়ভঙ্গিতে ভেঙে দিয়ে জো বলল, লোকটাকে যা বলবে, সেটা আমাকে বলে দেবে, ভেবেছিলাম।'

'ওঃ, আমি শুধু খুব শান্ত ও স্থিরনিশ্চিতভাবে বলব, ধন্যবাদ, মিঃ ব্রুক, আপনি সহৃদয়। কিন্তু আমার বাবার সঙ্গে আমি একমত যে, বর্তমানে কোন বাগদানের পক্ষে আমি বেশি ছোট। অতএব দয়া করে আর বলবেন না, কিন্তু, আগে যেমন ছিলাম, তেমনি ভাবে, বন্ধুরূপে আমাদের থাকতে দিন।'

'হুঁ্যা! যথেষ্ট শীতল ও সুকঠিন বাক্য। আমার বিশ্বাস হয় না যে, তুমি কখনও একথা বলতে পারবে। তুমি বললেও উনি সন্তুষ্ট হবেন না। যদি নভেলের প্রত্যাখ্যাত প্রেমিকের ঢং-এ উনি চলেন, ওঁর মনে কষ্ট না দিয়ে, তুমি বরঞ্চ সম্মতি দিয়ে ফেলবে।'

'না, দেব না! আমি ওঁকে বলব যে আমি মনস্থির করেছি, এবং সগৌরবে ঘর থেকে বার হয়ে যাব।'

মেগ কথার সঙ্গে উঠে দাঁড়াল। সগৌরবে প্রস্থানটির মহড়া দিতে যাবার মুখে হলের মধ্যে পদধ্বনি শুনে সে ছুটে নিজের আসনে ফিরে গেল। নির্দিষ্ট সময়ে সেই ফোঁড়-তোলার উপর যেন ওর জীবন নির্ভর করছে, এমনিভাবে সে সেলাই করল। জো ওর আকস্মিক পরিবর্তনে হাসি চাপল। যখন কোনও ব্যক্তি দ্বারে আস্তে ঘা দিলেন, জো উগ্রভঙ্গিতে দরজা খুলল। আর যাই হোক, আতিথ্যসুলভ নয়।

একটি থেকে আর একটি ভাব-অভিব্যক্ত মুখে দৃষ্টিপাত করে, মিষ্টার ব্রুক কিঞ্চিৎ অপ্রস্তুত হয়ে বললেন, 'শুভ অপরাহ্ন! আমি আমার ছাতাটা নিতে

এসেছি, মানে, আপনাদের বাবা আজ কেমন বোধ করছেন, দেখতে এলাম।'

'ওটা বেশ ভালো, তিনি তাকে রচেছেন, তাকে নিয়ে আসছি, ওটাকে বলছি আপনি এসেছেন।' বাবা ও ছাতা উত্তরে একবারে গুলিয়ে ফেলে দিয়ে জো ঘর থেকে বার হয়ে গেল! অভিপ্রায়, মেগকে তার বক্তৃতার ও গৌরববিস্তারের সুযোগ দেওয়া।

কিন্তু জো চলে যাবার পর মুহূর্তেই মেগ দরজার দিকে পায়ে পায়ে চলল, মৃদুস্বরে বলতে লাগল।

'মা আপনাকে দেখে খুশী হবেন। অনুরোধ করছি, বসুন আপনি। আমি ওঁকে ডেকে আনি।'

'যেও না। তুমি আমাকে ভয় পাও, মার্গারেট?' মিষ্টার ব্রুককে এতটা আহত দেখাল যে, মেগের মনে হল, হয়তো সে কোন রূঢ়তা প্রকাশ করে ফেলেছে।

ললাটে আকীর্ণ ছোট ছোট চুলের স্তবক পর্যন্ত আরক্ত হয়ে উঠল মেগ, কারণ, আগে উনি কখনও ওকে মার্গারেট বলে ডাকেন নি। ওঁর ডাক কত স্বাভাবিক, কত মধুর শোনাচ্ছে দেখে সে বিস্মিত। সহৃদয় ও সহজ দেখাবার উদ্বেগ মেগ বিশ্বস্ত ভঙ্গিতে নিজের হাতখানা বাড়িয়ে সকৃতজ্ঞতায় বলল,—'বাবার জন্য আপনি এত করেছেন, আপনাকে ভয় পাই নাকি? আমার ইচ্ছা করে, আপনাকে ধন্যবাদ জানাতে পারতাম যদি ঠিক মত।'

'তোমাকে শিখিয়ে দেব, কেমন করে দেবে?' ছোট হাতখানি নিজের দুহাতে দৃঢ় আবদ্ধ রেখে মিষ্টার ব্রুক, প্রশ্ন করলেন। তাঁর মেগের প্রতি আনত বাদামী চোখ দুটিতে এত প্রেম, যে দেখে মেগের হৃৎপিণ্ড কেঁপে উঠল। ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছা আবার থেমে শোনার ইচ্ছা, যুগপৎ বোধ করল সে।

'আঃ, না, দয়া করে ছাড়ুন—আমি চাই না,' নিজের হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার চেষ্টা করে, অস্বীকৃতি সত্ত্বেও আতঙ্কিত হয়ে মেগ বলল।

'আমি তোমাকে বিরক্ত করব না। আমি শুধু জানতে চাই, আমার জন্য একটুও সামান্য চিন্তা তোমার আছে কি না মেগ! লক্ষ্মীটি, আমি তোমাকে এত ভালবাসি।' মিষ্টার ব্রুক সপ্রেমে যোগ করে দিলেন।

এখুনি সংযত, যথোচিত বাক্যবিন্যাসের সময়, কিন্তু মেগ কিছু বলল না।

প্রত্যেকটি অক্ষর ভুলে যেয়ে, মাথা নামিয়ে উত্তর দিল, 'আমি জানি না।' এতই মৃদু যে, জনের নীচু হয়ে লঘু ছোট্ট উত্তরটুকু শুনে নিতে হল।

প্রয়াসের উপযুক্ত উত্তর তিনি ধরে নিলেন মনে হয়। কারণ যেন বিশেষ তৃপ্ত হয়ে নিজের মনে মুচকে হাসলেন। তিনি কৃতজ্ঞতাভরে সুপুষ্ট হাতখানিতে চাপ দিয়ে তাঁর সর্বাধিক অনুনয়নের স্বরে বললেন,—

'তুমি চেষ্টা করে দেখবে? আমি এটুকু শুধু জানতে চাই। কারণ, শেষে আমার পুরস্কার পাব, কি পাব না, না জানা পর্যন্ত প্রাণ দিয়ে কাজ করতে পারছি না।'

'আমি বেশী ছোট', জড়ানো সুরে মেগ বলল। এমন অস্থির লাগছে কেন, ভেবে অবাক হল সে, আবার ভালও লাগল।

'আমি অপেক্ষা করব। ইতিমধ্যে তুমি আমাকে ভালো লাগার চেষ্টা করতে পারবে। লক্ষীটি, শেখা শক্ত হবে কি?'

'না, যদি চেষ্টা করতে চাই, কিন্তু'—

মেগ দয়া করে শেখার চেষ্টা করো। আমি শেখাতে ভালবাসি। এটা জার্মান ভাষার চেয়ে সোজাও।' জন বাধা দিয়ে বললেন। অন্য হাতটারও অধিকার নিলেন তিনি, মুখ লুকাবার উপায় রইল না মেগের। তিনি ঝুঁকে মুখ দেখলেন।

ও'র কণ্ঠস্বর যথোচিত অনুনয়ভরা কিন্তু লাজুক কটাক্ষে মেগ দেখে ফেলল যে, চোখ দুটি ওঁ'র সপ্রেম হলেও ফূর্তিপূর্ণতা ছাড়া, নিজের সফলতা সম্বন্ধে নিঃসংশয়জনের পরিতৃপ্ত হাসি ওঁর অধরে।

দেখে মেগ উত্তেজিত। অ্যানি মোফাটের প্রণয়-ক্রীড়ার বুদ্ধিহীন উপদেশ মনে ভেসে এল ওর। সর্বশ্রেষ্ঠ তরুণী নারীরও অন্তরে সুযুপ্ত ক্ষমতা-প্রিয়তা জেগে উঠে ওকে গ্রাস করে ফেলল। সে উত্তেজিত বি'চত্র বোধ করল। অন্য কি করা যায় না বুঝে, একটা খেয়ালী ইচ্ছার বশবর্তী হয়ে, হাত টেনে নিয়ে অধীর মেগ বলল,—

'না আমি চেষ্টা করতে চাই না! দয়া করে চলে যান, আমাকে ছেড়ে দিন।'

বেচারী মিষ্টার ব্রুককে দেখে মনে হল যেন তাঁর মনোহর আকাশী প্রাসাদ চারিদিকে খসে পড়ল। মেগের এমন মেজাজ তিনি পূর্বে দেখেন নি

কখনও। দেখে চমৎকৃত তিনি।

মেগ হেঁটে যাবার মুখে তিনি উৎকণ্ঠ হয়ে পেছনে অনুসরণ করে বল্লেন 'তুমি সত্যি সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ বলছি। এই সমস্ত নিয়ে আমি উত্যক্ত হতে চাই না। বাবা বলেছেন আমার দরকার নেই, বড় তাড়াতাড়ি। আমি চাই না।'

'ভবিষ্যতে তুমি মত বদলাতে পারো আশা রাখতে পারি। আমি অপেক্ষা করব। যতক্ষণ না তুমি আরও সময় পাও আমি কিছু বলব না। মেগ আমাকে নিয়ে খেলা কোর না। তোমার বিষয়ে এমনটি আমি ভাবি নি।'

'আমার বিষয়ে একেবারে কিছুই ভাববেন না। আমি চাই যে আপনি না ভাবেন।' মেগ বলল। প্রেমিকের ধৈর্য পরীক্ষায় ও নিজের শক্তির ব্যবহারে মেগ চটুল তৃপ্তি পেল।

তিনি এখন গম্ভীর ও ফ্যাকাশে হয়ে গেছেন, মেগের পছন্দসই নভেলের নায়কের মত। কিন্তু তাদের মত মিষ্টার ব্রুক কপাল চাপড়ালেন না অথবা ঘর ব্যেপে দাপিয়ে বেড়ালেন না শুধু তিনি দাঁড়িয়ে থেকে মেগের দিকে এত আকুল এত প্রেমপূর্ণ চোখে তাকিয়ে রইলেন যে অনিচ্ছা সত্ত্বেও মেগের মন বিগলিত হচ্ছে দেখল মেগ। এহেন কৌতূহলোদ্দীপক সময়ে মার্চপিসী খোঁড়াতে খোঁড়াতে এসে না পড়লে কি যে ঘটত বলতে পারি না।

বৃদ্ধা মহিলা হাওয়া খেতে যাওয়ার কালে লরির দেখা পেয়েছিলেন মিষ্টার মার্চের আগমনবার্তায় তিনি সোজা তাঁকে দেখতে গাড়ী হাঁকিয়ে এসেছেন। ভাইপোকে দেখার বাসনা অদম্য হয়েছিল ওঁর। বাড়ীর পশ্চাৎভাগে বাড়ীর লোকেরা ব্যস্ত। তিনি তাদের চমকে দেবার আশায় নিঃশব্দে ঢুকে এসেছেন। তিনি তাদের মধ্যে অন্ততঃ দুজনকে এত চমকে দিলেন যে ভূত দেখার মত মেগ চমকে গেল এবং মিষ্টার ব্রুক পড়ার ঘরে অদৃশ্য হলেন।

'রক্ষে করুন ভগবান, এ সমস্ত কি?' বৃদ্ধা মহিলা লাঠি ঠুকে বল্লেন জোরে। ফ্যাকাশে তরুণ ভদ্রলোকের দিক থেকে আরক্ত তরুণী ভদ্রমহিলার দিকে চাইলেন উনি। 'বাবার বন্ধু। তোমাকে দেখে আমি এত অবাক হলাম।' একটা হিতোপদেশের মুখোমুখি হয়েছে অনুভব করে মেগ থেমে থেমে বলল।

'সে তো স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে! মার্চপিসী বসে পড়ে বল্লেন।'

'কিন্তু বাবার বন্ধুটি তোমাকে এমন কি বলছিলেন যাতে তুমি পিওনি ফুলের মত লাল হয়ে উঠলে? কোন অঘটন ঘটেছে, আমি অবশ্যই জানব।' আর একবার লাঠি ঠোকা।

'আমরা শুধু কথা বলছিলাম। মিষ্টার ব্রুক ওঁর ছাতাটা নিতে এসেছেন।' মেগ বলতে লাগল। মিষ্টার ব্রুক ও তাঁর ছাতা নিরাপদে বাড়ীর বাইরে থাক, বাসনা তার মনে।

'ব্রুক? ওই ছেলেটির গৃহশিক্ষক। আঃ, বুঝেছি এখন। আমি এ বিষয়ে আগাগোড়া জানি। তোমার বাবার চিঠির একটা উল্টো সংবাদ নিয়ে জো ভুল করে ফেলায় আমি ওকে বলতে বাধ্য করি। বাছা তুমি নিশ্চয় ওকে গ্রহণ করে ফেল নি?'

মার্চপিসী স্তম্ভিতভাবে বলে উঠলেন।

'চুপ! উনি শুনে ফেলবেন। মাকে ডাকব না?' বিশেষ বিব্রত মেগ বলল।

'এখনি না। তোমাকে আমার কিছু বলার আছে, এক্ষুণি মন খোলসা করে ফেলা দরকার। বলতো, এই কুক লোকটিকে তুমি বিয়ের ইচ্ছা রাখ কি? যদি তাই হয়, আমার সম্পত্তির একটি পয়সাও পাবে না তুমি। মনে রেখো কথাটা, বুদ্ধিমতী হও।' বৃদ্ধা মহিলা গুরুত্বপূর্ণভাবে জানালেন।

অতি মৃদু স্বভাবের লোকের মনে প্রতিবাদের তেজ জাগিয়ে তোলার কৌশল মার্চপিসী পুরোপুরি জানেন। আনন্দও পান। আমাদের মধ্যে ভাল মানুষদেরও মধ্যে কিছু বিপরীতের গন্ধ থাকে, বিশেষতঃ যদি আমাদের বয়স অল্প হয় ও প্রেমে পড়ি আমরা। যদি মার্চপিসী জন ব্রুককে বিবাহ করতে মেগকে অনুনয় জানাতেন, বোধ হয় সে ঘোষণা করত যে একথা সে ভাবতেও পারে না। কিন্তু জনকে অপছন্দ করার অলঙ্ঘ্য আদেশ আসা মাত্র সে মন স্থির করে ফেলল যে সে বিবাহ করবে। ইচ্ছা ও একগুঁয়েমি সংকল্প গ্রহণ সহজ করে দিল। পূর্বেই বেশ উত্তেজিত মেগ বৃদ্ধা মহিলাকে অনভ্যস্থ তেজে প্রতিহত করল।

দৃঢ় সংকল্পে মাথা নেড়ে মেগ বলল, 'মার্চপিসী, আমার যাকে খুশী বিয়ে করব। তোমার যাকে ইচ্ছা, তোমার টাকা দিয়ে যেতে পার।'

'উঁচু নাক! মিস, এইভাবে আমার উপদেশ নিচ্ছ বুঝি? ভবিষ্যতে যখন কুঁড়েঘরে প্রেম করার চেষ্টা পাবে এবং সেটা অসার্থক দেখবে, তখন এজন্যে দুঃখ করতে পারবে।'

মেগ মুখে মুখে জবাব দিল, 'সেটা বড়বাড়ীতে কেউ কেউ যেমন অসার্থকতা পায়, তার থেকে খারাপ হতে পারে না।'

মেয়েটির এমন মেজাজ মার্চপিসী পূর্বে দেখেন নি, কাজেই তিনি চশমা জোড়া পরে, ভালভাবে লক্ষ্য করে তাকে দেখলেন। মেগ নিজেকে যেন চিনতেই পারছিল না। সে অতি সাহসী স্বাধীনচেতা বোধ করছিল, জনকে সমর্থন করে অতি আনন্দ পাচ্ছিল, যথেচ্ছা তাকে ভালবাসার অধিকার জাহির করে আনন্দ পাচ্ছিল। মার্চপিসী বুঝলেন, তাঁর প্রথমেই ভুল হয়েছে। কিছুক্ষণ নীরবতার পরে, তিনি যথাসাধ্য মোলায়েম স্বরে কথা বলে পুনরায় চেষ্টা সুরু করলেন।

'মেগ, লক্ষ্মী আমার, যুক্তি মেনে নিয়ে আমার পরামর্শ ধরো। আমি ভালোর জন্যে বলেছি। গোড়ায় একটা ভুল করে ফেলে তুমি গোটা জীবন নষ্ট কর, আমি চাই না। তোমার উত্তম বিয়ে করা উচিত, পরিবারকে সাহায্য করা উচিত। তোমার কর্তব্য বড়লোককে বিয়ে করা। এটা তোমাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার।'

'বাবা আর মা এ কথা মনে করেন না। জন গরীব হলেও ওঁরা তাকে পছন্দ করেন।

'বাছা, তোমার মা-বাবার দুটি শিশুর থেকে বেশী সাংসারিক জ্ঞান নেই।'
মেগ দৃঢ়স্বরে বলে উঠল, 'আমি সেজন্যে আনন্দিত।'

মার্চপিসী কথাটা গ্রাহ্য না করে, বক্তৃতা চালালেন, 'এই ব্রুক গরীব। কোন ধনী আত্মীয়ও ওর নেই, নয় কি?'

'না, কিন্তু অনেক খাঁটী বন্ধু আছে ওর।'

'বন্ধুদের দ্বারা খোরপোষ চলে না! চেষ্টা করে দেখো, তারা কত দূর হয়ে যায়। ওর কোন ব্যবসা নেই, নয় কি?'

'এখনও নেই। মিষ্টার লরেন্স ওকে সাহায্য করবেন।'

'বেশীদিন স্থায়ী হবে না। জেমস লরেন্স একজন খিটখিটে লোক, নির্ভরযোগ্য নয়। তাহ'লে, তুমি একজন এমন লোককে বিবাহ করা স্থির

করেছ, যার টাকা, পদমর্যাদা, কাজ নেই? আর স্থির করেছো, এখনকার চেয়েও কঠিন পরিশ্রম করে যাবে? আমার কথা শুনে, এর চেয়ে ভাল কিছু করলে, সারা জীবন আরামে থাকতে। তোমার আর একটু বুদ্ধি আছে, ভেবেছিলাম মেগ।'

'অর্ধেক জীবন অপেক্ষা করলেও আমি এর চেয়ে ভাল পেতাম না। জন সৎ, জ্ঞানী, ওর গাদা গাদা গুণ আছে, ও খাটাখাটি করতে ইচ্ছুক। নিশ্চয় উন্নতি হবে ওর। ও যা উৎসাহী ও সাহসী। প্রতিটি লোক ওকে পছন্দ করে, সম্মান করে। আমি যদিও গরীব, ছেলেমানুষ, হাঁদা, তবু সে আমাকে ভালবাসে বলে আমি গর্বিত।" কথাগুলো বলার সময়ে আন্তরিকতায় মেগকে আরও মনোহারিণী দেখালো। 'সে জানে তোমার বড়লোক আত্মীয় আছে, বাছা। আমি সন্দেহ করি যে, তার ভালবাসার গুপ্ত উদ্দেশ ওই।'

মেগ বৃদ্ধা মহিলার সন্দেহবাতিকের অবিচার ভিন্ন সমস্ত কিছু ভুলে বিরক্তিভরে বলে উঠল, 'মার্চপিসী, এমন একটা কথা তুমি কোন্ সাহসে বলছ? জন এ রকম নীচতার ওপরে। যদি তুমি এ ধরণের কথা বল, আমি শুনব না তোমার কথা। আমার জন টাকার জন্যে বিয়ে করবে না, আমি যেমন করব না। আমরা খাটতে প্রস্তুত, আমরা অপেক্ষায় থাকব। আমি এতদিন সুখেই আছি, তাই গরীব হতে আমার ভয় নেই। আমি জানি আমি ওর কাছে সুখ পাব কারণ সে আমাকে ভালবাসে, আমিও'—

মেগ এখন থেমে গেল। সহসা মনে পড়ে গেল যে সে তো মনস্থির করেনি সে 'তার জনকে' চলে যেতে বলেছে। হয়তো জন তার পরস্পর-বিরোধী উক্তি শুনে ফেলছে।

মার্চপিসী অতিশয় ক্রুদ্ধ হলেন। সুন্দরী ভাইঝির খুব ভালো বিবাহের তাঁর হৃদয়গত বাসনা ছিল। মেয়েটির সুন্দর কচি মুখে একটা কিছু নিঃসঙ্গ বৃদ্ধা মহিলার মনে বিষাদ ও তিক্ততাবোধ একসঙ্গে জাগাল।

'বেশ, আমি সমস্ত ব্যাপারটা শেষ করে দিলাম! তুমি একটা খেয়ালী মেয়ে, এই বোকামীর ফলে তুমি যা হারালে, সবটা তুমি জান না। না, আমি থামব না। তোমার ক্ষেত্রে আমি হতাশ হয়েছি। এখন তোমার বাবার সঙ্গে দেখা করার মন আমার নেই। বিয়ের সময় আমার কাছ

থেকে কিছুর প্রত্যাশা রেখ না। তোমার মিষ্টার ব্রুকের বন্ধুরা তোমার হেফাজত করুক। জন্মের মত আমার সঙ্গে তোমার শেষ হল।'

মেগের মুখের ওপর ধড়াস করে দরজার পাল্লা ঠেলে মার্চপিসী অতি আক্রোশে বার হয়ে গেলেন। উনি যেন মেয়েটির সকল সাহস নিয়ে চলে গেলেন। একা মেগ এক মিনিট দাঁড়িয়ে রইল, হাসি বা কান্না কোনটা আসবে, স্থির নেই তার। মন স্থির করার পূর্বেই মিষ্টার ব্রুক তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তিনি এক নিঃশ্বাসে বলে গেলেন, 'না শুনে পারিনি। মেগ, আমাকে সমর্থন করার জন্যে তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি আমাকে সত্যিই যে একটুখানি ভালবাস, সেটা প্রমাণের জন্যে মার্চ-পিসীকে ধন্যবাদ।'

মেগ বলতে সুরু করল, 'যতক্ষণ না উনি তোমাকে গালমন্দ দিলেন, আমি জানতাম না যে, কতটা।'

'আমাকে তাহলে চলে যেতে হবে না, থেকে সুখী হতে পারি? পারি, না, মণি?'

এখানে নির্দয় উক্তিটি বলে দিয়ে সগৌরব প্রস্থানের চমৎকার সুযোগ। কিন্তু কোনটাই করার কথা মেগের মনে এল না! জো-এর চক্ষে নিজেকে চিরদিনের মত কলঙ্কিত করে, সে বাধ্যস্বরে বলল,—'হ্যাঁ, জন।' মিষ্টার ব্রুকের ওয়েষ্টকোটে মুখ লুকাল মেগ।'

মার্চপিসীর বিদায়ের পনের মিনিট পরে, জো মৃদুপায়ে নীচে নামল। বসবার ঘরের দ্বারে একটু থেমে, ভেতরে কোন শব্দ না শুনে মাথা নেড়ে তৃপ্তির ভরে হাসল। নিজের মনে সে বলল, যেমন স্থির করেছিলাম আমরা, তেমনি করে লোকটাকে সরিয়ে দিয়েছে। ব্যাপারটা চুকে গেল। এখন যেয়ে মজাটা শুনি প্রাণ খুলে হাসি।'

কিন্তু জো বেচারীর আর হাসি হল না। এমন একটা দৃশ্য সে দেখল, যাতে সে সেখানেই স্থির, চৌকাঠে আবদ্ধ। চোখ দুটোর বিস্ফারিত দৃষ্টির মতই প্রায় মুখের হাঁ। পরাভূত শত্রুর পরাজয়ে হর্ষপ্রকাশ ও দৃঢ়চেতা বোনটির আপত্তিজনক প্রণয়প্রার্থীকে বিতাড়নের জন্য প্রশংসা সে করতে গিয়েছিল। পূর্বোক্ত শত্রুকে নির্বিকারভাবে সোফায় উপবিষ্ট দেখে, এবং দৃঢ়চেতা বোনটিকে অতি দীনবশ্য মুখভাবে লোকটির জানুভাগে উপবিষ্ট

দেখে, সত্যই একটা তড়িতাঘাত লাগে। যেন শীতল ঝরণা-স্নান হঠাৎ ওর মাথায় নেমে এল এমনভাবে যে, জো আঁকু-মাকু করে উঠল। ছকটা এমনভাবে হঠাৎ উল্টে যাওয়ায় সত্যই জো-এর নিঃশ্বাস রোধ হয়ে এল। বিশ্রী শব্দটায় প্রেমিকযুগল ফিরে ওকে দেখতে পেল। লজ্জিত ও গর্বিতভাবে মেগ লাফিয়ে উঠল। কিন্তু জো-এর বর্ণিত 'সেই লোকটা' সত্যি সত্যি উচ্চহাস্য করে উঠল। স্তম্ভিত নবাগতাকে চুমো দিয়ে দিব্যি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'জো-বোনটি, আমাদের অভিনন্দন জানাও।'

অনিষ্টের ঘাড়ে অপমান চাপানো এটা—সব জড়িয়ে অতিশয় বাড়াবাড়ি,—একটি কথাও না বলে, হাতের এলোমেলো কিছুক্ষণ নাড়ানাড়ির পরে জো অদৃশ্য। দোতলায় ছুটে, সে ঘরের মধ্যে সবেগে ঢুকে রোগীদের নাটকীয় চিৎকারে চমকিয়ে দিল,—'ইস্, শিগগির কেউ নীচে যাও। জন ব্রুক কদর্য ব্যবহার করেছে, আর মেগ সেটা পছন্দ করছে।

মিষ্টার ও মিসেস মার্চ সবেগে ঘর থেকে বার হয়ে গেলেন। বিছানার ওপর লুটিয়ে পড়ে, জো বেথ এবং এমিকে মারাত্মক সংবাদ জানাতে জানাতে উত্তাল ভঙ্গিতে চোখের জল ঝরাতে ও বকুনী বর্ষণে রত। ছোট মেয়েরা কিন্তু এটাকে অত্যন্ত মনোমত ও চমৎকার ঘটনা বলে নিল, জো ওদের কাছে সামান্যই সান্ত্বনা পেল। সুতরাং সে তার আশ্রয় চিলেকোঠায় যেয়ে ইঁদুরদের কাছে মন খুলল।

উক্ত অপরাহ্নে বসার ঘরের ঘটনা সংস্থার কেউ টের পায় নি। কিন্তু অনেক কথাবার্তা হল। শান্ত মিষ্টার ব্রুকের বন্ধুরা বিস্মিত। তিনি বাগ্মিতা ও তেজ সহ নিজের প্রার্থনায় ওকালতি করলেন, পরিকল্পনা জানালেন, এবং তিনি ঠিক যেমনটি চান, সেভাবে ব্যবস্থায় সবাইকে রাজী করে ফেললেন।

মেগের জন্য যে স্বর্গ তিনি অর্জন করতে চান, পুরোপুরি বর্ণনার আগেই চায়ের ঘণ্টা পড়ল। তিনি সগৌরবে তাকে সান্ধ্যভোজে নিয়ে গেলেন। উভয়কে এত সুখী দেখাচ্ছে যে, জো ঈর্ষিত বা মনমরা হওয়ার মত মনে জোর পেল না। জনের আনুগত্য, মেগের গৌরব দেখে এমি বিশেষ অভিভূত। বেথ দূর থেকে হাসতে লাগল তাদের দিকে তাকিয়ে। মিষ্টার ও মিসেস মার্চ তরুণ যুগলটিকে এত সুকোমল তৃপ্তিসহ পর্যবেক্ষণ

করতে লাগলেন যে, বেশ স্পষ্ট বোঝা গেল, ওঁদের 'একজোড়া শিশুর মত অসাংসারিক' বলা মার্চপিসীর ঠিক হয়েছে। কেউ বেশী খেল না, কিন্তু প্রত্যেকে খুব সুখী। পরিবারের প্রথম প্রেম সেখানে আরম্ভ হওয়ায়, প্রাচীন কক্ষটি আশ্চর্যভাবে যেন প্রদীপ্ত হয়ে উঠল।

এমি চিন্তা করছিল যে, কেমন করে সে ওর আঁকা ছবির মধ্যে প্রেমিকদের সন্নিবেশ করবে। সে বলল,—'ভালো কিছু কখনও ঘটে না, এখন সে কথা বলতে পার না তুমি, পার কি, মেগ ?'

'না, নিশ্চয়ই আমি পারি না। যেদিন বলেছিলাম, তার পরে যতকিছু ঘটে গেল। মনে হচ্ছে, এক বছর আগে।' মেগ উত্তর দিল। রুটী-মাখনের মত সাধারণ বস্তুর ঊর্ধ্বে সে উঠে গেছে, একটা আনন্দময় স্বপ্নে।

মিসেস মার্চ বললেন, 'এবার আনন্দ দুঃখের পেছু এল। আমি তাই ভাবছি, পরিবর্তন শুরু হয়েছে। অধিকাংশ পরিবারেই মধ্যে মধ্যে ঘটনাভরা একটা বছর আসে। এটাও তেমনি। তবে শেষ পর্যন্ত ভাল হবে।'

জো বিড়বিড়িয়ে বলল, 'আশা করি আগামী বছরের শেষ আর একটু ভাল হবে।'

তারি মুখের সম্মুখে মেগ এক অপরিচিতকে নিয়ে মত্ত, এ দৃশ্য জো-র পক্ষে বেজায় কঠিন। জো কয়েকটিমাত্র ব্যক্তিকে অত্যন্ত ভালবাসত, তাদের স্নেহ হারাতে বা কমে যেতে পারে ভেবে খুব ভয় ছিল তার।

মিস্টার ব্রুক মেগের দিকে সহাস্যে চেয়ে, যেন প্রতিটি কাজ এখন ওঁর সহজসাধ্য, এমনিভাবে বললেন, 'আমি আশা রাখি আজ থেকে তৃতীয় বৎসর অনেক ভালো কাটবে। যদি আমার পরিকল্পনা সম্পাদনে বেঁচে থাকি, তবে আমি করে তুলব।'

এমি তাড়াতাড়ি বিয়েটা হয়ে যাবার জন্য উৎসুক ! সে জিজ্ঞাসা করল, 'অপেক্ষার পক্ষে অনেকদিন মনে হচ্ছে না ?'

'প্রস্তুত হবার আগে আমাকে অনেক কিছু শিখে নিতে হবে। আমার সময়টা অল্পই লাগছে।' মেগ উত্তর দিল, মুখে এমন মধুর গাম্ভীর্য, যা পূর্বে দেখা যায়নি।

'তোমাকে কেবল অপেক্ষা করতে হবে, কাজ করার জন্যে আমি আছি।' কথাটা বলে জন কাজ করা আরম্ভ করলেন, মেগের ন্যাপকিনখানা তুলে দিয়ে। তখন তাঁর মুখের ভাববিকাশ দেখে জোকে মাথায় ঝাঁকুনি দিতে হল। তারপর হাঁফ ছাড়ার ভাবে, বাইরের দরজা পড়ার শব্দ শুনে নিজের মনে জো বলল, 'লরি আসছে। এখন একটু বুদ্ধিশুদ্ধির কথা কওয়া যাবে।'

কিন্তু জো-এর ভুল হল। লরি আনন্দে প্লাবিত হয়ে প্রকাণ্ড, বিয়ের কনের উপযোগী একটা ফুলের তোড়া 'মিসেস জন ব্রুকের' নামে হাতে ধরে, নাচতে নাচতে ঢুকল। স্পষ্টই ওর মনে ভ্রান্তি যে, গোটা ব্যাপারটা তারি সুনিপুণ ব্যবস্থাপনার হেতু সম্পাদিত।

উপহার এবং অভিনন্দন দেবার পরে লরি বলল,—'জানতাম, ব্রুক সমস্তটাই নিজের মতে গুছিয়ে নেবেন। উনি সদাসর্বদা তাই করেন। যখন কিছুর সম্পাদনে ওঁর মন স্থির হয়, মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লেও, কাজটা উনি সেরে ফেলেন।

মিস্টার ব্রুকের এখন সমগ্র মানবজাতির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ মৈত্রী, নিজের দুষ্টবুদ্ধি ছাত্রটির সঙ্গেও তিনি উত্তর দিলেন, 'প্রশংসার জন্যে অতি বাধিত হলাম। আমি ভবিষ্যতের শুভ সূচনা বলে কথাটা ধরে নিয়ে, এক্ষুণি তোমাকে আমার বিয়েতে নেমন্তন্ন করে রাখলাম।'

'পৃথিবীর শেষ প্রান্তে থাকলেও আমি আসব; কারণ সেই অনুষ্ঠানে কেবলমাত্র জো-এর মুখখানার দৃশ্য দীর্ঘ-ভ্রমণের পক্ষে যথেষ্ট।' মিস্টার লরেন্সকে অভ্যর্থনা জানাতে সকলে বসবার ঘরে সমবেত। এককোণে জো-এর পেছনে পেছনে যেয়ে লরি প্রশ্ন করল, 'মহাশয়া, আপনাকে তো উৎসবজনোচিত দেখাচ্ছে না; কি ব্যাপার?'

জো গম্ভীরভাবে বলল, 'আমি এ বিয়েটা সমর্থন করি না। কিন্তু আমি সহ্য করে যাবার জন্যে মনকে তৈরি করেছি। তাছাড়া বিরুদ্ধে একটি কথাও বলব না।' গলার মৃদু কম্পনে জো বলে চলল, 'মেগকে ছাড়া আমার পক্ষে কত শক্ত, তুমি জান না।'

লরি সান্ত্বনা দিয়ে বলল, তুমি তাকে ছাড়ছ না তো, শুধু আধাআধি ভাগ করছ।

জো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল, 'আগের মত আর হবে না। আমার সব চেয়ে বড় বন্ধুকে হারালাম।'

'তবু তুমি আমাকে পাচ্ছ। আমি বিশেষ ভাল নই, জানি। কিন্তু জো, আমার সারা জীবন আমি তোমার পাশে দাঁড়াব। কথা দিচ্ছি, আমি দাঁড়াব।'

লরির কথায় তাৎপর্য।

জো কৃতজ্ঞতাভরে করমর্দন করে উত্তর দিল, 'আমি জানি, তুমি থাকবে। আমি খুব কৃতজ্ঞ সর্বদা। টেডি, সব সময় তুমি আমার প্রকাণ্ড সান্ত্বনা।'

'বেশ, এখন মন খারাপ কোর না তো, লক্ষ্মী ভায়া। বুঝছ সব ঠিক আছে। মেগ সুখী হয়েছে। ব্রুক ছোটাছুটি করে এখনই কাজে বসে যাবেন। ঠাকুর্দা ওঁকে দেখবেন। মেগকে ওর নিজের ছোটখাটো গৃহস্থালিতে দেখাটা মজাদার হবে। মেগ চলে গেলেও আমরা খুব সুসময় কাটাব। শিগগিরই আমার কলেজ শেষ হয়ে যাচ্ছে। তখন আমরা সমুদ্রযাত্রা করব, বা একটা কোন চমৎকার ভ্রমণে যাব। তাহলে, তুমি সান্ত্বনা পাবে না?'

জো চিন্তিতভাবে বলল, 'মনে হয়, বেশ পাবো। কিন্তু তিন বছরে যে কি ঘটে বলা যায় না।'

লরি উত্তর দিল, 'সে কথা ঠিক, তোমার ইচ্ছা করে না যে, ভবিষ্যৎ দেখতে পাও, দেখতে পাও আমরা তখন কোথায় থাকব? আমার ইচ্ছা করে।'

'আমি তা চাই না। কারণ হয়তো আমি দুঃখজনক কিছু দেখে ফেলব। এখন প্রত্যেকটা জিনিষ এত সুখকর লাগছে যে, মনে হয় না যে, এগুলো আরও ভাল করা চলে।' জো ঘরটির চারদিকে ধীরে ধীরে দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, কারণ দৃশ্য প্রীতিদায়ক।

বাবা ও মা একসঙ্গে নীরবে বসে আছে। রোমাঞ্চটির প্রথম পরিচ্ছেদ প্রায় বিশ বৎসর পূর্বে তাঁদের জীবনে আরম্ভ হয়েছিল। আবার সেখানে ফিরে গেছেন তাঁরা।

এমি প্রেমিকযুগলের ছবি আঁকছে। দুজনে নিজেদের বিশিষ্ট মনোহর

জগতে বসে আছে, এক পাশে সরে। সেই পৃথিবীর আলো তাদের মুখ এমন আভায় স্পর্শ করেছে যে, নুতন শিল্পীর পক্ষে অনুকরণ অসাধ্য।

বেথ ওর সোফাটায় শুয়ে বৃদ্ধ বন্ধুটির সঙ্গে আনন্দে গল্পে রত। তিনি বেথের ছোট হাতখানি ধরে আছেন, যেন বেথের শান্তিময় পদযাত্রার পথে তাঁকে ওই হাতখানি চালিত করার শক্তি রাখে।

জো নিজের নীচু প্রিয় আসনটায় আধশোয়া। মুখে গম্ভীর শান্ত ভাব, ওকে সব থেকে মানায়। লরি ওর চেয়ারের পিছনে হেলে আছে, জো-এর কুঞ্চিতচুলেভরা মাথার সমান্তরাল লরির চিবুক। লরি অপরিসীম বন্ধুত্বের ভাবপ্রকাশে হাসছে। লম্বা আয়নায় দুজনের ছায়া প্রতিফলিত, লরি সেদিকে চেয়ে জোকে মাথা হেলিয়ে জানান দিচ্ছে আয়নার মধ্যে।

এইভাবে সুসমবেত মেগ জো, বেথ ও এমির ওপর যবনিকাপাত হল। আবার সেই যবনিকা উত্তোলিত হবে কিনা নির্ভর করছে পারিবারিক নাট্য লিট্‌ল্ উইমেনের সমাদরের উপর।